হেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

বসুমতী -- সাহিত্য -- মন্দির
১৬৬, বহবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

হেমেন্দ্রগ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-যন্ত্রে"
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মূল্য ১৲ টাকা

সূচিপত্র

অশ্রু

[উপন্যাস]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাত্রা

অশোক সিংহ জমীদারী-পরিদর্শনে যাইতেছিল। প্রকৃতি যে সকল সম্পদ প্রদানে প্রায়ই কার্পণ্য প্রকাশ করেন, আর যে সব সম্পদ লোক বহু কষ্টে লাভ করে—বিনা আয়াসে সে সকলই অশোক লাভ করিয়াছিল। আমাদিগের দেশে বহুকাল হইতে শুনা যায়, বিবাহব্যাপারে বরে কন্যা রূপ, মাতা অর্থ ও পিতা বিদ্যা চাহেন। মিষ্টান্নলোলুপ ইতর-জনের কথা ছাড়িয়া দিলে এই সকল সম্পদ্ থাকিলেই বর সর্ব্ববিষয়ে প্রার্থনীয় হয়। অশোকের রূপের অভাব ছিল না—বর্ণের গৌরতায়, গঠনের সামঞ্জস্যে, স্বাস্থ্যের অক্ষুণ্ণতায় তাহাকে সুপুরুষ না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আবার যৌবনের লাবণ্যে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও মনোহর হইয়া উঠিযাছে। তাহার অর্থের অভাব থাকা দূরে থাকুক, আবশ্যকাতিরিক্ত অর্থ ছিল। তাহার পিতা ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ঘর জিলায়" ওকালতী করেন। তথায় তাঁহার পশারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। যে পরগণায় তাঁহার বাসপল্লী অবস্থিত, সে পরগণাও তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এত দিন তিনি অর্থ উপার্জ্জনে ও অর্থসঞ্চয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট সাফল্যও হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র সন্তান—কন্যাই তাঁহার সমস্ত স্নেহের অধিকারী হইয়া তাঁহার গৃহে আনন্দ ও হৃদয়ে সুখ বিতরণ করিত। সহসা মৃত্যু যখন তাহাকে পিতৃবক্ষচ্যুত করিয়া গেল, তখন শোকাতুর পিতার পক্ষে জগৎ যেন অন্ধকার হইয়া গেল। গৃহে কন্যার সহস্র স্মৃতিচিহ্ন কেবলই তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তিনি সে গৃহে বাস কষ্টকর দেখিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তখন কলিকাতায় ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে ব্রাহ্মমতের বিশেষ আদর; হিন্দুধর্ম্মের আলোচনার অভাবে তাহার স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ যুবকগণ সে ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া কেহ বা নাস্তিক্যবাদের আশ্রয় লইয়াছিলেন, কেহ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার পর ক্রিয়াকাণ্ডবর্জ্জিত হিন্দুমত ব্রাহ্মমত নামে শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন প্রথম-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মমত খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে পরিবর্ত্তিত হইয়া কয় জন উৎসাহী তরুণ প্রচারকের চেষ্টায় বিশেষরূপে ব্যাপ্ত হইতেছে। সেই সময় কন্যাশোককাতর বিপিনবিহারী কলিকাতায় আসিলেন এবং ব্রাহ্মমতে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতেই শান্তি ও সান্ত্বনা সন্ধান করিলেন। যখন সময়ের শীতল সলিলসেচনে তাঁহার হৃদয়ে শোকের অনল-শিখার উগ্রতার হ্রাস হইতেছিল, সেই সময় এই ধর্ম্মমতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাহাতে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া তিনি আপনার কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় তিনি দেখিলেন, তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণে তাঁহার পক্ষে পরিচিত সমাজের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। যে সকল দুঃস্থ আত্মীয়-কুটুম্ব তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠ বা চাকরী করিত, সমাজশাসনের ভয়ে তাহারা গৃহত্যাগ করিল; সহরে সামাজিক কার্য্যে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল। গ্রামের গৃহে গোলমাল আরও পাকিয়া উঠিল। যথায় সকলের নিকট তিনি সমাদৃত হইতেন ও সকলের সামাজিক কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তথায় "একঘরে" হইয়া বাস করা কষ্টকর বুঝিয়া তিনি বাস উঠাইলেন। জমীদারী কাছারী গ্রাম্যগৃহে স্থানান্তরিত করিয়া, সহরে গৃহের একাংশ আবশ্যক হইলে ব্যবহার করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, অবশিষ্ট অংশে আমমোক্তারের বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিপিনবিহারী কলিকাতায় গমন করিলেন ও হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। তথায় তাঁহার পশারও জমিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে জমীদারীও বাড়িতে লাগিল। এই সময় অশোকের জন্ম হয়। সে পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী; সুতরাং তাহার অর্থের অভাব ছিল না। বিদ্যা কেহ দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে পায় না; কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার উপায় বুদ্ধি দিতে কার্পণ্য করেন নাই। পিতার যত্নে ও বুদ্ধির বলে সে বিশ্ববিদ্যালয়নির্দ্দিষ্ট

বিদ্যালাভ করিয়াছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভও তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয় নাই।

অশোকের রূপ, অর্থ ও বিদ্যা ছিল। কিন্তু অনায়াসে এ সকল লাভ করিয়া সে একটি গুণের অনুশীলন করিতে শিখে নাই; তাহার একাগ্রতা—কোন একটি বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ততা ছিল না। সে ওকালতী পড়িয়াছিল; কিন্তু পরীক্ষা দেয় নাই। সে যে দুই একটি কবিতা লিখিয়াছিল, সেগুলি বিশেষ প্রশংসিত হইলেও কবিতা পড়িতে তাহার যেরূপ উৎসাহ ছিল, কবিতা লিখিতে তাহার সেরূপ উৎসাহ ছিল না। সে সুকণ্ঠ ছিল; কিন্তু গান গাহিতে ভালবাসিত না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন কিছুই সে অনালোচিত রাখে নাই; প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। ফটোগ্রাফিতে সে সিদ্ধবিদ্য ছিল, চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু আলোচনাও সে করিয়াছিল ও করিত। এক কথায় তাহার বিদ্যাবুদ্ধিতে কেহ সন্দেহ করিত না এবং যাহারা যে কাজে হাত দেয়, সেই কাজই করিতে পারে ও চেষ্টা করিলে যে কোন কাজে যশ অর্জ্জন করিতে পারিত কিন্তু একাগ্রতার অভাবে কোন কাজেই লাগিয়া থাকিতে পারে না ও সেই জন্য সংসারে স্থায়ী যশের অধিকারী হয় না, সে তাহাদের দলপুষ্টি করিতেছিল।

এই রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্ যুবককে দেখিয়া বিবাহযোগ্যবয়ঃপ্রাপ্তা কুমারীদিগের জননীগণের স্নেহ উছলিয়া উঠিত। সান্ধ্যসম্মিলনে বা নিমন্ত্রণসভায় তাহার আবির্ভাবে কুমারীদলে যে চাঞ্চল্যসঞ্জাবতাও লক্ষিত হইত না, এমন নহে কিন্তু অশোকের বিনয়স্নিগ্ধ, সরস, অসঙ্কোচ আলাপ কিছুতেই আবেগে উচ্ছ্বসিত হইত না; তাহা কিছুতেই ধীরতার নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিত না। যে অভিজ্ঞতার অতর্কিত আগমনে সহসা জীবন মধুময় হয়, সে অভিজ্ঞতা সে লাভ করে নাই। সহসা এক দিন কোন কিশোরীর নয়নালোকে যুবক হৃদয়ে বসন্তাগম অনুভব করে—তাহার মনে হয়, তাহার হৃদয় বিকচকুসুমে শোভাময়, বিহগবিরাবে মুখরিত—মলয়হিল্লোলে প্রফুল্ল হইয়াছে। অশোক হৃদয়ে এখনও সে অনুভূতি লাভ করে নাই। আর সে সেই অনুভূতিলাভ করে নাই বলিয়াই অসীম স্নেহশীলা জননীর অজস্র অনুরোধ সত্ত্বেও সে এখনও অকৃতদার।

তাহার জননী সত্য সত্যই তাহার প্রতি অসীম স্নেহশীলা। একমাত্র সন্তান কন্যাকে হারাইয়া—শেষে অশোককে পাইয়া তিনি শোকের দংশনমুক্ত হইয়াছিলেন—সশোক হৃদয় অশোক করিতে পারিয়াছিলেন। সে তাঁহার স্নেহের একমাত্র অবলম্বন। সেই তাহার বিধবা জননীর সর্ব্বস্ব। এ অবস্থায় তাঁহার স্নেহের আতিশয্যে বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার স্নেহে সত্য সত্যই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার পুত্র সন্তানের আদর্শ—মানুষের আদর্শ—দেবতার প্রতিমূর্ত্তি। সকলের মুখে পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার এই ভাব অবিচলিত বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল। অশোকের প্রতি তাঁহার স্নেহ গোপালের প্রতি যশোদার স্নেহের সহিতই তুলনীয়। সে স্নেহ তেমনই বিপুল—তেমনই বিমল—তেমনই বিকশিত। আবার তাহাতে বাৎসল্য তেমনই ভক্তিভাববিজড়িত—ভক্তিভাব তেমনই বাৎসল্যবিগলিত।

অশোকের জননী মনোমোহিনী এ কালের লোক হইলেও তাঁহার ধরণটা সম্পূর্ণ "সেকেলে।" স্বামীর ধর্ম্মই স্ত্রীর ধর্ম্ম, এই বিশ্বাসবশে তিনি কোনরূপ বিচার বা বিবেচনা না করিয়া, স্বামীর গৃহীত ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারগুলি বর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন; কিন্তু অশোকের সামান্য অসুখে তাহার "মানুষ করা" ঝি কালীমন্দিরে বা সিদ্ধেশ্বরীতলায় পূজা মানিলে, পূজা দিবার ব্যয় তিনিই বহন করিতেন; আর বিবাহবিষয়ে অশোকের সুমতি হইলে, সে যে তাহার বিবাহের পরদিনই কালীঘাটে মন্দিরে পূজা দিবে বলিয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতেন। য়ুরোপ-প্রত্যাগত ও য়ুরোপীয়দিগের বেশভূষাভক্ত নরনারীপুষ্ট সমাজে বাস করিয়াও তিনি মেয়েদের জুতা ব্যবহার অপেক্ষা আলতা পরারই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বিপিনবিহারী পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে পাঠাইতে চাহিলে তিনি অবিরল অশ্রুধারায় স্বামীর সে সঙ্কল্প ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সভা, সমিতি, সম্মিলন এ সকল অপেক্ষা গৃহকার্য্যেই তাঁহার অধিক আকর্ষণ ছিল। পতিপুত্রের সুখবিধানচেষ্টাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

অশোক জননীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহারই অনুরোধে সে জমিদারী পরিদর্শনে যাইতেছিল। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বিপিনবিহারী সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কখন আদায়ের অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু গত তিন বৎসর সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। দুই বৎসর অজন্মার দোহাই দিয়া কর্ম্মচারীরা কম টাকা ইরশাল করিয়াছিলেন। অজন্মার কথায় অশোকও

আদায়ের জন্য ব্যস্ত হয় নাই; পরন্তু মা'র সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিয়াছিল, প্রজার প্রতি কোনরূপ পীড়ন না হয়। তৃতীয় বর্ষে সুজন্মা হইলেও আদায় আশানুরূপ হইল না। কর্ম্মচারী লিখিলেন, প্রজাদিগের নিকট অনেক বাকী পড়িয়াছে; তলবতাগাদায় আদায় না হওয়ায় নালিশ করিতে হইতেছে; আবার অনেকে জমাকমির অজুহতে আমীনের তদন্ত প্রার্থনা করিতেছে, সে সব ক্ষেত্রে জরীপ শেষ না হইলে টাকা আদায় হইবে না। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অনাদায়ে মনোমোহিনী চিন্তিতা হইলেন এবং পুত্রের বুদ্ধিতে অসীম বিশ্বাসবশতঃ মনে করিলেন, সে স্বয়ং দেখিলে সব গোল মিটিয়া যাইবে। তাই তিনি তাহাকে এক বার জমিদারীতে যাইতে বলিলেন। পুত্রের সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতায় মা'র যত বিশ্বাসই থাকুক না কেন, অশোক বুঝিল, সে যাইয়াই সহজে সব বুঝিতে বা কিছু করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। তাই সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কিন্তু শেষে মা'র অনুরোধে মতপরিবর্ত্তন করিল এবং জরীপ ও বন্দোবস্তসম্বন্ধে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেকগুলি পুস্তক কিনিয়া যাত্রার আয়োজন করিল। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, দেশ দেখা।

যাত্রার আয়োজনও অনেক। পাছে পুত্রের কোন অসুবিধা হয়, সেই জন্য মনোমোহিনী কেবলই জিনিসের পরিমাণ ও পরিচারকের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। পুত্রের জিনিষও যথেষ্ট হইল। দূরবীক্ষণ, ক্যামেরা, ঔষধের বাক্স, পুস্তক প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য লইয়া সে কেবল এক পক্ষ কালের জন্য প্রবাসে চলিল।

মনোমোহিনীই পুত্রকে যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যাইবার সময় যত নিকট হইতে লাগিল, তিনি ততই চিন্তিতা হইতে লাগিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, "কেন অশোককে যাইতে বলিলাম।" অশোক যদি তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে বলিত, তাহা হইলে তিনিও যাইতেন। অশোকের বয়স তিনি "দেশে" যায়েন নাই। পুবরবাড়ীর ছোটদিদি, মাঝের বাড়ীর রাঙ্গাঠাকুরঝি, ওপাড়ার মেজঠাকরুন—তাঁহাদিগের সকলকে এক বার দেখিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। তিনি জানিতেন না, তিনি যাহাদিগের স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন—গ্রামেও এখনও তাঁহাদিগের অনেকের স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে। শেষে যাইবার সময় তিনি পুত্রকে বলিলেন, "তুই কখনও পল্লীগ্রামে থাকিস্ নাই। তুই খুব সাবধানে থাকিস্, আর কিরূপ কি করিতে হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া দিয়া চলিয়া আসিস্। ভোর চারি পাঁচ দিনের অধিক থাকিবার প্রয়োজন নাই।" অশোক হাসিয়া কহিল, "তবে যাইয়া লাভ কি, মা? আমি এ বার ফিরিয়া আসিয়া বিলাত যাইব; তখন কি করিবে?" অশোক বিদায় হইল।

অশোক যাইবার জন্য ট্রেণের সোজা পথ ছাড়িয়া ষ্টীমারের বাঁকা পথ ধরিয়াছিল। সে সুন্দরবন ঘুরিয়া ষ্টীমারে যাইবে। সুন্দরবন দেখা হইবে—সে জঙ্গলের অনেক গল্প সে পড়িয়াছে; এ বার জঙ্গল দেখিবে। ইহাতে তাহার বিশেষ উৎসাহ লক্ষিত হইতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপন্না

রাত্রিতে কখন্ ষ্টীমার ছাড়িয়াছিল, অশোক জানিতে পারে নাই, সে ঘুমাইয়া ছিল। ঘুম ভাঙ্গিলেই সে কামরা হইতে বাহিরে জাহাজের সম্মুখের পাটাতনে আসিল। তখন কর্ণধার একাকী ছিল—টুলে বসিয়া চাকা ঘুরাইয়া জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। আকাশে রজনীর অন্ধকার ও নদীবক্ষে প্রতিফলিত অন্ধকার কেবল দূর হইতেছে; যেন জগতের রঙ্গমঞ্চে জীবনের অভিনয় আরব্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দিবসের অদৃশ্য করাকৃষ্ট হইয়া অন্ধকার-যবনিকা কম্পিত হইতেছিল। তাহার পর পূর্ব্বদিক্-চক্রবালে কোষমুক্ত তরবারির ন্যায় রবিরশ্মি দেখা দিল। নদী যেন গতিহীনা। তাহার রবিকরস্পৃষ্ট বক্ষে মৃদুতরঙ্গচাঞ্চল্য—যেন অরুণকিরণাদরে তাহার হৃদয়ে পুলককম্পন অনুভূত হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগনে ধীর দৃঢ় পাদবিক্ষেপে দিবাকর অগ্রসর হইলেন। অন্ধকার দূর হইয়া গেল—ছায়ালোকরহস্যমধুর উষার পর দিবস দেখা দিল। দিবালোকবিকাশের এই মনোরম দৃশ্য অশোক আর কখনও দেখে নাই। তাহার হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইল। তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। যেমন যে খাদ্য আমরা উদরস্থ করি, তাহাতে আমাদিগের পুষ্টি হয় না যাহা আমরা জীর্ণ করি, তাহাতেই হয়; তেমনই যে আনন্দ আমরা উপভোগ করিতে পাই, তাহাতে আমাদিগের হৃদয় পুলকিত হয় না, যাহা উপভোগ করিতে পারি, তাহাতেই হয়। যাহার আনন্দসম্ভোগের ক্ষমতা যত অধিক, সে তত অধিক আনন্দলাভ করে। অসাফল্য, অভাব, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অশোক কিছুই ভোগ করে নাই—তাই তাহার

আনন্দ সম্ভোগ-ক্ষমতা দুর্ব্বল হয় নাই ; তাই সে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে অসীম আনন্দলাভ করিল।

সব নূতন। সহরের জনতা নাই—নদীবক্ষে নৌকা—আর তীরে কেবল গাছ, নিকটে ফিকা সবুজ, দূরে বন—যেন মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে ; মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, একখানা জাহাজ বিপরীত দিক্ হইতে অগ্রসর হইতেছে। নদী ক্রমেই বিস্তৃত।

তাহার পর সুন্দরবনের আরম্ভ। জঙ্গলে হিন্তাল, সুন্দরী, গেঁয়ো নানাজাতীয় গাছ। জলকূলপর্য্যন্ত গাছ—হোগলাই অধিক। যখন জোয়ারের জল আসিয়া নদীতে প্রবেশ করে—নদীগর্ভ জলে পূর্ণ হইয়া উঠে—সহস্র নালায় জল জঙ্গলে প্রবেশ করে, তখন এই সব গাছের কতকাংশ জলমগ্ন হইয়া যায়। যাইতে যাইতে দেখা যায়, মধ্যে মধ্যে জলোচ্ছ্বাস-শিথিলমূল বৃক্ষ পতনোন্মুখ হইয়া আছে।

ক্রমে দুই দিকে কেবল জঙ্গল ; ক্বচিৎ জমীতে জঙ্গল কাটিয়া বসতির চিহ্ন দেখা যায়। মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়া এই জঙ্গল আত্মসাৎ করিতেছে। ক্বচিৎ দুই একখানি নৌকা দেখা যায়—মাঝিরা কাষ্ঠ বা হোগলার পত্র সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে।

অশোক বসিয়া দেখিতে লাগিল ; কখন দূরবীক্ষণ দিয়া, কখন অমনই চাহিয়া সে নূতন দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু জঙ্গলে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। তাই ক্রমে সে বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে মনে করিল, ইহারই নাম সুন্দরবন ! কখনই নহে। নিশ্চয় সুন্দরী গাছের বন হইতে সুন্দরবন নাম হইয়াছে ; নহিলে যে বনে মানুষ নাই, ফুল নাই, পাখীও বড় দেখা যায় না, তাহাকে কি সুন্দর বলা যায় ? অশোক বিরক্ত হইয়া একখানা পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিল, ভাল লাগিল না। তখন সে আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই সুন্দরবনে এক সময় মানুষের বাস ছিল। বনভূমিতে বকুলবীথি দীর্ঘিদ দেবালয়, শৈবালাচ্ছন্ন সরসী, পরিত্যক্ত প্রাসাদ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আজ সে ভূমি শ্বাপদগর্জ্জনে মুখরিত, এক দিন তথায় মানবকণ্ঠস্বর শ্রুত হইত। আজ যে স্থান জনশূন্য, এক দিন তথায় কত মানবের হৃদয়ের বিরহ-বেদনা, মিলনানন্দ, অপত্যস্নেহ অনুভূত হইয়াছিল। তখন এই স্থানে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি হইয়া গিয়াছে। অশোক এমনই কত কথা ভাবিতে লাগিল, আর মধ্যে মধ্যে নদীর উভয় পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল। অশোকের ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু, ঐ দেখুন, হরিণ।" অশোক উঠিয়া দাঁড়াইল—নদীকূলে দুইটি হরিণ চরিতেছিল। খালাসীরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ষ্টীমারের বাঁশী বাজাইয়া দিল, সে শব্দে হরিণ দুইটি লম্ফ প্রদান করিয়া দ্রুত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

দিনের পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নদীর কর্দ্দমাক্ত জল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। উপরে অন্ধকার আকাশে তারা দেখা দিতে লাগিল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িয়া কোথায় যাইতে লাগিল। পশ্চিম আকাশের নিম্ন-ভাগে—গাছের পশ্চাতে রক্তাভা, সূর্য্য জ্যোতিহীন—রক্তরাগরঞ্জিত। ক্রমে সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া গেল—আকাশ হইতেও রক্তাভা মুছিয়া গেল। সব অন্ধকার। অশোক কক্ষে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সে বাহিরে আসিল। সমস্ত দিন যে পাটাতনে এক কর্ণধার ব্যতীত সে ছাড়া আর কেহ ছিল না, এখন তথায় দুই জন যাত্রী আসিয়াছেন। তাঁহারা তাহার সহযাত্রী ; যুরোপীয় যুবকযুবতী—পতি-পত্নী ; বিবাহের পর একান্তে নবলব্ধ সুখসম্ভোগ করিবার জন্য আনন্দ-যাত্রার যাত্রী। তাহারা সমস্ত দিন কামরা হইতে বাহির হয়েন নাই ; এখন সন্ধ্যা-সমাগমে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা দুইখানি চেয়ার কাছাকাছি টানিয়া লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। অশোক খানিকটা দূরে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। তাহার সহযাত্রীরা তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই। তাহারা পরস্পরকে লইয়া তন্ময়—একের দৃষ্টি অপরের মুখে নিবদ্ধ। উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে অশোক দেখিল, উভয়ের আননে আনন্দদীপ্তি যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। মানুষকে লইয়া মানুষ যে এমন তন্ময় হইতে পারে, অশোক তাহা পুস্তকে পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। সে তরুণ প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিল—এ সুখ কি চিরস্থায়ী ? আজ সে হৃদয়ে একটা নবীন অনুভূতি লাভ করিল। তাহার মনে একটা নূতন চিন্তা উদিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, আর কত কবির কত প্রেমের কবিতা তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

আহারের ঘণ্টা বাজিলে তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার পর আহারের সময়ও সে দেখিল, তাহার সহযাত্রীরা আপনাদিগকে লইয়াই বিভোর। জগতে যে আর কেহ বা আর কিছু আছে, তাহা তাঁহারা বুঝি মনেই করিতে পারিতেছেন না। আহারের পর আপনার কক্ষ হইতে অশোক আবার বাহিরে আসিল।

তাহার সহযাত্রীরা পূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইখানি কেদারা কাছাকাছি টানিয়া বসিয়াছিলেন—পত্নীর কর পতির করতলন্যস্ত। পতিপত্নীতে কত কথা হইতেছিল। সে প্রেমের বিকাশ। অলব্ধের জন্য যে ব্যাকুলতা, সে বাসনা—প্রেম লব্ধকে বেষ্টিত করিয়া বিকশিত হয়।

অল্পক্ষণ পরেই অশোক যাইয়া শয়ন করিল; তাহার সহযাত্রীদিগের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

শৃঙ্খলসঞ্চালনশব্দে অশোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার মনে হইল, জাহাজ দুলিতেছে। সে উপাধানতল হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিল, রাত্রি ৩টা। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, খালাসীরা ছুটাছুটি করিতেছে; ঝড় উঠিয়াছে, জাহাজ নোঙ্গর করিতেছে। অশোক যাইয়া ভৃত্যদিগকে দেখিয়া আসিল; তাহার পর আসিয়া জাহাজের সম্মুখে মুক্ত স্থানে বসিল। ঝড় বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বারিপাত আরব্ধ হইল। অশোক উঠিয়া কক্ষে আসিল।

কক্ষে আসিয়া শয়ন করিয়া অশোক ঘুমাইয়া পড়িল। আবার শৃঙ্খলসঞ্চালনশব্দে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন প্রভাত হইয়াছে; ঝড়-বৃষ্টি শেষ হইয়াছে; জাহাজ নোঙ্গর তুলিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে। অশোক ক্ষিপ্রভাবে মুখপ্রক্ষালন সারিয়া দূরবীক্ষণ লইয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে গত রাত্রির ঝটিকার চিহ্নমাত্র নাই। কেবল আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে একটু মেঘ লাগিয়া আছে—উদয়োন্মুখ তপনের কিরণস্পর্শে সে মেঘ রঞ্জিত। দুই পার্শ্বে সেই অবিচ্ছিন্ন তরুশ্রেণী; জোয়ারের জল নামিয়া গিয়াছে; বেলাভূমিতে কেবল কর্দ্দম; যে জল জোয়ারের সময় খালগুলি পূর্ণ করিয়াছিল, সেই জল এখন নালা বাহিয়া নদীতে পড়িতেছে। কর্দ্দমের উপর কোন কোন স্থানে বলাকাশ্রেণী আহারান্বেষণে ব্যস্ত।

জাহাজ চলিতে লাগিল। অশোক সেই স্থানে বসিয়া চা পান করিতে লাগিল। সহসা কর্ণধার তাহাকে বলিল, "বাবু, দূরবীণ দিয়া দেখুন দেখি, সম্মুখে ও কি?" অশোক দূরবীক্ষণ তুলিয়া লইল—সম্মুখে দেখিয়া বলিল, "কূলে একটা কি পড়িয়া আছে, যেন কাপড়; আর একখানা নৌকা হইতে কয় জন লোক সেই স্থানে নামিতেছে।" কর্ণধার বলিল, "এ সময়টায় ভাঁটা পড়িলে কেহ কূলে নৌকা ভিড়ায় না। জোয়ারের সময় কূলে যাইতে হয়। একটা কি ঘটিয়াছে।" সে দ্রুত জাহাজ চালাইবার সঙ্কেতবাক্য উচ্চারিত করিল। জাহাজ দ্রুত চলিল। জাহাজ আর একটু অগ্রসর হইলে অশোক দেখিল, কূলে একটি মনুষ্যদেহ—বোধ হয় রমণীর। সে কথা সে কর্ণধারকে বলিল।

দেখিতে দেখিতে জাহাজ সেই স্থানে আসিয়া স্থির হইল। জাহাজ স্থির হইতেছে দেখিয়া, যাহারা নৌকা হইতে নামিয়াছিল, তাহারা দ্রুত আসিয়া নৌকায় উঠিল—নৌকা ভাসাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু নৌকা তখন কর্দ্দমে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে; তাহারা নৌকা ভাসাইবার পূর্ব্বেই জাহাজের বোটে যাইয়া অশোক, তাহার সহযাত্রী য়ুরোপীয় যুবক, জাহাজের কেরাণী ও কয় জন খালাসী তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল। কূলে একটি রমণীর দেহ—নিকটে একটি বাক্স পড়িয়াছিল; নৌকার মাঝিরা সেইটি লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। অশোক ও য়ুরোপীয় যুবক কূলে নামিয়া, পিচ্ছিল কর্দ্দমাক্ত ভূমি অতিক্রম করিয়া, যে স্থানে রমণীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ পতিত ছিল, সেই স্থানে আসিল। রমণী যুবতী—সুন্দরী, তাহার পরিধেয় ও প্রকোষ্ঠস্থ স্বর্ণালঙ্কার তাহার স্বচ্ছল সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক। য়ুরোপীয় যুবক বলিল, "গত রাত্রির ঝড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।" অশোক বলিল, "বাঁচিয়া আছে কি?" য়ুরোপীয় যুবক বলিল, "দেখা যাউক।" জাহাজের কেরাণী বলিলেন, "রাত্রিতে ঝড়ে বিলম্ব হইয়াছে; আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। বরং উহাকে জাহাজে লইয়া চলুন।" তখন সকলে ধরাধরি করিয়া রমণীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ বোটে তুলিয়া জাহাজে আনিল। খালাসীরা বাক্স ও মাঝিদিগকে আনিলে অশোক বলিল, "বাক্সটা লইয়া ওগুলাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।" য়ুরোপীয় যুবক বলিল, "না, উহাদিগকে পুলিসে দিব।" অশোক বলিল, অত হাঙ্গামা করিয়া লাভ কি? আমাদিগকে মধ্যপথে নামিতে হইবে। এই রমণীরই বা কি • হইবে?" তখন য়ুরোপীয় যুবক মাঝিগুলিকে প্রহার করিয়া বিদায় দিল। তাহার পর তাহারা বিপন্নাকে লইয়া ব্যস্ত হইল।

——

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞানোন্মেষ

অশোক যুবতীর দুই হাত তুলিয়া ও নামাইয়া পরীক্ষা করিল; বলিল, "জল নাই।"

য়ুরোপীয় যুবক বলিল, "বোধ হয়, ঝড়ে নৌকা উলটাইয়া গিয়াছিল; জলোচ্ছ্বাস রমণীকে বেগে কূলে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। সেই আঘাতেই সংজ্ঞালোপের কারণ। কিন্তু দেহে জীবন আছে কি?"

অশোক আবার পরীক্ষা করিয়া বলিল, "জীবন থাকা অসম্ভব নহে।"

"বোধ হয়, নাই; থাকিলে কি এতক্ষণ সংজ্ঞা ফিরিত না?"

"না। এতক্ষণ সিক্তবস্ত্রে সিক্ত ভূমিতে পতিত থাকা সংজ্ঞালাভের পক্ষে অনুকূল অবস্থা নহে।"

"এখন কি করিবেন? জাহাজে কি ডাক্তার নাই?"

জাহাজের কেরাণী বলিল, "না। এ জাহাজে ডাক্তার থাকে না।"

অশোক বলিল, "আমি একটু ডাক্তারী জানি। ইহাকে শুষ্ক বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, নিকটে গরম জলের বোতল রাখিয়া গরম কাপড়ে ঢাকিয়া দিতে হইবে, আর একটু বলকারক ও উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। ঔষধ আমার কাছে আছে। য়ুরোপীয় মহিলাটি ততক্ষণে সংজ্ঞাশূন্যা রমণীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "তাহাই করা যাউক।"

অশোক ও য়ুরোপীয় যুবক যুবতীর দেহ বহিয়া অশোকের কামরায় আনিয়া শয্যায় শায়িত করিল। অশোক ক্ষিপ্রহস্তে বাক্স হইতে কতকগুলা কাপড়, তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিয়া দিল। জাহাজের বাটলার এক কেট্‌ল গরম জল দিয়া গেল।

য়ুরোপীয় মহিলা সযত্নে যুবতীর অঙ্গ মুছাইয়া বেশপরিবর্ত্তন করাইয়া, আপনার একটি জামা পরাইয়া স্বামীকে ও অশোককে ডাকিলেন। অশোক ততক্ষণ সোডাওয়াটারের বোতলে গরম জল পূরিয়া গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে যাইয়া যুবতীর পার্শ্বে বোতল রাখিয়া তাহাকে "রাগ" দিয়া ঢাকিয়া দিল। ঔষধ পান করাইতে যাইয়া সে দেখিল, যুবতীর দন্তে দন্তে বদ্ধ। সে একখানি চামচ দন্তপংক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া আর একখানি চামচ দিয়া একটু ঔষধ যুবতীর মুখে দিল। খানিকটা ঔষধ যেন উদরস্থ হইল। অশোক বলিয়া উঠিল, "বাঁচিয়া উঠিবে।"

জাহাজের কামরা ক্ষুদ্র—দুই দিকে দুইখানি বেঞ্চ; মধ্যে চেয়ার পাতিবার স্থান নাই। অগত্যা অশোক মেজের কার্পেটের উপর বসিয়া যুবতীর অবস্থা লক্ষ্য করিতে লাগিল। য়ুরোপীয় মহিলা কিছুক্ষণ তাহার নিকটে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর উঠিয়া যাইলেন; অশোক একা রহিল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অশোকের সহযাত্রিদ্বয় কয় বার আসিয়া যুবতীর অবস্থার সংবাদ লইয়া যাইলেন। অশোক কয় বার তাহাকে ঔষধ দিল। তাহার পর যুবতীর দেহ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল! অশোক "রাগ" তুলিয়া দেখিল, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে যুবতীর বক্ষ স্পন্দিত হইতেছে; যেন জোয়ারের জল প্রথম স্থির নদীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছে। অশোকের হৃদয় আশায় ও আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

তাহার পর যুবতী চক্ষু মেলিল, যেন নিশার শিশির-মথিতা কমল প্রভাতালোকে ফুটিয়া উঠিল। চক্ষু মেলিয়াই যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায়?"

এই প্রশ্নে অশোক বিষম বিপন্ন হইল। এ অবস্থায় যুবতী আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া হয়ত অধীরা হইবে, হয়ত মূর্চ্ছিতা হইবে। আবার সে যুবক—একক—এ অবস্থায় তাহাকে কিরূপে সম্বোধন করিবে, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে? কিন্তু যুবতীর প্রশ্নে উত্তর দিতে ত বিলম্ব করা চলে না। সে ঘামিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে সে প্রবীণের মত গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি জাহাজে। পরে সব শুনিও, এখন চঞ্চল হইও না। ঔষধটুকু খাও।" এই বলিয়া সে চামচে করিয়া যুবতীকে একটু ঔষধ দিল। ঔষধ পান করিয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গী কাহাকেও পাওয়া গিয়াছে কি?"

অশোক বলিল, "তুমি চিন্তা করিও না। পরে সব শুনিবে।"

যুবতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল। অশোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে দেখিল, যুবতীর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বড় গরম বোধ হইতেছে?"

যুবতী বলিল, "হাঁ।"

অশোক গরম জলের বোতলগুলা সরাইয়া লইল; তাহার পর বলিল, "তুমি একটু ঘুমাও।" সে তাহার সহযাত্রিদ্বয়কে সংবাদ দিতে গেল, যুবতীর লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে। শুনিয়া মহিলাটি যুবতীকে দেখিতে আসিলেন। তিনি ভাঙ্গা হিন্দীতে যুবতীকে সে কেমন বোধ করিতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, যুবতী বিশুদ্ধ ইংরেজীতে উত্তর দিল, "সে ভালই বোধ করিতেছে।" মহিলাটি বিস্মিতনেত্রে অশোকের দিকে চাহিলেন; তাহার নয়নেও বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে বুঝিতে পারিল, যুবতীর বেশ দেখিয়া সে যে অনুমান করিয়াছিল, যুবতী হিন্দু বা মুসলমান নহে, সেই অনুমানই সত্য। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি খৃষ্টান?"

যুবতী উত্তর দিল, "না। আমার পিতা ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী ছিলেন।"

অশোক য়ুরোপীয়া মহিলাকে বলিল, "আমরা একই ধর্ম্মাবলম্বী"—যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার পিতা কোথায় ?"

"বহুদিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

"তোমার কে আছেন ?"

যুবতী বলিল, "কেহই নাই।"

য়ুরোপীয়া মহিলাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গত রাত্রিতে নৌকায় যাইতেছিলে ?"

যুবতী বলিল, "হাঁ। সেই সময় ঝড় উঠে। আমি কি কূলে পড়িয়া ছিলাম—না জলে ভাসিয়া যাইতেছিলাম ?"

"কূলে ছিলে।"

"আমি একাই ছিলাম ?"

"আমরা এই বাক্সটি পাইয়াছি"—বলিয়া অশোক যুবতীর হাত-বাক্সটি টানিয়া দেখাইল।

"ওঃ!" বলিয়া যুবতী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। যেন তাহার ভাবনা ভাষায় প্রকাশিত হয় না।

অশোকও তাহার সহযাত্রীকে ঘুমাইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে অশোক আবার কামরায় প্রবেশ করিল। যুবতী তখন শয্যার উপর বসিয়া ভাবিতেছিল। তাহার অঙ্গে য়ুরোপীয়া মহিলার গাঢ় লোহিত বর্ণের জ্যাকেট; আঙ্গুরের ত্বক্ যেমন ভাবে শস্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেই পিনদ্ধ আবরণ তাহার দেহকে তেমনই অবিচ্ছিন্নভাবে আবৃত করিয়াছিল। সে আবরণে তাহার সুগঠিত যৌবনপূর্ণতাপ্রাপ্ত দেহের স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছিল। সে দেহে পরিপূর্ণতা আছে; কিন্তু বাহুল্য নাই—সে বক্ষে মাতৃস্নেহের অক্ষয় ভাণ্ডার না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেমের লীলাভূমিরই উপযুক্ত। তাহার পাংশুবর্ণ ওষ্ঠাধরে রক্তরাগ দেখা দেয় নাই; কিন্তু তাহার মুখে তাহার জ্যাকেটের বর্ণ যেন প্রতিফলিত হইয়া রক্তশূন্যতার অভাব দূর করিয়াছিল। দীর্ঘ—মুক্ত কেশরাশি তখনও শুকায় নাই। অশোক কক্ষে প্রবেশ করিলেই যুবতী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। অশোক বিব্রত বোধ করিল। সে স্বভাবতঃ একটু লজ্জাশীল; কখন অপরিচিতা যুবতীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই। কিন্তু অতর্কিত ঘটনাসূত্র তাহাকেই আকৃষ্ট করিয়া এই অপরিচিতা বিপন্না যুবতীর নিতান্ত নিকটে আনিয়াছে। তাই সে বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রবীণত্বের ভাণ করিয়া যুবতীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইবে ?" যুবতী বলিল, "তাহাই ভাবিতেছি।"

অশোক আবার বিব্রত হইল। যুবতী যদি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের নাম করিত, তবে অশোক তাহাকে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিত। কিন্তু তাহা হইল না। তখন সে গম্ভীরভাবে বলিল, "যদি আমার পরামর্শ লও, তবে আমি বলি, তুমি কলিকাতায় চল।"

অশোকের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে এই সময়েও যুবতীর চক্ষুতে ও মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। অশোক লক্ষ্য করিল, সে মুখে রমণীর কোমলতার সঙ্গে পুরুষোচিত ভাব সপ্রকাশ। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "এ জাহাজ কি কলিকাতায় যাইবে ?"

অশোক বলিল, "না; কলিকাতা হইতে আসিতেছে।"

"তবে কোথা হইতে কলিকাতা যাইবার সুবিধা ?"

"জাহাজ কল্য প্রত্যূষে যে ঘাটে ভিড়িবে, আমি তথায় নামিব। তথা হইতে রেল-ষ্টেশন বহুদূর নহে।"

"তুমি কি কল্যই কলিকাতায় ফিরিবে ?" যুবতী যেন ইচ্ছা করিয়া—তাহার গাম্ভীর্য্যকে বিদ্রূপ করিয়া অশোককে "তুমি" বলিল।

"আমি জমিদারীতে যাইতেছি। আমার তথায় এক পক্ষ থাকিবার কথা। কিন্তু আমি তাহা না করিয়া কল্যই ফিরিয়া যাইব।"

"কেন ? আমার জন্য ?"

"হাঁ।"

"আমার জন্য তোমার কায ফেলিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি; আর দিতে চাহি না।"

"এ অবস্থায় তোমাকে একা যাইতে দিতে পারি না।"

"তবে তোমার কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিব।"

"নামিয়া অবস্থা বুঝিয়া সে বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।"

যুবতী কিছু বলিল না।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

যুবতী বলিল, "অশ্রু।"

অশোক কামরা হইতে বাহির হইতেছিল, যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম ?"

"অশোক।"

জাহাজের আর দুইটা কামরা খালি ছিল। তাহারই একটায় আপনার শয্যা পাতিবার জন্য

ভৃত্যকে উপদেশ দিয়া অশোক জাহাজের সম্মুখভাগে যাইয়া দেখিল, অশ্রু তথায় বসিয়া আছে। পার্শ্ব হইতে রৌদ্র আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছে। সে পার্শ্বে চেয়ারে উপবিষ্টা য়ুরোপীয়া মহিলার সঙ্গে কথা কহিতেছে। একটা কি কথা লইয়া দুই জনে একটু তর্কের মত হইতেছে। অশ্রুকে এই বিপদের মধ্যে এমন স্থিরভাবে তর্কে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া অশোক বিস্মিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নিশ্চিন্তও যে না হইল, এমন নহে। সে তাহার পার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শরীর এখন ভাল বোধ হইতেছে ?"

অশ্রু মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। অশোক দেখিল, রবিকরে তাহার কর্ণাভরণ হীরকের দীপ্তির অপেক্ষাও তাহার নয়নের দীপ্তি উজ্জ্বল। অশ্রু বলিল, "হাঁ।" তাহার পর সে আবার অসমাপ্ত তর্কে যোগ দিল। অশোক দাঁড়াইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল। তাহার কাছে এই অপরিচিতা সত্য সত্যই নিতান্ত রহস্যময়ী—আর তাহার রহস্য যেন ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে অশোক অশ্রুকে বলিল, "প্রত্যূষেই আমাদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে হইবে।"

অশ্রু বলিল, "হাঁ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদেশে

পরদিন প্রত্যূষে জাহাজ ভিড়িবার সময় অশোক আসিয়া দেখিল, অশ্রু নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। অশোকের ভৃত্য দ্রব্যাদি লইতে আসিলে অশ্রু তাহার সঙ্গে সব জিনিষ গুছাইয়া লইল; তাহাতে তাহার কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ দেখা গেল না।

অশোকের আমমোক্তার মৈত্র মহাশয় ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অশোককে দেখিয়া মামুলী স্মিতমুখে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু অশোকের সঙ্গে অশ্রুকে দেখিয়া তাঁহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল, নয়নদ্বয় বিস্ময়ে কিছু অতিরিক্ত বিস্ফারিত হইল। তিনি অশ্রুর দিকে চাহিয়া, দৃষ্টি নত করিয়া বলিলেন, "পাল্কী-বেহারা আছে।" অশোক অশ্রুর দিকে চাহিল। অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "কত দূর যাইতে হইবে ?" অদূরে একটি হর্ম্ম্য দেখাইয়া মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "অল্পই দূর। ঐ বাড়ী দেখা যাইতেছে।" অশ্রু বলিল, "তবে আর পাল্কী কেন ?" সে অশোকের সঙ্গে হাঁটিয়া চলিল; পাল্কী লইয়া বাহকগণ ও সদর-কাছারীর দোবে চোবে সঙ্গে চলিল। মৈত্র মহাশয় বড় চিন্তিত হইলেন। যাহাতে অশোকের কষ্ট না হয়, সেই জন্য তিনি আগমনমাত্র তাহাকে সদর-কাছারীতে পাঠাইবার সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। সহরের গৃহের একাংশ প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বিপিনবিহারী অবশিষ্ট অংশে আমমোক্তারকে বাস করিতে দিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। ইহার মধ্যে যখন কখন বিপিনবিহারীর ও তাঁহার পর অশোকের সে গৃহে আগমনের কারণ ঘটে নাই, তখন মৈত্র মহাশয় সেই প্রাচীন ব্যবস্থাটা বাহাল রাখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া সে অংশটা ভাড়া দিয়া আপনার কিছু আয়বৃদ্ধি করিতেছিলেন। গৃহসজ্জার অধিকাংশই অর্থে রূপান্তরিত হইয়া মৈত্র মহাশয়ের টাকার সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছিল। অশোক যে সত্য সত্যই জমীদারী দেখিতে আসিবে, ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ বার সেই অঘটন ঘটিল! তথাপি মৈত্র মহাশয় শঙ্কিত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, অশোক আসিবামাত্র তাহাকে কাছারীতে পাঠাইয়া দিবেন; বাড়ীর বিষয় সে জানিতেও পারিবে না। বুদ্ধি থাকিলে সব ব্যবস্থাই করা যায়। কিন্তু তিনি কেবল একখানি পাল্কী রাখিয়াছেন। এখন উপায় কি ?

অশোককে ও অশ্রুকে বৈঠকখানায় তৈলমলিন ফরাসে বসাইয়া মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "অনেকটা পথ যাইতে হইবে। বিলম্ব হইলে কষ্ট হইবে। আমি আর একখানা পাল্কী আনাই।"

অশোক বলিল, "আমি আজ যাইব না।"

মৈত্র মহাশয় এই বার বিপদ্ গণিলেন; মুখে বলিলেন, "সে ত আমার সৌভাগ্য। তবে উপরের ঘরকয়টা পরিষ্কার করাইতে বলি।"

অশোক বলিল, "আমি ত সে কথা লিখিয়াই দিয়াছিলাম।"

বিপদ বাড়িতে চলিল। কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি মৈত্র মহাশয় বলিলেন, "আপনি এ যাত্রায় থাকিবেন না বলিয়া তত পরিষ্কার করাই নাই; আর আমার এক জন আত্মীয় পীড়িত হইয়া একটা ঘরে আছেন বলিয়া একটু"—

বাধা দিয়া অশোক বলিল, "আমার অধিক ঘরের দরকার কি ? তাঁহাকে সরাইয়া কায নাই।"

মৈত্র মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৃহের আপনার অধিকৃত অংশের দ্বিতলভাগ যথাসম্ভব শীঘ্র শূন্য করিতে চলিলেন। অশোকের আদেশে তাহার ভৃত্যরাও মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে গেল।

ঘরের বাহিরে আসিয়াই মৈত্র মহাশয় অশোকের খাস খানসামা পরী ওরফে পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুর বিবাহ হইল কবে ?"

পরী বলিল, "হয় নাই ত ?"

মৈত্র মহাশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সঙ্গে বৌমা নহেন ! তবে কে ?"

পরী বলিল, "আমরা আসিবার সময় পথে জলের ধারে পাইয়াছি। নৌকাডুবিতে কূলে মড়ার মত পড়িয়াছিলেন।"

মৈত্র মহাশয় অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন—"বেটা উড়ে, আমার সঙ্গে চালাকি !"

তিনি চাকরদিগকে উপরের ঘরে জিনিষ সরাইতে বলিয়া নামিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "যাও, উপরে যাইয়া ঘরগুলা সাফ করাও। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কি হইয়াছে ?"

"বাবু আজ থাকিবেন।"

"শুনিতেছি সঙ্গে বৌমা, তুমি বাহিরে বসাইলে কেন ?"

মৈত্র মহাশয় চক্ষু গোলাকার করিয়া অধর বিকৃত করিয়া বলিলেন,—বৌমা !"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে কে ?"

উত্তেজিতভাবে গৃহিণীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কর্ত্তা বলিলেন,—"আমি জানিব কেমন করিয়া ? চাকরটা আবার খুব তৈয়ারী ; বলে, ষ্টীমারে আসিতে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে ! কুড়াইয়া পাইয়াছে ! কৈ, আর কেহ ত পথে এমন মেয়েমানুষ কুড়াইয়া পায় না !"

কর্ত্তার অকারণ ক্রোধে গৃহিণীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল ; তিনি বলিলেন,—"পায় কি না, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?"

এই কথাটায় মৈত্র মহাশয়ের যৌবনের এবং যৌবনের পরেও কিছু কালের একাধিক দুর্ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত থাকায় তিনি আর কিছু না বলিয়া, অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গৃহিণীকে বলিলেন,—"এখন যাও, ঘরগুলা সাফ করাও। কোথায় যাই, তাহার স্থির নাই !" যেন তাঁহার উপর অত্যন্ত অত্যাচারই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বাহিরে আসিয়া মৈত্র মহাশয় অশোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে বেহারাদিগকে বিদায় দিতে পারি ?"

অশোক বলিল, "হাঁ।"

"কখন্ আসিতে বলিব ?"

"সে কথা বৈকালে বলিব। আমি হয়ত কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব।"

মৈত্র মহাশয় বাহিরে যাইতেছিলেন, অশোক তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "উহাদিগকে কিছু পারিশ্রমিক দিয়া দিবেন।"

অশোক তখন যাইবে না শুনিয়া দোবে চোবে পাগ্ড়ী খুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রুটী বানাইবার উদ্যোগ করিতে গেল।

মৈত্র মহাশয় বলিলেন,—"তবে সকাল সকাল আহারের আয়োজন করিতে বলি ?"

অশোক বলিল,—"আমার সঙ্গে পাচক ও চাকর আছে ; সব যোগাড় করিয়া লইবে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

মৈত্র মহাশয় মুখে বলিলেন,—"সেটা কি ভাল হয় ?"—কিন্তু মনে মনে খুসী হইলেন, হাঁড়ি ফেলার দায়ে বাঁচিয়া যাইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা জুটিল—অশোকের লোকরা রান্ধিবে কোথায় ? তিনি গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে যাইলেন।

মৈত্র মহাশয় ঘর হইতে যাইলেই অশ্রু বলিল,—"তুমি কলিকাতায় ফিরিবে কেন ? আমার জন্য ?"

অশোক বলিল, "হাঁ।"

অশ্রু দৃঢ়ভাবে বলিল, "তাহা হইবে না। তুমি কায করিতে আসিয়াছ। আমি আমার জন্য তোমাকে কায ফেলিয়া যাইতে দিব না।"

"তুমি কোথায় থাকিবে ?"

"এই স্থানেই থাকিব।"

অশোক ভাবিতে লাগিল।

এ দিকে ঘরের অবস্থা দেখিয়া পরীর পিত্ত জ্বলিয়া গেল। সে মনোমোহিনীর আদরে এমনই হইয়া উঠিয়াছিল যে, গৃহে যাইয়া তিষ্ঠিতে পারিত না ;—বলিত "পড়া দেশে" জঙ্গল আর শৃগালের ডাক, সে তথায় থাকিতে পারে না। বিপিনবিহারী স্বয়ং সৌখীন লোক ছিলেন ; তিনি গৃহসজ্জা সবই রাখিয়া গিয়াছিলেন। মনোমোহিনী পরীকে বলিয়া দিয়াছিলেন,"কত জিনিষ ! ইন্দুরে পোকায় নষ্ট করিয়াছে। সব ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিয়া আসিস্।" পরী সে

সকলের চিহ্নও দেখিতে পাইল না। জিনিষের মধ্যে মৈত্র মহাশয়ের সিন্দুক, বাক্স আর কতকগুলা মলিন বিছানা—সেগুলিতে অনেক ছেলে "মানুষ" হইয়াছে —তাই বহুবিধ তরল পদার্থের অপ্রীতিকর গন্ধ সেগুলির মজ্জাগত হইয়াছে। সে সব সরাইয়া— দগ্ধতাম্রকূটচূর্ণসংযুক্তনিষ্ঠীবনচিহ্নাঙ্কিত কক্ষপ্রাচীর ও হর্ম্ম্যতল ধৌত করিয়া সে মৈত্র মহাশয়কে বলিল,— "মা বলিয়া দিয়াছেন, খাট, গদি, টেবল, চেয়ার, সবই আছে। সে সব কোথায়?"

"হাঁ—তা আছে বৈ কি"—বলিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মৈত্র মহাশয় হাতাভাঙ্গা—বেতছেঁড়া কয়খানা চেয়ার এ কোণ ও কোণ হইতে টানিলেন।

পরী বলিল,—"ওগুলায় কি মানুষ বসিতে পারে? খাট কোথায়?"

"ঘরেই ত আছে।"

"ও গদিটা ত ছাতে ফেলিয়া দিয়াছি; দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।"

মৈত্র মহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না। পরী তাঁহাকে শুনাইয়া বলিল,—"দাদাবাবুকে বলিলে ত কিছু হইবে না। যাই কলিকাতায়; মা'কে বলিয়া একটা প্রতীকার করাইবই।"

অপরাহ্নে অশোক মৈত্র মহাশয়কে জানাইল, সে পরদিন প্রভাতে কাছারীতে যাইবে; অশ্রু এই স্থানেই থাকিবে—আর তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য পরী থাকিবে। যাহাকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করেন, সেই পরী থাকিবে শুনিয়া মৈত্র মহাশয় দমিয়া যাইলেন। সেটার যে কটকটে কথা!

বিছানা, কাপড় প্রভৃতি অশোকের সঙ্গে অনাবশ্যক—অতিরিক্ত ছিল। সে কতকগুলা অশ্রুর জন্য রাখিয়া গেল। তবে তাহার জামা প্রভৃতি ত চাহি। স্থানীয় কোন দোকানে সে সব পাওয়া যাইবে না শুনিয়া অশোক সেগুলার জন্য কলিকাতায় একটা য়ুরোপীয় দোকানে পত্র লিখিল— সবই অনেকগুলা করিয়া আনিতে দিল—ডজন হিসাবে।

পরদিন প্রভাতে যাত্রার সময় অশোক অশ্রুকে বলিল,—"আমি দুই তিন দিনের মধ্যেই আসিব।"

অশ্রু বলিল, "না।"

"কেন?"

"তোমার কায না সারিয়া তুমি আসিও না। কৃতজ্ঞতার ঋণ আর বাড়াইও না।"

"কিন্তু তোমার যে অত্যন্ত কষ্ট হইবে?"

"সে জন্য ভাবিও না। আমার জন্য তুমি তাড়াতাড়ি ফিরিও না।"

তাহার কথার পুরুষোচিত দৃঢ়তায়—তাহার পুরুষোচিত মুখভাবে অশোক বিস্মিত হইল—বুঝি মুগ্ধও হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একা

অশ্রু একা। সঙ্গী কেবল ভাবনা। মৈত্র-পরিবারের মহিলারা বড় কেহ তাহার নিকটে আইসেন না। মৈত্র মহাশয়ের সব রাগটাই তাহার উপর পড়িয়াছে। এই যে অশোক জানিয়া গেল, তিনি বাড়ীর সবটাই দখল করিয়াছেন, আর গৃহসজ্জা প্রায় সবই বিক্রয় করিয়াছেন; এই যে চাকর পরী সময়ে অসময়ে তাঁহাকে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনায়; এই যে বুড়া বয়সে অন্ন উঠিবার আশঙ্কা— এ সবই ত অশ্রুর জন্য। সে আসিয়াই ত যত বিপদ্ ঘটাইয়াছে! মৈত্র মহাশয়ের এই রাগটা মৈত্রপরিবারের সকলেরই ব্যবহারে প্রতিফলিত হইত। মৈত্র-গৃহিণী "অজাতের" ঘরে ঢুকিলে কাপড় ছাড়িতে হইবে বলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিতেন না বটে; কিন্তু তাহার পরিচয়সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রশ্ন করিতেন, তাহাদের শাণিত ও সুস্পষ্ট অশিষ্ট সন্দেহ অশ্রুর হৃদয় বিদ্ধ করিত। পরী তাহার সব অভাব যথাকালে, না বলিতেই, দূর করিয়া যায় বটে; কিন্তু সে ও যেন কলের মত। তাহার কাযেও আন্তরিক শ্রদ্ধার বা স্নেহের অভাব। সে অশোকের সঙ্গে যাইতে পায় নাই; তাহাতে অশোকের হয়ত অসুবিধা হইতেছে, আর তাহার নিশ্চয়ই কিছু উপরি পাওনা মারা গেল বলিয়া সে-ও একটু "মনমরা"— অশ্রুর উপর তাহারও বিশেষ প্রীতি নাই।

এইরূপ অবস্থায় বাস করা কষ্টকর। অশ্রু যদি কষ্টে অভ্যস্তা না হইত—আর সে যদি এই সময় আপনার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তন্ময় না থাকিত, তবে সে এ অবস্থায় বাস করিতে পারিত না। ইহারই মধ্যে সে এক দিন ভাবিয়াছিল, সে কেন অশোকের কাজে বিঘ্ন হইয়া থাকিবে—কেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? সে ত চলিয়া যাইলেই পারে? কিন্তু আপনার চিন্তায় সে আপনি হাসিয়াছে। এ অধীরতা ত তাহাকে শোভা পায় না! আর যে অশোক তাহাকে এত যত্ন করিয়াছে ও করিতেছে,

যাহার অনাবিল স্নেহের স্বাদ তাহার তপ্ত জীবনে স্নিগ্ধ শান্তির সঞ্চার করিয়াছে, তাহার নিকট এক বার বিদায় না লইয়া—তাহার দয়ার জন্য তাহাকে এক বার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও না জানাইয়া সে কি যাইতে পারে? তাই আজ সাত দিন সে কেবল ভাবনা লইয়াই আছে।

অশোক যে দিন সদর-কাছারীতে গিয়াছিল, সেই দিনই অশ্রু একখানা টেলিগ্রাম ও একখানি পত্র পাঠাইয়াছিল। দুই দিন পরে টেলিগ্রামের জবাব আসিয়াছিল; আজ পত্রের উত্তর আসিয়াছে। আজ সেই পত্র পড়িয়া তাহার চিত্তে যে বিরাট্ শূন্যতা অনুভূত হইয়াছিল, তাহা তাহার দুর্ভাবনাকে আরও ঘনীভূত করিয়া দিয়াছিল। আজ মধ্যাহ্নে সে একা বসিয়া ভাবিতেছিল।

বহুক্ষণ ভাবিয়া সে যেন ভাবনা হইতে ক্ষণিক বিশ্রামের আশায় একটা মুক্ত বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহ নিস্তব্ধ—গৃহবাসীরা মাধ্যাহ্নিক নিদ্রায় নিমগ্ন। চারিদিকেই শ্রান্তির—অবসাদের চিহ্ন। গৃহসংলগ্ন ভূমিতে প্রসন্নসলিলা সরসীর জলে রবিকর জ্বলিতেছে; জল স্থির—যেন একখানি কাচ পতিত রহিয়াছে। কয়টি হংস কূলে বিশ্রাম করিতেছিল; তাহাদিগের মধ্যে একটি জলে নামিয়া সেই স্থির জল একটু চঞ্চল করিয়া আহারের সন্ধান করিতে লাগিল। বাতাস পুষ্করিণীর কূলে সরল সুপারীতরুর সুপত্র শীর্ষ কাঁপাইতেছে—আর সুপারীর ফুলের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। একটু দূরে শিমূল-গাছের রিক্তপল্লব শাখায় রাশি রাশি বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা কোমল ফুল। একটা দাঁড়কাক পুষ্করিণীর জলে পক্ষ ভিজাইয়া আসিয়া শিমুলের উচ্চ শাখায় বসিয়া চঞ্চুচালনা করিয়া প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইল, আর মধ্যে মধ্যে শিমুল-ফুলে আঘাত করিতে লাগিল; সেই আঘাতে ফুল ঝরিয়া তরুকাণ্ডবেষ্টী মদয়ন্তীর উপর পড়িয়া তাহার রৌদ্রম্লান শ্বেত কুসুম ঝরাইয়া তরুমূলে পড়িতে লাগিল। সুপারীকুঞ্জে কয়টি ঘুঘু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অদূরে নদী—নদীকূলে গাবগাছগুলি নবপত্রের রক্তাম্বর পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নদীর পরপারেও নানা বৃক্ষ; কতকগুলি শিমুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে—কে যেন হরিতের মধ্যে জ্বলদঙ্গাররাশি ঢালিয়া দিতেছে।

তখন নদীতে জোয়ার আসিতেছে; জলের চাঞ্চল্য বর্দ্ধিত হইতেছে; প্রবাহপ্রেঙ্খিত তরণীগুলি অস্থির হইয়া উঠিতেছে। অশ্রু সরিয়া আর একটি জানালায় গেল—সে জানালা হইতে নদী আরও ভাল দেখা যায়। নদীর জল বাড়িতে লাগিল—ভাঁটার সময় যে সব নৌকা কর্দ্দমের উপর পড়িয়া ছিল, সেগুলি জলে ভাসিয়া উঠিল। ক্রমে জল নদীর কূল পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিল; জল সহরের পয়ঃপ্রণালীতে প্রবেশ করিল। অশ্রু দেখিতে লাগিল। কিন্তু সে অন্যমনস্ক। ক্রমে নদীতে নৌকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল —সব খাল ভরিয়া উঠিয়াছে—সব নৌকা "পাড়ি জমাইয়াছে।" কত নৌকায় কত পণ্য—মৃৎপাত্র, শস্য, শাক, তরকারী, গুড়। মানুষের কি এত অভাব! সে দিন হাট-বার—অশোকের গৃহ হইতে হাট দূরে নহে। অনেক নৌকা নিকটেই ঘাটে ঘাটে—নদীকূলে ভিড়িতে লাগিল। পথে পথিকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। পথে লোক কত কথা কহিতে কহিতে - হাসিতে হাসিতে যাইতেছে। তাহাদিগের কি কোন ভাবনা নাই।

অশ্রু বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কখন্ যে দিন শেষ হইয়া গেল—আবার তটভূমিকে নগ্ন করিয়া রাখিয়া জোয়ারের জল নামিয়া গেল—নদীর পরপারের শ্যামশোভার উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল —আকাশে দুই একটি করিয়া তারকা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—তাহা সে জানিতেও পারিল না। পরী দীপ লইয়া গৃহে আসিয়া যখন তাহাকে বাতায়নে দেখিয়া বলিল, "জানালাগুলা খোলা থাকিবে কি?" তখন সে চমকাইয়া উঠিল। তখন হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; হাট করিয়া লোক গৃহে ফিরিতেছে—পথে কত লোকের কলরব। অশ্রু ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "এখন খোলা থাকুক; আমি বন্ধ করিব।" পরীর বোধ হইল, অশ্রুর দুই চক্ষুতে সে জল দেখিতে পাইল। "ছাতে কাপড় কাচিবার জল আমি রাখিয়া গিয়াছি। একটা লণ্ঠন আনিয়া দিতেছি।"—বলিয়া পরী নামিয়া গেল। অশ্রু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিল—ভাবনার যে শেষ নাই।

সেই দিন রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া অশ্রু ভাবিল—কেবল ভাবিয়া আর কান্দিয়া ফল কি? যাহা ছিল—যাহা হইতে পারিত—সে সব ভাবিয়া দুঃখ করা কেবল একটা উদ্দেশ্য—লক্ষ্য স্থির করিতে বিলম্ব করা, মনের সঙ্গে চাতুরী করা তাহার আর সে চাতুরীর অবসর নাই। সে যে পত্র পাইয়াছে, তাহাতেই ত সে বুঝিয়াছে, সেই রাত্রির ঝড় তাহাকে কেবল অসহায় অবস্থায় নদীকূলে ফেলিয়া দেয় নাই, পরন্তু সংসারেও অসহায়—একক অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে। এখন তাহাকে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া কায করিতে হইবে—আপনার সব ভার আপনি

লইতে হইবে। তবে সে একেবারে নিঃসম্বল নহে। সে কলিকাতায় যাইয়া আপনার কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিয়া লইবে।

তখনই তাহার মনে পড়িল, আর এক দিন সে এমনই অসহায় অবস্থায় একা এই বিশাল বিশ্বের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন পিতার মৃত্যুশয্যার স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তখন মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে মুক্তি। তবুও তিনি মরিতে চাহেন নাই—মৃত্যুর সঙ্গে কেবলই সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সে কেবল তাঁহার মাতৃহীনা দুহিতার জন্য। যখন তাঁহার যন্ত্রণাকাতর মুখে মৃত্যুর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, তখনও তিনি কেবল তাহারই দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন। যে পিতার স্নেহযত্নে সে কোন দিন মা'র অভাব অনুভব করিতে পারে নাই, সেই পিতার কথা মনে করিয়া আজ অসহায়া অশ্রু কাঁদিতে লাগিল।

তাহার পর হইতে তাহার জীবনে যত ঘটনা ঘটিয়াছে—সবই যে দুর্ঘটনা! তাহার পর হইতে তাহার জীবন যেন একটা দারুণ দুঃস্বপ্ন!

বহুক্ষণ কাঁদিয়া সে একটু শান্ত হইল। তখন পিতার কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, "মা, তোমাকে তোমারই হাতে দিয়া চলিলাম। তোমার ভার তোমার। তোমার মা তোমার নাম রাখিয়াছিলেন—অশ্রু। অশ্রুর মত পবিত্র থাকিও।"

আজ আবার তাহার ভার তাহার উপর। তাহাই পিতার অভিপ্রেত—তাহাই বুঝি দেবতার অভিপ্রেত। অশ্রু যেন হৃদয়ে বল পাইল; সে আবার নূতন উদ্যমে জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। পিতার আশীর্ব্বাদ তাহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে। সে উদ্দেশে পিতাকে প্রণাম করিল; চক্ষু মুছিল।

তাহার পর সে অশোকের কথা মনে করিল। তাহার স্নেহস্নিগ্ধ—সরল—নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার—সেই অনাবিল পূত যত্ন তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে সংসারে অনাদৃতা; পিতা ব্যতীত আর কাহারও কাছে তেমন ব্যবহার—তেমন যত্ন পায় নাই; কিন্তু অশোক তাহার কেহই নহে—ঘটনার স্রোতঃ তাহাকে অতর্কিত বিপদের মধ্যে তাহার নিকটে আনিয়া দিয়াছে; যখন সে একান্ত অসহায়, তখন তাহার আশ্রয়ে আনিয়াছে। সে অপরিচিতা; কিন্তু তাহার জন্য অশোকের কত ভাবনা—তাহাকে অশোকের কত যত্ন! তাহারা পরস্পর অপরিচিত; কিন্তু তবু যেন উভয়ে কত দিনের পরিচয়! জন্মের পর কি জন্মান্তর আছে? অশোকের কাছে তাহার কৃতজ্ঞতার ঋণ সে কি দিয়া শোধ করিবে?

অশ্রু উঠিয়া বসিল। কক্ষের এক প্রান্তে একটা বড় পুলিন্দা পড়িয়া ছিল। অশোক তাহার জন্য যে সব জামা, জুতা প্রভৃতি আনিতে দিয়াছিল, সে সব আসিয়াছে। কিন্তু এ দুই দিন সে পুলিন্দাটা খুলেও নাই; মনে করিয়াছিল, সেগুলা ব্যবহার করিবে না। কিন্তু আজ তাহার মনে হইল, তাহা হইলে অশোক দুঃখিত হইবে। সে দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিল, আপনার হাত-বাক্স খুলিয়া কাঁচি লইয়া পুলিন্দা খুলিল, তাহা হইতে একটি জামা পরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। তাহার মনে হইল, সে একটু শান্তি পাইল। তাহার পর আবার কত কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন একটু বেলা হইয়াছে, বাতায়নপথপ্রবিষ্ট দিবালোকে দীপশিখা ম্লান হইয়া গিয়াছে। তখন অশ্রুর চঞ্চল চিত্ত শান্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাবনা

অশোকের পাল্কী কাছারীর দিকে চলিল। পথের দুই পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্র। ধান কাটা হইয়া গিয়াছে, মাঠ শূন্য। মাঠের কর্ত্তিতাবশিষ্ট ধান্যমূল ও নবোদ্গত-তৃণগ্রাসরত গাভীকুল অস্থিচর্ম্মসার—দুর্ব্বল। দুই একটি গাভী পথের পার্শ্বে নালায় নামিয়া জলপান করিতেছে—অশোকের পাল্কীর বাহকদিগের চীৎকারে মুখ তুলিয়া স্নিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে। গোবৎসগুলি মাঠে ছুটাছুটি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম, নারিকেল ও সুপারী-গাছের শ্যাম শোভার মধ্যে অবস্থিত। মধ্যে মধ্যে আম্রবৃক্ষ—মুকুলে পূর্ণ, অলিগুঞ্জনে মুখরিত। পথের পার্শ্বে অশ্বত্থ শত দিকে শত মূল নামাইয়া ভূমিকে ধরিতে উদ্যত। আর গাছে, মাঠে, পথে কত পাখী। অশোকের মনে হইল, তাহার দুই চারিটা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় রাখিলে চিড়িয়াখানার শোভা বাড়িত। বাঙ্গালার পল্লীর এই প্রসন্ন মূর্ত্তি—ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন শোভা—এই জলকূলসান্নিধ্যসঞ্জাত উর্ব্বরতা, এই বসন্তবৈতালিক-গীতধ্বনিত সৌন্দর্য্যরাজ্য অশোকের নিকট এত দিন

অপরিচিতই ছিল। আজ সে বুঝিল, মা কেমন "ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীম্", "সুহাসিনীম্", "সুমধুর-ভাষিনীম্"। সে মনে করিল, আমরা দেশকেই চিনি না। সে উঠিয়া বসিল, মুগ্ধনেত্রে সৌন্দর্য্যরাজ্যের সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতে লাগিল। প্রান্তরের বায়ুর স্পর্শ সুখদ—পল্লীগ্রামের শোভা স্নিগ্ধ।

পাল্কী গন্তব্য স্থানে আসিল। অশোক পাল্কী হইতে নামিয়া আপনার কাছারীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। বাহকদিগের চীৎকার শুনিয়া নায়েব, মুহুরী, সকলেই রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অশোক রোয়াকে উঠিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল। কাছারীঘর তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় চূণের প্রলেপে আপনার মলিনতা আবৃত করিয়া সুসজ্জিত হইয়াই ছিল। অশোক উপবিষ্ট হইলে তাঁহারা "নজর" দিলেন। যে দুই চারি জন প্রজা উপস্থিত ছিল, তাহারাও "নজর" দিয়া মনিব দেখিল। বিপিনবিহারীর পৈতৃক গৃহের যে অংশ তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল, অশোকের কাছারী সেই অংশেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং তাঁহার জ্ঞাতিগণের আসিয়া উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। তাঁহারা তাহার পরম আত্মীয় হইলেও অশোক তাঁহাদিগের অনেককেই চিনিত না; নায়েব মহাশয় পরিচয় করাইয়া দিলেন। বৃদ্ধরা বলিলেন, "দেখা-শুনা নাই, নহিলে তুমি কি আমাদের পর!"

কিছুক্ষণ সকলের সহিত আলাপ করিয়া অশোক স্নানের জন্য উঠিবে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "নায়েব মহাশয়, তবে বাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে?"

নায়েব অশোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মেজ মা ঠাকরুণ আমাদিগকে কোন ব্যবস্থা করিতে দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, তিনি আপনার খাইবার ব্যবস্থা করিবেন।"

অশোক বলিল, "কিন্তু আমি ত—"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "তিনি বলেন, তাহাতে কি? আপনি যাহাই হউন, তাঁহার ত পুত্রস্থানীয়।"

অশোক বলিল, "তবে তাহাই হউক।" সে একটু নিশ্চিন্ত হইল। যাহাদিগের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, মা তাঁহাদের একটি সুদীর্ঘ 'ফিরিস্তি' দিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক জনের সন্ধান মিলিল। অশোক নায়েব মহাশয়কে বলিল, "মেজ জ্যেঠাই মা'র সঙ্গে একবার দেখা করিতে যাইব।"

নায়েব বলিলেন, "তিনি এখন পূজায় বসিয়াছেন।"

অশোক স্নান করিতে গেল।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মেজ মা ঠাকরুণ ভাত বাড়িয়া বসিয়া আছেন। তিনি বিপিনবিহারীর মধ্যমাগ্রজের বিধবা। একমাত্র সন্তান—পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি নানা তীর্থ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। কিছু দিন তথায় বাস করিয়া তিনি সংবাদ পায়েন, সরিকদিগের মধ্যে বিবাদে "ভাগের মা গঙ্গা পায় না" বলিয়া গৃহবিগ্রহ গোপালের সেবা হইতেছে না। তাই তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি যেন গোপালকে লইয়াই পুত্রশোক ভুলিয়াছেন; গোপালই তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকৃত করিয়াছেন।

অশোককে মা বলিয়া দিয়াছিলেন, "দিদিদের সঙ্গে —ঠাকুরঝিদের সঙ্গে দেখা করিস্; কিন্তু যেন হুট্ করিয়া ঘরে ঢুকিস্ না। তুই যে অবুঝ ছেলে! আর প্রণাম করিবার সময় কাহারও পায়ে হাত দিস্ না; আমরা ছুঁইলে তাঁহাদিগকে স্নান করিতে হয়।" তাই অশোক মনে করিয়াছিল, নিশ্চয়ই বারান্দার এক পার্শ্বে তাহার জন্য অন্নব্যঞ্জন রক্ষিত হইয়াছে এবং জ্যেঠাই মা অনেকটা দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে কুশলপ্রশ্ন করিবেন। সে যাইয়া দেখিল, কক্ষমধ্যে বহুবিধ আহার্য্য সজ্জিত করিয়া জ্যেঠাই মা বসিয়া আছেন। অশোককে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আইস বাবা।"

অশোক একটু বিপদে পড়িল। সে কি করে? শেষে সে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরে যাইব?"

প্রসন্নমুখে জ্যেঠাই মা বলিলেন, "আসিবে বই কি, বাবা? ছেলে কি কখন মা'র পর হয়?

অশোক বারান্দায় জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল ও জ্যেঠাই মা'কে প্রণাম করিয়া আহার করিতে বসিল। জ্যেঠাই মা তাহাকে ব্যঞ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "বাবা, ছোট ঠাকুরপো যখন পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তখন সমাজে সকলে স্বধর্ম্মের সব আচার মানিত। এখন ত কেহই কিছু মানে না। তবে তোমরাই কি দোষে দোষী?"

ক্রমে আর এক জন মহিলা তথায় আসিলেন। মেজ জ্যেঠাই মা বলিলেন, "ন' বৌ, দেখ, মুখখানি ঠিক রমার মুখের মত। রমার শোকেই ছোট ঠাকুরপো দেশ ছাড়েন—ধর্ম্ম ছাড়েন।"

তিনি বহু বার বলিলেন, অশোক "লজ্জা করিয়া" খাইতেছে। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ আহার্য্য সজ্জিত করিয়াছিলেন,—তাহার এক-চতুর্থাংশ আত্মসাৎ করাও অশোকের সাধ্যাতীত।

জ্যেঠাই মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌ কেমন আছে?"

অশোক বলিল, "ভাল আছেন।"

"কতদিন দেখা নাই! কত বার মনে করি, এক বার মা গঙ্গার জল মাথায় দিয়া আসিব, আর ছোট বৌ'র সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব। তাহা আর হইয়া উঠে না; বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারি না। মা গঙ্গা যে দিন শেষ ডাক দিবেন, সেই দিন নহিলে যে আর যাওয়া ঘটে, এমন ত বোধ হয় না।"

অশোক বলিল, "এক বার চলুন না?"

"যাইব। আর ছোট বৌ'র সঙ্গে ঝগড়াও আছে। আজও ঘরে বৌ আসিল না—আমাদের আর কয় দিন আছে?"

অশোক মুখ নত করিল; লজ্জায় তাহার মুখ লজ্জাতুরা কিশোরীর মুখের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

মেজ জ্যেঠাই মা'র দৃষ্টান্ত অশোকের আত্মীয়গণের মধ্যে এত অধিক অনুকৃত হইতে লাগিল যে, নিমন্ত্রণের বাহুল্যে আশোকের দুই বেলা এক ঘরে আহার দুর্ঘট হইয়া উঠিল। যাহাদিগের ঘোঁটে বিপিনবিহারী বাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ঘরেও অশোকের পাত পড়িতে লাগিল। কিন্তু নিষ্ঠাবতী মেজ জ্যেঠাই মা'র আদরে যে আন্তরিক স্নেহ সপ্রকাশ ছিল, অশোক অন্য সকলের আদরে তাহার অভাবই অনুভব করিতে লাগিল। সে সব আদর আন্তরিকতাহীন। এই আদরের আতিশয্যে অশোক বিব্রত হইয়া উঠিল।

এ দিকে সে যত সত্বর সম্ভব, কায শেষ করিতে ব্যস্ত হইল; অশ্রু একা রহিয়াছে, তাহার হয়ত কত অসুবিধা হইতেছে—তাহার দুশ্চিন্তার ত অন্ত নাই। যখন তখন অশ্রুর কথা তাহার মনে পড়িত। সে যে নিশ্চয়ই বিষম বিপদে পড়িয়াছে—হয়ত সংসারে সব হারাইয়াছে, অশোকের তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই বিপদেও সে ধৈর্য্য হারায় নাই; পরন্তু ষ্টীমারে জ্ঞানোন্মেষ হইতেই সে ধীরতার পরিচয় দিয়াছে—যেরূপভাবে সব কাজ করিয়াছে, তাহাতে অশোক বিস্মিত হইয়াছে। সে বিস্ময়ের সঙ্গে মিশ্রিত প্রশংসার পরিমাণও অল্প নহে। আবার তাহার পুরুষোচিত নিঃসঙ্কোচভাবে ও সরল দৃঢ়তায় সে প্রশংসা বর্দ্ধিত হইয়াছিল এই রহস্যময়ী নারীর প্রকৃতি অশোকের হৃদয়ে নারীজাতিসম্বন্ধে একটা নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সে ভাবের বিশ্লেষণ করিয়া অশোক দেখিল, সে এত দিন যে সকল কিশোরীকে ও যুবতীকে দেখিয়াছে, তাহারা হয়ত অতিরিক্ত সঙ্কোচে তাহার প্রশংসা আকৃষ্ট করিতে পারে নাই—নহেত অতিরিক্ত লজ্জাহীন নিঃসঙ্কোচহেতু তাহার বিরক্তি উৎপাদিত করিয়াছে। অশ্রু তাহাদিগের কাহারও মত নহে। তাহার মনে হইল, সে ভূমির নিকটে পত্রাচ্ছাদনতলে লুক্কায়িত কুন্দ বা উচ্চ নগ্নশাখায় অত্যুজ্জ্বল শিমূল কোন ফুলই ভালবাসে না; কিন্তু ভূমি হইতে কিছু উচ্চে পত্রশ্যাম শাখায় প্রস্ফুটিত—আপনার সৌরভের ও গৌরবের মর্য্যাদাসম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণাশালী গোলাপ তাহার ভাল লাগে! তাই এই অপরিচিতা তাহার প্রশংসা আকৃষ্ট করিয়াছিল।

নায়েবের তলব-তাগাদায় প্রজারা আসিতে বিলম্ব করিতে লাগিল—গ্রামে গ্রামে মণ্ডলদিগের দাওয়ায় জটলা চলিতে লাগিল। জমীদার তাহাদের শ্রুতিগত ছিলেন; তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না? তিন চারি দিন সিলিমের পর সিলিম তামাকু পুড়িতে লাগিল; কিন্তু কোন মৎলবই স্থির হইল না। শেষে কয় জন অসীমসাহসী প্রজা বলিল, "মানুষ বটে ত—বাঘ-ভল্লুক নহে! কাঁচা গিলিবে না। আর এ মগের মুল্লুকও নহে যে, হাতে মাথা কাটিবে।" তাহারা অশোকের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। তাহাদিগের কপট বিলাপে প্রতারিত হইয়া অশোক তাহাদিগকে সুদখরচার দায়ে অব্যাহতি দিল। এ সংবাদ প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। তখন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পালে পালে প্রজা আসিয়া আপনাদিগের দারিদ্র্যদুঃখ ও খাজনা প্রদানে অক্ষমতা জানাইতে লাগিল। আর অশোক তাহাদিগের উপর একান্ত অকারণ অনুগ্রহ দেখাইয়া আদেশ করিতে লাগিল। নায়েব চিন্তিত হইলেন; শেষে সহকারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি অশোককে বলিলেন, "আপনি এ দেশের প্রজাদিগকে চিনেন না। ইহারা কোঁচায় এক দফা ও কাছায় এক দফা টাকা লুকাইয়া আনিয়াও বলে, টাকা দিবার ক্ষমতা নাই—পেটে খাইতে পায় না। জোর তাগাদা নহিলে এ দেশে আদায় হয় না।" অশোক বলিল, "তাই না কি? ইহারা কি মিথ্যাবাদী?" নায়েব বলিলেন, "মিথ্যায় ইহাদের আপত্তি নাই—প্রীতি আছে। আপনি এমন ভাবে দয়া দেখাইলে, এ বার লাটখাজনা সংগ্রহ হওয়াই দায় হইবে।" অশোক বলিল, "তবে আমি চলিয়া যাই। আপনারা আদায় করুন। কিন্তু প্রজার উপর যেন অত্যাচার না হয়।" নায়েব তাহার যাইবার ব্যবস্থা করিলেন; অশোক নিষ্কৃতি পাইল। নায়েবও যেন দুর্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

অষ্টম দিন জমীদার অশোক সিংহ জমীদারী-পরিদর্শন শেষ করিয়া—নবপরিচিত আত্মীয়দিগের নিকট বিদায় লইয়া মেজ জ্যেঠাইমা'কে সত্বর গঙ্গাস্নানের জন্য কলিকাতায় যাইতে বলিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া আবার পাল্কীতে উঠিল। পাল্কীতে উঠিয়া সে আপনার কর্ম্মপটুতায় আপনি হাসিয়া ফেলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

অশ্রু জানিত, অশোক সেই দিন ফিরিয়া আসিবে। অশোক সেই দিন ফিরিয়া আসিয়াই কলিকাতায় রওনা হইবে বলিয়া বন্দোবস্ত করিবার জন্য মৈত্র মহাশয়কে সংবাদ পাঠাইয়াছিল। সে দিন সকাল হইতে অশ্রু তাহার আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিল, কোন শব্দ শুনিলে সে বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল—বুঝি অশোকের পাল্কী আসিতেছে। তাহার মনে বাসনা জাগিতেছিল—অশোক আসুক।

সহসা পশ্চাৎ হইতে অশোক ডাকিল,—"অশ্রু!"

অশ্রু ফিরিয়া চাহিল। সম্মুখে অশোক! অপ্রত্যাশিত আনন্দের আবেগ বিদ্যুতের মত তাহার হৃদয়মধ্যে বহিয়া গেল। সে কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখে—চক্ষুতে সে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল।

অশোক পাল্কী হইতে নামিয়া খানিকটা পথ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। সে কখন্ আসিয়াছে—অশ্রু জানিতে পারে নাই। অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "এ কয় দিন তোমার খুব অসুবিধা হইয়াছে?"

অশ্রু বলিল, "না। তোমার কায শেষ হইয়াছে?"

অশোক হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "আমার কাযের শ্রী দেখিয়া নায়েব গোমস্তা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে!"

অশ্রু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তাহারা বলিল, জমিদার অশোক সিংহের প্রজা-চরিত্রজ্ঞান এমনই ভ্রান্ত যে, তিনি জমিদারীতে থাকিলে, তাঁহাকে জমিদারী বিক্রয় করিয়া কলিকাতা হইতে রেলভাড়া আনাইয়া তবে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে।"

সে সংক্ষেপে নায়েবের কথা অশ্রুকে বলিল। তাহার পর, "জমিদার সাজা আমার কায নহে," বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, খুব হাসিতে লাগিল।

অশ্রুও হাসিল। অশোক লক্ষ্য করিল, অশ্রুর পাণ্ডু গণ্ডে আবার স্বাস্থ্য-লাবণ্য ফিরিয়াছে।

তাহার পর যাত্রার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। অশোক নৌকায় যাইয়া ট্রেণ ধরিবে। মৈত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই যাত্রা না করিলে ট্রেণ ধরা যাইবে না; কারণ, পথে একটা খাল আছে—জোয়ারের সময় ব্যতীত সে খালে নৌকা চলে না, জোয়ার সরিয়া যাইলে আবার জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এই সংবাদে শঙ্কিত অশোক মধ্যাহ্নের বহুপূর্ব্বেই যাত্রা করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে জিনিসপত্র সব নৌকায় উঠিল। অশোক ও অশ্রু যাত্রা করিল। তখনও জোয়ার আসিতে বিলম্ব আছে, নৌকা কূলে ভিড়িতে পারে না; কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল তট অতিক্রম করিয়া নৌকায় উঠিতে হইবে। অশোক অশ্রুর দিকে চাহিল। অশ্রু ইতস্ততঃ না করিয়া অগ্রসর হইল। অশোকও অগ্রসর হইল। সে আপনি অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে পদক্ষেপ করিতেছিল আর অশ্রুর দিকে চাহিতেছিল—পাছে পিচ্ছিল কর্দ্দমে তাহার পাদস্খলন হয়। এক বার অশ্রুর পা একটু পিছলাইয়া গেল। তখন অশোক ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কোমল, মাংসল, উষ্ণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে স্থির করিল। স্থির হইয়া সে হাসিয়া অশোককে বলিল, "পিচ্ছিল পথে কেহ স্খলিতপদকে রক্ষা করিতে যাইলে উভয়েরই পতনের সম্ভাবনা।" অশোক বলিল, "কিন্তু এক জনকে পড়িতে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা মানুষের কায নহে।" উভয়ে যাইয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। বর্ত্তমানের দুর্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিতচিত্ত মৈত্র মহাশয় বাসায় ফিরিলেন।

নৌকা অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকার মধ্যে স্থান অল্প। উপরে যে আবরণ, তাহাতে রৌদ্র-তাপ নিবারিত হয় না। মধ্যে অতিরিক্ত তাপ অনুভূত হইতে লাগিল। অশোক লক্ষ্য করিল—অশ্রুর মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ললাট ও কণ্ঠ ঘর্ম্মাক্ত—অযত্নরচিত কবরীবন্ধনচ্যুত দুই চারিটি কেশ তাহার ললাটে আবদ্ধ হইয়াছে। সে বলিল, "তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। তুমি একটু শয়ন কর।" অশ্রু হাসিয়া বলিল, "আর তোমার কি বড় আরাম বোধ হইতেছে?" অশোক একটা বালিসের উপর আর একটা বালিশ দিয়া অশ্রুর দিকে ঠেলিয়া দিল; বলিল, "তোমার এখনই অসুখ হইবে।" অশ্রু হাসিল;

বলিল, "আমি সার ফিলিপ সিডনীর মত বলিতেছি, তোমার প্রয়োজন আমার প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক।" অশোক হারি মানিল। শেষে বাহির হইয়া পাইলটা ভিজাইয়া ছত্রের উপর দিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

নৌকা যখন খালের মুখে আসিল, তখনও খালে জোয়ারের জল প্রবেশ করে নাই। বহু নৌকা খালের মুখে অপেক্ষা করিতেছে। অশোকের নৌকা কূলে ভিড়িল। বহুক্ষণ নৌকার মধ্যে বসিয়া অশোক নামিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে শুনিয়া সে বলিল, "আমি একটু হাঁটিয়া যাই।" অশ্রু বলিল, "আমিও হাঁটিব।" অশোক বলিল, "চল।"

দুই জনে নামিল। অশোক পরীকে বলিল, "পরী, আমরা হাঁটিয়া যাইতেছি, জোয়ার আসিলেই নৌকা খালে লইয়া মাঝিদের তাড়া দিস্—দেরী না হয়।"

"হুঁ।" বলিয়া পরী বিড়ি ও দেয়াশলাইয়ের সন্ধানে কোটের পকেটে হাত দিল।

খালের ধার দিয়াই পথ। অশোক ও অশ্রু সেই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন অপরাহ্ন—রৌদ্রের আর সে তেজ নাই—মুক্ত প্রান্তরের পবনে আর অনল-শ্বাস নাই। নৌকার মধ্যে উত্তাপে অশোকের বিষম ক্লান্তিবোধ হইতেছিল; আর নৌকার আন্দোলনে তাহার বিবমিষার উদ্রেক হইতেছিল। বাহিরে এই বাতাসে আসিয়া সে সুস্থ বোধ করিল।

পথের পার্শ্বে নানাজাতীয় বৃক্ষ ও গুল্ম। অশ্রু অশোককে নানা বৃক্ষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিল। একটি তরুর প্রস্ফুটিত গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত কুসুম দেখিয়া অশ্রু বলিল, "কি সুন্দর!"

অশোক বলিল, "চিক্কণ শ্যামপত্রের মধ্যে ফুলগুলি আরও সুন্দর দেখাইতেছে।"

"কি ফুল?"

"অশোক।"

অশ্রুর ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যে কুঞ্চিত হইল। সে হাসিয়া বলিল, "অশোক স্বভাব-সুন্দর।"

অশোক উত্তর দিল, "কিন্তু অশ্রুর মত স্নিগ্ধ—নির্ম্মল নহে।"

তখন রবি দিক্চক্রবালের নিকট নামিয়াছে; তাহার স্বর্ণবর্ণ কিরণে উদ্ভাসিত অশ্রুকে দেখিয়া মনে হইল—তাহার সৌন্দর্য্য সত্যই সম্মোহন।

একটু নিম্নভূমিতে পথের পার্শ্বে কতকগুলি ঘনচিক্কণ গুল্ম দেখিয়া অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল—"এ কি গাছ?"

অশোক বলিল, "বেত, মধুসূদনের ভাষায় 'বঞ্জুল মঞ্জুল'।"

অশ্রু বলিল, "'বঞ্জুল মঞ্জুল'! সাধারণ সুন্দর বস্তুকে এমন সুন্দরভাবে সুন্দর করিয়া বর্ণনা করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার আর কোন্ কবির, শুধু কবির কেন, লেখকের আছে? মধুসূদনের কাব্যকীর্ত্তি কালজয়ী।"

"কিন্তু তাঁহার রচনায় কি চেষ্টার চিহ্ন সুস্পষ্ট নহে? তাহা কি ত্রুটি নহে?"

"চেষ্টার চিহ্ন মানুষের সব উল্লেখযোগ্য কার্য্যেই দেখা যায়। তাহাকে কি ত্রুটি বলা যায়? চেষ্টা ব্যতীত কোন বিষয়ে উন্নতি হয় না। আজ যে গোলাপ আমরা আদর করি, তাহা যে স্বচ্ছন্দ-বনজাত গোলাপকে আকারে ও সৌরভে পরাজিত করিতেছে, সে-ও ত চেষ্টার ফল। তাই বলিয়া আমরা কি আজিকার উদ্যানজাত গোলাপ ফেলিয়া সেই বনজাত ফুলেরই আদর করিব?" তর্কের উৎসাহে তাহার মুখে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

অশোক বলিল, "কিন্তু কবিতায় কি স্বচ্ছন্দাগত ভাব ও ভাষা আদরণীয় নহে?"

"চেষ্টার প্রমাণ সকল কবিতাতেই লক্ষিত হয়; কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। কিন্তু আমরা যে কারণে গৃহের পশ্চাতে কণ্টক-গুল্ম কাটিয়া ফেলি, আর যত্ন করিয়া টবে জাপানী চন্দ্রমল্লিকা রোপিত করিয়া ফুল দেখিয়া মুগ্ধ হই, সেই কারণেই মাণিক গাঙ্গুলীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' ছাড়িয়া মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' পাঠ করি; যে পুস্তক লোক বিস্মৃত হয়—তাহারই মধ্যে স্থায়িত্বোপযোগিতার অভাব। সেক্সপিয়ারের রচনায় দ্ব্যর্থে যে কষ্টকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষিত হয়।"

অশোক মুগ্ধ হইয়া অশ্রুর যুক্তি শুনিল। সে ক্রমেই অশ্রুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। তবে সে আকর্ষণ হৃদয়ের নহে—মস্তিষ্কের; ভাবের নহে—বুদ্ধির; সেই আকর্ষণ তাহাকে প্রবলভাবে অশ্রুর দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল, সে আকর্ষণের বেগ প্রতিহত করিবার সাধ্য বা ইচ্ছা কিছুই তাহার ছিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া যখন অশ্রু ভাণ্ডীরের রক্তমধ্য শ্বেত কুসুম দেখিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল, তখন অশোক স্বীকার করিল, তাহার অজ্ঞতা অশ্রুর অজ্ঞতা অপেক্ষা অল্প নহে।

সেই কথা লইয়া অশ্রু বলিল, "আমরা আমাদিগের আপনার জিনিষগুলি চিনিতে চেষ্টাও করি না। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা এবিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা

ভাল ছিলেন, প্রাচীন সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

অশোক বলিল, "এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত, আমরা দেশকেই চিনি না।"

তাহারা চাহিয়া দেখিল, খালে জোয়ারের জল প্রবেশ করিতেছে, কর্দ্দমাবশেষ প্রবাহপথ আবৃত করিয়া ক্রমে জল বাড়িয়া উঠিতেছে। খালের ধারে প্রান্তর হইতে নামিয়া গাভীগুলি সমস্ত দিনের পর জল পান করিয়া তৃষ্ণানিবারণ করিতেছে। নৌকাগুলি ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, মাঝিরা লগি ঠেলিয়া নৌকা চালাইতেছে।

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা খালের অপর প্রান্তে উপনীত হইল। তাহাদের নৌকা তথায় আসিলে তাহারা আবার নৌকায় উঠিল ও যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল।

অশোক ট্রেণে একটা কামরা ভাড়া করিয়াছিল। ট্রেণে উঠিয়া পথশ্রম-শ্রান্তা অশ্রু অল্পক্ষণমধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িল। অশোক বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অশোক অশ্রুর দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার সুপ্তিশান্ত মুখে উজ্জ্বল আলোক পতিত হইয়াছে। অশোক সে মুখে কোমলতার সঙ্গে দৃঢ়তার অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাইল: সে মুখে রমণীয় কমনীয় সৌন্দর্য্যে যেন পুরুষোচিত ভাবের অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট বোধ হইল। সত্যই অশ্রু তাহার নিকট রহস্যময়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহে

ট্রেণ যখন কলিকাতায় প্রবেশ করিল, তখন প্রভাতের আলোকে কলিকাতার ধূমমলিন আকাশ রোগীর গণ্ডের মত পাণ্ডু দেখাইতেছে—সৌধারণ্যে আলোক পড়িয়াছে, কেবল সৌধ—যেন নিতান্তই নিরবচ্ছিন্ন। দ্রব্যাদি গাড়ীতে তুলিয়া, ভৃত্যদিগের যাইবার ব্যবস্থা করিয়া অশ্রুকে লইয়া অশোক গৃহাভিমুখে চলিল। গাড়ী ষ্টেশন হইতে রাজপথে আসিলে—সেই পরিচিত আকাশ ও বাতাস, শব্দ ও গন্ধ, যান ও জনতা—এই সকলের মধ্যে আসিয়া অশোকের মনে হইল, যেন তাহার এই কয় দিনের কার্য্য ও অনুভূতি,—সুন্দরবন, গ্রামের গৃহ, গ্রাম্য জীবন—সবই স্বপ্নমাত্র; আর সমুদ্রমন্থনের মধ্যে সুধাই যেমন সত্য, তাহার এই সুখ-স্বপ্নের মধ্যে অশ্রু তেমনই সত্য।

গাড়ী গৃহদ্বারে আসিয়া স্থির হইল। মনোমোহিনী প্রত্যূষ হইতেই পুত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার চা'র জল তিন বার গরম করা ও ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, চতুর্থ বার কেট্‌ল উনানে চড়িয়াছে। গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই তিনি নামিয়া আসিলেন।

অশোক মা'কে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "মা, এ কয় দিন রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিয়াছিলে ত?"

পুত্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মনোমোহিনী স্নেহস্নিগ্ধ নয়নে তাহার দিকে চাহিলেন; সত্য সত্য তাহার কষ্ট হয় নাই ত? তাহার পর তিনি অশ্রুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "মা, আয়।" অশোকের পত্রে তিনি অশ্রুর কথা জানিয়াছিলেন; তাহার দুঃখে তিনি ব্যথিতা হইয়াছিলেন। এখন প্রথম-দর্শনেই তিনি তাহাকে স্নেহাভিষিক্তা করিয়া লইলেন। অশোককে "মানুষ করা ঝি"—খোকার ঝি—অশ্রুর দিকে চাহিয়া বলিল, "যেন মা লক্ষ্মী।" মনোমোহিনী তাহাকে বলিলেন, "খোকার ঝি, যা, শীঘ্র চা'র জল আনিতে বল্।" পরী ততক্ষণ জিনিষ নামাইয়া, গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া—দস্তুরী পকেটস্থ করিয়া, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল, "আমি জল লইয়া যাইতেছি।" মৈত্র মহাশয়ের বিরুদ্ধে সেকায়েৎ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল বলিয়া সে একটু দুঃখিত হইল।

"তোর স্নানের সব ঠিক আছে"—পুত্রকে এই কথা বলিয়া মনোমোহিনী অশ্রুকে লইয়া দ্বিতলে চলিলেন; আদায়, ওয়াশীল, জমা, গৃহ কিছুরই কোন কথা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না; অশোক স্বয়ং যাহা করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আবার জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে? বৈষয়িক কার্য্যের তিনি কি জিজ্ঞাসা করিবেন? আর কয় দিন পরে সে আসিয়া কেবল দাঁড়াইল, এখন কি জিজ্ঞাসা করিবার সময়? তাই তিনি যাতা ও ননন্দাদিগের কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। কেবল যে ঝির "খোকার ঝি" নামে অশোকের বিগত শৈশবের স্মৃতি জড়িত ছিল, সে অশোককে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা বাবু, কত টাকা আনিলে?" অশোক খুব গম্ভীরভাব দেখাইয়া বলিল, "লাট না যাইলে কি টাকা আনা যায়?" মনোমোহিনী ভাবিলেন, "ঠিকই ত।" অশোক কিন্তু অশ্রুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মধ্যাহ্নের পর অশোক তিন দিনের অনধীত সংবাদপত্রগুলা লইয়া অনায়াসে সর্ব্বদেশের আবশ্যক অনাবশ্যক সর্ব্ববিধ সংবাদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন, "অশোক, মোক্তার না কি বাড়ীর কাঠ কাঠরা—আসবাবপত্র সবই বিক্রয় করিয়াছে ?"

অশোক হাসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি পরীর কাছে এ সংবাদ সংগ্রহ করিলে ? পরীটা সংবাদপত্রেরও অধম : কোন খবর গোপন রাখিতে পারে না।"

"ছিঃ! ছিঃ! বাড়ী ভরা আসবাব, সে কি কম ? আমি তখনই বলিয়াছিলাম, যখন কলিকাতায় চলিলাম, তখন এ সব লইয়া চল। তা' তিনি শুনেন নাই ; বলিয়াছিলেন, টানাটানিতে জিনিষ নষ্ট হইবে। আসল কথা, সে সব জিনিষে রমার স্মৃতি জড়ান ছিল—সে সব সে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল, তিনি তেমনই রাখিয়াছিলেন।"—মা'র কণ্ঠস্বর অশ্রুজড়িত হইয়া আসিল।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া মা বলিলেন, "অমন লোক রাখিস্ না।"

অশোক বলিল, "কিন্তু মা, সে ত যাহা করিবার, তাহা করিয়া চুকিয়াছে। এখন তাহাকে তাড়ান না তাড়ান সমান ; কেবল চোর পলাইলে যে বুদ্ধি বাড়ে, তাহারই প্রমাণ দেওয়া।"

"বলিস্ কি ? এক বারের চোর আর বারের ডাকাইত। অমন লোক সব করিতে পারে।"

"পারে বটে ; কিন্তু আর কি করিবে ? এখন অবশিষ্ট রাখিয়াছে বাড়ীটা। সত্য সত্যই আর চাপা দিয়া কড়ীগুলা বেচিতে পারিবে না !"

"না, ও লোক সব সর্ব্বনাশই করিতে পারে। শুনিলাম, তোদের বাহিরের ঘরেই বসাইয়া রাখিয়াছিল ; তোদের খাওয়ার সংবাদটাও লয় নাই !"

"সেটা তাহার অপরাধ নহে। চাকরী করে বলিয়া কি আমাদিগকে ঘরে লইয়া হাঁড়ি ফেলিবে ? সকলেই ত আর মেজ জ্যেঠাইমা হইতে পারে না !"

"মেজদি বুঝি তোকে খুব স্নেহ যত্ন করিয়াছেন ?"

"খুব।" তাহার পর অশোক হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু তাঁহার পদের ধূলা লইয়াছি।"

মা বলিলেন, "যাহা বারণ করিযাছিলাম, তাহাই আগে করিয়াছিস্।"

"আগে নহে, মা। আগে তিনিই ত আমাকে ঘরে ঢুকিতে বলিলেন ; বলিলেন, 'ছেলে কি কখন মা'র পর হয়' ?"

"তাহার পর ?"

"তাহার পর তিনি বলিলেন, বাবা যখন ব্রাহ্ম হয়েন, তখন সমাজে সকলে হিন্দুধর্ম্মের সব শাসন মানিয়া চলিত ; এখন কেহই সব শাসন মানে না, তবে আমাদিগের দোষ কি ? তিনি আমাকে সব ঘরে লইয়া বাড়ী দেখাইয়াছেন।"

"অথচ মেজ দিদির মত নিষ্ঠা আর কাহারও নাই। শুনিয়াছি, গোপালের সেবায় আর পূজায় তাঁহার দিন কাটে। আহা, এমন লোকের কপালেও এত কষ্ট থাকে! অল্পবয়সে বিধবা হইয়া ছেলেটিকে 'মানুষ' করিয়াছিলেন ; কপালে সে-ও থাকিল না! কত দিন দেখা হয় নাই !"

"তিনিও বলিলেন, কতবার মনে করেন, গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় আসিবেন, আর তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেন ; কিন্তু হইয়া উঠে না।"

"কি বলিস্, এক বার বাড়ী যাইব ?" বালবধূরূপে তিনি যে গৃহে গিয়াছিলেন, যে গৃহ তাঁহার সেই স্মৃতিজড়িত, যে গৃহ তাঁহার স্বামীর স্মৃতিপূত, যে গৃহে রমার অস্ফুট কাকলী তাঁহার মাতৃহৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিল—এত দিন পরে—বার্দ্ধক্যে—মহাযাত্রার পূর্ব্বে সে গৃহ দেখিবার বাসনা মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে বলবতী হইত। আজ পুত্রকে এই জিজ্ঞাসায় সেই বাসনাই বিকশিত হইয়াছিল

অশোক বলিল,, "তোমার যাওয়া ত সহজ নহে। তুমি যাইলে আমাকেও যাইতে হইবে। এ দিকে সব ফেলিয়া যাইতে হইবে—কাযেই দুই চারি দিনের অধিক থাকিতে পারিবে না ; পথও ভাল নহে, কষ্টের একশেষ হইবে। বরং তুমি মেজ জ্যেঠাইমাকে এক বার আসিতে লিখ, আমিও লিখি।"

"এক বার যাইলে সকলের সঙ্গে দেখা হয়।"

"সকলে কি আর আছেন মা ? না সকলে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে ব্যস্ত ? ইচ্ছা কর, এক বার লইয়া যাইব। কিন্তু এখন গরম পড়িতে চলিল, আবার শীতকাল না আসিলে ত যাওয়া ঘটিবে না।"

"শুনিলাম, সকলেই তোকে আদর-যত্ন করিয়াছেন।"

"করিয়াছেন। তবে সরিকে সরিকে পাল্লা দিয়া লোকদেখান ঘটা করিয়া যত্ন করা এক, আর আন্তরিক যত্ন এক। মেজ জ্যেঠাইমা'র যত্নে যে আন্তরিকতা ছিল, আর কাহারও যত্নে তাহা ছিল না। আমার বোধ হয়, তিনি প্রথমে আমাকে ঘরে না লইলে আর কাহারও ঘরে আমার পাত পাতা ঘটিত না।"

তাহার পর মা একে একে যাতা ও ননন্দাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অশোক এই কয়

দিনে মার ফর্দ্দভুক্ত সকলের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে মেজ জ্যেঠাইমা'র নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া যতদূর পারিয়াছিল, সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল। কাহারও সুখসৌভাগ্যের সংবাদে মা আনন্দিতা হইলেন, কাহারও দুর্ভাগ্যের বা মৃত্যুর সংবাদে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মা যখন শুনিলেন, ভাগবাটোয়ারা হইয়া ভাগে ভাগে প্রাচীর উঠিয়াছে, তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন—তবে সে গৃহের যে চিত্র তাঁহার হৃদয়ে রহিয়াছে, সে চিত্র এখন বিকৃত হইয়াছে! তিনি বলিলেন, "প্রাচীর তুলিয়া বাড়ীখানাকে পায়রার খোপ না করিয়া কি সম্ভবে যে যাহার অংশে বাস করা যায় না?"

অশোক বলিল, "এই ভাগাভাগির হাঙ্গামায় ঠাকুর-সেবাও বন্ধ হইবার মত হয়, তাই ত মেজ জ্যেঠাইমা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "আপনার জনের অপেক্ষা পর ভাল। লোক কথায় বলে 'জ্ঞাতিশত্রু'।" বিপিনবিহারীর উন্নতিতে ঈর্ষাক্লিষ্ট জ্ঞাতিরা তাঁহার স্বধর্ম্মত্যাগে কিরূপে তাঁহাকে অপমানিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা মা'র মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহার ভ্রাতারাও কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন; কেবল তাঁহার মধ্যমাগ্রজ বলিয়াছিলেন, "ভাই স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়াছে বিশ্বাসবশে; আমি তাহাকে ত্যাগ করিব কেন?"

এই সময় খোকার ঝি আসিয়া বলিল, "মা, আমি ফলসা বাছিয়া রাখিয়া আসিতেছি; বরফ আনিতে বলিব কি?"

"বল"—বলিয়া মা উঠিলেন।

অশোক বলিল, "আজই ফলসা আনাইয়াছ?"

"কয় দিন রপ্টানী—পথের কষ্ট; তুই ফলসার সরবৎ ভালবাসিস্ বলিয়া ফলসা আনাইয়াছি। তোকেও দিব আর অশ্রুকেও দিব। আহা! বাছাকে দেখিলে কষ্ট হয়। উহার সংসারে আপনার কেহ নাই?"

"বাপ মা, ভাই ভগিনী কেহই নাই। পিতার পরিচয় পাইয়াছি—তিনি বড় ডাক্তার ছিলেন—বামনদাস বসু। বোধ হয়, যে আত্মীয় ছিলেন, তিনিও নৌকাডুবিতে মরিয়াছেন। সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে বড় চঞ্চল বোধ হয়, বড় কষ্ট পায়। আমি তাই সে কথা আর তুলি না—তুমিও তুলিও না।"

খোকার ঝি বলিল, "তবে ত কায়স্থই বটে!"

"বাছা বড় শান্ত—বড় ধীর"—বলিয়া মা প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অশোকের জন্য পাতরের রেকাবীতে ফল ও কাচের গ্লাসে ফলসার সরবৎ লইয়া অশ্রু অশোকের কক্ষে প্রবেশ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মা

কলিকাতায় আসিবার পরদিন প্রভাতেই অশ্রু মাকে বলিল, "আমি আজ যাইব।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে?"

"আমার এক জন পরিচিত লোক আছেন, তাঁহার গৃহে।"

"কেন?"

"তথায় যাইয়া—তাঁহাকে ধরিয়া একটা কায খুঁজিয়া লইব।"

"কায খুঁজিয়া লইবে কেন?"

"নহিলে কি করিব? আমার যে বাক্সটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার পিতার প্রদত্ত কিছু কোম্পানীর কাগজও আছে, সেগুলার সুদও বাহির করিতে হইবে।"

"তিনি তোমার আত্মীয় নহেন?"

"না।"

"তবে তুমি তাঁহার কাছে যাইবে কেন? তুমি যাইতে পাইবে না।"

অশ্রু বিস্মিতভাবে মা'র দিকে চাহিল।

মা বলিলেন, "তোমার মা নাই, আমার মেয়ে নাই, আজ হইতে আমি তোমার মা। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না।"

স্নেহের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। অশ্রু আর কোন কথা কহিল না।

সেই দিন অশোক আহারে বসিলে মা কথায় কথায় তাহাকে বলিলেন, "অশোক, অশ্রুর কোথায় কে পরিচিত লোক আছেন, তাঁহার কাছে যাইতে চাহিতেছিল। আমি কিন্তু উহাকে যাইতে দিব না।"

অশোক মা'র প্রস্তাবের সম্পূর্ণ সমর্থন করিল।

অপরাহ্ণে মা'র কাছে বসিয়া অশোকের একটি জামায় বোতাম লাগাইতে লাগাইতে একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অশ্রু ডাকিল,—"মা"!

"মা" বলিয়া ডাকিয়াই অশ্রু আর কথা বলিতে পারিল না। কত দিনের কত কথা—কত ব্যথা

—তাহার মনে বাজিল। উঠিত। শৈশবে মাতৃহীনা সে যে কখন "মা" বলিয়া ডাকিতে পায় নাই! যে আহ্বানে সকলেরই অধিকার, সে যে সে আহ্বানেও বঞ্চিতা! তাহার নয়নে অশ্রু দেখা দিল।

আর তাহার সেই আহ্বানে মা'র মনে শত সুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—মা'র চক্ষুতে জল উছলিয়া উঠিল—মা'র হৃদয়ে স্নেহ উথলিয়া উঠিল। সত্যই কি রমা ফিরিয়া আসিয়াছে? তাহার বিয়োগবেদনা বিধুর হৃদয়ে তিনি যাহার শত স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। আজ কি তাহারই আহ্বানে এত দিন বিচ্ছেদের পর মিলনের মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল? তিনি অশ্রুকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। অশ্রু কত দিন এমন স্নেহ পায় নাই—কত কাল—কত যুগ। বৎসরে কি কালের পরিমাণ হয়? আজ অপ্রত্যাশিত স্থানে এই স্নেহলাভ করিয়া সে যেন ধন্য হইল। সে আনন্দে—বেদনায় যেন সত্যই মাতৃবক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর মা'র দুই নেত্রে অবিরল অশ্রু ঝরিয়া যেন সেই দুঃখিনী কন্যার মস্তকে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। সেই অশ্রুর মধ্যে দুইটি নারী-হৃদয়ে যে স্নেহসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল, তাহার মত পবিত্র সম্বন্ধ বুঝি জগতে আর নাই। মা'র মনে হইল, তিনি তাঁহার কন্যাকে ফিরিয়া পাইলেন। যে স্নেহ পরকে কোন্ত আপনার করিয়া লইতে পারে, সে স্নেহ অশ্রুর সব সঙ্কোচ ভাসিয়া গেল। সে মা'র কন্যা হইয়া রহিল।

জরা যখন দেহে জড়তা আনিয়া দেয়, তখন মন যেন আর দেহের সঙ্গে পারিয়া উঠে না, কায করিতে ইচ্ছা থাকিলেও দেহ তখন বিশ্রাম সন্ধান করে। তাই জরাগ্রস্ত হইলে মানুষ স্বভাবতঃই অভ্যস্ত কার্য্য-ভার অপরের উপর দিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাহে—অবলম্বনের সন্ধান করে। মা'রও তাহাই হইয়াছিল তবুও যে তিনি সংসারের সব কায করিতেন, সেটা কতকটা অভ্যাসবশে আর কতকটা জোর করিয়া। প্রযুক্ত শক্তিহেতু গতিপ্রাপ্ত বস্তু যেমন সে শক্তি হারাইলেও সহসা নিশ্চল হয় না কার্য্যের অভ্যাস থাকিলে তেমনই জরা সত্ত্বেও লোক সহসা কায করিতে অপারক হয় না। বিশেষ মা জানিতেন, তিনি যে কাযটা না দেখিবেন, সে কাযটা অশোকের—তাঁহার সন্তানের মনোমত হইবে না; সে কিছু বলুক আর না-ই বলুক, তাহার অসুবিধা হইবে। তাই তিনি সংসারের সব কাজ করিতেন। কিন্তু তিনি অবসাদ অনুভব করিতেন। এই সময়ে অশ্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্রুর কর্ম্মনৈপুণ্যও যেমন অধিক ছিল, কায করিবার বাসনাও তেমনই বলবতী ছিল। অভ্যাস ব্যতীত উপভোগ অসম্ভব। যে কখন আনন্দ উপভোগ করিতে অভ্যস্ত নহে, তাহার আনন্দের কারণ ঘটিলেও সে আনন্দ তেমন উপভোগ করিতে পারে না। যে আলস্যে অভ্যস্ত নহে, সে অলস জীবন যাপন করিতে পারে না। তাই অশ্রুও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না; বিশেষ কায করিয়া ও কাযে মন দিয়াই সে ভাবনা ভুলিতে পারিত মা'র কায ক্রমেই অশ্রুর হাতে আসিতে লাগিল। তাহাতে কাযেও কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইল না। অশোকের কাপড় জামার হেফাজতি করা হইতে ভাণ্ডার দেওয়া পর্য্যন্ত সব কাযই ক্রমে অশ্রু করিতে লাগিল। মা'র চাবির গুচ্ছে চাবি যত কমিতে লাগিল, অশ্রুর চাবির গুচ্ছ তত বাড়িতে লাগিল; শেষে এক দিন দেখা গেল, মা'র চাবির গোটা গোছাটাই অশ্রুর রিংভুক্ত হইয়া তাহার অঞ্চলে বদ্ধ হইয়াছে। মা'র হাত হইতে সংসারের সব কার্য্যভার এমনই সরল ও সহজভাবে অনায়াসে অশ্রুর হাতে গেল যে, মা বা অশ্রু বা অশোক কেহই সে পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কেবল এই পরিবর্ত্তনে দাসদাসীরা প্রথমে কিছু শঙ্কিত হইয়াছিল: তাহারা মা'র অতিরিক্ত আদরে অভ্যস্ত, পাছে তাহাদিগের কোনরূপ অসুবিধা হয়! কিন্তু তাহাদিগের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহারা যে "রাম রাজ্যে" বাস করিতেছিল, এ পরিবর্ত্তনে তাহাতে "রাবণ-রাজ্যের" কোনও ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হইবে না। সকলকে সুখী করিতে পারিলেই অশ্রু সুখী হইত।

অশোকের কাপড়-জামা হইতে খাবারের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সবই অশ্রু করিতে লাগিল। সে সব কায পূর্ব্বে মা করিতেন। কিন্তু ক্রমে অশ্রু তাহার আরও অনেক কায করিতে লাগিল। সে সব কায মা করিতেন না। অশোক যে অগোছাল ছিল, তাহা নহে; কিন্তু অশ্রু খুবই গোছাল ছিল। তাই অশোকের ঘরেও অশ্রু কিছু পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিল। টেবলের উপর পড়িবার ও লিখিবার নানা উপাদান। পরী টেবল ঝাড়িলে এক স্থানের জিনিষ অন্য স্থানে রাখিত; অশোক তাহাকে টেবল ঝাড়িতে নিষেধ করিয়াছিল। সে স্বয়ং জিনিষ ঝাড়িত—গুছাইয়া রাখিত; ফলে প্রত্যহ ঝাড়া হইয়া উঠিত না, জিনিষে ধূলা জমিত, পুস্তকগুলি ছড়ান থাকিত। অশ্রু প্রত্যহ জিনিষগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিত।

অশোক যে জিনিষটি যে স্থানে রাখিত, সেটি সেই স্থানে পাইত, অথচ সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইত; মধ্যে মধ্যে অশ্রুকে বলিত, "তুমি দেখিতেছি, আর কাহাকেও কোন কায করিতে দিবে না। কায কেন্দ্রীভূত করাটা কিন্তু ভাল নহে—রাজ্যেও নহে, সংসারেও নহে।" অশ্রু উত্তরে বলিত, "যাহার কায, সে না করিলেই অন্যকে করিতে হয়। কাযের অভাব নাই; লোকেরই অভাব।" অশোক হাসিয়া বলিত, "ভাল, দেখিবে, আমি আমার সব কায করিতে পারি কি না।" অশ্রুও হাসিয়া বলিত, "ভাল দেখা যাইবে।" বলা বাহুল্য, অশোকের তাহার সব কায করা হইত না, আর তাহার কায করা অশ্রুর দেখা হইত না; কারণ, পরদিন আবার যখন অশোক দেখিত, সব জিনিষ ঝাড়া মুছা গুছান হইয়া গিয়াছে, তখন সে বলিত, "আজ আমি ইচ্ছা করিয়াই কায করি নাই, জিনিষ সব ঝাড়া-ই ছিল, সুতরাং নিষ্প্রয়োজনে উৎসাহ নষ্ট করা অনাবশ্যক মনে করিয়াই আমি কায করি নাই; তাহাতে আমার কর্ম্মক্ষমতার অভাব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।" অশ্রু উত্তর দিত, "যাহাদিগের কায করিবার উৎসাহ সর্ব্বদা থাকে না, ম্যালেরিয়া জ্বরের মত মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, তাহাদিগের হাতে কাযের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিরাপদ্ নহে বলিয়াই আমি কায সারিয়া রাখিয়াছি। শিশুপাঠ্য পুস্তকে আছে—'যাহা আজ করিতে পার, তাহা কা'ল করিব বলিয়া রাখিয়া দিও না'।" অশোক বলিত, "সে উপদেশ শিশুদিগের জন্য।" অশ্রু তাহাতে যোগ করিত, "এবং যাহারা বুড়া হইয়াও কাযে ফাঁকি দিতে শিশুর অধম তাহাদিগের জন্য।" অশোক বলিত, "আর পরী যদি সকালে উঠিয়াই সব ঠিক করিয়া রাখিত?" অশ্রু উত্তর দিত, "কলুর বলদ যেমন ন্যায়শাস্ত্র না পড়ায় দাঁড়াইয়া ঘণ্টা নাড়িত না, পরী তেমনই আমি না বলায় আপনি কায করিতে আসিত না।" এইরূপ তর্কে শেষে কিন্তু অশোকেরই পরাজয় হইত; কারণ, প্রথম ত্রুটিই অশোকের, আর অশোক ইচ্ছা করিয়াই সে ত্রুটি করিত। জরা যেমন দেহে জড়তা আনিয়া লোককে পরের উপর নির্ভরশীল করে, যৌবন তেমনই মানুষের হৃদয়ে অপরের সাহায্য লাভ করিয়া সুখানুভব বাসনা বলবতী করে। কিন্তু সে বাসনা লতারই মত অবলম্বনের পাত্র না পাইলে বর্দ্ধিত হইতে পারে না—হৃদয়ের উপর লুটাইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। অশোকেরও তাহাই হইয়াছিল। তাহার যৌবনসুলভ বাসনা কাহাকেও অবলম্বন করিতে পারে নাই; তাই এত দিন অশোকও প্রায় তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিত না। কেবল মধ্যে মধ্যে সে মন্দপবনোৎপাদিত অরণ্যানীর মৃদু চাঞ্চল্যের মত একটা চাঞ্চল্য অনুভব করিত; কিন্তু তাহা কখন স্থায়ী হইত না। আপনার বহুবিধ সখের মধ্যে অশোক সহজেই তাহা ভুলিয়া যাইত। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নিতান্ত অতর্কিতরূপে অশ্রু যেন কোন রহস্যরাজ্য হইতে ঘটনাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে তাহারই পরিবারের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার জননী তাহাকে আপনার স্নেহস্নিগ্ধ হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। আজ তাহার সৌন্দর্য্যে তাহার গৃহ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে; তাহার হৃদয়ে নূতন অনুভূতি অনুভূত হইয়াছে। তাই এত দিন সে কেবল মধ্যে মধ্যে দূরাগত পবনহিল্লোলের মত সে বাসনার অস্তিত্ব অনুভব করিত, এখন তাহারই সরস স্পর্শে তাহার হৃদয়ে নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। অশোকের সত্য সত্যই মনে হইত, তাহার সব কায অশ্রু করিলে যেমন সুসম্পন্ন হয়—সে আপনিও বুঝি তেমন সুসম্পন্ন করিতে পারে না। নারীর নিপুণতা পুরুষের পক্ষে দুর্লভ। তাই অশোক ইচ্ছা করিয়াই আপনার কাযে আপনি ত্রুটি করিত, কারণ, সে ত্রুটিতে তাহার সুখের কারণ ছিল।

এইরূপে সংসারে সব কাযের সঙ্গে সঙ্গে অশোকের অনেক কার্য্যও অশ্রুর হাতে আসিয়া পড়িল। অশ্রুও সাগ্রহে ও সানন্দে সে সব কায সুসম্পন্ন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

মা তাহার হাতে সব কায ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

নূতন জীবন

অশ্রু সাগ্রহে তাহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিল। সে কাযেই আপনার অখণ্ড মনোযোগ দিয়া আর সব ভুলিয়া থাকিতে চাহিত। নহিলে তাহার জীবনের ভার যে নিতান্তই দুর্ব্বহ বোধ হয়। সে আর কি লইয়া থাকিবে? সে যখন তাহার জীবনের সব ঘটনার কথা ভাবিত—শৈশব, বাল্য, যৌবন তিন বয়সের ঘটনাগুলির কথা মনে করিত, তখন তাহার মনে হইত, সে যেন পাগল হইয়া উঠিবে

—তাহার ইচ্ছা হইত, সে তাহার স্মৃতির নিকট হইতে পলাইবে—নিরুদ্দেশ যাত্রা করিবে। স্মৃতিতেই দুঃখ। তাহার জীবন নাটকে অঙ্কের পর অঙ্কে যে অভিনয় হইয়াছে, তাহা মনে করিলে সে অস্থির হইয়া উঠিত। আর যখন সে দেখিত, এখন তাহার জীবনে যে অঙ্কে যবনিকা উঠিয়াছে, সে অঙ্কে কেবল অন্ধকার —কোথাও কোন আলোক-রেখা নাই—মেদিনী অন্ধকারে আবৃতা—চারিদিকে অন্ধকার—উপরে মেঘান্ধকার আকাশের অবিরল মেঘমালার কোন ছিদ্রপথে তারকার ক্ষীণ দীপ্তিও দৃষ্ট হয় না—তখন সে মনে করিত, এ ব্যর্থ জীবনের বিষম ভার বহিয়া লাভ কি? মৃত্যু-সুপ্তির স্নিগ্ধ স্পর্শেত সব জ্বালা জুড়ায়! জীবন ত ক্ষণস্থায়ী—বৃক্ষপত্রচ্যুত শিশিরবিন্দু ভূমিতে পড়িয়া শুখাইতে কতক্ষণ লাগে? যে মৃত্যু তাহার জননীকে তাহার রহস্যরাজ্যে লইয়া গিয়াছে—যে মৃত্যুর শান্তিতে তাহার পিতার দীর্ঘকালব্যাপী রোগ-যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে—সে মৃত্যু ত কঠোর নহে! পিতার মৃত্যুশান্তমুখে যে পাণ্ডু বর্ণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা তাহার মনে হইত। শেষে এই চিন্তার বিভীষিকা-বিতাড়িতা হইয়া সে কেবল কার্য্যে বিস্মৃতির সন্ধান করিত। কাযে শান্তি, চিন্তায় অস্থিরতা। তাই সে কেবল কায খুঁজিত।

সংসারের কাযেও সে চিন্তার অবসর পাইত। এক দিন মধ্যাহ্নে সে বসিয়া ভাবিতেছিল। মা মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতে যাইয়া ঘুমাইয়াছেন; দাস-দাসীরাও বিশ্রাম করিতেছে; অশোক তাহার বসিবার ঘরে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত রবিকরে প্রকৃতি অবসন্না। সে ও একখানা সংবাদপত্র লইয়া বসিয়াছিল। কাগজখানার এদিক্ ওদিক্ উল্টাইয়া সেখানা ফেলিয়া সে উঠিল—বারান্দায় গেল। বারান্দায় থামের উপর কার্ণিসে চড়াই পাখীর কূজিতে আকৃষ্ট হইয়া সে সেই দিকে চাহিল। দুইটি পাখী বাসা বাঁধিতেছে; উড়িয়া যাইয়া শুষ্কতৃণ, পালক, তুলা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। তাহাদিগের বিশ্রাম নাই ক্ষুদ্র শক্তি—কিন্তু তাহারা যথাশক্তি কায করিতেছে। বাসা বাঁধা হইবে—সেই বাসায় ডিম্ব হইতে তাহাদিগের শাবক উৎপন্ন হইবে;—তখন আবার আহার সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে—শাবককে পাখী করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বিশ্রাম। তাহার পর আবার এই পরিচিত কার্য্য! ক্ষুদ্র বিহগ; তাহাদিগেরও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। জগতে কাহারও জীবন উদ্দেশ্যশূন্য নহে। কিন্তু তাহার? সে কোন্ আশায়—কোন্ আকাঙ্ক্ষায়—কোন্ উদ্দেশ্যে এই ব্যর্থ জীবনের ভার বহন করিতেছে? তাহার হৃদয়ে বেদনার চাঞ্চল্য এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, সে যেন ভীতি-তাড়িতা হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কক্ষ ত শূন্য, তথায় তাহাকে আকৃষ্ট করিবার—ভুলাইবার কিছুই নাই। সে মা'র ঘরে গেল, তিনি ঘুমাইতেছেন। তখন সে অশোকের বসিবার ঘরে গেল। অশোক একখানা কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেছিল; একটা স্থান দুর্ব্বোধ্য বোধ হইতেছিল —সে তাহার অর্থবোধের চেষ্টা করিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে অশ্রু। সে বহিখানা রাখিয়া বলিল, "ইহারই মধ্যে বিশ্রামে অরুচি বোধ হইল? কাযে তোমার এত আনন্দ যে, যে সব কায দাস-দাসীরা অনায়াসে করিতে পারে, সে সব কাযও তুমি তাহাদিগকে করিতে দাও না; আপনি কর। তুমি যদি শীকারী হইতে, তবে কাক মারিবার জন্য বন্দুকে সীসার ছট্‌রা না পূরিয়া হীরার টুক্‌রা পূরিতে।" অশ্রু মনে মনে বলিল, 'হায়! কাযের জন্য আমার ব্যাকুলতার কারণ যদি তুমি বুঝিতে—যদি আর এক জনকেও বুঝাইতে পারিতাম, তবে, বোধ হয়, কিছু শান্তি পাইতাম।'—প্রকাশ্যে সে বলিল, "কি পড়িতে-ছিলে?" অশোক বহিখানা তুলিয়া লইল, যে স্থানের অর্থ বুঝিতে সে মাথা ঘামাইতেছিল, সেই স্থানটা দেখাইয়া বলিল, "এই স্থানটার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।" অশ্রু পুস্তক লইয়া সেই স্থানটা কয় বার পড়িল; তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল, তাহার পর একটা অর্থ বলিল। সেই অর্থ লইয়া দুই জনে কিছুক্ষণ তর্ক হইল। শেষে অশ্রু অশোককে বলিল, "তুমি এই সর্গটার আরম্ভ হইতে পড়, আমি শুনি।" অশোক পড়িতে পড়িতে যখন সেই দুর্ব্বোধ্য স্থানে উপস্থিত হইল, তখন পূর্ব্বাংশের আলোকে অশ্রুর নিকটে সে অংশ সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে সেই অংশের যে ব্যাখ্যা করিল, তাহা সুসংলগ্ন ও সঙ্গত। অশোক বলিল, "চমৎকার! এই ব্যাখ্যাই ঠিক। আমি কিছুতেই ইহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না।" সে হাসিয়া বলিল, "কবিরা বলেন, নারীর নয়ন-কিরণে হৃদয়ের অন্ধকার অংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে; গৃহীরা বলেন, কামিনীর করস্পর্শে শ্রীহীন গৃহ সুন্দর হয়; এখন দেখিতেছি, অধ্যাপকদিগকে বলিতে হইবে, বরবর্ণিনীদিগের বুদ্ধির আলোকে কাব্যের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।" অশ্রু উত্তর করিল, "মধ্যে মধ্যে তোমাদিগের যে অর্থ করিতে এইরূপ বিলম্ব হয়, সেটা

অতি-পাণ্ডিত্যের ফল। কথায় বলে, প্রদীপের ঠিক নিম্নেই অন্ধকার। আর তোমরা জটিল লইয়া থাকিয়া থাকিয়া শেষে সরলেও জটিলতা খুঁজিয়া শুষ্ক ভূমিতে পতিত হও।” অশোক বলিল, “দেখিতেছি, তুমি কেবল কাব্যরস-বোদ্ধাই নহ—দার্শনিকও বটে।” অশ্রু হাসিয়া বলিল, “তোমার এ স্তুতিবাক্য আমি সানন্দে গ্রহণ করিতেছি। তোমরা তারা দেখ, কিন্তু পথ দেখ না—তোমরা কোন কোন বিষয়ে চক্ষু থাকিতে অন্ধ। সেটা তোমাদের স্বভাব। আমরা তারা দেখিবার দুরাশা বড় রাখি না; কিন্তু পথ না দেখিয়া চলি না। দর্শনে আমাদের আনন্দ, সেটা আমাদের স্বভাব।”

সেই দিন হইতে অশ্রুর আর একটা কায জুটিল। মধ্যাহ্নে তাহার অবসর ছিল: তখন সে অশোকের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা। সে করিত কার্য্যে তাহার উৎসাহ স্বভাব-শিথিল অশোকের হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চারিত করিল। নিকটে বিদ্যুৎ থাকিলে বিদ্যুৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। অশোক আবার কাব্য, নাটক বাছিয়া বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। এমন কি, অশ্রুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সে দুষ্কর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইল। অশ্রু প্রস্তাব করিল, উভয়ে কোন কোন ইংরেজী পুস্তক বাঙ্গালায় ও বাঙ্গলা পুস্তক ইংরেজীতে অনূদিত করিবে। অশোক সে প্রস্তাবে সম্মত হইল, কার্য্যও আরব্ধ হইল।

কেবল সাহিত্যালোচনাতেই নহে, পরন্তু নানা বিষয়ে অশ্রু অশোকের কার্য্যে যোগ দিত। অশোক পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন কিছুই অনালোচিত রাখে নাই, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বও তাহার অজ্ঞাত ছিল না; ফটোগ্রাফিতে সে সিদ্ধবিদ্য ছিল; চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু আলোচনাও সে করিয়াছিল ও করিত। অশ্রুর উৎসাহে তাহার বিজ্ঞানালোচনার যন্ত্রগুলা আবার আলমারীর কারাগার হইতে বাহির হইয়া সঞ্চিত ধূলির মলিনতামুক্ত হইল। আবার অশোক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দুই জনে গাছের পাতা ও ফুল লইয়া ছিঁড়িয়া চিরিয়া সেগুলির বৈজ্ঞানিক স্বরূপ-নির্ণয়-চেষ্টায় মধ্যাহ্ন কাটাইয়া দিত: স্বরূপ-নির্ণয়ের সাফল্য-সম্বন্ধে কিন্তু উভয়েরই সন্দেহ থাকিয়া যাইত কেবল প্রাণিতত্ত্বে ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহার অনুরাগের একান্ত অভাব দেখা যাইত। অশ্রু বলিত, “মড়ার হাড় নাড়িতে আমি নিতান্ত নারাজ—জীবিত জন্তু কাটিয়া বিজ্ঞানের খেলা খেলিতে আমি একেবারেই অসম্মত।” অশোক বলিত, “বিজ্ঞান কি খেলা? বিজ্ঞানে জগতের কত উপকার সংসাধিত হয়।” অশ্রু উত্তর দিত, “যাহারা জগতের উপকারের জন্য বিজ্ঞানের আলোচনা করেন, তাঁহারা নমস্য—তাঁহাদিগের ‘সাত খুন মাপ।’ কিন্তু তোমার মত যাহারা কেবল সময় কাটাইবার জন্য খেলা করে, তাহারা জীবটাকে না কাটিলে জগতের কোনই ক্ষতি নাই, বরং তাহাদিগের লাভ আছে।” অশোক জিজ্ঞাসা করিত, “তাহাদিগের লাভ কি?” অশ্রু বলিত, “ইচ্ছা করিয়া রক্তপাত করিয়া হৃদয়টাকে কঠিন করা হয় না।” অশোক হাসিয়া বলিত, “বিজ্ঞান-চর্চ্চার সময় হৃদয়েরও ব্যাখ্যা—কবির কথা চলিবে না। বিজ্ঞানে হৃদয় দেহের একটা যন্ত্রমাত্র।” অশ্রু বলিত, “সেই জন্যই ত যে স্থানে কবিতায় আর বিজ্ঞানে বিরোধ, সে স্থানে আমি বিজ্ঞানকেই বর্জ্জন করিতে চাহিতেছি।” ফলে অশোকের সংগৃহীত অস্থিগুলা আবার বাক্সবন্দী হইল; আর ব্যবচ্ছেদের জন্য আনীত গিনিপিগ ও খরগোসগুলি তাহাদিগের জন্য নির্ম্মিত পিঞ্জরে অশ্রুর স্বহস্ত-প্রদত্ত ছোলা ভিজা ও কুটনার খোসা খাইয়া পুষ্ট ও পুলকিত হইতে লাগিল। তাহারা অশ্রু ডাকিলে তাহার কাছে আসিত, তাহার হাত হইতে খাবার খাইত তাহাদিগকে লইয়া অশ্রুর আরও কায বাড়িল। এক দিন একটা বিড়াল একটা খরগোসকে কামড়াইয়াছিল। তাহার দুগ্ধ-ধবল অঙ্গে রক্তচিহ্ন ধৌত করিয়া দিতে দিতে অশ্রু কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

এই ভাবে—অশোকের পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়া—নূতন জীবনে অশ্রুর দিন কাটিতে লাগিল। সাংসারিক ও সাহিত্যিক নানা কাযে সে ভাবনার দংশন নিবারিত করিতে লাগিল। কিন্তু যে অতীত জীবনের স্মৃতির তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাহার এই প্রবল প্রয়াস, সে জীবনের কথা সে কিছুতেই প্রকাশ হইতে দিতে চাহিত না। সে কোথাও যাইত না, আর কেহ আসিলে আপনার কক্ষের বাহির হইত না। তবে সে জন্য তাহাকে বড় বিব্রত হইতে হইত না। অশোকের পরিবারে মা ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। মা’র ধরণ ও ধারণা সবই “সেকেলে”। স্বামী জীবিত থাকিতেও তিনি সভাসমিতি সম্মিলনে যাইতেন না; যাইতেন কেবল বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি সামাজিক নিমন্ত্রণে। বিধবা হইয়া তিনি তাহাও ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার আচার-ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবার আচার-ব্যবহারের অনুরূপই ছিল। তিনি একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাসও করিতেন। এমন কি, পাছে তাঁহার

কোনরূপ অসুবিধা হয় বলিয়া মাতৃভক্ত অশোকও গৃহে "অহিন্দু" আহার্য্য আনিতে ভালবাসিত না। সুতরাং যে সব সামাজিক কাযে মহিলানিমন্ত্রণ হইত, ক্রমে সে সব কাযেও আর মা'র নিমন্ত্রণ হইত না। মা'ও তাহাই চাহিতেন। তিনি আপনার গৃহে, আপনার পুত্রের প্রতি আপনার অখণ্ড মনোযোগ দিয়া নির্ব্বিরোধে শান্তিতে বাস করিতেই ভালবাসিতেন; সামাজিক সম্মিলন তাঁহার ভাল লাগিত না! সে সব সম্মিলনে বিশাল বিশ্বের বহু কথার আলোচনা হইত। সে সব কথার বিন্দু-বিসর্গও মা জানিতেন না, জানিতে চাহিতেন না। এমন কি, যে সব মুখরোচক পরচর্চ্চায় নবীনা-সমাজে হাসির তরঙ্গ উঠিত এবং প্রবীণা-সমাজেও অর্থপূর্ণ দৃষ্টির বিনিময় যে না হইত, এমন নহে, সে সব চর্চ্চার বিষয়ও মা'র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কাযেই এই সব সামাজিক সম্মিলনে মা যেন বারিহীন স্থানে মীনের দশাগ্রস্ত হইতেন। এরূপ সম্মিলন তাঁহার ভাল লাগিত না—সম্মিলনে তাঁহার অবস্থানও যেন আর সকলের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইত না, তাই সামাজিক সম্মিলনে নিমন্ত্রণ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মা আনন্দিতা হইয়াছিলেন। তিনি বড় কোথাও যাইতেন না—তাই তাঁহার গৃহে প্রায় অতিথিসমাগম হইত না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মেজ জ্যেঠাই মা

আজ অশোকের জন্মদিন। তাই অশোক সময়ের অসময়ের ও সর্ব্বসময়ের যে সব খাবার খাইতে ভালবাসে, মা ও অশ্রু সে সব প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আয মা স্বয়ং অশ্রুর সঙ্গে যোগ দিয়া কায করিতেছেন। গৃহের দ্বিতলে মা'র রন্ধনশালা ছিল, মা সেই রন্ধনশালায় স্বয়ং সখ করিয়া রাঁধিতেন, পতি-পুত্রের জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার বৈধব্যের পর সে ঘরে অশোকের খাবার প্রস্তুত হয়; ত্রিতলে একটি কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে—তথায় মা'র নিরামিষ রন্ধন হয়। আজ দ্বিতলের রন্ধনশালার সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া মা আয়োজনে অশ্রুকে সাহায্য করিতেছিলেন। এমন সময় একখানা খোলা ও একখানা বন্ধ পত্র লইয়া অশোক আসিয়া ডাকিল, "মা!"—তাহার পর রন্ধনের বিপুল আয়োজন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত ঘটা কেন মা?"

মা বলিলেন, "আজ যে তোর জন্মদিন।"

"তাহাই ত বটে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার জন্মদিনটা কিছুতেই আমার মনে থাকে না। প্রতি বৎসর এই দিন আমি আপনার উপর রাগ করি—এই বর্ষার অন্ধকার গুমোট গরমের দিন না জন্মিয়া, কেন অন্য সময় জন্মি নাই; আর প্রতি বৎসরই ঠিক পরদিন সব ভুলিয়া যাই।"

মা বলিলেন, "তোর কোন্ কথাটাই বা মনে থাকে?"

"ঠিক কথা, মা। এই দেখ আমি যে জ্যেঠাই-মা'কে আসিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম, সে কথা আমার মনেই ছিল না; কিন্তু তিনি ভুলেন নাই। তিনি আসিতেছেন।"

"কবে?"

"কল্য; দশহরায় গঙ্গাস্নান করিতে আসিবেন। নায়েব আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। তোমার নামেও একখানা পত্র আসিয়াছে, বোধ হয়, সেই কথাই আছে।"

"পত্রখানা পড়।"

অশোকের কথা শুনিয়া অশ্রু শঙ্কাকুলনয়নে তাহার দিকে চাহিল; তাহার নেত্রে ভীতিভাব। অশোক খাম ছিঁড়িয়া মা'র পত্র বাহির করিতেছিল; সে অশ্রুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে পারিল না।

অশোক পড়িল—"ছোট বৌ, কত বার মনে করি, এক বার তোমার সঙ্গে দেখা করিব; কিন্তু হইয়া উঠে না। এ বার অশোক আসিয়াছিল; তাহাকে দেখিয়া কত দিনের কত কথা মনে পড়িল। অশোকও আমাকে বার বার যাইতে বলিয়াছিল। আমি মনে করিতেছি, দশহরার সময় মা গঙ্গার দর্শনে যাইব। সেই সময় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

"অশোক বলিল, "হাতের লেখা বড় সুন্দর।"

মা বলিলেন, "মেজ দিদির লেখা বড় পরিষ্কার। বাড়ীর ছেলেদের তিনিই বাঙ্গালা হাতের লিখা শিখাইতেন, আর যাহার যখন পেন-কলম কাটিতে হইত, মেজ দিদিই কাটিয়া দিতেন।"

"মেজ জ্যেঠাই মা কি ভাল লিখাপড়া জানেন?"

"তখন যেমন চলন ছিল, তেমনই জানেন; রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল—এ সব অনেক মেজ দিদির কণ্ঠস্থ ছিল। মেজ দিদিই ঠাকরুণকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেন। মেজ দিদির স্তবপাঠ শুনিলে প্রাণ জুড়াইত। আমার বাপের বাড়ী মেয়েদের লিখাপড়া শিখান রেয়াজ ছিল না। কর্ত্তার কথামত আমি মেজ দিদির কাছে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করি।"

অশোক হাসিয়া বলিল "তবে ত মেজ জ্যেঠাইমা তোমার কেবল দিদি নহেন ; গুরুমহাশয়ও বটেন।"

"তোর সবই ঠাট্টা—পাগলের গো-বধে আনন্দ। এখন মেজ দিদির খাইবার কি ব্যবস্থা হইবে?"

"সে যে হয় একটা ব্যবস্থা হইবেই। তিনি যে নিতান্তই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য তোমার কাছে আসিতেছেন, এমন বোধ হয় না।"

মা "খোকার ঝি''কে বলিলেন, "উপরের রান্না-ঘর ভাল করিয়া ধুইয়া রাখিবে, আর চাকরদিগের কাহাকেও বলিয়া দিও, ভারী ডাকিয়া দুই ঘড়া গঙ্গা-জল আনাইয়া রাখে।"

তাহার পর মা অশোককে বলিলেন, "পরীকে কাল ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিস্।"

অশোক বলিল, "আমিই যাইব।"

"গাড়ী খুব সকালে আইসে না?"

"তুমি বুঝি বলিতে চাহ, আমি খুব বেলায় উঠি? তাহা নহে। আমি খুব সকালে উঠি,—এবং তাহার পর আবার ঘুমাই।"

অশোক অশ্রুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি একটা ঘড়ীতে এলারম্ দিয়া আমার খাটের পার্শ্বেই রাখিয়া দিও। যদি কুম্ভকর্ণ কৃপা না করেন, তবে তাহাতে আমার ঘুম ভাঙ্গিতে পারে।"

এই কথা বলিবার সময় অশোক লক্ষ্য করিল, অশ্রুর মুখে তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতার একান্ত অভাব। সে ভাবিল, অশ্রু বোধ হয়, বহুক্ষণ কায করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, তাই তাহার মুখে শ্রান্তির ছায়া। সে বলিল, "তোমরা যেরূপ আয়োজন করিতেছ, তাহার সদ্ব্যবহার এক দিনে করা যায় না। দুই দিন করিলে হয় না?"

অশ্রু বলিল, "কিন্তু তুমি ত দুই দিন জন্মগ্রহণ কর নাই!"—সে হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে তাহার স্বাভাবিক সরলতার অভাব অশোক বুঝিতে পারিল।

অশোক চলিয়া গেল। মা কায করিতে করিতে "খোকার ঝিকে" মেজ দিদির জন্য বিবিধ কাযের উপদেশ দিতে লাগিলেন। আর, অন্য-মনস্কভাবে কায করিতে করিতে অশ্রু কেবল ভাবিতে লাগিল। মা'র ও অশোকের নিকট সে মেজ জ্যেঠাইমা'র অনাবিল প্রশংসা শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে তাঁহার আগমনে শঙ্কিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। কিন্তু তথাপি সে মনের মধ্যে কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। সে যে শান্তিস্নিগ্ধ পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাতে এক জন নূতন লোকের আবির্ভাব হইবে। তিনি যাহাই কেন হউন না—তিনি আসিলে তাহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন হইবেই—যে আলোচনার আশঙ্কায় সে শঙ্কিতা, সে আলোচনা অনিবার্য্য। বিশেষ সে আলোচনার ফল কি হইতে পারে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অশ্রু এইরূপ ভাবিতেছিল ;—ভাবিতেছিল আর শঙ্কিতা হইতেছিল!

সে দিন মধ্যাহ্নে অশোক ও অশ্রু একখানা নবপ্রকাশিত বাঙ্গালা উপন্যাসের আলোচনা করিতেছিল ; সে সময়ও অশোক অশ্রুর মুখে চিন্তার ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শরীর কি ভাল নাই?"

অশ্রু বলিল, "আজ আহারের যে আয়োজন, তাহাতে অসুস্থ না হইলে আয়োজনের দুর্নাম হয়।"

"তুমি অত্যন্ত অধিক পরিশ্রম কর।"

"কখনই নহে।"

তাহার পর কথাটা চাপা দিবার জন্য অশ্রু বলিল, "ঘড়ীতে যে এলারম্ দিতে হইবে, ট্রেণ আসিবার সময় জানিব কিরূপে?"

অশোক বলিল, "কেন, আমি যাইবার সময় ত একখানা টাইমটেবল সঙ্গে লইয়াছিলাম। সেখানা কি নাই?"

"আছে ; কিন্তু তাহার পর নূতন টাইমটেবল বাহির হইয়াছে।"

"বেশী বদল হইয়াছে কি?"

"তাহা কি বলা যায়?"—বলিয়া অশ্রু দ্বারবানকে নূতন টাইমটেবল আনিতে পাঠাইল। সেখানি আসিলে সে সময় দেখিয়া ঘড়ীতে এলারম্ দিল ও অশোকের খাটের পার্শ্বে যে ছোট টেবলে জল, খানকতক পুস্তক প্রভৃতি থাকিত, ঘড়ীটি সেই টেব্‌লে রাখিয়া দিল

সেই এলারমের শব্দে যথাকালে জাগিয়া অশোক পরদিন প্রত্যুষে ষ্টেশনে গেল ও মেজ জ্যেঠাই মা'কে লইয়া আসিল।

গাড়ী আসিয়াছে শুনিয়াই মা আসিয়া যাতাকে প্রণাম করিলেন। বহুদিন পরে দুই জনে সাক্ষাৎ। আর এক বার অনেক দিন পরে দুই জনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল! সে বার বৃন্দাবনে যাইবার পথে জ্যেঠাই মা অল্প সময়ের জন্য এই গৃহে আসিয়াছিলেন। মা'র বৈধব্যের ও জ্যেঠাই মা'র পুত্রশোকের পর দুই জনে সেই প্রথম সাক্ষাৎ। সেই স্বল্পসময়ব্যাপী সাক্ষাতে দুই জন কেবল কান্দিয়াছিলেন। এ বারও গৃহে পদার্পণ

করিয়া মেজ জ্যেঠাই মা দেবরের কথা মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এ দিকে দুই জন চাকর গাড়ী হইতে জ্যেঠাই মা'র জিনিষ নামাইতে লাগিল। জিনিষের মধ্যে হাঁড়ির বাহুল্য দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেজ দিদি, ও সব কি ?"

জ্যেঠাই মা বলিলেন, "কিছুই নহে। বাড়ী যাইয়া সে দেশের কয় রকম খাবার খাইয়া অশোক ভাল বলিয়াছিল; বাছার জন্য সেইগুলি কিছু কিছু করিয়া আনিয়াছি।"

"তাই তুমি এত পথ এই সব আনিয়াছ।"

জ্যেঠাই মা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এখন ঘরে চল।"

দুই জন দ্বিতলে চলিলেন অশোকও সঙ্গে চলিল।

যাতাকে বসাইয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেজ দিদি, রান্ধিবার কি ব্যবস্থা হইবে ?"

জ্যেঠাই মা বলিলেন, "ছোট বো, তোর কি চিরকালই সমান গেল ? আসিলাম মা গঙ্গাকে দর্শন করিব বলিয়া, দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে তুই আহারের জন্য ব্যস্ত! পোড়া পেটের ভাবনা আর কত ভাবিব ? আর, আমি কি পরের বাড়ী আসিয়াছি,—না জলে পড়িয়াছি ? যাহা করিতে হয়, আমি করিব "

অশোক হাসিয়া বলিল, "কেমন মা, আমি ত বলিয়াছিলাম, সে ভাবনা ভাবিবার প্রয়োজন নাই।"

মা বলিলেন, "আমি গঙ্গাজল আনাইয়া রাখিয়াছি।"

জ্যেঠাই মা বলিলেন, "ভাল, তুই ত খাইয়া থাকিস্! তবে আমার জন্য এত ভাবনা কেন ? এখন গঙ্গায় ডুব দিয়া আ'স। তুই যাইবি ?"

দশহরায় গঙ্গাস্নানে পুণ্যসঞ্চয়সম্বন্ধে মা'র কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহা আমরা জানি না; তবে গঙ্গাস্নানে তাঁহার কোনই আপত্তি ছিল না।

দুই জন উঠিলেন। এমন সময় অশ্রুকে এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতে দেখিয়া মা বলিলেন, "অশ্রু, মেজ দিদি আসিয়াছেন।"

অশ্রু ধীরপদে অগ্রসর হইয়া জ্যেঠাই মা'কে প্রণাম করিয়া কম্পিত-হৃদয়ে নত-নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। জ্যেঠাই মা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই পরিচয় দিতে দিতে মা অগ্রসর হইলেন; জ্যেঠাই মা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

মধ্যাহ্নে মেজ জ্যেঠাই মা মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক কি বিশ্রাম করিতেছে ?"

মা বলিলেন, "দেখ নাই, দিদি, কি ছট্‌ফটে ছেলে, ও কি বিশ্রাম করে ? দুই জনে লিখাপড়া করিতেছে।"

"আর কে ?"

"অশ্রু। দুই জনই সমান।"

জ্যেঠাই মা মা'র মুখের দিকে চাহিলেন। অশ্রু অপরিচিতা, নবাগতা, যুবতী; অশোক তরুণবয়স্ক, অকৃতদার। উভয়ের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ ঘনিষ্ঠতা প্রণয়ে পরিণতি লাভ করা অসম্ভব নহে। তাই মানবচরিত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপদেশ—

"ঘৃতকুম্ভসমা নারী, নর তপ্ত অঙ্গার যেমন;
ঘৃত বহ্নি একসাথে তাই বুধ করে না স্থাপন।"

কিন্তু মা'র মুখের সরল নিঃসন্দেহভাব তাহাকে কোনরূপ কথা কহিতে দিল না। তিনি বলিলেন, "আমার যে অশোকের সঙ্গে কাযের কথা—পরামর্শ আছে।"

মা বলিলেন, "চল যাই।"

জ্যেঠাই মা'কে লইয়া মা অশোকের ঘরে উপনীতা হইলেন। তখন অশোক ও অশ্রু একটা অণুবীক্ষণ লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল। অশ্রু অণুবীক্ষণে চক্ষু সংযুক্ত করিয়া দৃষ্ট পদার্থের কথা বলিতেছিল, অশোক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্যাখ্যা করিতেছিল। মা বলিলেন, "অশোক, তোর সঙ্গে মেজ দিদির কথা আছে।"

অশোক দুইখানা কেদারা টানিয়া মা'কে ও জ্যেঠাইমা'কে বসিতে বলিল এবং তৃতীয় কেদারা-খানায় আপনি বসিবার উদ্যোগ করিতে করিতে অশ্রুকে বলিল, "তুমি আরাম-কেদারাখানায় উপবেশন কর।"

অশ্রু বলিল, "আমি ও ঘরে যাই।"

কিন্তু জ্যেঠাই মা বলিলেন, "কেন মা ? তুমিও থাক।"

অগত্যা অশ্রু বসিল।

অশোক হাসিয়া বলিল, "কেমন জব্দ! মেজ জ্যেঠাই মা, আমার কথা কেহই শুনে না। আর, আপনার কাছে সকলেই জব্দ। মা আমার কোন কথা আমলেই আনেন না; আর আপনার

কাছে তাড়া খাইয়া আর কথা কহিতে পারিতেছেন না।"

জ্যেঠাই মা বলিলেন, "বাবা, বুড়া মানুষের কথা —তাই সকলেই শুনে।"

অশোক বলিল, "শুধু তাহাই নহে, আপনি আবার মা'র মাষ্টার।"

জ্যেঠাই মা হাসিয়া মা'কে বলিলেন, "সে বিদ্যার কথা বুঝি আবার বলা হইয়াছে?"

মা বলিলেন, "উহার কথা শুন কেন, মেজ দিদি! উহার সবই রঙ্গ।"

জ্যেঠাই মা অশোককে বলিলেন, "বাবা, আমার দুইটি কায তোমায় করিয়া দিতে হইবে—আমার গহনাগুলি বিক্রয় করিতে হবে, আর আমার উইল করাইতে হইবে।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "উইল কিরূপ হইবে?"

"আমার টাকা আর সম্পত্তি গোপালের দেবোত্তর করিয়া দিব। যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, আমি মরিলে দেবসেবা বন্ধ হইবে; তাই আমি তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়াছি।"

"কিন্তু মেজ জ্যেঠাই মা, হিন্দুমহিলার সম্পত্তি সম্বন্ধে উইল করিবার পথে বহু বাধা আছে।"

"কিন্তু আমি যে সম্পত্তি উইল-সূত্রে পাইয়াছি। ছোট ঠাকুরপো ব্রাহ্ম হইলে যখন জ্ঞাতিরা সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে নির্য্যাতিত করিতে চাহিলেন, তখন তোমার জ্যেঠামহাশয় ভ্রাতার পক্ষ লইয়া আপনি উদ্যোগ করিয়া সম্পত্তি ভাগ করিলেন। সে সময় ছোট ঠাকুরপো দুই ভ্রাতার সম্পত্তি এক সঙ্গে রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়াই দুঃখের কথা। কিন্তু যখন তাহা হইল, তখন আর ভবিষ্যতে কলহের কারণ রাখিব না।' সেই সময়েই তিনি উইল করিয়া সব সম্পত্তি আমাকে দেন। আমি সেই সূত্রে সম্পত্তি ভোগ করিতেছি; কিন্তু তখন জানিতাম না, আমাকে আবার উইল করিতে হইবে।"—স্নেহের একমাত্র সম্বল—পরোলোকগত পুত্রের কথা মনে করিয়া জ্যেঠাই মা'র নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

অশোক বলিল, "তাহা হইলে উইল হইবে।"

জ্যেঠাই মা বলিলেন, "এ সম্পত্তিসম্বন্ধে আমার উইল করিবার ইচ্ছা নাই—আমি উইল করিব না। তুমি দূরে আছ, ভাল আছ; কিছুই জান না। তোমার জ্ঞাতিদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও হিংসা অত্যন্ত প্রবল। আমার সম্পত্তি বিভাগ লইয়া যে সে পাপের বৃদ্ধি হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। তাই সে সম্পত্তি-সম্বন্ধে আমি কোন ব্যবস্থা করিব না। আমার আর একটু সম্পত্তি আছে আমি পিত্রালয় হইতে কিছু সম্পত্তি পাইয়াছিলাম। সেই সম্পত্তিটুকু আর আমার গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা আমি গোপালের সেবার জন্য দেবোত্তর করিব। এই সম্পত্তির জন্য কেহ না কেহ দেবতার সেবা করিবে।"

অশোক মনে মনে জ্যেঠাই মা'র বুদ্ধির প্রশংসা করিল ও প্রকাশ্যে বলিল, "আমি কল্যই এক জন উকীল আনাইয়া উইল লেখাইবার ব্যবস্থা করিব।"

"বাবা, তোমাকে আরও একটি কায করিতে হবে—তোমাকে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার লইতে হইবে।"

"কিন্তু আমি ত হিন্দু নহি?"

"তাহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে ত ধর্ম্মের কোন কথাই নাই। আমি তোমাকে একটা কাযের ভার দিতেছি: তোমাকে করিতে হইবে।"

"কেন, গ্রামে কি ভার লইবার কেহ নাই?"

"ভার লইবার অনেক লোক আছে; কিন্তু ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র নাই। যাহারা ভার লইতে ব্যগ্র তাহাদিগকে ভার দিলে দেবসেবায় তাহাদিগের সেবাই চলিবে। তুমি তত্ত্বাবধান করিবে জানিলে—তুমি যাহাকে ভার দিবে তাহার ভয় থাকিবে। তাই আমি তোমাকে সে ভার দিব, এ কায তোমাকে করিতেই হইবে।"

অশোক আর এ অনুরোধে অসম্মতি জানাইতে পারিল না।

তার পর "গহনাগুলি আনি" বলিয়া জ্যেঠাই মা উঠিলেন। মা বলিলেন, "তোমায় যাইতে হইবে না।" তিনি অশ্রুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, আমার ঘর হইতে মেজ দিদির হাত-বাক্সটা আন ত।"

অশ্রু ও, অশোকের মত, মনে মনে জ্যেঠাই মা'র বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছিল। জ্যেঠাই মা'র ব্যবহারে তাহার আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অস্বস্তিভাব দূর হয় নাই। সে চলিয়া গেল ও বাক্স লইয়া আসিয়া জ্যেঠাই মা'র নিকটে হর্ম্ম্যতলে স্থাপিত করিল।

জ্যেঠাই মা বাক্স খুলিয়া অলঙ্কারগুলি বাহির করিয়া অশ্রুর হাতে দিতে লাগিলেন; অশ্রু সেগুলি অশোকের টেবলের উপর স্থাপিত করিতে লাগিল অলঙ্কারগুলি মূল্যবান্—সেকালের গহনা, ওজনে ভারী, দামেও অধিক;

কয়খানি অলঙ্কার জড়োয়া। জ্যেঠাই মা একে একে সব অলঙ্কার দিলেন, কেবল দুইটি দিলেন না ; —একটি অঙ্গুরী, অপরটি মুক্তার মালা। অঙ্গুরীটি তাঁহার স্বামীর নামাঙ্কিত। তিনি সেটি গালা-মোহর করিবার জন্য ব্যবহার করিতেন। জ্যেঠাই মা সেটিকে বাক্সে বন্ধ করিলেন এবং মুক্তার মালা মা'র হাতে দিয়া বলিলেন, "এই মালা তোর কাছে থাকিল। "মুক্তা-গুলি স্থূল, সুগোল—মালা মূল্যবান।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালা কি রাখিয়া যাইবে ?"

জ্যেঠাই মা বলিলেন, "হাঁ। ও মালা আমি অশোকের বৌকে দিব।"—এই কথা বলিয়া তিনি অশ্রুর দিকে চাহিলেন ; যদি তাহার নয়নের দৃষ্টিতে মুখের পরিবর্ত্তনে, কোনরূপ ভাবান্তরে তাহার মনের ভাব জানিতে পারেন। কিন্তু সে মুখে কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। কেবল অশোক লজ্জায় মুখ নত করিল।

মা বলিলেন, "কেন, মেজ দিদি, তুমি কি অশোকের বিবাহে আসিবে না ?"

জ্যেঠাই মা বলিলেন, "আসিব বই কি ? কিন্তু মরা বাঁচার কথা কি কেহ বলিতে পারে ? যদি আমার অদৃষ্টে আসা না থাকে, তুই আমার হইয়া বৌর মুখ দেখিবি।"

মা তবুও মুক্তার মালা রাখিতে ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন। জ্যেঠাই মা বলিলেন, "চল, আমার কথা হইয়াছে।"

পরদিন অশোক জ্যেঠাই মা'র অলঙ্কারগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিল। সে টাকায় তাঁহার নামে কোম্পানীর কাগজ খরিদ হইল। এ দিকে উকীল আসিয়া জ্যেঠাই মা'র নির্দ্দেশমত উইল লিখিলেন। জ্যেঠাই মা তাহার পরদিন ফিরিয়া যাইবেন। মা তাঁহাকে আরও দুই দিন থাকিতে জিদ্ করিয়াছিলেন, অশোকও সে অনুরোধে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু জ্যেঠাই মা'র মন শান্ত হইতেছিল না—বুঝি গোপালের সেবার ক্রটি হইতেছে। তিনি পতিপুত্রহীনা হইয়া যে দেবতার পূজাই জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন —যে দেবতার সেবায় তিনি ব্যর্থ জীবনের সার্থকতা সন্ধান করিয়াছিলেন—যে দেবতার স্বার্থচিন্তাহীন অর্চ্চনায় তিনি যেন শোক-বিক্ষত-হৃদয়ে কিছু শান্তি পাইয়াছিলেন—সেই দেবতার চরণ ব্যতীত তাঁহার আর স্থান কোথায় ?

সেই দিন নিশীথে জ্যেঠাই মা মা'কে বলিলেন, "ছোট বৌ, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ—ঝগড়া আছে।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দিদি ?"

"ছেলের বিবাহ কি দিবি না ?"

"আমার কি অসাধ ? কত মেয়ের সঙ্গে বিবাহের কথা আসিয়াছে, অশোক সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। ও যদি অসুখী হয়, সেই ভয়ে আমি জিদ্ করিতে সাহস করি না।"

"তোর কি কোন কালে বুদ্ধি হইবে না ? তুই ঘর ছাড়িয়া বাহিরে সন্ধান করিয়া মরিস্ কেন ? আমি দেখিতেছি, অশ্রুকে নহিলে তোর এক দণ্ড চলে না। তুই অশ্রুর সঙ্গে অশোকের বিবাহ দে। অশোকের অমত হইবে না।"

পরদিন অশোক আপনি সঙ্গে যাইয়া জ্যেঠাই মা'কে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া আসিল। ট্রেণ ছাড়িবার সময় সে জ্যেঠাই মা'কে প্রণাম করিয়া বলিল, "আবার শীঘ্র আসিবেন ত ?"

জ্যেঠাই মা আশোকের চিবুকে হস্ত দিয়া হস্ত-চুম্বন করিলেন,—তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আসিব। ছোট বৌকে বলিয়া গেলাম, শীঘ্রই তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিযা আমাকে সংবাদ দেয়।"

অশোকের কর্ণদ্বয় লজ্জায় রক্তাভা ধারণ করিল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রস্তাব

যে সকল মহিলা স্বজনের সুখের জন্য স্বাতন্ত্র্য এমনই ভাবে বিসর্জ্জিত করেন যে, শেষে আপনাদিগের স্বতন্ত্র সুখ ত দূরের কথা, স্বতন্ত্র ইচ্ছার সত্তাও অনুভব করিতে চাহেন না, স্বজনের সুখেই আপনার সুখ এবং স্বজনের ইচ্ছাকেই আপনাদের ইচ্ছা বলিয়া মনে করেন, মা তাঁহাদিগের অন্যতমা। আবার প্রতিভাবান্ দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রবল স্বামীর স্নেহস্নিগ্ধ ব্যবহারে কখনও কোন অভাব অনুভব করিবার অবকাশ না পাইয়া, তাঁহার সেই স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যহীনতাই তাঁহার সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিত। তাই অশোকের বিবাহসম্বন্ধেও তিনি কোন দিন একটু দৃঢ়ভাবে কথা কহেন নাই—পাছে সে অসুখী হয়। মেজ জ্যেঠাই মা'র কথায় মা'র পক্ষে নূতন চিন্তারাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি যেন সম্মুখে নূতন পথ দেখিলেন। সত্যই ত তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে সন্ধান করিতেছেন! সত্যই ত অশ্রুকে নহিলে তাঁহারও চলে না—অশোকেরও

চলে না! অশ্রু যেন তাঁহার পক্ষে দেবতার দান—অতর্কিত ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার সংসারে নূতন আনন্দ—আলোক বিকসিত করিয়াছে। তাহাকে আরও নিকটে পাইবার—আরও আপনার করিবার কথা এত দিন তাঁহার মনে হয় নাই কেন? তিনি অশোককে এ কথা বলিবেন, কিন্তু কেমন করিয়া বলিবেন? তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মা স্নানান্তে আসিয়া দেখিলেন, অশ্রু কতকগুলি নারিকেল, চিনি প্রভৃতি লইয়া অত্যন্ত উৎসাহসহকারে খাবার প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি কিছু নূতন খাবার করিবে?"

অশ্রু বলিল, "জ্যেঠাই মা যে সব নূতন খাবার আনিয়াছিলেন, দেখি, সেগুলি করিতে পারি কি না।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি দেখাইয়া দিব। আমি যে সেই দেশের মেয়ে—সেই দেশের বৌ।"

"আমি দেখি, যদি করিতে পারি। না পারি ত শিখিয়া লইব।"

নিকটে আর কেহ ছিল না। মা'র ইচ্ছা হইল, অশ্রুকে বক্ষে লইয়া তাহার প্রফুল্ল মুখ চুম্বন করিয়া বলেন, "মা আমার, তুমি আমার আপনার; আমি তোমাকে আরও আপনার করিতে চাহি।" কিন্তু মা তাহা বলিতে পারিলেন না। অশোককে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কেমন করিয়া অশ্রুকে সে কথা বলেন?

এই সময় ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া অশোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, আহার্য্যের আয়োজন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজও কি আমার জন্মদিন?"

মা বলিলেন, "মেজ দিদি যে সব খাবার আনিয়াছিলেন, অশ্রু সেই সব খাবার তৈয়ার করিবে। আমি দেখাইয়া দিলেও দেখিবে না; আপনি করিবে।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "এই বার বিদ্যা বুঝা যাইবে—এ ইংরেজীর হিটমিট নহে—বাঙ্গালার ঘানি।"

অশ্রু একটা ইংরেজী প্রবাদে জবাব দিল, "পিষ্টকের পরিচয় আহারে।"

সেই দিন মধ্যাহ্নে মা "খোকার ঝিকে" ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, মেজ দিদি একটা কথা বলিতেছিলেন।"

মা যখনই তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, "খোকার ঝি" তখনই গম্ভীর হইয়া উঠিত। সে গম্ভীরভাবে বলিল, "কি?"

মা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "তিনি অশ্রুর সঙ্গে অশোকের বিবাহের কথা বলিতেছিলেন; বলিতেছিলেন, তাহাতে অশোকের আপত্তি হইবে না।"

আনন্দে ও বিস্ময়ে "খোকার ঝি" গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ভুলিয়া গেল; বলিল—"ঠিক কথা।"

"তবে আমি অশোককে এ কথা বলি?"

"বলিবে বই কি?"

মা যেন আর একটু সাহস পাইলেন।

"খোকার ঝি" বলিল, "তা, মা, তুমি রাগ কর ত কি করিব, কিন্তু তোমার চাইতে মেজ জ্যেঠাই মা'র বুদ্ধি অনেক বেশী।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমি রাগ করিব কেন? তুই ত জানিস্ না, দেশে আমার মেজ ভাশুরের মত বুদ্ধিমান্ লোক অধিক ছিল না। তিনি বিষয়কাযেও মেজ দিদির পরামর্শ লইতেন। তাই তিনি ছেলে থাকিতেও সম্পত্তি মেজ দিদিকে উইল করিয়া দিয়াছিলেন। আর মেজ দিদি যেমন ভাবে কায চালাইয়াছেন, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

"খোকার ঝি" বলিল, "এখন সে কথা থাকুক; তুমি যাও, দাদাবাবুকে বল।"

"এখন যে অশ্রু সে ঘরে আছে।"

"তবে আমি দাদাবাবুকে ডাকিয়া আনি।"

"তোর যে আর দেরী সহ্য হয় না! আমি একটু পরেই যাইতেছি।"

"তোমার, মা, সবতাতেই গড়িমিশি।"—"খোকার ঝি" রাগ করিয়া উঠিয়া গেল।

অপরাহ্ণে অশ্রু অশোকের ঘর হইতে আসিলেই মা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "অশোক, তোর সঙ্গে একটি কাযের কথা আছে।"

অশোক বলিল, "আমার সঙ্গে কাযের কথা! কথাটা নূতন বটে।"

"তুই ঠাট্টা রাখ্। তোকে বিবাহ করিতে হইবে; আমি কোন আপত্তি শুনিব না।"

"তবে বিচার একতরফা হইবে!"

"ও সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না। তোকে বিবাহ করিতেই হইবে"

"কবে—আজই? পাত্রী পাইয়াছ?"

"হাঁ।"

"তবে সব ঠিক?"

"আমি অশ্রুর সঙ্গে তোর বিবাহ দিব।"

অশোক মা'র মুখে চাহিল। তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না।

মা বুঝিতে পারিলেন, তিনি বহু চেষ্টায় যে দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি বলিলেন, "আমি অশ্রুকে বলিতে চলিলাম।"

মা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

অশোক অত্যন্ত বিব্রতভাবে ডাকিল, "মা।"

মা ফিরিলেন।

অশোক বলিল, "মা, তুমি আমার সব কথা রাখিয়া থাক—আজ একটা কথা রাখ, তুমি অশ্রুকে কিছু বলিও না।"

মা বলিলেন, "তবে তুই বলিবি?"

অশোক মুখ নত করিল।

মা চলিয়া যাইলেন।

অতর্কিত ভূমিকম্পে সমুদ্র যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, মা'র প্রস্তাবে অশোকের হৃদয় তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মা'র প্রস্তাব অত্যন্ত অতর্কিত। কিন্তু সে প্রস্তাব ত তেমন অপ্রত্যাশিত—তেমন অসম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল না! অশোক আপনার হৃদয় পরীক্ষা করিতে চাহিল—কিন্তু তখনও হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্য—নানা চিন্তার—নানা ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে তাহাতে কিছুই বুঝা যায় না।

মানসিক চাঞ্চল্য থাকিলে অনেক সময় শারীরিক চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। অশোক অস্থিরভাবে কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিল, তাহার পর বেড়াইতে বাহির হইবে বলিয়া জুতা ও জামা বদলাইবার জন্য পরীকে ডাকিল। পরী তাহাকে জুতা পরাইতেছে, এমন সময় তাহার খাবার ও চা লইয়া অশ্রু কক্ষে প্রবেশ করিল। খাবার ও চা টেবলে রাখিয়া অশ্রু বলিল, "বেড়াইতে যাইতেছ?"

অশোক বলিল, "হাঁ।"

"তবে ত স্বভাবের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার গুণ আছে—তোমাকেও ঘরের বাহির করিতেছে! কিন্তু এ সহরে ত স্বভাবকে স্বভাবে দেখিতে পাইবে না! স্বভাবকে দেখিয়াছিলাম, কলিকাতায় আসিবার সময় সেই মাঠের পথে—খালের ধারে—নীল আকাশের তলে।"

সে দিনের স্মৃতি অশোকের মনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কোন কথা কহিল না,—কেবল অশ্রুর মুখের দিকে চাহিল। সেই প্রফুল্ল মুখের দিকে—সেই নিঃসঙ্কোচদৃষ্টিদীপ্ত নয়নের দিকে—সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধরের দিকে চাহিয়া অশোকের মনে হইল,—এ রমণীরত্ন লাভ করিবার জন্য লোক বহু আয়াস স্বীকার করিতে পারে।

অশ্রু বলিল, "তুমি সেই দৃশ্যের কবিতা, ভাষায় ধরিতে পারিবে?"

অশোক বলিল, "তুমি সাহায্য করিলে চেষ্টা করিয়া দেখিব।" তাহার মনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল, ভাষায়, না জীবনে?

অশ্রু কিন্তু বলিল, "তুমি পারিবে না। কবি কল্পনাকে নিয়মিত করেন—তোমার কল্পনা তোমাকে নিয়মিত করে।"

অশোকের মনে যে কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল, অশ্রুর এই কথায় সে তাহা সংযত করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহার মনের চাঞ্চল্য যেন ক্রমেই অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। বাত্যাতাড়িত সাগরের তরঙ্গের মত তাহা ক্রমেই যেন প্রবল হইতেছিল।

অশোক অন্যমনস্কভাবে চা'র পেয়ালা মুখে তুলিয়াছিল। অত্যুষ্ণ পানীয় তাহার অধরে স্পৃষ্ট হইবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল—পেয়ালা নামাইয়া রাখিল।

অশ্রু হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি দিন কয়েক কবিতাপাঠ বন্ধ রাখ। তোমাকে কবিতায় পাইয়া বসিয়াছে, তুমি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেছ।"

অশোক হাসিল। সত্যই কি সে কবিতামোহে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেছিল?

অশোক বেড়াইতে বাহির হইল, ট্রামে উঠিয়া কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হয় নাই, সে কি করিবে, স্থির করিতে পারে নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিবাহিতা

সে রাত্রিতে অশোক ঘুমাইতে পারিল না। সুস্থকায় সানন্দচিত্ত যুবকের পক্ষে ইহাও একটা নূতন অভিজ্ঞতা। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল। হারাইবার কথা মনে না করিলে আমরা কাহারও স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। সে যে অশ্রুকে হারাইতে পারে, এমন কথা কোন দিন অশোকের মনে হয় নাই। আজ তাহাকে পাইবার কথায় তাহাকে হারাইবার কথা তাহার মনে পড়িল। তখন সে আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল,—দেখিয়া বিস্মিত হইল।

তাহার অজ্ঞাতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় কতখানি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে বুঝিতেও পারে নাই। বুদ্ধির মধ্য দিয়া যে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কখন্ যে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই, আর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা কি রূপান্তরিত হয় নাই? স্পর্শমণি কি যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাকেই স্বর্ণে পরিণত করে?

অশোক প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার দৈনন্দিন জীবনের আলোচনা করিল। সে জীবনে কতটুকু সময় অশ্রুকে ছাড়িয়া থাকে? তাহার কোন্ কাযে অশ্রুর সাহায্য নাই? সে তাহার সকল কার্য্যভার অশ্রুর হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কি তাহার হৃদয়ও দিয়াছে? অশোক ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সে বুঝিল, ভূমিকম্পে যেমন ধরণীর চাঞ্চল্যে স্থানে স্থানে ভূমিতল ভেদ করিয়া উৎসমুখে ধরণীর সঞ্চিত স্নিগ্ধ সলিলধারা বাহির হইয়া ধরণীকে সরস ও সুন্দর করে, আজ মা'র প্রস্তাবে তেমনই তাহার হৃদয়ে যে নূতন ভাবের প্রকাশ সে অনুভব করিয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয়ে সরসতা ও সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছে। এ কি প্রেম? তবে কি যে প্রেম ধরণীতলে সলিলের মত এত দিন তাহার হৃদয়তলে গুপ্ত ছিল, আজ তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে? সে বুঝিতে পারিল না।

তবে কি তাহার কাব্যের মানসী আজ অশ্রুর রূপে তাহাকে ধরা দিতে আসিয়াছে? না—অশ্রুতেই সে কাব্যের মানসী রচিত করিয়া তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে? সে কিসে মুগ্ধ হইয়াছে—কবিতার মোহে? না—অশ্রুর মোহে?

এ কথা ত সে অস্বীকার করিতে পারে না যে, অশ্রুর সাহায্যে সে সাহিত্যচর্চ্চায়—বিজ্ঞানানুশীলনে নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছে,—তাহার জীবনে নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে,—বুঝি সে জীবনে সার্থকতা অনুভব করিয়াছে। সে কি প্রেমের প্রকাশ? সে কেমন করিয়া বলিবে? তবে এ অনুভূতি সে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই।

কিন্তু অশ্রুর কোন কথায়—কোন ব্যবহারে—কোন দিন ত সে কাব্য-সাহিত্যের প্রাণ—সেই প্রেমের কোন পরিচয় পায় নাই। তবে কি অশ্রুর হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই? কিন্তু তাহার এরূপ ভাবের অন্য কারণ থাকাও ত অসম্ভব নহে। কোন কোন রমণী পুরুষকে পরীক্ষা করিতে ভালবাসে—তাহারা কতখানি সহ্য করিতে পারে, দেখিতে চাহে। কিন্তু অশ্রু কি তাহাকে পরীক্ষা করিতেছে? তাহার সরল নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি যদি তাহার হৃদয়ের সরলতার পরিচায়ক হয়, তবে তাহার পক্ষে সেরূপ ভাবগোপন সম্ভব নহে। হয় ত সে কাব্যে—উপন্যাসে যেরূপ নারীচরিত্রের পরিচয় পাইয়াছে, অশ্রুর চরিত্র সেরূপ নহে। সত্যই ত সে অশ্রুতে অসামঞ্জস্যের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছে। কখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, সে কুসুমকোমলা সৌন্দর্য্যের শরীরী কল্পনামাত্র—বাঞ্ছিতের বাহুপাশাবদ্ধা হইয়া চুম্বিতা হইবার জন্যই তাহার সৃষ্টি;—আবার কখন তাহাকে দেখিয়া মনে হয়, সে দৃঢ়সঙ্কল্পা, স্বেচ্ছায় দৃঢ়, কেহ তাহাকে আপনার ইচ্ছার বশীভূত করিতে পারিবে না। কোন রমণী আত্মসংযমে—কোন রমণী বা আত্মসমর্পণে পুরুষের প্রেম প্রদীপ্ত করে। অশ্রু আত্মস্থা। প্রথম পরিচয় হইতেই তাহার এই ভাবে—আপনার চিত্তবৃত্তির উপর তাহার প্রভুত্বে অশোক বিস্মিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই সে অশ্রুর পুরুষোচিত দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়াছে।

সেই দৃঢ়তাই অশোকের নিকট তাহাকে তাহার পরিচিতা আর সকল কিশোরী হইতে স্বাতন্ত্র্যে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। অশ্রুর ব্যবহারে অসামঞ্জস্যের অপ্রত্যাশিত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াই সে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাই অশ্রুর রহস্যময়ী নারীপ্রকৃতি অশোকের হৃদয়ে নারীজাতির সম্বন্ধে নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। তবে কি সেই ভাবই প্রেমের পূর্ব্বগামী? প্রেমেই কি সে প্রশংসার পরিণতি?

অশোক যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্থিরতাও বাড়িতে লাগিল। সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তখনও রাত্রি প্রভাত হইতে বিলম্ব আছে। সে আলো জ্বালিয়া দিল; একখানা পুস্তক লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। তাহার চক্ষু যখন পুস্তকের পৃষ্ঠার অক্ষরগুলার উপর ন্যস্ত—তখন তাহার মন কেবল অস্থির চিন্তায় চঞ্চল। অশোক দুই তিন বার পাঠ্যবিষয়ে মন দিতে চেষ্টা করিল। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তখন সে পুস্তকখানা সশব্দে টেবলের উপর ফেলিয়া আলো না নিবাইয়াই আবার শয়ন করিল—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার নয়নে নিদ্রা নাই। চিন্তার চাঞ্চল্য নিদ্রার পক্ষে অনুকূল নহে। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন নূতন ও পুরাতন জীবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান; পুরাতন পরিত্যক্ত—

নূতন অপরিচিত। সে কি পুরাতন পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? কে যেন বলিল—না। অশোক যেন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিল, তাহার মনেই সে "না" বাজিয়া উঠিয়াছে; ফিরিতে তাহার ইচ্ছা নাই। জীবনের যে পথ এক বার পরিভ্রান্ত, পথিক সে পথে আর ফিরিয়া যায় না। নূতন পথ চিরদিনই অপরিচিত; কিন্তু আশা ও আকাঙ্ক্ষা সেই অপরিচিত পথেই মানবকে আকৃষ্ট করে। তাহাই তাহার নিয়তি। তবে কি তাহাকেও নূতন জীবন-পথেই অগ্রসর হইতে হইবে?

যে দিন সে নদীকূলে সংজ্ঞাশূন্যা অশ্রুকে কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এত দিনের কথা সে মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল।

তাহার পর যখন সে আবার দেখিল, অশ্রু তাহার জীবনের কতখানি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সে অশ্রুকে হারাইলে কি হারাইবে। (সে কি জীবনের সুখ?) তখন হারাইবার কথা তাহার মনে হইল। রাখিবার আর হারাইবার মধ্যে ত আর কিছুই নাই! সে যদি অশ্রুকে রাখিতে না পারে, তবে তাহাকে হারাইতে কতক্ষণ? কিন্তু সে কি তাহাকে হেলায় হারাইতে পারে? না—সে অশ্রুকে আপনার করিয়া রাখিবে।

আপনার সঙ্কল্পে অশোক আপনি যেন ভীত হইল। সে আবার ভাবিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনের মধ্য হইতে সেই একই সঙ্কল্প দেখা দিতে লাগিল, আর ক্রমেই সে সঙ্কল্প সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

অশোকের মনে এই সঙ্কল্প যতই সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হইতে লাগিল, তাহার চাঞ্চল্য ততই দূর হইতে লাগিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ে আনন্দের মধ্যে যে একটা নূতন ভাব অনুভব করিতে লাগিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখন অনুভব করে নাই। সে ভাবিল, আজ কি তাহার পুরুষ প্রকৃতি প্রণয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে? সে কেন প্রকৃতির বিকাশরোধের চেষ্টা করিবে? সে চেষ্টা করিয়া কে কবে সফল-প্রযত্ন হইয়াছে? মানবচরিত্র যাঁহারা নখদর্পণে দেখিতেন, সেই হিন্দু ও গ্রীক পুরাণকাররা প্রকৃতিকেই দেবতার আসন দান করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কত লোক প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের শক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারে নাই। তাহারা পরাজিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানবের পরাজয় ।

তখন সে মনে করিল, সে যে মা'কে বলিয়াছিল, তিনি যেন অশ্রুকে কোন কথা না বলেন, সে ভালই করিয়াছিল। সে আপনি অশ্রুকে সে কথা বলিবে; অশ্রুর উত্তর সে আপনি শুনিবে। নহিলে যে তাহার তৃপ্তি হইবে না। তাহার কথা শুনিয়া অশ্রুর মুখভাব কেমন হইবে, সে তাহা কল্পনা করিতে লাগিল। সে অশ্রুর লজ্জাবনত নেত্র—ব্রীড়ারাগ-রক্ত মুখ যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে লাগিল। প্রেম কল্পনাকে প্রদীপ্ত করে।

অশোক চাহিয়া দেখিল, বাতায়নপথে দিবালোক কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে উঠিল, ব্যস্তভাবে মুখ-প্রক্ষালন করিয়া ঘরের বাহির হইল। সে আলোক নিবাইতেও ভুলিয়া গেল। সে এখনই অশ্রুকে এ কথা বলিবে। রমণী বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইলেও যতক্ষণ সম্ভব তাহাকে অধিকৃত করিতে বিরত থাকে—সময়ে সময়ে সেই জন্যই তাহাকে হারায়; পুরুষ বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইলে তাহাকে অধিকৃত করিতে বিলম্ব সহিতে পারে না।

অশোক অশ্রুর কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিল, অশ্রু ঘরে নাই। সে স্নান করিতে গিয়াছে। তখন অশোকও স্নান করিতে গেল। সে এমনই অন্যমনস্ক-ভাবে স্নান সারিয়া আসিল যে, সে স্নানকালে মস্তকে তৈল ও গাত্রে সাবান মাখিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিতে পারিত না।

অশোক আসিয়া দেখিল, অশ্রু তাহার জন্য চা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পরী তথায় দাঁড়াইয়া আছে। অশোককে অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু তাহার পক্ষেও সামান্য বিলম্বও কষ্টকর হইয়া উঠিতে-ছিল।

মধ্যাহ্নে অশ্রু অশোকের ঘরে আসিলে উভয়ে একসঙ্গে সাহিত্যের বা বিজ্ঞানের আলোচনা করিত। আজ আর অশোকের অশ্রুর আগমন পর্য্যন্ত বিলম্ব সহ্য হইল না। সে অশ্রুর কক্ষে গেল।

অশ্রু তখন দাঁড়াইয়া টেবলে কয়খানি পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেছিল। অশোক কক্ষে প্রবেশ করিলে অশ্রু মুখ তুলিয়া চাহিল।

অশোক বলিল, "অশ্রু, আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছি।"

অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা? বল।"

এতক্ষণ আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, চাঞ্চল্যে যে লজ্জা তাহার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, সে এখন সেই লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সে লজ্জা তাহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। সে

বলিল, "অশ্রু, যাহাতে আমি কখনও তোমাকে না হারাই, আমি তোমাকে তেমনই আপনার পাইতে চাহি।"

অশোকের চক্ষুতে—মুখে আশার ও আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। অশ্রু অশোকের দিকে চাহিল, বলিল, "আমি—বিবাহিতা।" এই কথা ধীরে ধীরে যেন তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে উদ্গত হইল। যেন কেহ তাহার বক্ষে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছে: তাহার বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তধারা উদ্গত হইতেছিল।

অশোক অশ্রুর দিকে চাহিল, উত্তেজিতভাবে বলিল, "তুমি বিবাহিতা। তুমি ত কখন সে কথা বল নাই!"

অশোক দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল, যেন সে আহত ও প্রতারিত হইয়াছে। অশ্রু প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জয়

অনেক সময় বাক্য, দৃষ্টি, মুখভাব শাণিত অস্ত্রের অপেক্ষা অধিক আঘাত দিতে পারে। অশোকের কথা—তাহার দৃষ্টি—তাহার মুখভাব অশ্রুকে আহত করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, তাহার পদতল হইতে হর্ম্ম্যতল সরিয়া যাইতেছে। সে টেবল ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ভাব জয় করিয়া প্রবল চেষ্টায় আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা যাহাকে আত্মনির্ভরশীল করে, সে সহজে ভাবাবেশে বা বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় না। অশোকের দয়া তাহাকে যে ঋণে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহার স্নেহের ঋণ কি সে শোধ করিতে পারে? বিশেষ অশোকের সাহায্যে সে তাহার দুর্ভাগ্যদাবানলদগ্ধ জীবনে যে আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছে, সে যে কখন সে আনন্দ—সে শান্তি পাইবার আশাও করিতে পারে নাই! অশোক তাহার জন্য বেদনা পাইয়াছে মনে করিয়া সে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিল। অশোকের বেদনা দূর করিবার জন্য সে জীবন দিতে পারে; কিন্তু যে হৃদয় দিতে পারিলে সে বেদনা অপনীত হয়, সে হৃদয় ত সে দিতে পারে না। যদি—

অশ্রু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

অশোকের দৃষ্টি তখনও যেন তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছিল, অশোকের কথা তখনও যেন তাহার শ্রবণে তীব্র তিরস্কারের মত ধ্বনিত হইতেছিল। অশোক বেদনা পাইয়াছে মনে করিয়া সে যে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, সে বেদনা বুঝি অশোকের বেদনা অপেক্ষাও তীব্র। হতাশার বেদনা সান্ত্বনার প্রলেপে প্রশমিত হয়—কালের ভেষজে দূর হয়; মনস্তাপের বেদনাবহ্নি চিন্তার ইন্ধনে পুষ্ট হয়—তাহার নির্ব্বাণ নাই। অশ্রু যতই অশোকের কথা মনে করিতেছিল, ততই তাহার হৃদয় বেদনায় অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে বুঝিল, অশোক তাহাকে ক্ষমা না করিলে সে শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। যে জীবন-কথা সে এত দিন সযত্নে সংগোপনে রাখিয়াছে—আজ তাহা প্রকাশের সময় উপস্থিত; আজ আর সঙ্কোচের সময় নাই। সে বুঝিল, তাহার জীবনের অন্ধকারে সে অল্পকালের জন্য যে আলোক উপভোগ করিয়াছে, এ বার সে আলোক নির্ব্বাপিত হইতেছে। কিন্তু যদি তাহার ভাগ্যে আলোকলাভ নাই, তবে সে কেমন করিয়া আলোকলাভের আশা করিবে? সে কর্ত্তব্য স্থির করিল।

যে জীবনে কোন আশায় কখন হতাশ হয় নাই, প্রাচুর্য্যপরিবেষ্টিত হইয়া সকল কার্য্যেই সাফল্য লাভ করিয়াছে, সে ত হতাশার বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত—বিচলিত হয়। অশোকের তাহাই হইয়াছিল। বিশেষ, আজ অশ্রুর কথায় সে যে আশায় হতাশ হইয়াছে—সে আশার বিস্তারও যেমন বিশাল, বেগও তেমনই প্রবল। তাই সে অশ্রুর উত্তরে এমনই বিচলিত হইয়াছিল যে, তাহার স্বাভাবিক সংযমও সংরক্ষিত করিতে পারে নাই; তখন তাহার হৃদয়ে বিচারের অবকাশও যেন ছিল না। কিন্তু তাহার যে স্বাভাবিক স্থির বুদ্ধি ও বিচারক্ষমতা অশ্রুর অপ্রত্যাশিত উত্তরে মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সে আপনার ঘরে ফিরিতে না ফিরিতেই সেই স্থির বুদ্ধি ও বিচারক্ষমতা প্রবল হইয়া উঠিল।

তখন সে আপনার ব্যবহারের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইল। বিশ্লেষণ করিয়া সে লজ্জিত হইল।

সে ভাবিল, অশ্রুর অপরাধ কি? অশ্রুর যে অনাবিল সরলতায় সে মুগ্ধ হইয়াছে, সে সরলতায় চাতুরীর কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে না। তাহার সহিত ব্যবহারে

অশ্রু ত কোনরূপ চাতুরী করে নাই। সে ইচ্ছা করিয়াই কোন দিন অশ্রুর জীবন-কথা জিজ্ঞাসা করে নাই; পাছে অশ্রু ব্যথা পায় বলিয়া মা'কেও জিজ্ঞাসা করিতে দেয় নাই।

অশ্রুর জীবনের যে কথা অশ্রু স্বেচ্ছায় তাহাকে বলে নাই, তাহার সে সকল কথা জানিবার অধিকার কি? বিপন্না—অসহায়া—মরণাহতা অশ্রুকে সে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। সে মানুষের স্বাভাবিক করুণাপ্রণোদিত হইয়া সে কার্য্য করিয়াছিল। এই করুণার বশে কত শত্রু, শত্রুর বিপদে শত্রুতা বিস্মৃত হয়—করুণা ঘৃণাকে পরাজিত করে; কত লোক করুণাবশে কত স্বার্থত্যাগ করে। সে সেরূপ কিছুই করে নাই। আর আজ সে সেই সামান্য উপকারের ভিত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে? অশোক আপনার স্বার্থপরতায় আপনি লজ্জিত হইল, আপনার শিক্ষাকে ধিক্কার দিল।

তাহার পর সে অশ্রুর কি করিয়াছে? জাহাজে প্রথম পরিচয়ে অশোক যখন তাহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিবার কথা বলিয়াছিল তখনই অশ্রু বলিয়াছিল, "আমার জন্য তোমার কায ফেলিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি; আর দিতে চাহি না।" একে একে অশ্রুর কত কথা আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যখন জমীদারীতে যায়, তখন অশ্রু বলিয়াছিল, "তোমার কায না সারিয়া তুমি আসিও না; আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ আর বাড়াইও না।" তখন যে তাহার সব হারাইয়াছে—রিক্ত—অসহায় অবস্থায় সংসার-সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়াছে। সে সময় তাহার পক্ষে আপনার হৃত-সর্ব্বস্বের সন্ধান না করিয়া, তাহার অসুবিধা হইবে বলিয়া সেই নিঃসঙ্গ প্রবাসে কালযাপন কত কষ্টকর, তাহা মনে করিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহার মনে অশ্রুর প্রতি শ্রদ্ধারই আবির্ভাব হইল।

আবার কলিকাতায় আসিয়াই অশ্রু অশোকের গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া জীবনের একটা স্বাধীন অবলম্বন সন্ধান করিতে চাহিয়াছিল। মা তাহাকে যাইতে দেন নাই। সত্য সে অশোকের পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু সে তাহার পরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছে, তাহা কি সামান্য? সে তাহার গৃহে নূতন সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিয়াছে, মা'কে ঈপ্সিত বিশ্রামের সুখ দিয়াছে, আর তাহাকে নূতন জীবনের আস্বাদ দিয়াছে। সে সকলের মূল্য কত? পুরুষের ভালবাসা স্বার্থসর্ব্বস্ব। যে কেবল আপনার সুখের জন্য ভালবাসিতে পারে—আপনার সুখ বিস্মৃত হইয়া প্রেমাস্পদের সুখের জন্য তাহাকে ভালবাসিতে পারে না, সে ভালবাসার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অশোক মনে করিল, সে যে ভালবাসা অশ্রুকে দিতে গিয়াছিল এবং যাহাতে আঘাত পাইয়া সে আজ মৃত হইয়াছিল—সে ভালবাসা কোনরূপেই অশ্রুর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এই সামান্য কথাটাও সে বুঝিতে পারে নাই কেন?

অশোক লজ্জায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, তাহার ব্যবহারে অশ্রু নিশ্চয়ই হৃদয়ে বিষম বেদনা পাইয়াছে। সে স্থির করিল, সে তাহার সেই ব্যবহারের জন্য অশ্রুর কাছে ক্ষমা চাহিবে। অশ্রু কি তাহাকে ক্ষমা করিবে না? সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সময় অশ্রু সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার ব্যবহারে চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র নাই—কেবল তাহার মুখের বিবর্ণতায় তখন তাহার পরিচয় রহিয়াছে। অশ্রু বলিল, "অশোক, আমাকে ক্ষমা কর।"

অশোকের মনে হইল, এই রমণীর উদার ব্যবহারে তাহার যে দীনতা—হীনতা তাহার আপনার নিকট সপ্রকাশ হইল, তাহা লইয়া সে অশ্রুর সম্মুখে দাঁড়াইতেও লজ্জিত হইল। সে বলিল, "আমি তোমার কাছেই যাইতেছিলাম। আমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা চাহিয়া আমাকে আর লজ্জিত করিও না।"

"তোমার ক্ষমা চাহিবার কোনই কারণ নাই। আমারই অপরাধ। তোমার কাছে আর একটু কায আছে।"

"কি কায, অশ্রু?"

"এত দিন তোমার কাছেও যে কথা গোপন করিয়াছি, আজ আমি তাহাই ব্যক্ত করিতে চাহি। তোমাকে আজ আমার জীবন কথা বলিব।"

অশোক ব্যস্তভাবে বলিল, "না! না! আমার তাহা শুনিবার অধিকার নাই। আমি তাহা শুনিব না। আমি তাহা শুনিতে চাহি না।"

অশ্রু স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, অশোক?"

"আমার একান্ত অনুরোধ—আমার প্রার্থনা, তুমি আমার এই মুহূর্ত্তমাত্রের আত্মবিস্মৃতি ভুলিয়া যাও। বর্ত্তমানের ছায়া যেন আমাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে পতিত না হয়। তুমি মনে করিও, আমার আজিকার কথা একটা দুঃস্বপ্নমাত্র। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে এই বর্ত্তমানের ব্যবধানরেখাটুকু কি কিছুতেই মুছিবার নহে?"

"সে বিচার পরে করিও। তুমি শুনিতে না চাহিলেও আমি তোমাকে আমার সব কথা বলিতে চাহি। আমি আর তোমারও নিকট রহস্যকুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিতে পারি না। আমি যে তোমাকেও আমার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই, এ কথা গুরুভারের মত আমার মনে চাপিয়া আছে। আমি বহু বার তোমাকে সে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি; বলিতে পারি নাই। আজ সে কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। এত দিন যে সময়ের কথা মনে করিয়া আমি শঙ্কিতা হইয়াছি, আজ সেই সময় আসিয়াছে। আজ আমি সে কথা বলিব; আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি।"

অশোকের আশঙ্কা হইতেছিল, বুঝি বাস্তবের আলোকে তাহার কল্পিত—মানসপ্রতিমার সৌন্দর্য্যশ্রী ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে—বুঝি তাহার কল্পিত আদর্শে কোথাও কোন দৈন্য দেখা দিবে। সে বলিল, "সে কথায় কায নাই। তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিও না যে, সে কথায় তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণায় বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইবে। তুমি আমার হৃদয়ে যে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়াছ—জীবনে যে নূতন আনন্দ দিয়াছ, তাহা আমি কখন আশা করি নাই। আর সেই সব স্মরণ করিয়াই আজ আমি আমার ব্যবহারে আমার আত্মবিস্মৃতিতে—আমার অপরাধে লজ্জিত হইতেছি; আর আপনাকে ধিক্কার দিতেছি।"

অশ্রু বলিল, "তোমার লজ্জার কোন কারণ নাই। আমি জানি, অপরাধ আমার। কিন্তু আমার অনুরোধ—আমার অনুনয়, তুমি আমার কথা শুন। আমার স্বরূপ জানিয়া—আমার অপরাধ বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা কর।"

অশ্রুর অনুরোধ—অনুনয় অশোক অলঙ্ঘনীয় আদেশের মতই মনে করিল। সে আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না; কোন কথা কহিল না। সে অশ্রুর কথার প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অশ্রু অশোককে বসিতে বলিল। অশোক উপবেশন করিল। তখন অশ্রু আপনি আর একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল।

অশোক বুঝিল, আজ জয় অশ্রুর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জীবন-কথা।

অশ্রু বলিতে লাগিল—

"আমার পিতার কথা তোমাকে বলিয়াছি। তিনি যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, সেই সময় দেশে হিন্দুর বিলাতযাত্রাসম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেটা, বোধ হয়, বিলাতযাত্রার আন্দোলনের দ্বিতীয় কি তৃতীয় পর্ব্ব। কিন্তু তখনও কলিকাতার হিন্দুসমাজে এক দল বিলাতযাত্রার বিরোধী ছিলেন। তখন বিলাত ফেরতদিগের সংখ্যাও অল্প ছিল—প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। বিশেষ তাঁহারা তখন আর তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে থাকিতে চাহেন না; সমাজেও যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই, এমন নহে—তবে সেটা ঠিক প্রকাশ্যে নহে। যাহারা বিলাতযাত্রার বিরোধী দলের নেতা, আমার মাতামহ তাঁহাদিগের অন্যতম।

"তখন দুই দলের সভাসমিতি হইতেছে, তর্ক শাস্ত্র লইয়া—ব্যাখ্যা লইয়া। আমার পিতা কয়টি সভায় বিলাতযাত্রার সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধবাদিগণের একটি সভার সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রতিপক্ষদল স্থির করিলেন, আমার পিতা সেই সভায় বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তি খণ্ডিত করিয়া বক্তৃতা করিবেন। দুই পক্ষই প্রস্তুত হইয়া সভাস্থলে দেখা দিলেন।

"সে সভায় যাঁহার সভাপতি হইবার কথা ছিল, তিনি বিশেষ কার্য্যের জন্য সভায় আসিতে পারিলেন না। আমার মাতামহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধবাদিপক্ষে কয়টি বক্তৃতা হইল, তাহার পর তাঁহাদিগের মত-সমর্থক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে প্রতিপক্ষের এক জন সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন। দুই পক্ষে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। বাবা স্থির করিয়াছিলেন, সে সভায় তিনি কোন কথা বলিবেন না। কিন্তু সভাস্থলে বিশৃঙ্খল অবস্থায় তাঁহার পক্ষ পরাজিত হয় দেখিয়া, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আপনার মতের সমর্থন করিতে উঠিলেন। তরুণ-বয়স্কদিগের আনন্দকোলাহলের মধ্যে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। কোলাহল থামিয়া গেল। তরুণ বক্তার উৎসাহদীপ্ত বক্তৃতায় শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইলেন। সভায় বিরুদ্ধবাদিগণের পরাজয় হইল।

"আমার মাতামহ পিতার সেই ব্যবহার ব্যক্তিগত অপমান মনে করিলেন। তখন আমার

বয়স দুই মাস মাত্র। মা তখন তাঁহার পিত্রালয়ে। মাতামহ পিতার ব্যবহারের নিন্দা করিয়া মা'র নিকট তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। মা সে কথা জানাইয়া বাবাকে পত্র লিখিলেন।

"ইহার পরদিন বাবা নিয়মিত সময়ে কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিলেন না। পিতামহ পুত্রের এক পত্র পাইলেন, তিনি বিশেষ কাযে স্থানান্তরে যাইতেছেন। পাঁচ দিন পরে তাঁহার পত্র আসিল। তিনি ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বোম্বাই হইতে বিলাতযাত্রা করিলেন। আমার মাতামহ, বোধ হয়, আর তাঁহার জামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিবেন না; তাহা হইলে মা'কে যেন শ্বশুরালয়ে আনা হয়।

"একমাত্র পুত্রের ব্যবহারে বিপত্নীক পিতামহ তুষ্ট ব্যতীত রুষ্ট হইলেন না। আমার মাতামহ বনিয়াদী ধনিবংশজ। তিনি কোন দিন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন এটর্ণী বৈবাহিককে আপনার সমান ভাবিতেন না। ছেলের বাপ পিতামহও সে অপমানটুকু মন হইতে মুছেন নাই। পুত্রের পত্র পাইয়া তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন,—'বামনদাস বিদ্যা-শিক্ষার্থ বিলাতে গিয়াছেন। আপনি, বোধ হয়, আর জামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিবেন না। বামনদাসের অভিপ্রায়মত লিখিতেছি, যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে কল্যাণী বধূমাতাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।' পিতার অভিসম্পাত ও মাতার অশ্রুসিক্ত মুখের স্মৃতি লইয়া কান্দিতে কান্দিতে মা শ্বশুরালয়ে আসিলেন।

"মা'র শরীর কোন দিনই বিশেষ সবল—স্বাস্থ্য কখনই খুব ভাল ছিল না। পিতার সহিত স্বামীর মনোমালিন্যে—বিবাদে তিনি মনে বড় বেদনা পাইলেন; ফলে তাঁহার শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় এক বৎসর কাটিল। মা সংবাদ পাইলেন, দিদিমা পীড়িতা। তিনি সংবাদ পাইতে লাগিলেন, দিদিমা'র পীড়া দিন দিন বাড়িতেছে; আর তিনি কন্যাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন; কিন্তু মাতামহের সঙ্কল্প অটল—কন্যার সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কন্যাকে গৃহে আনিবেন না শেষে এক দিন সংবাদ আসিল—মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও কন্যার নাম মুখে লইয়া মাতামহী লোকান্তরিতা হইয়াছেন। এই সংবাদের বিষম আঘাতে মা'র স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। সেই দিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মা'র নয়নে জল শুকায় নাই। এই সময় আমার নামকরণ হয়। মা-ই আমার নাম রাখিয়াছিলেন—অশ্রু।

"আরও এক বৎসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—সরকারী চাকরী লইয়া, বাবা দেশে ফিরিলেন। মা'কে দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, মা'র শরীরে জীবনীশক্তির অভাব, চিকিৎসায় আর সে অভাব পূর্ণ হইবার সময় নাই। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার সাফল্যগৌরব বেদনার বজ্ররূপে তাঁহারই হৃদয়ে পতিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে সুখের আশা নিমিষে ভস্মীভূত হইয়াছে। পিতামহ পিতাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে আসিতে বলিলেন। পিতা উত্তর দিলেন, 'যে সমাজে নিরপরাধ কন্যার মৃত্যুশয্যাশায়ী মাতার সহিত সাক্ষাতের অধিকারও নাই, সে সমাজে আমার কায নাই।' বাবা মা'কে লইয়া কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। চিকিৎসা, শুশ্রূষা, যত্ন—কিছুরই অভাব হইল না। কিন্তু মানুষ সব দিতে পারে, প্রাণ দিতে পারে না। মা কি, জানিবার পূর্ব্বেই আমি মাতৃহীনা হইলাম।

"মৃত্যুর পূর্ব্বেই মা বাবাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার অশ্রুর যেন অযত্ন না হয়।' বোধ হয়, মা'র মনে হইয়াছিল, অতৃপ্তসুখ পিতা আবার বিবাহ করিবেন। কিন্তু মা পত্নী হইয়াও পতির স্বভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পত্নীর স্মৃতি বক্ষে বহিয়া পিতা কাল কাটাইতে লাগিলেন তিনি কেবল কর্ত্তব্যবোধে কায করিতেন; আর আমাকে লইয়া থাকিতেন। তিনি আমাকে যেরূপ যত্নে লালিত-পালিত করিয়াছিলেন, বুঝি মা-ও আমাকে সেরূপ যত্নে লালিত করিতে পারিতেন না!"

অশ্রু বুঝিতে পারিল, পিতার কথায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাহার রমণী হৃদয়ের কোমলতা তাহাকে অভিভূত করিতেছে। সে প্রবল চেষ্টায় ভাবাবেগ সংযত করিয়া বলিতে লাগিল,—

"কিন্তু বাবার কেমন বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, মা'র অকালমৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। এই বিশ্বাসের জন্য তাঁহার মনে সুখ ছিল না; তিনি কেবলই ভাবিতেন। কত দিন রাত্রিতে জাগিয়া আমি দেখিয়াছি, তিনি আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মা'র প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—আর তাঁহার দুই নেত্র ভরিয়া দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

"এমন দুর্ভাবনায় শরীর কত দিন থাকে? ধীরে ধীরে পিতার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে লাগিল। দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। হৃদয়ে যন্ত্রণা ও শিরঃপীড়া দেখা দিল। তিনি আরও দুই বৎসর চাকরী করিলেন;

তাহার পর চাকরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সংসারে তিনি আর আমি। পিতামহ তখন পরলোকে—মাতুল-পরিবারের সহিত আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। শৈশব হইতে আমার কোন সঙ্গী ছিল না—আমি বাবার সঙ্গে খেলা করিতাম—বাবার সঙ্গে খাইতাম—বাবার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম। বাবারও জীবনের অন্য কোন অবলম্বন ছিল না।

"অসুস্থ হইয়া বাবা স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। সে আমার জন্য। আমার যে আর কেহ নাই! কিন্তু তাঁহার ব্যগ্রতা যত বাড়িতে লাগিল, তাঁহার স্বাস্থ্যও ততই নষ্ট হইতে লাগিল। চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। আমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতাম, কিন্তু সে শুশ্রূষায় কোন ফল ফলিল না। স্বাস্থ্যের সন্ধানে তিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। সবই বৃথা। কেবল এক বার—সিংহলে যাইবার সময় সমুদ্র-ভ্রমণে তিনি যেন কিছু উপকার পাইলেন। তিনি বলিলেন, 'ফিরিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া আবার বিলাতে যাইবেন।' কিন্তু সেই কথা বলিয়াই তিনি কেমন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বোধ হয়, তাঁহার মনে হইল,—তিনি বিলাতে যাইয়াই মা'কে হারাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তিনি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শেষে যখন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলাম, তখন আর বিলাত-যাত্রার কথা কহিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু বাবার শরীর দিন দিন অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরিক যন্ত্রণাও বাড়িতে লাগিল। বাবা কলিকাতায় আসিলেন, চিকিৎসকদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, পিতামহের বাড়ী বিক্রয় করিলেন; সব টাকায় আমার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনিলেন; তাহার পর আমাকে লইয়া শিমলায় স্বাস্থ্যনিবাসে গমন করিলেন।

"তাঁহার নষ্টস্বাস্থ্য আর ফিরিয়া আসিল না। ক্রমে শারীরিক যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। মৃত্যুই তখন তাঁহার পক্ষে মুক্তি। তবুও তিনি মরিতে চাহিলেন না—মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি মরিলে আমার কি হইবে? যন্ত্রণার আতিশয্যে ক্ষণিক যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য তিনি যে ঔষধ ব্যবহার করিতেন, সে ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবনের ফল—যন্ত্রণার চিরনির্ব্বাণ। কত দিন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তিনি আমাকে বলিয়াছেন, 'অশ্রু, ঐ ঔষধের শিশিগুলা সরাইয়া রাখ। কি জানি, যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তের অসহিষ্ণুতায় এ জ্বালা জুড়াইয়া ফেলি। তোর যে আর কেহ নাই!' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি কান্দিতেও পারিতাম না। আমার নয়নে জল দেখিলে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিতেন; তিনিও কান্দিতেন। এমনই ভাবে কয় মাস গেল। বাবা আমাকে নিকটে রাখিবার জন্য সমীপাগত মৃত্যুকে দূরে রাখিতে দুর্ব্বল দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু ব্যয়িত করিতে লাগিলেন!

"কিন্তু যন্ত্রণারও শেষ আছে। বাবা বুঝিলেন, তাঁহার মুক্তির সময় আসিতেছে। তখনও তিনি মুক্তি চাহেন নাই; কিন্তু বন্ধনবিচ্ছেদের আর ত বিলম্ব নাই। এক দিন ঔষধ পান করিয়া যন্ত্রণার ক্ষণিক অবসানের অবসরে তিনি আমার ললাটচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'মা, আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি চলিলাম। তোমাকে আর কি বলিব! মা, তোমাকে তোমারই হাতে দিয়া চলিলাম। তোমার ভার তোমার। তোমার মা তোমার নাম রাখিয়াছিলেন—অশ্রু। অশ্রুর মত পবিত্র থাকিও।'

"ক্রমে সে মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গেল—তখনও সেই অশ্রুপূর্ণ নয়নের দৃষ্টি আমার মুখে বদ্ধ।"

অশ্রুর দুই চক্ষু হইতে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অশোকের চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পর

উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া অশ্রু বলিতে লাগিল:—

"শিমলায় আমাদিগের সহিত এক জন ভদ্রলোকের আলাপ হয়। তিনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম,—প্রচারক না হইলেও ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার আলস্য ছিল না—সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। তিনি বিপন্ন বা দুরস্থ বন্ধুবর্গের পুত্রকন্যাদিগের সকল ভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের অভিভাবক হইয়া তাহাদিগকে আপন পরিবার-মধ্যে পালন করেন। আমার পিতা যখন আমার ভাবনা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, তখন গগন বাবুর সহিত আমাদিগের পরিচয় হইল। তিনি তাঁহার তত্ত্বাবধানাধীন একটি অসুস্থ বালককে লইয়া শিমলায় আসিয়াছিলেন। তিনি আপনার কৃত কর্ম্ম বিনয়বশে তুচ্ছ বলিয়াই প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রাণ কর্ম্মবীর বলিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইত না। তাঁহাকে

পাইয়া পিতা যেন অকূলে কূল পাইলেন ; তবে মৃত্যুর কূলে তিনি আমার এক জন অভিভাবক পাইয়াছেন ; এ যে বিধাতার দান! তিনি গগন বাবুকে আমার ভার দিতে চাহিলেন। গগন বাবু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—তিনি ত পিতার বিশেষ পরিচিত নহেন ; তবে কেন তাঁহাকে এ ভার দিতেছেন ? এ দায়িত্ব লওয়া কি তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইবে ? তিনি যতই আমার ভার লইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে সে ভার দিতে বাবার আগ্রহ ততই বাড়িতে লাগিল। গগন বাবু নরচরিত্র ভালরূপ জানিতেন। শেষে পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গগন বাবু নিতান্ত অনিচ্ছায় আমার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন এবং আমার অর্থের পরিমাণাদি জানিয়া লইলেন। সে সন্ধান পাইবার পর তাঁহার আপত্তির পরিমাণ-হ্রাস লক্ষিত হইল।

"পিতার মৃত্যুর পর আমি গগন বাবুর আশ্রয়ে নীত হইলাম। অল্পদিন পরে গগন বাবু আমাকে ও সেই পীড়িত বালকটিকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া আমি বুঝিলাম,গগন বাবু দেবতাও নহেন, সাধুপুরুষও নহেন ; পরন্তু স্বার্থসর্ব্বস্ব বিষয়ী মানুষ। তাঁহার দেবত্বের ভাণ কেবল তাঁহার বিষয়িভাব গোপন করিবার জন্য। তাঁহার এই সাধুত্বের ভাণে সরল লোক মুগ্ধ হয়। তিনি কলকাতায় স্বীয় পরিবারে অনেকগুলি বালকবালিকাকে রাখিয়া তাহাদিগের অভিভাবকত্ব করিতেছেন। তাহাদিগের কাহারও কাহারও পিতামাতা দূরে থাকায় পুত্র-কন্যার শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাদিগকে কলিকাতায় গগন বাবুর বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। কাহারও বা পিতা পুনরায় বিবাহ করিয়া মাতৃহীন সন্তানকে তথায় পাঠাইয়াছেন। গগন বাবু তাহাদিগকে পরিবারে রাখিয়া তাহাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সেটা যে নিতান্তই তাহাদিগের উপকারের জন্য, এমন নহে। কারণ, তাহাদিগের নিকট হইতে খরচ বাবদ যে টাকা তিনি লইয়া থাকেন, তাহাদিগের জন্য সে টাকার সবটা দরকার হয় না। কদন্ন ভোজনে ও যথাসাধ্য অল্পব্যয়-সাধ্য শিক্ষায় সে টাকার সবটা ব্যয়িত হয় না। সেই টাকা হইতে কেবল যে গগন বাবুর সংসারের সব ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়, এমনই নহে ; পরন্তু তাহা হইতে তাঁহার বিলাতগত জ্যেষ্ঠপুত্রের শিক্ষার ব্যয়ও সঙ্কুলিত হয়। ছেলেটি তখন বিলাতে ব্যারেষ্টারী পরীক্ষার জন্য পড়িতেছে। সে গৃহে অনেকগুলি তরুণ বালক-বালিকা আছে ; কিন্তু সে গৃহে কখন কলহাস্য শ্রুত হয় না ; সে গৃহে যেন আনন্দের প্রবেশাধিকার নাই।

"সেই স্নেহহীন—সুখহীন পরিবারে আমার বর্ষাধিক কাল কাটিল। আমার শিক্ষার যে ব্যবস্থা হইল, তাহা আমার পক্ষে একান্ত অনাবশ্যক ; কারণ, আমার শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিখাইবার মত বিদ্যা আমি পিতার নিকট লাভ করিয়াছিলাম। আমাকে লইয়া শিক্ষয়িত্রীদিগেরও বিপদ্ হইত ; তাই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া আমি কেবল পুস্তকালয়ে বসিয়া পাঠ করিতাম।

"দ্বিতীয় বর্ষের শেষ ভাগে এক দিন সেই গৃহে এক জন প্রৌঢ় পুরুষ উপস্থিত হইলেন ; তিনি গগন বাবুর পরিচিত। গগন বাবু তাঁহার গুণের কথা বিবৃত করিলেন। তিনি চিকিৎসক—মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন পথের পথিক হইয়া দেশের লোককে একটা আদর্শ দেখাইয়াছেন। গগন বাবুর মতে ভগবৎ-প্রেরণায় তিনি সহরে ডাক্তারী না করিয়া, সুন্দরবনে একটি জমিদারী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় আবাদ বসাইয়া তাহারই তত্ত্বাবধান করিতেছেন ; প্রজারা বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতেছে, তাহাদিগের সন্তানরা বিনাব্যয়ে শিক্ষা পাইতেছে ; তাঁহার নিঃস্বার্থ চেষ্টায় যে বৃহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত, তাহার উপর বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে। তিনি বিপত্নীক—নিঃসন্তান। সর্ব্বপ্রকারে বরণীয়। তিনি আপনিও একখানি আবাদ বসাইতেছেন। আমার যে অর্থ আছে, তাহার কিয়দংশে সেই আবাদের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইলে সে সম্পত্তি বিশেষ মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে গগন বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। আমার বিবাহ হইল।"

অশোক বলিল, "তুমি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া বিবাহ করিলে কেন ?

অশ্রু বলিল,"কারণ, তোমাদিগের বিশ্বাস—পুরুষের বিবাহের বয়সের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই ; আর যৌবনের চাঞ্চল্যে গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িলেই স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হইয়া যায়। আমি কাহাকেও ভালবাসি নাই ; মনে করিলাম, যে শ্রদ্ধার সহিত প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তাহা স্থায়ী হয়, তাঁহাকে সে শ্রদ্ধা দিতে পারিব। বিশেষ আমার অভিভাবক গগন বাবু আমাকে বিবাহিতা করিতে পারিলে যেন ভারমুক্ত হয়েন।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ? তোমাকে রাখিয়া ত তাঁহার লাভ ব্যতীত লোকসান ছিল না।"

"ছিল। কয় মাস পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমার প্রতি তাহার মনোযোগে গগন বাবু শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আমার পিতৃ-প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ গগন বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি কোন ব্রাহ্ম জমিদারের একমাত্র সন্তান কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য বহুদিন হইতে কৌশলজাল সযত্নে বিস্তারিত করিয়াছিলেন। সে বিবাহে পুত্রের যে অর্থলাভের সম্ভাবনা, তাহার পরিমাণ আমার অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। পাছে আমার জন্য সে কৌশলজাল ছিন্ন হইয়া যায়, তাই তিনি আমার বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

"আমি স্বামীর সঙ্গে আবাদে আসিলাম। আবাদে আসিয়া স্বামী সংবাদ পাইলেন, আবাদের এক অংশে জমির সীমানা লইয়া প্রজায় প্রজায় বিবাদ হইয়াছে—ফলে মারামারিতে কয় জন জখম হইয়াছে। পুলিস অকুস্থানে যাইয়া তদন্ত করিতেছে। তিনি ঘটনাস্থলে চলিয়া যাইলেন। সে দিন ডাকে তাঁহার নামে কতকগুলি পত্র আসিল। আমি কুক্ষণে কৌতুহলবশে সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। একখানি একটি ছাত্রাবাসসংবলিত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কের পত্র। তিনি লিখিয়াছেন,—পুত্রটির একবার জ্বর হইয়াছিল; সেই সময় হইতে সে তাহার পিতাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে—কেবল কান্দিতেছে। পুত্র! নিঃসন্তানের পুত্র! গৃহে একটি পুরাতন বৃদ্ধা দাসী ছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার ব্যবহারে আমার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল। আমি তাহাকে নানা প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে ভয়ে কোন কথা বলিতেছে না; সে কোন কথা বলিতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমি তাহাকে অভয় দিলাম। সে কোন কথা গোপন রাখিতে অক্ষম; সব কথা বলিয়া ফেলিল। আমি স্বামীর সুন্দরবনে আবাদে আসিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম। যাহাকে তিনি তাঁহার পত্নী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুশয্যায় এই দাসীর নিকট আপনার জীবনের কথা বলিয়াছিলেন—তিনি স্বামীর পরিণীতা পত্নী নহেন, বন্ধুর বিধবা। ছেলেটিকে এই বার কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

"তবে আমি প্রতারিতা! আমার মনে হইতে লাগিল, কে যেন আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মাতৃহীন—পিতৃবক্ষচ্যুত বালকের কথা আমার মনে হইল। তখন আমার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। প্রতারিতা পত্নীর অপমান অপেক্ষা পিতৃমাতৃহীনা কন্যার বক্ষে মাতৃহীন—পিতৃসঙ্গচ্যুত পুত্রের প্রতি করুণাই প্রবল হইয়া উঠিল। স্বামী ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহাকে সেই পত্র দিয়া বলিলাম, 'মাতৃহীন বালককে পিতৃসঙ্গের সান্ত্বনায় বঞ্চিত করা হইবে না।' তিনি আমার দিকে চাহিলেন। তাঁহার নয়নের সেই দৃষ্টি! বোধ হয়, বনমধ্যে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণকালে সহসা আপনাকে পিঞ্জরাবদ্ধ বুঝিতে পারিলে ব্যাঘ্রের নয়নে তেমনই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। সেই দিন হইতে তিনি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।"

অশোক বলিল, "প্রতারণার উপর আবার অত্যাচার?"

অশ্রু বলিল, "সে অত্যাচার আমার উপর নহে, তাঁহার আপনার উপর। সময়ে আহার নাই—বিশ্রাম নাই, তিনি কায যোগাইয়া লইয়া কায করিতে লাগিলেন, কাযের নেশায় আপনাকে মত্ত রাখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে অন্ধকার। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখের লাবণ্য অন্তর্হিত হইল। দুই চারি দিনে যে লোকের মুখভাবের এমন পরিবর্তন হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। তিনি নানা দিকে পারিদর্শনে যাইতেন। আমার সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম, এরূপ অবস্থা তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল।

"এক পক্ষ পরে তিনি এক দিন বলিলেন, 'বিশেষ কাযে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। তথায় আমার বিলম্বের সম্ভাবনা। তুমি যাইলে ভাল হয়।' তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে আমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। আমরা সেই দিন রাত্রিকালে নৌকায় উঠিলাম,—উদ্দেশ্য, যে স্থানে ষ্টীমার ভিড়ে, সেই স্থানে যাইয়া ষ্টীমারে উঠিব। পথে ঝড় উঠিল—নৌকা ডুবিল। তাহার পর—তাহার পর জ্ঞান লাভ করিয়া আমি দেখিলাম, আমি ষ্টীমারে—তুমি আমার পার্শ্বে।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত আর তাঁহার কোন সংবাদ লও নাই!"

অশ্রু বলিল, "পাই নাই। ষ্টীমার হইতে নামিয়া একটু স্থির হইয়া কর্ত্তব্য কি ভাবিতে লাগিলাম। তুমি জমিদারীতে চলিয়া যাইলে। স্বামীর নামে আবাদে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, তাহা মালেক

নাই বলিয়া ফিরিয়া আসিল। আবাদে কর্ম্মচারী-দিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে জানিলাম তাহারা তাঁহার কোন সংবাদ পায় নাই। আমি তাহাদিগকে তোমার কলিকাতার ঠিকানা দিয়াছি—তিনি আসিলে তাঁহাকে দিবে। আমি সংবাদপত্রে আমার জন্য একটু বিজ্ঞাপন দিবার কথাও লিখিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আমি এই ছয় মাস মধ্যে কোন সংবাদই পাই নাই।"

অশোক একটু ব্যস্তভাবে বলিল, "তবে নিশ্চয়ই তিনি জীবিত নাই।"

অশোকের এই কথায় কোনরূপ ইঙ্গিত ছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু অশ্রু দৃঢ়ভাবে বলিল, "খুব সম্ভব, তিনি জীবিত নাই। কিন্তু তিনি জীবিত কি মৃত, তাঁহাকে তাঁহার অধিকাচ্যুত করিতে পারি না। তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখি নাই; আমার শ্রদ্ধার ভিত্তি শিথিল হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার অধিকারচ্যুত করিবার অধিকার আমার নাই।"

পূর্ব্বে অশোকের মনে হইয়াছিল, এই রমণীরত্ন লাভ করিবার জন্য লোক বহু আয়াস স্বীকার করিতে পারে। এখন তাহার মনে হইল—এ রমণীকে প্রেম দিয়া তৃপ্তি হয় না—পূজাই ইহার প্রাপ্য।

অশ্রু বলিল, "আজ তোমাকে আমার জীবনের কথা বলিয়া আমার মনের ভার লঘু হইল। এখন তোমাকে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। তোমার গৃহে আসিয়া তোমার সাহচর্য্যে আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, মা'র স্নেহে আমি যে শান্তি লাভ করিয়াছি, সে আনন্দ ও সে শান্তি আমি পিতৃহীন হইবার পর পাই নাই! মা'র কাছে আর তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি কখন শোধ করিতে পারিব না। আমি যে স্থানেই থাকিব, এই আনন্দের ও এই শান্তির স্মৃতি কখন ভুলিতে পারিব না।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইবে?"

অশ্রু বলিল, "তাহা এখন স্থির করিব।"

"কেন?"

"আমার ভাগ্যে এই স্নেহ-স্নিগ্ধ আনন্দালোক সম্ভোগ সহিবে কেন?"

অশোক বলিল, "তুমি যাইতে পারিবে না। তুমি যাইতে পাইবে না; আমি তোমাকে যাইতে দিব না।"

অশ্রু বিস্মিতভাবে অশোকের দিকে চাহিল। অশোক বলিল, "তুমি যদি যাও, তবে আমি বুঝিব, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিলে না; ক্ষমা করিতে পারিলে না। তাহা হইলে আমি জীবনে কখন আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কখন শান্তি পাইব না।"

অশোক ভাবিল, মানুষ কি এমনই স্বার্থসর্ব্বস্ব যে, সে প্রেমাস্পদের সুখের জন্য তাহাকে ভালবাসিতে পারে না—কেবল আপনার সুখের জন্যই তাহাকে ভালবাসে? ভালবাসা কি এমনই সঙ্কীর্ণ—এমনই স্বার্থপর?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মেঘান্তে

গত রাত্রিতে অশোক ঘুমাইতেপারে নাই আশায়; আজ সে ঘুমাইতে পারিল না আশঙ্কায়। সে যে অশ্রুর সহিত ব্যবহারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া অন্যায় করিয়াছিল, তাহা সে অল্পক্ষণমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিল; সে জন্য দুঃখিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু যে বাণ এক বার নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যেমন আর ফিরান যায় না, তেমনই যে কথা একবার বলা হয়, তাহা আর ফিরান যায় না। তাহার কথা ত ফিরাইবার নহে। আর সেই কথার জন্যই অশ্রু বলিয়াছিল, সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। সে অশ্রুর সে প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু অশ্রু কোন উত্তর দেয় নাই। অশ্রুকে সে জানিত—অশ্রু কোন সঙ্কল্প স্থির করিলে তাহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করা যায় না। অশ্রু যদি সেই সঙ্কল্পই করিয়া থাকে!

অশোক যতই অশ্রুর জীবনের সব কথা মনে করিতে লাগিল, তাহার হৃদয় ততই করুণায় ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিধাতা বিবিধ অতর্কিত ঘটনার মধ্য দিয়া সেই জন্ম-দুঃখিনীকে তাহারই আশ্রয়ে আনিয়া দিয়াছেন। তাহাকে স্নেহ দিয়া তাহার হৃদয়ক্ষত দূর করাই তাহার কর্ত্তব্য। সে কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছে। সে আপনার ব্যবহারে আপনি লজ্জিত।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশঙ্কার অন্য কারণও ছিল। গত কল্য আপনার হৃদয় পরীক্ষা করিয়া সে বুঝিয়াছে, অশ্রু সে হৃদয়ের কতখানি অধিকৃত করিয়া—পূর্ণ করিয়া আছে, তাহার পক্ষে অশ্রু কত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ অশ্রুকে হারাইবার আশঙ্কায় তাহার নয়নে নিদ্রা আসিল না।

প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া সে কিছুক্ষণ বারান্দায় পাদচারণ করিল, তাহার পর স্নান করিয়া অশ্রুর

আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কোনরূপ শব্দ শুনিলেই সে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আজও অন্য দিনের মত অশ্রু আসিবে কি?

পরী চা'র পাত্রাদি দিয়া গেল; তাহার পর সে গরম জল লইয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিনেরই মত অশ্রু কক্ষে প্রবেশ করিল। অশোক দেখিল, অশ্রুর মুখে বা ব্যবহারে চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র নাই।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া অশ্রু দেখিল, অশোক স্নান সারিয়া সংবাদপত্র পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে। সে চা'র পাত্রে গরম জল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "ভুল আমার না ঘড়ীর?"

অশোকের মনের ভার নামিয়া গেল। সে বলিল, "কেন আমি কি সকালে উঠিতে পারি না?"

অশ্রু বলিল, "আমি কি তাহা বলিয়াছি? কথায় বলে, চেষ্টার অসাধ্য কায নাই।"

অশ্রু চা করিতে ব্যাপৃত হইল; অশোক সংবাদপত্রপাঠে অকারণ অত্যন্ত মন দিবার ভাণ করিতেছিল। কিন্তু সে যে মধ্যে মধ্যে অশ্রুকে লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা অশ্রুর দৃষ্টি অতিক্রান্ত করে নাই। সে অশোকের সম্মুখে চা'র পেয়ালা রাখিয়া বলিল, "হনুলনুর রাজনীতিক ব্যাপারের সংবাদ জানিতে ত পূর্ব্বে কখন তোমার এমন আগ্রহ দেখি নাই! তোমার খুবই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি।"

অশোক হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।"

"কিন্তু শুনিয়াছি, কোন কোন লোকের আক্কেল-দাঁত কখন উঠে না।"

অশ্রু চলিয়া গেল।

অশোকের মনে আশার অবকাশ হইল। কিন্তু তাহার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইল না। কারণ, সে জানিত—অশ্রুর স্বাভাবিক স্থৈর্য্য অল্পে বিচলিত হইবার নহে। সে যখন জীবনের সব অবলম্বন হারাইয়াছিল, তখনও তাহার ব্যবহারে অশোক তাহা বুঝিতে পারে নাই, এত দিন পরে তাহার কথায় অশোক তাহা জানিতে পারিয়াছে—জানিতে পারিয়া যেমন বিস্মিত হইয়াছে—অশ্রুর উপর তাহার শ্রদ্ধা তেমনই বাড়িয়াছে, প্রশংসায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যাহ্নেও অশোক হৃদয়ে আশা ও আশঙ্কা লইয়া অশ্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যথাকালে অশ্রু আসিয়া উপস্থিত হইল।

অশ্রু আজ কোন পুস্তক লইয়া আইসে নাই। অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কোন্ পুস্তক পড়া হইবে, স্থির কর।"

অশ্রু বলিল, "কবিতা পড়া হইবে না।"

"কেন? অমৃতে অরুচি!"

"সে ত তোমাকে কা'লই বলিয়াছি, কবিতায় তোমার বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইতেছে।"

অশোক হাসিয়া বলিল "তবে কি ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা করা সঙ্গত?"

অশ্রু একটু ভাবিয়া বলিল, "তোমার সে হাড়গুলা কোথায়?"

বিস্মিতভাবে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"সেইগুলা বাহির কর—দেখা যাউক। মানুষ যে কি উপাদানে গঠিত—আমাদিগের গর্ব্ব ও গৌরব কি লইয়া, তাহা মধ্যে মধ্যে দেখা ভাল। তাহাতে অহঙ্কার দূর হয়।"

অশ্রুর মনে যে কিরূপ দুশ্চিন্তার স্রোতঃ বহিতেছিল, অশোক তাহা অনুমান করিতে পারিল; অনুমান করিয়া আবার শঙ্কিত হইল। সে বলিল, "আমাদিগের গর্ব্ব ও গৌরব কি অস্থিমাংসে—রূপে কি মানুষের গৌরব? দেহ ত মনের আধারমাত্র। মানুষের গর্ব্ব ও গৌরব মানসিক শক্তির বিকাশে।"

অশ্রু কি ভাবিতেছিল।

সহসা বায়ুবিতাড়িত একটি চড়াই পাখীর শাবক একটা মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষে প্রবেশ করিল। কাকটা জানালার বাহির হইতেই ফিরিয়া গেল। কিন্তু পক্ষিশাবক ভয়ে উড়িয়া কক্ষের অপর পার্শ্বের রুদ্ধ দ্বার-কবাটে আহত হইয়া পড়িয়া গেল।

অশ্রু তাড়াতাড়ি যাইয়া সেটিকে তুলিয়া লইল। তখন পাখীটি স্থির—নড়িতে পারিতেছে না। তাহাকে সিক্ত দেখিয়া অশ্রু ঝাড়ন আনিয়া তাহাকে মুছাইয়া দিল। সে অশোককে তাহার বিজ্ঞানালোচনার যন্ত্রমধ্যে অন্যতম—স্পিরিট ল্যাম্পটি জ্বালিতে বলিল। কিছুক্ষণ তাপ পাইয়া পাখীটি একটু একটু কাঁপিতে লাগিল। তখন অশোক তাহার চঞ্চুদ্বয় ঈষৎ বিভক্ত করিয়া মুখে কয় ফোঁটা জল দিল। পাখীটি সে জল গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর অশোক আরও জল দিলে সে ঠোঁট ঝাড়িয়া জল ফেলিয়া দিল। তাহার পর পাখীটি অশ্রুর হাতে উঠিয়া বসিল; কিন্তু উড়িতে পারিল না। অশোক ও অশ্রু পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, তাহার ডানায় আঘাত লাগিয়াছে। তখন তাহাকে নিরাপদ্ করিয়া রাখিবার কথা হইল এবং কিছুক্ষণ পরে অশোক একটা খাঁচা কিনিতে বাহির হইল।

অশোক দুইটা খাঁচা লইয়া ফিরিল—একটা ছোট—শূন্য; দ্বিতীয়টা বড়—তাহাতে অনেকগুলি

পাখী। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষিপালন সম্বন্ধে খানকতক পুস্তকও সে আনিয়াছিল।

অশ্রু বলিল, "তোমার স্বভাবটাই অতিশয্যপ্রবণ। তুমি যে কাযটা কর, সেইটাই বেশী করিয়া না করিয়া পার না।"

অশোক বলিল, "যখন জানিয়াছ, আমার স্বভাবই এইরূপ, তখন আর সে জন্য আমাকে দোষ দেওয়া চলে না।"

অশ্রু পাখীগুলিকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বহিকয়খানা লইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে অশ্রু বলিল, "তুমি ভুল করিয়াছ।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে?"

"পাখীর বিষয়ে। তুমি মুনিয়া, বদরিকা, ক্যানারী সব এক খাঁচায় রাখিয়াছ। ক্যানারীগুলি স্বতন্ত্র রাখাই সঙ্গত।"

"তুমি যে রাতারাতি পক্ষিপালনসম্বন্ধে পণ্ডিত হইয়া উঠিলে!"

"ছাপাখানার কল্যাণে পণ্ডিত হইতে বড় বিলম্ব হয় না। কিন্তু যে উপায়েই হউক, জ্ঞান যদি লাভ করা যায়, তবে তাহার সদ্ব্যবহার করাই সুবুদ্ধির কার্য্য।"

"নিশ্চয়।"

চা ঢালিয়া অশ্রু ছোট খাঁচা হইতে পূর্ব্বদিন-ধৃত পাখীটিকে বাহির করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বড় খাঁচা হইতে একটি ক্যানারী বাহির করিয়া সেই খাঁচায় রাখিল এবং খাঁচাটি ঘরের এক দিকে টাঙ্গাইয়া দিল। ক্যানারীটি রৌদ্র পাইয়া আনন্দে গা ঝাড়িয়া গাহিয়া উঠিল।

অশ্রু বলিল, "দেখিলে, কেন ক্যানারী স্বতন্ত্র রাখিতে হয়?"

অশোক বলিল, "কি সুন্দর গান গাহে!"

সেই দিনই অশোক আর কতকগুলা খাঁচা ও আর কতকগুলা পাখী আনিল। অশ্রুর কায বাড়িয়া গেল। খাঁচা পরিষ্কার আছে কি না দেখা, পাখীগুলিকে খাবার দেওয়া, কখন্ খাঁচা কোথায় টাঙ্গান হইবে, তাহার ব্যবস্থা করা—এ সব কায তাহার। আর কোন কাযই সে সুসম্পন্ন না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না।

দুই চারি দিনেই অশোকের আশঙ্কা দূর হইল। অশ্রুর ব্যবহারে তাহার বিশ্বাস হইল, অশ্রু তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে;—তাহার মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছে,—তাহার সে দিনের সেই ব্যবহার দুঃস্বপ্ন মনে করিয়াছে;—অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সে দিনের সেই ব্যবধানটুকু সে সযত্নে মুছিয়া ফেলিয়াছে। সে দিনের সেই মেঘখণ্ড তাহাদিগের বন্ধুত্ব-সুখের সমুজ্জ্বল রবিকর ম্লান করিতে পারে নাই। তাহাদের দিন যেমন কাটিতেছিল, তেমনই কাটিতে লাগিল। কবিতাপাঠে অশ্রুর আপত্তিও দুই দিনে কাটিয়া গেল। হাড়গুলা আর বাহির করা হইল না।

পাখী লইয়া তাহাদিগের আর একটা অধ্যয়নের বিষয় হইল। কোন পাখীর অসুখ হইলে তাহাকে ঔষধ দেওয়া—তাহার পথ্যপরিবর্ত্তন করা—এ সব নূতন কাযে উভয়েরই খুব উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল। তাহার পর একটা ক্যানারী বাসা বান্ধিয়া ডিম পাড়িল। কত ছোট ছোট ডিম! ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হইল। শাবকগুলি দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। তাহাতে দুই জনের কত আনন্দ! পক্ষিপরিবার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বর্ষার পর শরৎ ও শরতের পর হেমন্ত কাটিয়া গেল—শীত দেখা দিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

মাঘের অপরাহ্ন। দুর্গামোহন ঘোষ বিপিনবিহারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার পৌত্রীর বিবাহে দুর্গামোহন বাবুর পত্নী অশোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাই মা আজ নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় অশোক এক ঝুড়ী ফুল কিনিয়া আনিয়াছিল—নানা বর্ণের চন্দ্রমল্লিকা আর গোলাপ—সবগুলি বাছা ফুল—বড় বড়।

অশ্রু সেগুলিকে ফুলদানীতে সাজাইতেছিল। এমন সময় "খোকার ঝি" সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "দিদিমণি!"

"কি?" বলিয়া অশ্রু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"দিদিমণি, দাদা বাবুর কি বিবাহ হইবে না?"

অশ্রু হাসিয়া বলিল, "আমি কি তোমার দাদা বাবুর বিবাহ দিবার কর্ত্তা?"

ঝি বলিল, "কি জানি, আমরা অত বুঝি না; কিন্তু—"

অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি, খোকার ঝি?"

ঝি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "লোক বলে—"

"কি বলে ?"

"আজ আমরা যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সে বাড়ীতে বড় মেয়েটির বিবাহ ; মেজ মেয়েটি দেখিতে বড় সুন্দরী। তা মা সে বাড়ীর গিন্নীমা'কে বলিলেন, 'তোমরা দেখিয়া আমার অশোকের বিবাহ দাও'।"

অশ্রু বলিল, "বেশ ত। আমিও আজ মা'কে বলিব।"

"কিন্তু গিন্নীমা বলিলেন, 'দেখ, দিদি, অশোকের মত ছেলে মিলা ভার। কিন্তু কই, সে ত বিবাহ করিতেও চাহে না, আর'—ঝি চুপ করিল।

অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি ?"

"আর তিনি বলিলেন, 'বাড়ীতে কে একটি মেয়ে রহিয়াছে।' জন্মদুঃখিনী অশ্রু জীবনে বহুবিধ দুর্ব্ব্যবহারের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তবুও আজ এই কথায় সে বিষম আঘাত পাইল। লোক এমন সন্দেহও করিতে পারে! সে হৃদয়ে বিষম বেদনা-বহ্নিদাহযাতনা অনুভব করিল। তাহার শরীর কাঁপিতেছিল। সে ফুলদানিটা যথাস্থানে রাখিবার ছল করিয়া ঝির দিকে পশ্চাৎ ফিরিল—আপনাকে সামলাইয়া লইল। তাহার পর সে যখন ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন সে একটু হাসিল—যেন আগ্নেয়-গিরির মুক্ত মুখগহ্বরের উপর কোমল কুসুম বিকসিত হইল। সে বলিল, "আমি অশোককে বিবাহ করিতে বলিব।"

অশ্রু অশোকের ঘরের দিকে গেল।

এ দিকে "খোকার ঝি" মা'র কাছে যাইয়া বলিল, সে অশ্রুকে সব কথা বলিয়াছে। শুনিয়া মা বলিলেন, "তুই এ কায করিলি কেন ? অশ্রু কি মনে করিবে ?" ঝি বলিল, "তোমার সবতাতেই ভয়। কৈ, দিদিমণি ত রাগ করে নাই ?" তিনি একটু পরে বলিলেন, "কিন্তু অশোক শুনিলে কি বলিবে ?" ঝি বলিল, "তা তুমি যাহাই বল না কেন, মা—যাহারা সব জানে না, তাহারা কু ভাবিতে পারে।" মা ভাবিতে লাগিলেন—কোন কথা বলিলেন না।

অশ্রু অশোকের ঘরে যাইয়া দেখিল, অশোক অলস ও শ্রান্তভাবে আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সে বলিল, "অশোক, আমি একটা আবশ্যক কথা বলিতে আসিয়াছি।"

অশোক বলিল, "তাহা হইলে তুমি মানিয়া লইতেছ, আমাকে তোমরা যতটা অপদার্থ মনে কর, আমি ততটা অপদার্থ নহি ?"

"অশোক, আমাকে বিদায় দিতে হইবে।" অশ্রুর কণ্ঠস্বর যেন একটু কম্পিত বোধ হইল।

অশোক বিস্মিতভাবে চমকিয়া উঠিয়া বসিল ; অশ্রুর দিকে চাহিয়া বলিল, আজ এ কথা কেন, অশ্রু ?

অশ্রু স্থির-স্বরে বলিল, "আজ আমার বিদায়ের দিন।"

"তুমি যাইতে পাইবে না। আমি তোমাকে যাইতে দিব না। তুমি কিসে ব্যথা পাইয়াছ ?"

"আর তুমি আমাকে রাখিতে পারিবে না। আমি যত দিন পারিয়াছি, তত দিন এই পরিবারে ছিলুম, কিন্তু আজ যখন আমি বুঝিয়াছি, ইহাতে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই, তখন আর আমি থাকিতে পারি না।"

অশোক বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, অশ্রু ?"

অশ্রু সমস্ত কথা বলিল।

অশোক চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অধীরভাবে বলিল, "কোন্ সাহসে খোকার ঝি এ কথা বলিল ?"

অশ্রু বলিল, "তুমি চঞ্চল হইতেছ কেন ? স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখ, তাহার অপরাধ কি ?"

"অপরাধ কি ?"

"তাহার কোন অপরাধ নাই। প্রথমতঃ সে যে আমাকে এ কথা বলিয়াছে, সে কেবল তোমাকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া—বোধ হয়, আমার প্রতি তাহার ভালবাসাও তাহার অন্যতম কারণ। নহিলে সে ও কথা বলিবে কেন ? দ্বিতীয়তঃ সে তোমার মত 'শিক্ষায়' শিক্ষিত নহে বলিয়া কথাটা ইঙ্গিতে—চাপিয়া—ঘুরাইয়া না বলিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে। ইহাতে তাহার অপরাধ কি ? তৃতীয়তঃ সে যাহা শুনিয়াছে, তাহাই বলিয়াছে। তুমি তাহাকে তিরস্কার করিতে পার, কিন্তু লোকের মুখ ত বন্ধ করিতে পার না।"

অশ্রুর কথা ত সত্য। সে ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া যাহা দেখাইল, অশোক তাহাই দেখিল ; আর কিছু দেখিল না।

তাহার পর অশোক বলিল, "কিন্তু লোকের কথার উপর কি আর কোন যুক্তি নাই ? আপনার মন কি আমাদিগের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতে পারে না ?"

অশ্রু বলিল, "মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেয় ; মন নিরপরাধকে বিশ্বাসের প্রগাঢ় শান্তি দেয়। কিন্তু যতক্ষণ সমাজে বাস করিতে হইবে, ততক্ষণ লোকের কথা উপেক্ষা করিলে চলে না।"

"সকলের পক্ষে কি একই নিয়ম ?"

"হাঁ। তোমার পক্ষে সেই নিয়মই নিয়ম ; কারণ, সমাজের সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য আছে। তোমার মা আছেন—তাঁহার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য আছে। তুমি যে শিক্ষা—যে সুযোগ পাইয়াছ, সে সকলে সদ্ব্যবহার করাও ত তোমার কর্ত্তব্য! আর আমি—আমি সমাজসম্বন্ধবন্ধনমুক্ত কি না, তাহা—"

অশোক ভাবিতে লাগিল।

অশ্রু বলিল, "আজ আমাকে বিদায় দিতেই হইবে।"

অশোক আবার বলিল, "তাহা হইবে না।"

"আমি বিদায় লইব।"

অশোকের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া অশ্রু মা'র কাছে গেল। "খোকার ঝি" তখনও তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল। অশ্রু আসিয়া মা'কে বলিল, "মা, আমি অন্যত্র যাইব, আমাকে বিদায় দিন।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, মা ?"

"আপনার আজন্ম-দুঃখিনী মেয়ের ভাগ্যে আপনার স্নেহযত্নসম্ভোগের সুখ আর কত দিন সহিবে ?"

অশ্রুর কথায় মা'র বুকের মধ্যে বেদনা বাজিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তুমি যাইবে কেন ?"

অশ্রু স্থির স্বরে বলিল, "নহিলে আপনারও নিন্দা, আমারও নিন্দা।"

"কিন্তু মা, আমি ত জানি, নিন্দার কোন কারণ নাই।"

"লোক ত তাহা জানে না ; লোক শুনিবে কেন ? যে নিন্দা অশোককেও স্পর্শ করে, সে নিন্দার কারণ দূর করাই আপনার কর্ত্তব্য। আর আমি—আমি যে এই দগ্ধ জীবনে আপনার অপরিসীম স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা আমারও কর্ত্তব্য।"

মা'কে কেহ কিছু বুঝাইলে তিনি তাহাই বুঝিতেন। সত্যই ত যাহাতে অশোকের নিন্দা, তাহা দূর করাই কর্ত্তব্য। অশ্রু তাঁহার প্রিয়, কিন্তু অশোক যে তাঁহার সর্ব্বস্ব! তবুও বিদায়ের কথায় তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ের স্নেহরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে ?"

অশ্রু বলিল, "এই বিশাল বিশ্বে কি এক জনের স্থান হইবে না ? বিধাতা ত একটির পর একটি আশ্রয় আনিয়া দিয়াছেন।"

অশ্রুর এই কথায় নিরাশার বেদনা "খোকার ঝির" হৃদয়েও বেদনা জাগাইয়া তুলিল। যাহার আপনার বলিবার কেহ নাই, তাহার হৃদয়ের শূন্যতা ত তাহার অজ্ঞাত নহে! সে বলিল, "দিদিমণি, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ ?"

অশ্রু স্বাভাবিক স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "না, ঝি! আমি রাগ করিব কেন ? তুমি আমাকে কোন কটু কথা বল নাই।"

মা'র চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

অশ্রু আর সে স্থানে দাঁড়াইল না।

সমস্ত গৃহে বিষাদের অন্ধকারপাত হইল।

পরদিন প্রভাতে অশ্রু মা'কে জানাইল, সে তাহার এক জন আত্মীয়ের নিকট যাইবে।

সে অন্য দিনের মত অশোকের চা প্রস্তুত করিয়া দিতে যাইয়া দেখিল, অশোকের মুখ শুষ্ক—বিবর্ণ। অশোকের জন্য তাহার হৃদয়ে যে বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল, সে তাহা কিছুতেই সংযত করিতে পারিল না।

অশ্রু টাইমটেবল দেখিয়া বলিল, "আমি আমার এক জন আত্মীয়ের কাছে যাইব ; ১টার সময় হাওড়া হইতে ট্রেণ ছাড়িবে।"

অশোক কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল করুণ-দৃষ্টিতে অশ্রুর দিকে চাহিল।

দ্বিপ্রহর বাজিলেই অশ্রু পরীকে বলিল, "পরী, একখানা গাড়ী ডাকিয়া দিবে ? হাওড়ায় যাইবে।"

গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল।

অশোক অশ্রুর ঘরে যাইয়া দেখিল, সব জিনিষ যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে ; কেবল অশ্রুর সেই বাক্সটি, একটি ছোট ব্যাগ আর একখানি "রাগ" দ্বারের কাছে রক্ষিত হইয়াছে।

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কোন জিনিষই লইবে না ?"

অশ্রু বলিল, "এ সব জিনিষে আমার প্রয়োজন ? আর এ সব কোথায় লইয়া যাইব ?"

"তুমি কি আমাদিগকে এমনই পর করিয়া দিলে যে, তোমার নিত্যব্যবহারের একটা জিনিষও লইবে না ?"

অশ্রু অশোকের দিকে চাহিল, বলিল, "অশোক তুমিও আমাকে এত ভুল বুঝিলে ? এই এক বৎসরের স্মৃতি কি আমি কখন আমার জীবন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিব ? অশোক, দিগ্‌ব্যাপী অন্ধকারে আলোকবিকাশের কথা কি কেহ ভুলিতে পারে ?"

"কিন্তু তুমি এ সব না লইলে আমি দুঃখিত হইব।"

"যদি তাহাই হয়, আমি সব লইব। আমি একটা স্থানে যাইয়া স্থির হইয়া বসিলে তুমি তোমার যাহা ইচ্ছা পাঠাইয়া দিও।"

অশ্রু পরীকে বাক্স ও ব্যাগ লইয়া যাইতে বলিল। মা অশ্রুর সঙ্গে চলিলেন। অশোক তাঁহাদের অনুসরণ করিল। দাসদাসীরা সকলেই সঙ্গে যাইয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইল।

"মা, তবে আমি চলিলাম। আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"—বলিয়া অশ্রু মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। যে দিন তিনি তাহার "মা" অহ্বানে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়াছিলেন, সে দিন তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে যেমন তাহার মস্তকে অশ্রু বর্ষিত হইয়াছিল, আজ বিদায়ের দিনে তাঁহার নয়ন হইতে তেমনই অশ্রু বর্ষিত হইল। সে দিনের অশ্রু মিলনের; আজ এ অশ্রু বিদায়ের। অশ্রু বক্ষেও আঘাত অনুভূত হইল। শৈশবে মাতৃহীনা সে যে এই এক বৎসর কাল "মা" বলিয়া ডাকিতে পারিয়াছে।

"খোকার ঝি" ফোঁপাইয়া কান্দিয়া উঠিল। পরীও চক্ষু মুছিল।

কেবল অশোক প্রস্তর-পুত্তলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

অশ্রু গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সে অশোককে যে কথা বলিবে স্থির করিয়াছিল, সে কথা বলিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ে যে বেদনা উথলিয়া উঠিতেছিল, তাহা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

বিংশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্যহীন

বিদায়কালে অশোকের মুখভাবে ও দৃষ্টিতে যে বেদনা ব্যক্ত হইয়াছিল, গাড়ীতে বসিয়া অশ্রু কেবল তাহারই কথা ভাবিতে লাগিল; কখন যে গাড়ী আসিয়া হাওড়া ষ্টেশনে স্থির হইল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। জনকোলাহলে সে চাহিয়া দেখিল, সে ষ্টেশনে আসিয়াছে, দুই তিন জন কুলী মাল পাইবার আশায় তাহার গাড়ীর দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে গাড়ী হইতে নামিয়া এক জন কুলীকে তাহার জিনিষ লইতে বলিল ও কুলীর সঙ্গে সঙ্গে টিকিট কিনিবার স্থানে চলিল। ষ্টেশনের বৃহৎ কক্ষে ব্যস্ত জনতার মধ্যে আসিয়া সে আজ আপনার অসহায় অবস্থা যেমন উপলব্ধি করিল, পূর্ব্বে কখন তেমন করে নাই। আজ সে একান্তই একা। পিতার মৃত্যুর পর হইতে সে, ভাল হউক মন্দ হউক, একটা আশ্রয় পাইয়াছে—এক জনের না এক জনের উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছে। গগন বাবুর গৃহে সে যে সুখে ছিল, এমন নহে, তবুও তিনি তাহার অভিভাবক ছিলেন। তাহার পর কত আশা লইয়া সে স্বামীর সঙ্গে গিয়াছিল; তথায় তাহার সব আশা বেদনায় বিনষ্ট হইয়াছিল সত্য, তবুও সে স্বামীর আশ্রয়ে ছিল। তাহার পর যখন সে হৃতসর্ব্বস্বা অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিল, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত অশোকের উপর সে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিয়াছে। আর সেই অবস্থায় সে যে শান্তি পাইয়াছে, তাহা সে কত কাল পায় নাই! কিন্তু আজ সে একা। আজ তাহার এই নিঃসঙ্গ অবস্থা তাহাকে পীড়িত ও শঙ্কিত করিতে লাগিল। তাহার নারীপ্রকৃতি আজ একটা অবলম্বনের প্রয়োজন ও অভাব যেমন অনুভব করিতে লাগিল, তেমন আর কখন করে নাই। ষ্টেশনে বিপুল জনতা—সে জনতায় রমণীও অনেক; কিন্তু আর কেহই ত তাহার মত সঙ্গিহীন—সহায়হীন নহে। অশ্রুর হৃদয় একটা অব্যক্ত বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অশ্রু টিকিট কিনিয়া ট্রেণে মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরায় যাইয়া বসিল।

তখনও ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব ছিল। অশ্রু বসিয়া জনতা লক্ষ্য করিতে লাগিল, আর ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার কামরায় নিশ্চয়ই কতকগুলি সহযাত্রী আসিবেন; তাঁহাদের সঙ্গে কথোপকথনে সে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিবে। ট্রেণ ছাড়িবার কয় মিনিট পূর্ব্বে এক জন য়ুরোপীয় দুই জন মহিলাকে লইয়া কামরার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কামরায় অশ্রুকে দেখিয়া তাঁহারা অন্য কামরায় গমন করিলেন এবং মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট অন্য কামরা না পাইয়া অগত্যা তথায় ফিরিলেন। তাহার পর মহিলাদ্বয় যেন নিতান্তই অনিচ্ছায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের ব্যবহারে অশ্রু বুঝিতে পারিল, তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনের চেষ্টা করিলে অপমানিত হওয়া অনিবার্য্য। কাযেই সে অকারণ মনোযোগ সহকারে টাইমটেবল পড়িয়া রেল-কোম্পানীর নিয়মগুলি অবগত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এ দিকে তাহার সহযাত্রী দুই জন দুইখানি বেঞ্চ দখল করিয়া "আপনার কথাই সাত কাহন" করিয়া নানা বিষয়ের গল্প করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পশ্চিম মেঘে বর্ণবিকাশ হইতে লাগিল—তাহার পর সব অন্ধকার। অশ্রু "রাগ"খানিতে দেহ আবৃত করিয়া ভাবিতে লাগিল।

সে যে অশোকের গৃহ হইতে আসিয়াছে, সে কেবল অশোকের জন্য—যাহাতে কোনরূপ সন্দেহের ছায়াও অশোককে স্পর্শ করিতে না পাবে, সেই জন্য। কিন্তু তাহার যাইবার স্থান নাই। তাই সে অনেক ভাবিয়া একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে—একটা কায করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্ম্মস্থলে যাইয়া যে পত্র পাইয়া সে মনে করিযাছিল, তাহার জীবনের সুখালোক নিবিয়া গেল, সে সেই পত্রের কথা মনে করিয়াছে। স্বামীর সেই মাতৃহীন পুত্রের জন্য তাহার হৃদয়ে বেদনা বাজিয়া উঠিয়াছে। সেই বালকেরও তাহারই মত জগতে আর কেহ নাই। সে তাহার লালনপালনভার লইবে—লক্ষ্যহীন জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবে। তাই সে যে স্থানে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালযে সে বালক ছিল, সেই স্থানে যাইতেছে। সে একটা উন্মাদ উত্তেজনাবশে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প করিযাছিল—সে কাযের বাধাবিঘ্নের কথা মনেও করে নাই—করিবার সময়ও পায় নাই। এখন সেই সব বাধাবিঘ্নের কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। আর সে শঙ্কিতা—বিচলিতা হইতে লাগিল। সে কোন দিন বালককে দেখে নাই। সে কি বলিয়া আত্মপরিচয় দিবে? বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কি তাহার কথায় নির্ভর করিয়া তাহাকে বালকের লালনপালনভার দিবেন? তিনি কি বালকের পিতার অনুমতি ব্যতীত তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তিনি কি বালকের পিতার কি হইয়াছে না জানিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন? সংসারে সে অবিশ্বাসের—সন্দেহের অনেক পরিচয় পাইয়াছে; তাই আজ তাহার মনে এই সব প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে যখন তাহার ব্যর্থ জীবনের আর কোন লক্ষ্যই কল্পনা করিতে পারিল না, তখন সে স্থির করিল—সে যে পথে অগ্রসর হইয়াছে, সে পথের শেষ না দেখিয়া নিবৃত্ত হইবে না। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে দুর্ভাবনা বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইল—কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না; তাহার দুর্ভাবনা দূর হইল না। সমস্ত রাত্রি সে জাগিয়া—ভাবিয়া কাটাইল।

প্রভাতে ট্রেণ তাহার গন্তব্য স্থানে স্থির হইলে সে নামিয়া গেল; ভারবাহীর নিকট দ্রব্য কয়টি দিয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া বিদ্যালয়ে উপনীত হইল। সে বিদ্যালয়ের যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তাহার মন ততই বিবিধ আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, আর সে সেই দৌর্ব্বল্যের জন্য মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিতেছিল—সে ত দুর্দ্দশাতেই অভ্যস্তা; তাহার আজ এ আশঙ্কা চাঞ্চল্য কেন?

বিদ্যালয়ে উপনীত হইয়া সে অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। ভৃত্য তাহাকে একটি পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত কক্ষে বসাইয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই অধ্যক্ষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। অশ্রু প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিব।"

অধ্যক্ষ বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার আদেশ আমি সানন্দে পালন করিব।"

তখন অশ্রু যে বালকের জন্য বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে চাহিল।

অধ্যক্ষ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাহার কে?"

অশ্রু বলিল, "আমি তাহার পিতার পরিচিত; তাহাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "বালকটি বাড়ী হইতে আসিয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত; অনেক সময় কাঁদিত। আমরা তাহার পিতাকে সে কথা পত্রে জানাইয়াছিলাম।"

অশ্রু বলিল, "আমি তাহা জানি।"

"তাহার পর তাহার প্রবল জ্বর হয়। সে সময় আমরা তাহার পিতাকে দুই তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু উত্তর পাই নাই।"

"তাহার পিতা স্বীয় কর্ম্মস্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয়, পুত্রকে দেখিতে আসিতেন; কিন্তু পথে ঝড়ে নৌকাডুবি হয়। তাহার পর তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "কি দুঃখের বিষয়। আমরা যথাসাধ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া বালকটিকে বাঁচাইতে পারি নাই।"

অশ্রু কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে সে মৃত?"

অধ্যক্ষ ধীরভাবে বলিলেন, "হাঁ।"

অশ্রুর পক্ষে জগৎ যেন সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। অধ্যক্ষ কি বলিতেছিলেন, সে যেন তাহা শুনিতে পাইল না। সে যে শেষ আশাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ব্যর্থ জীবনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে চাহিয়াছিল, সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। সে এখন কি করিবে—কোথায় যাইবে—কি লইয়া থাকিবে?

কোনরূপে আপনাকে সংযত করিয়া সে উঠিল। অধ্যক্ষের নিকট বিদায় লইয়া সে বাহির হইল। যে কুলী ষ্টেশন হইতে তাহার জিনিষ আনিয়াছিল, সে তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। অশ্রু তাহাকে জিনিষগুলি লইয়া চলিতে বলিল। কিন্তু সে কোথায় যাইবে, তাহা সে আপনি স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে প্রাঙ্গণে নামিয়াই দেখিল, এক দল ছাত্র-ছাত্রী ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছে। সেই সকল বালক বালিকাদিগকে দেখিয়া অশ্রুর মনে হইল, সে কি কোনরূপেই ইহাদিগের কাযে জীবন উৎসৃষ্ট করিয়া, সুখ না হউক, শান্তি পাইতে পারে না? বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। সে তাঁহাকে বলিল, "আমার আত্মীয়স্বজন কেহই নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, যাহার সন্ধানে আসিয়াছিলাম, সেই বালকটিকে অবলম্বন করিয়া এই স্থানে বাস করিব ও সাধ্য অনুসারে আপনাদিগের এই কাযে সাহায্য করিব। আমি কায খুঁজিতেছি; পাইতেছি না। যদি আমা হইতে আপনাদিগের কোন কায হয়, আমি সানন্দে তাহা করিতে পারি।"

এরূপ প্রস্তাব যেমন অতর্কিত, তেমনই অপ্রত্যাশিত। অধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনার প্রস্তাবে আমি অনুগৃহীত হইলাম। কিন্তু আপনার কথার উত্তর আমি আমার সহযোগীদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া দিতে পারি না। আপনি কি আজ এই স্থানে থাকিবেন?"

অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "এই অপরিচিত সহরে আমার থাকিবার স্থান পাইব কি?"

"সে ব্যবস্থা আমি করিয়া দিতেছি"—বলিয়া অধ্যক্ষ অশ্রুকে ডাক-বাংলায় লইয়া যাইলেন ও তথায় তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অপরাহ্ণে অধ্যক্ষ এক জন সহযোগিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া অশ্রুকে জানাইলেন, অশ্রুর প্রস্তাব তাঁহারা সানন্দে ও ধন্যবাদসহকারে গ্রহণ করিলেন। অশ্রু যেন অকূলে কূল পাইল। লক্ষ্যহীন জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ।

বিদ্যালয়ের পার্শ্বেই একখানি বাংলা। বাংলাখানি খালি ছিল। অশ্রু সেইখানি ভাড়া লইল এবং পরদিন তথায় উঠিয়া গেল ও বিদ্যালয়ের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

নূতন আবাসে যাইয়া অশ্রু কেবল ভাবিতে লাগিল—অশোককে কি তাহার ঠিকানা জানাইবে? সে যে কারণে যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহার মনে হইতেছিল, সে যদি অশোকের হৃদয় হইতে আপনার স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে পারিত, তবে ভালই হইত—তবেই সে অশোকের হিতসাধন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিত! কিন্তু অশোকের ও মা'র অসীম স্নেহযত্নলাভের পর সে কি নিতান্তই নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে—তাহা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? বিদায়কালে অশোকের বিষণ্ণ মুখের কথা মনে করিলে সে ভাবিত, তাহার পক্ষে সেরূপ কার্য্য সম্ভব নহে। তখন তাহার বক্ষে বেদনার চাঞ্চল্য অনুভূত হইত। তখনই তাহার মনে পড়িত, সে অশোককে বলিয়াছে—সে একটা স্থানে স্থির হইয়া বসিলে তাহাকে সংবাদ দিবে। সে প্রতিশ্রুতি সে ভঙ্গ করিতে পারিবে না—অশোক কি মনে করিবে? অশোক মনে কিরূপ ব্যথা পাইবে!

অশ্রু দুই দিন ভাবিল। শেষে তৃতীয় দিন—সে কর্ত্তব্য স্থির করিল, অশোককে পত্র লিখিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎ

অশ্রু চলিয়া যাইবার পর অশোক তাহার অভাবের স্বরূপ বুঝিতে পারিল—বুঝিল, বাস্তব কল্পনাকে পরাভূত করে। এক জনের অভাব মানুষকে কত পীড়িত করিতে পারে, সে তাহা অনুভব করিল। সে অনুভূতিতে কেবল বেদনা। অতি অল্পদিনের মধ্যে অশ্রু তাহার গৃহের ও হৃদয়ের যতখানি স্থান অধিকৃত করিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে আজ অশ্রুর নিকট হইতে দূরে থাকা ত নিতান্তই কষ্টকর। অশোকের মনে হইতে লাগিল,—তাহার জীবনের কোন লক্ষ্য নাই।

কিন্তু অশ্রু চলিয়া যাইবার পর অশোকের একটা কায জুটিল। অশ্রুর পশুপক্ষিপরিবার ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অশ্রুর সকল কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত ছিল বলিয়া সে তাহার নানা কাযের মধ্যে সেই পরিবারের তত্ত্বাবধান করিতে পারিত—প্রত্যেক জীবটিকে স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিত। শৃঙ্খলার অভাবে সে কার্য্যে অশোকের অনেক সময় লাগিত। সেই পশুপক্ষিপরিবারের তত্ত্বাবধান করিয়া ও অশ্রুর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ঝাড়িয়া, মুছিয়া, সাজাইয়া অশোকের অনেকটা সময় কাটিত।

সে কায করিয়া সে বিশেষ তৃপ্তিও অনুভব করিত। তাহার পর ভাবনা ছিল।

এইরূপে তিন দিন কাটিল। চতুর্থ দিন অশোক অশ্রুর পত্র পাইল; মা'কে বলিল, সে অশ্রুর পত্র পাইয়াছে; সে অশ্রুকে তাহার সব জিনিষ দিতে যাইবে। অশ্রুর সংবাদ পাইয়া মা একটু নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু তাহার কথা মনে হইতেই তাঁহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

অশোক সেই দিনই অশ্রুর দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রা করিল।

অশোক আপনার যাইবার কথা অশ্রুকে জানায় নাই। কিন্তু অশ্রু জানিত—অশোক আসিবে। তাই সে দিন প্রভাতেই বাংলার বারান্দায় বসিয়া সে ষ্টেশন হইতে যে পথ আসিয়াছে, সেই পথের দিকে চাহিতেছিল; আর ঘন ঘন প্রকোষ্টবদ্ধ ঘড়ীতে সময় দেখিতেছিল। সে যে সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল—দুইচারি জন যাত্রীও চলিয়া গেল।

অশ্রু ভাবিল, অশোক এ গাড়ীতে আসিল না। সে একটু হতাশ হইল, উঠিয়া ঘরে গেল—কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার বারান্দয়ে আসিল;—দেখিল—অদূরে রাস্তায় অশোক। অশোকের পশ্চাতে দুইখানি গো-যানে দ্রব্যাদি—সঙ্গে পরী।

অশ্রু বারান্দা হইতে নামিয়া প্রাঙ্গণ পার হইয়া রাজপথের পার্শ্বে প্রবেশদ্বারে উপনীত হইল। ততক্ষণে অশোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে। অশ্রুকে দেখিয়া অশোক প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। সে কোন কথা বলিতে পারিল না। অশ্রু বলিল, "এত জিনিষ আনিয়াছ!"

অশোক বলিল, "এ সবই ত তোমার।"

বাস্তবিক অশ্রুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া খাঁচার মধ্যে খরগোসগুলি কর্ণ উন্নত করিল, কয়টি গিনিপিগ ডাকিয়া উঠিল, আর পিঞ্জরমধ্য হইতে কাকাতুয়া মাথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বারান্দায় উঠিয়া অশ্রু অশোককে বলিল, "এখনও যে তোমার স্নান হয় নাই, চল স্নানের ঘর দেখাইয়া দিয়া আসি, তুমি স্নান কর, আমি চা প্রস্তুত করিতেছি।" জিনিষগুলা কোথায় সাজাইবে, পরী তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। অশ্রু তাহাকে বলিল, "আগে অশোকের স্নানের সব বাহির করিয়া দাও।" পরী তাহাই করিল। স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া অশোক দেখিল, সব আয়োজন সম্পূর্ণ রহিয়াছে। সে বুঝিল, অশ্রু তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

এ দিকে অশ্রু বারান্দায় চা প্রস্তুত করিতে করিতে কোন্ জিনিষটি কোথায় রাখিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতে লাগিল—পরী ভৃত্য ও গাড়োয়ানদিগের সাহায্যে তাহার নির্দ্দেশমত কায করিতে লাগিল।

স্নানের ঘর হইতে আসিয়া অশোক দেখিল, সব জিনিষ সাজান হইয়াছে—চা প্রস্তুত।

অশ্রু তাহাকে আসিতে দেখিয়া পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিল। অশোক চেয়ার টানিয়া বসিয়া চা পান করিতে লাগিল।

সে দিন অশ্রুর আর বিদ্যালয়ে যাওয়া হইল না। পশুপক্ষিপরিবারের ব্যবস্থা করিতে ও জিনিষগুলি সাজাইতে বেলা হইয়া গেল।

মধ্যাহ্নের পর সে অশোকের কাছে তাহার আগমনাবধি অশোকের সব কথা প্রশ্ন করিয়া জানিতে লাগিল। যেন নূতন ব্যবস্থায় সেই চির-পরিচিত পরিবার পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপ হইয়াছে, সে স্বীয় মানসপটে তাহার একখানি অক্ষুণ্ণ ছবি আঁকিয়া লইতেছিল। সংসারে কোন্ কায কে করে, মা আবার সংসারের ভার লইয়া কেমন আছেন, অশোক কি করিয়া সময় কাটায়, দাসদাসীরা কে কি কায করে, অশ্রু সব জানিয়া লইল।

কথায় কথায় কখন যে রবির কিরণ ম্লান হইয়া আসিয়াছে, অশোক তাহা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু অশ্রুর সেদিকে দৃষ্টি ছিল। সে উঠিয়া ঘরে গেল এবং একখানি টাইমটেবল লইয়া আসিল। সেখানির পাতা উল্টাইয়া একটা পৃষ্ঠা পড়িয়া অশ্রু অশোককে বলিল, "সন্ধ্যার পরই তোমার কলিকাতায় যাইবার গাড়ী। তুমি খাবার খাইয়া যাইবে, না সঙ্গে লইয়া যাইবে?"

অশ্রুর মুখে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া অশোক একটু দুঃখের স্বরে বলিল, "আমাকে তাড়াইবার জন্য কি তুমি এতই ব্যস্ত!"

অশ্রু অশোকের দিকে চাহিল; তাহার নয়নে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তাহার মুখে বেদনার ব্যাপ্তি। সে বলিল, "অশোক, তুমিও আমাকে ভুল বুঝিলে?" সে কথায় কত দুঃখ—কত অভিমান! তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া অশ্রু আবার বলিল, "অশোক, আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব; তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়া আমি সত্য

সত্যই আলয়হীন, আশ্রয়হীন হইয়াছি। তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিতে আমার যে কষ্ট হইয়াছে, তাহার তুলনায় তোমার কষ্ট—"

অশ্রু কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই অশোক বলিল, "তুমি আসিলে কেন?"

"সে কথা ত তোমাকে বলিয়াছি।"

"তুমি সমাজকে মনের অপেক্ষা উচ্চ আসন দিয়াছ।"

"সামাজিক মানুষের পক্ষে অন্য পথ নাই। আর, অশোক, যে কারণে আমি তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—আজ সেই কারণেই তোমাকে যাইতে বলিতেছি; যাইতে বলা আমার কর্ত্তব্য ও যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। সে কারণ আজ এই বিদেশে আরও প্রবল—আরও কঠোর।"

অশোক ভাবিতে লাগিল। আপনাতে ও অশ্রুতে প্রভেদ তাহার হৃদয়ে ক্রমেই সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে অশ্রুর প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমেই প্রবল ভাব ধারণ করিতে লাগিল।

তাহার পর অশ্রুর প্রস্তাবে অশোক তাহার সঙ্গে বিদ্যালয়টি দেখিতে গেল। অশ্রু তাহাকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিল, তাহাকে বিদ্যালয়ের সকল ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিল। বিদ্যালয়ের কার্য্যে অশ্রুর উৎসাহ দেখিয়া অশোক বিস্মিত হইল। অশ্রু যে কাযই করিতে যায়, তাহাতেই হৃদয়ের সমস্ত উৎসাহ ঢালিয়া দেয়। সে যে ইচ্ছা করিয়া—আপনার দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তিলাভের জন্যই সেরূপ করে, অশোক তাহা বুঝিত না। অশ্রু ও অশোক যখন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন পশ্চিম দিগন্তে দিনান্তশোভা বিকশিত হইতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অশ্রু অশোককে বলিল, "তুমি খাইয়া যাও। গাড়ীতে খাইবার অসুবিধা হইবে।"

অশোক আপত্তি করিল না।

অশোকের আহার্য্য গুছাইয়া দিয়া অশ্রু পরীর আহারের তত্ত্বাবধান করিতে গেল। পরী বলিল, "দিদিমণি, তুমি ফিরিয়া চল।"

অশ্রু কেবল হাসিল।

পরী বলিল, "তুমি না যাইলে মা'র কষ্টের সীমা থাকিবে না—সংসারে শ্রী থাকিবে না।"

অশ্রু বলিল, "পরী, কায কি কাহারও জন্য আটকাইয়া থাকে? আর আমি ত ভাসিয়া আসিয়াছিলাম, আবার ভাসিয়া গিয়াছি।"

বিদায়কালে অশ্রু অশোককে বলিল, "অশোক, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিলে আমি উপকৃত ও আনন্দিত হইব।"

অশোক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি অনুরোধ অশ্রু? অনুরোধ—না আদেশ?"

"তুমি বিবাহ কর।"

কয় মুহূর্ত্ত অশোক কোন কথা কহিতে পারিল না, তাহার পর বলিল, "এ অনুরোধ কেন, অশ্রু? মানুষকে কি বিশ্বাস করিতে নাই?"

অশ্রু বলিল, "বিশ্বাস! আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিতে পারি, তবু তোমাকে অবিশ্বাস করি না—করিতে পারি না। আমি যে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি, সে মা'র জন্য; আর আমার জন্য।"

অশোক বিস্মিতভাবে অশ্রুর দিকে চাহিল। অশ্রু বলিল, "মা'র বয়স হইয়াছে। বয়সের ধর্ম্মে—তিনি জরার আক্রমণে আক্রান্ত। তাঁহার পক্ষে সংসারের সব কায করা কষ্টকর হইয়াছে। কিন্তু তোমার জন্য তিনি শয্যাশায়ী না হওয়া পর্য্যন্ত সব কায করিবেন। তুমি তাঁহাকে সে কষ্ট হইতে অব্যাহতি দাও। আর আমি—এই কয় দিনেই আমি বুঝিয়াছি, আমি কত অসহায়। আমাকে ইচ্ছায় হউক—অনিচ্ছায় হউক, তোমার সাহায্য লইতে হইবে। আমি যদি মনে বুঝি—আমার আপদে বিপদে এক জন বন্ধুর—ভ্রাতার সাহায্য পাইব, তবে আমার পক্ষে দুশ্চিন্তার—ভয়ের দুর্ব্বহ ভার অনেকটা লঘু হইবে।"

"তোমার কি বিশ্বাস যে, আমি কখন তোমাকে আবশ্যক সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইব?"

"না। তাই আমি বলিয়াছি, আমাকে তোমার সাহায্য লইতেই হইবে। কিন্তু তুমি বুঝিয়া দেখ, তুমি বিবাহ করিলে আমার পক্ষে সর্ব্বদা তোমার সাহায্য গ্রহণ যত সম্ভব ও সহজসাধ্য হইবে, তুমি বিবাহ না করিলে তত হইবে না। আমার অনুরোধের মূলে স্বার্থ আছে, অশোক।"

অশোক কোন উত্তর করিল না; কিন্তু মনে মনে বলিল, "আমি জানি স্বার্থপরতা তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তুমি অপরের স্বার্থ—আমার স্বার্থ ও মা'র স্বার্থ মনে করিয়াই এ অনুরোধ করিতেছ।"

অশোক চলিয়া গেল।

অশ্রু সেই বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাত্রি নয়টার সময় তাহার ভৃত্য যখন তাহাকে ডাকিল, তখনও সে সেইরূপে বসিয়া আছে, আর তাহার দুই চক্ষু হইতে গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সংসারে

মা যে আর সংসারের ভার বহিতে পারিতেছেন না, তাহা পূর্ব্বের মত অবস্থায় অশোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত কি না সন্দেহ; কিন্তু এ বার—অশ্রুর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া—সে তাহা লক্ষ্য করিল; কারণ—অশ্রু তাহাকে সে কথা বলিয়া দিয়াছিল। এ বার সে লক্ষ্য করিল, মা পূর্ব্বের মত আবার সংসারের সব কায করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কষ্ট হইতেছে। জরা পূর্ব্বেই তাঁহার দেহে জড়তা আনিয়াছিল—তাহার মন আর দেহের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছিল না, তবুও তিনি অভ্যাসবশে সংসারের সব কায করিতেন। মধ্যে অশ্রু আসিয়া তাঁহার হাত হইতে সব কাযের ভার লইয়া তাঁহাকে অব্যাহিত দিয়াছিল; তাহার কাযের অভ্যাস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এখন যখন তিনি আবার নূতন করিয়া সংসারের ভার লইতে বাধ্য হইলেন, তখন কায করিতে তাঁহার কষ্ট হইতে লাগিল। তবুও তিনি কায করিতে লাগিলেন; কারণ, অশোকের কায দাসদাসী করিলে যে অশোকের পসন্দ হইবে না তিনি তাহা জানিতেন; তাই তাহার কাযের ভার দাসদাসীর হাতে দিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না।

মা'র কষ্ট লক্ষ্য করিয়া অশোক বলিত, "মা, তুমি এত কায কর কেন? চাকরচাকরাণীরা কি কায করিতে পারে না?"

মা বলিতেন, "তাহাদিগের কায কি তোর পসন্দ হয়—না তাহাদিগের হাতে তোর কাযের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি?"

অশোক বলিত, "তাহারা আমার কায ঠিক করিতে পারিবে। তুমি অত পরিশ্রম করিও না।"

মা কিন্তু সে কথা শুনিতেন না।

এক দিন অশোকের কথার উত্তরে মা বলিল, "তুই বিবাহ কর।"

অশোক বলিল, "কেন, আমি ত অনেক বার বলিয়াছি, চাকররা আমার কায ঠিক করিতে পারে।"

মা বলিল, "কিন্তু আমাকেও যে কেহ না দেখিলে আর চলে না।"

মা'র এই কথা অশোকের কাছে তীব্র তিরস্কারের মত বোধ হইল। সত্যই ত সে মা'র প্রতি কর্ত্তব্যের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে! সে আপনার কক্ষে যাইয়া ভাবিতে লাগিল। অশ্রু তাহার বিবাহের সপক্ষে দুইটি যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিল—সে সেই দুইটি যুক্তির কথা ভাবিতে লাগিল। উভয় যুক্তির সারবত্তা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। সেই দিন সে অশ্রুর একখানি পত্র পাইল। তাহার টাকার সুদ বাহির করিতে হইবে; সে অশোককে তাহার সেই কাযটুকু করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে; আর লিখিয়াছে, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাকে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তোমার সাহায্য লইতে হইবে।" অশোকের মনে হইল, অশ্রুর সকল যুক্তিই অকাট্য।

এখন তাহার কর্ত্তব্য কি, অশোক তাহাই ভাবিতে লাগিল; কিন্তু ভাবিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না।

এদিকে সে যে বিবাহে আপত্তি প্রকাশ করে নাই তাহাই মা'র আশার প্রাসাদরচনা করিবার ভিত্তি হইল। কিন্তু মা কোন বিষয়েই আপনার বিশ্বাস পর্য্যাপ্ত মনে করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এ বারও তিনি সেই দৌর্ব্বল্যটুকু পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি "খোকার ঝিকে" ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। অশোক বিবাহের প্রস্তাবে আপত্তি করে নাই—অশ্রু যাইবার পরই তাহার মতে এই পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে—অশ্রু তাহারই কথায় অশোকের গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার বুদ্ধির প্রখরতায় সন্দেহের আর অবকাশ নাই—ইহা মনে করিয়া "খোকার ঝি" অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিল এবং সে কথাটা মা'কে বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিল, "দেখিলে, মা, অশ্রু দিদিমণি যাইতে না যাইতে ত দাদা বাবুর সুবুদ্ধি হইয়াছে। ভাগ্যে আমি সে দিন সে কথা বলিয়াছিলাম! তা তুমি আবার আমার উপর রাগ করিয়াছিলে!" ঝির এ কথা কিন্তু মা'র ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "ছিঃ "খোকার ঝি," অমন কথা মুখে আনিতে নাই। অশ্রুর অপরাধ কি? বাছার কথা মনে করিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।" "খোকার ঝি" বিরক্তিব্যঞ্জক ভাবে বলিল, "তুমি ত ঐরূপ বুঝাই বুঝিয়া থাক। কিন্তু সে দিন দুর্গামোহন বাবুর বাড়ীর গিন্নী-মা ও কথা বলিলেন কেন?" মা বলিলেন, "যাহারা কিছু জানে না, তাহারা যাহা বলে বলুক, আমি সে কথায় কাণ দিব না। তুমি ও কথা আর কখনও বলিও না।" বলা বাহুল্য, এ কথা "খোকার ঝির" ভাল লাগিল না। সে উঠিয়া গেল।

মা বিপদে পড়িলেন, তিনি কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, মেজ জ্যেঠাইমা'কে আসিতে লিখিবেন। মা মনে করিলেন, তিনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিতে পারিবেন। মেজ জ্যেঠাইমা'কে আসিতে লিখিবার আরও একটা কারণ ছিল, সেটা প্রকাশ করিতে মা'র সঙ্কোচ ও আপত্তি থাকিলেও সেটা কোনরূপেই নগণ্য নহে। তিনি কথায় কথায় এক দিন মা'কে বলিয়াছিলেন, "দেখ ছোট বৌ যাহাই করিস্, অজাতির মেয়ে বধূ করিস্ না, অশোকের বিবাহের সময় এ কথাটা মনে রাখিস্।" সে কথাটা মা ভুলেন নাই; কারণ, কথাটা মা'র মনের মত হইয়াছিল। স্বামীর ধর্ম্মই স্ত্রীর ধর্ম্ম, এই বিশ্বাসবশে তিনি কোনরূপ বিচার বা বিবেচনা না করিয়া, স্বামীর গৃহীত ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কারগুলি বর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। তাই অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার ভাল লাগিত না।

সেই জন্য মেজ জ্যেঠাইমা'র কথা মা'র মনের মত হইয়াছিল। জিদ করিয়া অগ্রণী হইয়া কোন কায করিবার সাহস মা'র ধাতুতে ছিল না। তাই তিনি মনে করিলেন, মেজ জ্যেঠাইমা'র উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। তিনি তাঁহাকে আসিতে পত্র লিখিলেন।

মা'র স্নেহ যেমন তাঁহার সংসারটিতেই নিবদ্ধ ছিল, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র যেমন গৃহের প্রাচীর অতিক্রান্ত করে নাই—তাঁহার কল্পনাও তেমনই কখনও অভিজ্ঞতাসীমার বাহিরে যায় নাই। মা অশোকের বিবাহের কথা যতই মনে করিতে লাগিলেন, ততই স্বামীর বন্ধু দুর্গামোহন বাবুর সেই কন্যাটির কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বাসন্তীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, সে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অশোকের স্ত্রী হইবার উপযুক্ত।

মা'র পত্র পাইয়াই মেজ জ্যেঠাইমা আসিবার উদ্যোগ করিলেন ও কয় দিনের মধ্যেই সব গুছাইয়া গোপালের সেবার ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

মেজ জ্যেঠাইমা'কে পাইয়াই "খোকার ঝি" তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহার বুদ্ধিতেই অশ্রু চলিয়া গিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে অশোকের মত হইয়াছে। কথাটা প্রথমে মেজ জ্যেঠাইমা'র বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল। কিন্তু মা'র কাছে সব কথা শুনিয়া তিনি যখন অশ্রুর জন্য চক্ষুর জল ফেলিলেন, তখন "খোকার ঝি" হতাশ হইয়া ভাবিল, ইহাদিগের সকলেরই বুদ্ধি সমান।

এ দিকে মা'র কাছে সব কথা জানিয়া মেজ জ্যেঠাইমা জিদ করিয়া অশোককে ধরিলেন, তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে। অশোক সম্মতি জানাইল না, কিন্তু তাহার আপত্তির অভাবই সম্মতিজ্ঞাপক ধরিয়া লইয়া তিনি বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি মা'র সঙ্গে যাইয়া বাসন্তীকে দেখিয়া আসিলেন; তাহার সহিত অশোকের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

অশোকের হৃদয়ে যে চাঞ্চল্য তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই—উপায় নাই। সে মনে করিতেছিল, সে এত দিন মা'র প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়াছে —মা'কে বেদনা দিয়াছে। সে আপনার দিকে না চাহিয়া—আপনার কথা না ভাবিয়া এখন সেই কর্ত্তব্যপালনে কৃতসঙ্কল্প হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করিল, সে অশ্রুর অনুরোধ রক্ষা করিবে। অশ্রু তাহাকে বুঝাইয়াছে, সে বিবাহ করিলেই সেই স্বজনবিহীনার অধিক উপকার করিতে পারিবে।

অশোক যে "আজ কালকার ছেলেদের" মত আপনার বিবাহে আপনি কোন উদ্যোগ করিল না, তাহাতে তাহার প্রতি মেজ জ্যেঠাই মা'র স্নেহ আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি তাহার গুণে মুগ্ধা হইলেন। তিনি তাহার বিবাহের সব বন্দোবস্ত করিলেন।

স্থির হইল, ফাল্গুনের মধ্যভাগে বাসন্তীর সহিত অশোকের বিবাহ হইবে।

মেজ জ্যেঠাইমা'র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মা অশ্রুকে পত্র লিখিলেন,—অশোকের বিবাহে তাহাকে আসিতে হইবে।

* * * *

মা'র পত্র পাইয়া অশ্রু যেন কতকটা শান্তি অনুভব করিল। যাহার যত্নে যাহার স্নেহে—ভালবাসায় সে যন্ত্রণাময় জীবনে কিছু শান্তি—কিছু সুখ লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য সেই অশোকের জীবন যে মরুভূমি হইতেছে, এ চিন্তায় সে কেবলই বেদনা অনুভব করিয়াছে। সে জন্মদুঃখিনী, কেন আসিয়া অশোকের জীবনে উপনীতা হইয়াছিল? সে জন্য সে কিছুতেই আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। তাই অশোকের বিবাহ হইবে জানিয়া সে যেন মনে করিল, তাহার দুশ্চিন্তার ভার লঘু হইল। সে যেন কতকটা নিশ্চিন্তও হইল।

অশ্রু স্থির করিল, সে অশোকের বিবাহে কলিকাতায় যাইবে। অশোকের বৌ কেমন হইবে, সে তাহার সঙ্গে কিরূপ ভাবে মিশিবে, তাহাকে কত ভালবাসিবে, অশ্রু সেই সব কথা ভাবিতে লাগিল। নূতন স্থানে আসিয়া অশ্রু নূতন কাযে জড়াইয়া পড়িতেছিল। কয়টি বালক-বালিকাকে সে আপনার কাছে রাখিয়াছিল। সে কলিকাতায় যাইবে বলিয়া তাহাদিগের জন্য সব আবশ্যক ব্যবস্থা করিল। ক্রমে অশোকের বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিল। অশ্রুরও যাইবার ব্যবস্থা শেষ হইল।

যে দিন অশ্রু যাত্রা করিবে, সে দিন সে আপনার ব্যাগটি গুছাইয়া লইয়া ভৃত্যদিগকে আর এক বার তাহার পশুপক্ষিপরিবারের সব ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিল। সে কয় দিন হইতেই তাহাদিগকে সে কার্য্যে শিক্ষিত করিতেছিল। বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষয়িত্রী এ কয় দিন তাহার গৃহে থাকিবেন, স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। এমন সময় ডাকহরকরা পত্র লইয়া আসিল। পত্রের খাম দেখিয়াই অশ্রু বুঝিল, অশোকের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র। সে সেই পত্রের খামখানি খুলিয়া পত্র পড়িল; দুর্গামোহন বাবুর মধ্যমা কন্যার সহিত অশোকের বিবাহ। তাহার মনে পড়িল, যে সন্দেহের দারুণ দংশন তাহাকে অশোকের গৃহ ত্যাগ করাইয়াছিল, দুর্গামোহন বাবুর গৃহেই তাহার উৎপত্তি। সে সন্দেহ হয়ত নববধূরও অজ্ঞাত নহে। অশ্রুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

শিক্ষয়িত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসিলেন যে?"

অশ্রু উত্তর করিল, "শরীর বড় অসুস্থ বোধ হইতেছে। আজ আর যাইতে পারিব না।"

অশ্রু যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার গমনের প্রতিকূল যুক্তিগুলি তাহার মনে ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে ত কর্ত্তব্য বুঝিয়াই অশোকের গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। তবে সে কি আবার তথায় যাইবে? বাসন্তী তাহাকে কি ভাবে দেখিবে—কি ভাবিবে, কে বলিতে পারে?

অশ্রু আপনার হৃদয়ে বিষম বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে রুদ্ধ বেদনার করুণ ক্রন্দন যেন কেবলই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু সে কাঁদিতে পারিতেছিল না। তাই তাহার যাতনা কেবলই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

আজ সে কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছিল না; কিছুতেই আপনার হৃদয়ের চাঞ্চল্য প্রশমিত করিতে পারিতেছিল না। আজ তাহার মন যেন ধৈর্য্যের কোন যুক্তিই মানিতে চাহিতেছিল না; কেবলই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল।

অশ্রু বহুক্ষণ এই অবস্থায় দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিল। তাহার পর তাহার ধৈর্য্যেরই জয় হইল; সে স্থির হইল। স্থির হইয়া সে মা'কে পত্র লিখিল; সে বিশেষ কারণে অশোকের বিবাহে যাইতে পারিল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে অশোকের পত্নীর জন্য একখানি অলঙ্কার উপহার পাঠাইয়া দিল। তবুও অশ্রুর চঞ্চল চিত্ত শান্ত হইল না। সে স্থির হইল, কিন্তু কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না। সমস্ত দিন নানারূপ চিন্তায় কাটাইয়া সে রাত্রিতে শয়ন করিতে গেল; কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। বিনিদ্র রজনীতে তাহার জীবনের সব কথা আবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রভাতে যখন বিনিদ্র রজনীর কালিমা মুখে মাখিয়া সে বাহিরে আসিল, তখন তাহার মস্তকে বিষম যন্ত্রণা। তখন তাহাকে দেখিয়া ভৃত্যগণ ও তাহার আশ্রিত বালকবালিকারা বিস্ময়ে এ উহার দিকে চাহিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পতি-পত্নী

বসন্তের পর বসন্ত আসিয়া তাহার ফুলের হাসি ও মলয়ের স্পর্শ লইয়া ফিরিয়া গিয়াছে; তাহার পর বর্ষার স্নিগ্ধ বর্ষণ নিদাঘের তাপহরণ করিয়া ধরণী স্নিগ্ধ করিয়াছে। শরতের আকাশে বর্ষণলঘু মেঘের গতায়াত—আলোকে ও ছায়ায় লুকোচুরী। বাতাস এখনও বাষ্পপূর্ণ, কিন্তু শীতল নহে!

মধ্যাহ্নে বাসন্তী স্বামীর বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল,—অঙ্কে দুই মাস মাত্র বয়স্ক দুহিতা; বাসন্তী অশোকের হৃদয়ের ও সংসারের অভাব ঘুচাইয়া—উভয় স্থানেই স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মা কিন্তু তাহার উপর সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই—অশোকের কন্যা তাঁহাকে নূতন করিয়া কাযে নিযুক্ত করিয়াছে।

অশোকের সব কায ক্রমে অশ্রুর হস্তগত হইলে সে যেমন নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, এখন আবার সে তেমনই নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। সে বাসন্তীকে ভালবাসিয়া ও তাহার ভালবাসা পাইয়া যে সুখলাভ করিয়াছে, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। প্রেম যৌবনের ধর্ম্ম; মানুষ চেষ্টা করিয়া তাহার বিকাশ বিকৃত বা বিলম্বিত করিতে পারে, কিন্তু বিনষ্ট করিতে পারে না। সুযোগ পাইলেই সে মানব-হৃদয়ে আত্মবিকাশ করে। বাসন্তীকে পাইয়া অশোকের প্রেম আত্মবিকাশ করিয়াছে। আবার তুষারাচ্ছন্ন কুসুম কলিকা যেমন বিলম্বে বিকশিত হয় বলিয়াই দেখিতে দেখিতে সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে পূর্ণতা লাভ করে, অশোকের প্রেম তেমনই বিলম্বে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল বলিয়াই বুঝি অত্যল্প কালেই পূর্ণতায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। বাসন্তীও স্বামীর সেই পরিপূর্ণ প্রেম লাভ করিয়া আপনাকে অসামান্য সুখে সুখী মনে করিয়াছে। তাহার পর তাহাদিগের এই প্রথম সন্তানের প্রতি অপরিসীম স্নেহ যেন পতিপত্নীর প্রেমবন্ধন আরও দৃঢ—আরও নিবিড় করিয়াছে।

স্বামিস্ত্রীতে কথা হইতেছিল, এমন সময় পরী কয়খানি পত্র লইয়া আসিল।

অশোক ক্ষিপ্রহস্তে পত্রগুলি বাছিয়া একখানির খাম খুলিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিয়া বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি অশ্রুর পত্র?"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে অশোক বলিল, "হাঁ।"

"সে আমি ভাবেই বুঝিয়াছি।"

ততক্ষণে অশোকের সে পত্র-পাঠ শেষ হইয়াছে। সে বলিল, "কেমন করিয়া বুঝিলে?"

অশ্রুর পত্র পাইলে তোমার মুখে চক্ষুতে একটু আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠে। তুমি তাহা গোপন করিতে পার না।"

"গোপন করিব কেন, বাসন্তী? তোমার কি তাহাতে ঈর্ষ্যা হয়?"

বাসন্তী হাসিয়া বলিল, "হয় না? অশ্রু আমার পূর্ব্বে তোমার ভালবাসা পাইয়াছে।"

অশোকের মুখ গম্ভীর হইল। সে বলিল, "বাসন্তী, তুমি কি সত্যই এই কথা মনে কর?"

বাসন্তী স্বামীর ভাবান্তর দেখিয়া লজ্জিতা হইল, বলিল, "আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম।"

তবুও স্বামীর মুখের গম্ভীরভাব দূর হইল না দেখিয়া সে বলিল, "যদি আমার কোন সন্দেহ থাকিত, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে সন্দেহ মিটাইয়া লইতাম। তুমিই ত আমাকে শিখাইয়াছ, সন্দেহ যখন উপস্থিত হয়, তখনই না মিটাইলে অকারণ অনর্থ সংঘটিত হয়। তাই আমি কোন বিষয়ে সন্দেহের কারণ ঘটিলেই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।"

অশোক বলিল, "সত্য। কিন্তু এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা কর নাই বলিয়াই আমার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলা কর্ত্তব্য ছিল।"

"আমি মা'র কাছে অশ্রুর সব কথা শুনিয়াছি।"

"মা সব কথা জানেন না। তাহার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণ মা জানেন কি না সন্দেহ। আমি আজ তোমাকে সে সব কথা বলিব।"

স্বামীর মুখভাবে বাসন্তী বুঝিল, সে কথায় স্বামীর হৃদয়ে বেদনা বাজিয়া উঠিবে। তাই সে এক বার মনে করিল, বলে—তাহার সে কথা শুনিয়া কায নাই। কিন্তু সে কথা জানিবার জন্য তাহার হৃদয়ে যে কৌতূহল জাগিয়াছিল, সে তাহা দূর করিতে পারিল না।

অশোক বলিল, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিতে পারি যে, তাহার জীবনের কথা শুনিলে তুমি তাহার প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে পারিবে না। তোমার নারীহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি তাহাকে তোমার হৃদয়ের কূলে আনিয়া দিবে। তুমি স্নেহভরে তাহাকে ভগিনী ভাবিয়া চুম্বন করিতে চাহিবে।"

অশোকের এই কথায় বাসন্তীর কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। সে বলিল, "অশ্রু কি এমনই রহস্যময়ী?"

তখন অশোক তাহার ষ্টীমার-যাত্রা হইতে নদী-তীরে অশ্রুর সংজ্ঞাশূন্য দেহপ্রাপ্তি হইতে সকল কথা বলিতে লাগিল। অশ্রুর ব্যবহার, তাহার আপনার অনুভূতি, কোন কথাই সে ভুলে নাই—কোন কথাই সে বলিতে ভুলিল না। তাহার পর তাহাদিগের কলিকাতায় আগমন, তাহার নানা কার্য্যে অশ্রুর সাহায্য ও সাহচর্য্য, সব কথা বলিয়া সে অশ্রুর নিকট তাহার বিবাহের প্রস্তাবের বিবরণ বিবৃত করিল।

অশ্রুর ব্যবহার, তাহার প্রকৃতি, বাসন্তী এ সকলের কথা যাহা শুনিল, তাহাতে অশোকের পক্ষে অশ্রুর প্রতি আকর্ষণ তাহার অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হইল। ইহাতে তাহার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার কোনরূপ কারণ দেখা গেল না।

তাহার পর অশোক অশ্রুর নিকট শ্রুত তাহার জীবনকথা বিবৃত করিতে লাগিল। অশ্রুর পিতার

মৃত্যুকালের কথা শুনিয়া বাসন্তীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। অশ্রুর গগন বাবুর গৃহের অবস্থানের ও বিদ্যালয়ে পাঠের কথা শুনিয়া বাসন্তী বলিল, "আমি অশ্রুকে চিনি। মা'র ঘরে তাহার ছবি দেখিয়া আমার কেবলই মনে হ'ত, এ মুখ আমার পরিচিত। কিন্তু আমি এত দিন স্থির করিতে পারি নাই, কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি। অশ্রু আমাদিগেরই সঙ্গে পড়িত। কিন্তু সে ক্লাসে বসিত না, বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে বসিয়া পড়িত, তাই আমাদিগের কাহারও সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল না, পরিচয়ও বড় ছিল না। বিশেষ তাহার মুখের বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিনীদিগের ভাল লাগিত না; আমাদিগের তখন যে বয়স, তাহাতে সে ভাব আমাদিগের পক্ষে কেমন অস্বাভাবিক বোধ হইত।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "এখন কি বয়স অনেকটা বাড়িয়াছে?"

বাসন্তী বলিল, "বাড়িয়াছে বই কি? তাহার পর কি হইল বল।"

গগন বাবুর স্নেহহীন গৃহে সেই স্নেহলালিতার মর্ম্মবেদনার কথা শুনিয়া, বাসন্তী আপনার হৃদয়ে বেদনার অনুভূতি বোধ করিল। তাহার পর অশোক তাহার বিবাহের কথা বলিল। শুনিয়া বাসন্তী বলিল, "বুঝি এত দিনে তাহার দুঃখের অবসান হইল?"

অশোক বলিল, "না, এত দিনে তাহার জীবনের নিদারুণ বেদনার—তাহার জীবনব্যাপী যাতনার আরম্ভ হইল।" সে অশ্রুর স্বামীর জীবনকথা ও অশ্রু কি প্রকারে সে কথা জানিতে পারিল, তাহা বিবৃত করিল।

বাসন্তী স্তম্ভিত হইয়া প্রস্তর-পুত্তলের মত বসিয়া রহিল; তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না। তাহার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় সে মানব-চরিত্রের অন্ধকার অংশের পরিচয় পায় নাই। মানুষ যে এমন ভাবে মানুষকে প্রতারিত করিতে পারে, এক জনের জীবন মরুভূমিতে পরিণত করিতে পারে, তাহা সে উপন্যাসের কল্পনারাজ্য ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব বলিয়া মনে করিত। আজ সে বুঝিল, সত্য অনেক সময় কল্পনাকে পরাজিত করে।

তাহার ভাব দেখিয়া অশোক বলিল, "কি ভাবিতেছ, পুরুষের প্রতি কি তোমার অবিশ্বাস জন্মিতেছে?

'ফেলিও না দীর্ঘশ্বাস রমণীরা আর,
চিরদিন প্রবঞ্চক পুরুষসকল।
এক পদ জলে, স্থলে অন্য পদ তা'র
একে কভু রত নহে, নিয়ত চঞ্চল।'

কবি সেক্সপিয়ারের সেই কথা কি মনে পড়িতেছে?"

বাসন্তী বলিল, "না, এক জন পুরুষের দুর্ব্যবহারে যদি পুরুষ জাতির প্রতি অবিশ্বাস হয়, তবে সে বিশ্বাস সন্দেহের চঞ্চল বালুর উপরই স্থাপিত। অপরাধ পুরুষেরও হয়, রমণীরও হয়। অধমকে দিয়া বিচার করিতে নাই,—উত্তমকেই বিচারের আদর্শ করিতে হয়। অশ্রুর পতিও পুরুষ, তুমিও পুরুষ।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "আমি কি তোমাকে প্রতারিত করিতে পারি না?"

বাসন্তী দৃঢ়ভাবে বলিল, "না।" প্রণয়সঞ্জাত এইরূপ বিশ্বাস পৃথিবীতে অক্ষয় সুখের কারণ। যে এ সুখে বঞ্চিত—সে দুর্ভাগ্য।

বাসন্তী যখন তাহারই পিতৃগৃহে ব্যক্ত সন্দেহের কথা শুনিয়া অশ্রুর ব্যবহারের বিবরণ শুনিল, তখন অশ্রুর বেদনায় তাহার হৃদয় চঞ্চল ও অশ্রুর ব্যবহারে তাহার হৃদয় প্রশংসায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "অশ্রু তাহার জীবনে তাহার পিতার আশীর্ব্বাদ সার্থক করিয়াছে, সে অশ্রুরই মত পবিত্র।"

তাহার পর অশোক অশ্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে অশ্রু তাহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল, অশোক সে কথা বলিয়া নীরব হইল। তখন বাসন্তী কক্ষপ্রাচীরে বিলম্বিত অশ্রুর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিতেছে। সে তখন অশ্রুকে একান্তই আপনার ভাবিয়াছে। চুম্বন সুলভ—অশ্রু দুর্ল্লভ সে অশ্রুর জন্য সেই দুর্ল্লভ দ্রব্য দান করিল। সে তাহার কোমল হৃদয়ে অশ্রুর জীবনের বিরাট শূন্যতা অনুভব করিয়া ব্যথিত হইল; অশোককে বলিল, "এমন লোকের ভাগ্যে এত দুঃখ-ভোগ কেন?"

অশোক সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বাসন্তী বলিল, "ঘটনার স্রোতঃ যখন তাহাকে তোমার জীবনকূলে উপনীত করিয়াছে, তখন আমরা তাহার জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তাহাকে শান্তি দিতে চেষ্টা করিব। আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিব।"

অশোক বলিল, "সে কি আর আসিবে?"

"কেন আসিবে না? আমি তাহাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়া আনিব—বাঁধিয়া রাখিব। তুমি আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল।"

অশোক বাসন্তীর ক্রোড় হইতে কন্যাকে লইয়া হাসিয়া বলিল, "ইহাকেও লইয়া যাইবে না কি?"

বাসন্তী বলিল, "হাঁ আমি যদি একা না পারি, আমরা দুইজনে তাহাকে ফিরাইয়া আনিব। সে আর পলাইতে পারিবে না।"

"ভাল। মা কখনও পশ্চিমে যায়েন নাই। আমিও যে বড় গিয়াছি, এমন নহে। পশ্চিমে বেড়াইয়া আসিলে, তোমার শরীরও সবল হইবে। চল, সকলে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় অশ্রুর কাছে যাইব।"

"কবে যাইবে?"

"সব ব্যবস্থা করিয়া যাইতে যাইতে শীত আসিয়া পড়িবে; তখন শিশুকে লইয়া বেড়ান অসুবিধাজনক হইবে। শীতের শেষেই আমরা বাহির হইব।"

"সে যে অনেক বিলম্ব হইবে।"

"দেখিবে, মা'র গুছাইতে বিলম্ব হইবে। আর আমরা যখন দূর পথ ঘুরিব, তখন কন্যারত্ন আর একটু বড় হইলেই ভাল হয়।"

"তবে সেই ব্যবস্থাই কর।"

স্থির হইল, সকলে বসন্তের আরম্ভেই বাহির হইয়া ভারতের নানাস্থান দেখিয়া অশ্রুর আশ্রমে আসিবেন।

——

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

স্রোতের শৈবাল

শীতের প্রকোপ প্রশমিত হইলেই অশোক মা'কে, বাসন্তীকে ও কন্যাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইল। সে সব রেলপথের বিবরণ-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ভারত-ভ্রমণের একটা বিস্তৃত ও জটিল ব্যবস্থা ছকিয়া লইয়াছিল। বাসন্তী ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা ছোট তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিল। অশোক তাহাতে আপত্তি করিল, বাহির হওয়া বিরাট ব্যাপার—একেবারে সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া আসাই ভাল; তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া স্মৃতির জাবর-কাটা যাইবে। বাসন্তী বলিল, "তাহা হইলে কোন স্থানই ভাল করিয়া—দেখার মত করিয়া দেখা হইবে না। গরমও পড়িয়া যাইবে; তখন ভ্রমণ সুখদ ত হইবেই না, পরন্তু কষ্টকর হইয়া উঠিবে।" অশোক তর্কে পরাজিত হইয়া বাসন্তীর মতেই মত দিল। কিন্তু বাসন্তী "খোকার ঝির" সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। সে এই সুযোগে তীর্থদর্শন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ যে দিকে যত তীর্থস্থানের নাম শুনিয়াছিল, সে সকল স্থানই দ্রষ্টব্য-স্থানের তালিকাভুক্ত করিতে প্রয়াস করিল। আবার ভারতে শিল্প অধিকাংশস্থলে দেবায়তনেই বিকশিত হইয়াছে, শিল্প হিসাবে তীর্থস্থানগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। সুতরাং বাসন্তীও ইচ্ছা করিয়া কতকগুলি তীর্থস্থান তালিকাভুক্ত করিয়া লইল। এইরূপে পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া একটা পরিবর্ত্তিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া লইয়া অশোক বাহির হইল; ফিরিবার পথে অশ্রুর গৃহে যাইবে।

কিন্তু অশোকের সব স্থান দেখা হইল না। প্রথম কারণ, সে যে স্থানেই যাইত, সেই স্থানেই দ্রষ্টব্য দ্রব্যগুলি এমন খুঁটাইয়া দেখিত যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুলাইত না। দ্বিতীয় কারণ, মধ্যপথ হইতে সে ও বাসন্তী উভয়েই অশ্রুর কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। মা কখনও দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেন নাই, তিনি ভ্রমণে শ্রান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনিও অশোক ও বাসন্তীর মতে মত দিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া, "খোকার ঝি"ও "দেবতা না ডাকিলে কি কেহ তাঁহার দর্শন পায়" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সেই মতে মত দিল। অশোক সকলকে লইয়া অশ্রুর গৃহাভিমুখগামী হইল।

অশোক যখন সকলকে লইয়া অশ্রুর গৃহে উপনীত হইল, তখন বেলা প্রায় আটটা। অশ্রু বারান্দায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল; তাহাদিগকে দেখিয়া নামিয়া আসিল। সে মা'কে প্রণাম করিল, মা'র কুশলপ্রশ্নের উত্তর দিয়া বাসন্তীকে বলিল, "আপনি যে আসিয়াছেন, ইহা আমার বড় সৌভাগ্য।"

বাসন্তী বলিল, "এ সব কথাতেই আমার আপত্তি আছে। প্রথম আপত্তি, তুমি আমাকে আপনি বলিতে পাইবে না। দ্বিতীয় আপত্তি, আমার আগমনটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, সুতরাং সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে।"

অশ্রু বাসন্তীর কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল—ইহার সঙ্গে ব্যবহারে সাবধান হইতে হইবে না।

অশোক হাসিতে লাগিল।

অশ্রু বলিল, "মানুষের বাড়ী যে মানুষ আইসে, সেই ত সৌভাগ্য।"

বাসন্তী বলিল, "যদি তাহাই হয়, তবে আমরা সে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত কেন? তুমি ত যাও না।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, অশ্রু?"

অশ্রু হাসিয়া বলিল, "বাসন্তী বাড়ীতে পা দিতে না দিতে আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়াছে, আমি যাই না কেন।"

মা বলিলেন, "সে ঝগড়া যে আমিও করিব।"

অশ্রু বলিল, "তবে আমি আগেই হারি মানিলাম।

এই সময় "খোকার ঝি" অগ্রসর হইয়া অশোকের মেয়েকে দেখাইয়া অশ্রুকে বলিল, "দিদিমণি, এই দেখ, দাদা বাবুর মেয়ে।"

অশ্রু তাহাকে বক্ষে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

বারান্দায় উঠিয়া অশ্রু প্রথমে মা'কে একটি ঘরে বসাইয়া রাখিয়া আসিল, তাহার পর জিনিষগুলি সাজাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। বাসন্তী বলিল, "আমি সব ঠিক করিতেছি। তুমি যতই চেষ্টা কর, আমাকে পর করিয়া দিতে পারিবে না।"

অশ্রু হাসিয়া বলিল, "আমার কি আপনার কেহ থাকিতে পারে?"

"সকলেই তোমার আপনার। তোমার পর কেহ থাকিতে পারে না।"

অশ্রু সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল; অত্যল্পকাল মধ্যেই যে যাহার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। মধ্যাহ্নে মা ঘুমাইয়া পড়িলেন, দাসদাসীরা বিশ্রাম করিতে গেল; অশ্রু, অশোক ও বাসন্তীকে বলিল, "তোমরা বিশ্রাম করিবে না?"

অশোক বলিল, "অশ্রু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

অশ্রু অশোকের মুখের দিকে চাহিল।

অশোক একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর বলিল, "তোমার স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

অশ্রুর মুখভাব প্রবল মানসিক উত্তেজনাব্যঞ্জক হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি কি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছ?"

"হাঁ। কার্লীর গুহামন্দির দেখিতে যাইবার সময় পথে মেয়েটির সামান্য অসুখ বোধ হওয়ায় আমি স্থানীয় ডাক্তারকে আনইয়াছিলাম। আসিলে দেখিলাম, তিনি বাঙ্গালী। কথায় কথায় আমার সন্দেহ হইল। তখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া আমি তাঁহার পরিচয় জানিলাম।"

"তুমি তাঁহাকে আমার কথা বলিয়াছ?"

"না। তোমাকে বলিয়া তবে তাঁহাকে সংবাদ দিব।"

"তিনি কি আমার কোন সন্ধান লয়েন নাই?"

"তিনি বলিলেন, তিনি ভাসিয়া যাইতেছিলেন, পথে কোন নৌকার লোক তাঁহাকে তুলিয়া লয়। তিনি প্রথমেই গোপনে আবাদে সন্ধান লইয়াছিলেন; শুনিয়াছিলেন, সকলে নৌকা ডুবিতে মরিয়াছে। তখন তিনি হৃতসর্ব্বস্ব—দুর্ভাগ্যের দারুণ আঘাতে চঞ্চলচিত্ত। তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া আইসেন; নানা স্থান ঘুরিয়া শেষে সেই স্থানে ডাক্তারী করিতেছেন।"

"এত দিন তিনি আর কোন সন্ধানই করেন নাই!"

"না। কিন্তু—"

"কি, অশোক?"

অশোক তথাপি কিছু বলিল না—দেখিয়া অশ্রু বলিল, "আমার কাছে কিছু গোপন করিও না।"

অশোক বলিল, "কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি আবশ্যক অনুসন্ধান করেন নাই—ইচ্ছা করিয়াই অনুসন্ধান করেন নাই।"

"কেন?"

"তিনি জীবনের যে অংশ গোপন করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, তুমি সে অংশ জানিতে পারিয়াছিলে। তোমার ও তাঁহার মধ্যে সঙ্কোচের—অবিশ্বাসের একটা ব্যবধান জন্মিয়াছিল। এখন তিনি সমস্ত অতীত জীবন দুঃস্বপ্নের মত বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতি দূরদেশে অন্য জাতীয়াকে বিবাহ করিয়া আবার সাংসারিক সুখলাভে সচেষ্ট হইয়াছেন।"

অশ্রুর মুখে বেদনার বিকাশ দেখা গেল। সে স্থির ভাবে বলিল, "তুমি তাঁহাকে আমার কথা না বলিয়া ভালই করিয়াছ।"

অশোক বলিল, "কিন্তু আমি বলিব।"

"কেন?"

"তিনি কেন এমন কায করিয়াছেন?"

অশ্রু প্রশান্তভাবে বলিল, "সংসারে সকলেই ত সুখের সন্ধান করে।"

অশোক উত্তেজিত ভাবে বলিল, "কিন্তু এ সুখ লাভে তাঁহার অধিকার নাই।"

অশ্রুর ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "কিন্তু অধিকার বিচারের অধিকারী কে, অশোক? আমার মত যাহার জীবনের কোন লক্ষ্য নাই, কোন সার্থকতা নাই, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কি অধিকার আছে?"

"কিন্তু তুমিই ত বলিয়াছিলে, সমাজে থাকিতে হইলে সমাজের শাসন মানিতেই হইবে।"

"সে কথা সত্য, কিন্তু সমাজের সম্বন্ধে আমি মৃত। আর এ স্থলে সে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া লাভ কি?"

"প্রতারণার প্রশ্রয় দেওয়াই কি সঙ্গত?"

"তুমি বলিবে, তাঁহার এ বিবাহ অসিদ্ধ। কিন্তু তাহা অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়া কি লাভ হইবে? আমার জীবনে সুখলাভ নাই বলিয়া আমি কেন আর এক জনের বা একাধিক ব্যক্তির সুখের দীপ নির্ব্বাপিত করিব? আমি কেন প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিব? তাহাই কি মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, কিন্তু আমি কাহারও সুখ-লাভে অন্তরায় হইব না।"

অশোক তথাপি তাহার মত গ্রহণ করিল না।

তখন অশ্রু উঠিয়া দাঁড়াইল—বলিল, "অশোক, তুমি আমার ভ্রাতার অধিক। তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ—শেষ অনুরোধ, তুমি তাঁহাকে আমার কথা বলিও না—আমাকে অজ্ঞাতভাবেই জীবন যাপন করিতে দাও।" বাসন্তীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "তুমি আমার হইয়া অশোককে অনুরোধ কর—আমি যে বিস্মৃতির অন্ধকারে শান্তির সন্ধান করিতেছি, আমাকে সেই অন্ধকারেই থাকিতে দাও।"

অশোক বলিল, "তুমি কি এই জীবনেই সুখ পাইয়াছ—সুখ পাইবে?"

অশ্রু বলিল, "না। আমি সুখের আশা করি না। আমি শান্তির সন্ধান করিতেছি—আমি দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনার চঞ্চল তরঙ্গ-তাড়নে কাতর—এক আশ্রয়ের পর অন্য আশ্রয়ে ফিরিয়া ফিরিয়া শ্রান্ত—আমাকে আবার তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত করিও না—আবার আশ্রয়চ্যুত করিও না। আবার পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত। বুঝি আমারও সহ্যসীমা শেষ হইয়াছে।"

অশ্রু শ্রান্তভাবে আসনে বসিয়া পড়িল।

অশ্রুর কাতর অনুনয়ে—তাহার মুখের কাতর ভাবে অশোকের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল। সে বলিল, "যাহা তোমার অভিপ্রেত, তাহাই হউক।"

বাসন্তী অশ্রুকে বলিল, "কিন্তু আমি তোমাকে রাখিয়া যাইব না। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

অশ্রু হাসিয়া বলিল, "আমি স্রোতের শেবালা। আমাকে লইয়া কাহারও কোন কায হয় না।"

বাসন্তী চাহিয়া দেখিল, অশ্রুর মুখে আবার স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব বিকশিত হইয়াছে। সে মুখভাবে ঝটিকার চিহ্নমাত্র নাই। তাহার সংযমাভ্যস্ততা দেখিয়া বাসন্তী বিস্মিতা হইল।

বাসন্তী পুনঃ পুনঃ জিদ করিতে লাগিল, অশ্রুকে তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে। সে কথায় অশ্রু কেবল হাসিত। শেষে নিরুপায় হইয়া বাসন্তী মা'কে ধরিল। মা-ও তখন অশ্রুকে বলিলেন, "মা, তুমি আর এ বিদেশে একা থাকিও না, আমার সঙ্গে চল, তখন অশ্রু বিব্রত হইল। তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, বাস্তবিকই সে নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় নিঃসহায় ভাবে এই স্থানে রহিয়াছে। তখন এক বার তাহার মনে হইল, সে অশোকের স্নেহস্নিগ্ধ আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সে কথা মনে হইতে না হইতেই অশ্রু সে বাসনা বিদলিত করিল। সে কেন অশোকের গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল? সে ত অশোকেরই জন্য। যে কারণে সে, সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, সে কারণ কি দূর হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে সে ফিরিতে পারে না। ঘটনার স্রোতঃ তাহাকে সেই সংসারে লইয়াছিল, আবার সে সংসার হইতে ভাসাইয়া দিয়াছে। তথায় তাহার আর স্থান নাই। সে আর তথায় ফিরিয়া যাইবে না, সে জীবনব্যাপী দুঃখ-ভোগের দণ্ডে দণ্ডিত। সে কোনরূপে অপরের সুখের পথে কণ্টক হইবে না—যাহাতে সেরূপ সম্ভাবনার কারণমাত্র আছে, সে সে কার্য্য করিবে না।

মা যখন আবার তাহাকে যাইবার কথা বলিলেন, তখন সে বলিল, "মা, আমি যে অদৃষ্টের সঙ্গে বিরোধ করিয়া এই সংসার পাতাইয়াছি; এই অনাথদিগকে কোথায় রাখিয়া যাইব?

বাসন্তী বলিল, "এত দিন ইহারা কোথায় ছিল?"

অশ্রু বলিল, "আশ্রয় পাইলে সে আশ্রয় ত্যাগ করা কত কষ্টকর, তাহা যে আমি জানি।"

বাসন্তী বলিল, "তোমাকে যাইতে হইবে। তুমি উহাদের একটা ব্যবস্থা কর। তাহাতে তোমার কত দিন লাগিবে?"

অশ্রু হাসিয়া বলিল, "আমার জীবনকাল অথবা একটা নূতন ঘটনার সংঘটনকাল।"

"না তাহা হইবে না দুই তিন মাসের মধ্যে তুমি সব ব্যবস্থা করিতে পারিবে।"

অশ্রু হাসিল।

অশ্রুর ব্যবহারে বাসন্তী তাহার প্রতি এমনই আকৃষ্টা হইল যে, সে তাহাকে রাখিয়া যাইতে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল। মানব-প্রকৃতির এমন গুণসমাবেশ সে আর কোথায় দেখিয়াছে? এমন সংযম, এমন মাধুর্য্য, এমন দৃঢ়তা, এমন স্বার্থত্যাগ সে কি আর কোথাও দেখিতে পাইবে? অশ্রুর কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় যতই প্রশংসায় পূর্ণ হইতে লাগিল, অশ্রুর ব্যথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় যতই বেদনাচঞ্চল হইতে লাগিল, অশ্রুর সঙ্গ-সুখ লাভের জন্য সে ততই ব্যাকুল হইতে লাগিল।

অশোক যাইবে যাইবে করিয়া অশ্রুর অনুরোধে সপ্তাহাধিক কাল তথায় রহিয়া গেল। কাহারও যাইতে ব্যগ্রতা ছিল না।

যাইবার সময় অশ্রু যখন বাসন্তীর কন্যার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে বাসন্তীর কাছে দিল, তখন বাসন্তী বলিল, "আমি কিন্তু তোমাকে তিন মাস সময় দিলাম। তাহার পর আমি আর কোন কথা শুনিব না।"

অশ্রু হাসিল। কিন্তু বাসন্তীর মনে হইল, অশ্রুর নয়ন যেন ছল ছল করিতেছিল।

অশোক চলিয়া গেল। অশ্রু যে অশ্রুর উৎস এতক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা মুক্ত হইল। হায় মানবজীবন!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অশ্রু

বাসন্তীর কন্যার নামকরণ হইবে। এক এক জন এক একটা নাম রাখিবার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। কেবল বাসন্তী প্রথমে কোন নাম বলিল না। অশোক "সীতা" নাম রাখিবার প্রস্তাব করিলে মা তাহাতে আপত্তি করিলেন, "ও নাম আমার ভাল লাগে না।" যে সংস্কারহেতু "সীতা" নামে তিনি আপত্তি করিলেন, অশোক তাহা বুঝিল না; সীতার জীবন দুঃখময়, তাই হিন্দু কন্যার "সীতা" নাম রাখে না। কিন্তু মা'র আপত্তিতে সে আর কথা কহিল না।

বাসন্তী অশ্রুকে পত্র লিখিল। সে লিখিল, অশ্রুকে আসিতেই হইবে; অশ্রু না আসিলে সে মেয়ের নাম করণ বন্ধ রাখিবে।

এ বার অশ্রু আর বাসন্তীর অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিল না। নামকরণের পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে পরী অশোকের কন্যাকে বেড়াইতে পাঠাইবে কি না, সেই জন্য সদর দ্বারে দাঁড়াইয়া আকাশে মেঘের অবস্থা দেখিতেছিল, এমন সময় দ্বারে একখানি গাড়ী দাঁড়াইল। পরী মুখ তুলিয়া দেখিল, অশ্রু। পরী তাড়াতাড়ি গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল; অশ্রু নামিলে তাহার দ্রব্যাদি নামাইয়া লইল।

অশ্রু পরিচিত পথে উপরে গেল। সহসা তাহাকে দেখিয়া মা'র হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। তিনি সাদরে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

তৎক্ষণে বাসন্তী মেয়ে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; আসিয়াই অশ্রুর কাছে মেয়েকে দিয়া পান্টা বলিল, "আপনি যে আসিয়াছেন, ইহা আমার বড় সৌভাগ্য।"

অশ্রু হাসিয়া বলিল, "ভাল, আমি হারি স্বীকার করিলাম।"

বাসন্তী বলিল, "এখনই কি হইয়াছে? এ বার তোমাকে কোটে পাইয়াছি।"

তাহার পর বাসন্তী অশ্রুকে লইয়া তাহার পূর্ব্বাধিকৃত ঘরে গেল। অশ্রু দেখিল, সে ঘরের জিনিষ সব তেমনই সাজান রহিয়াছে! যেন সে অত্যল্প সময় পূর্ব্বে সে ঘর হইতে গিয়াছিল। অশ্রু দীর্ঘশ্বাস চাপিতে পারিল না। কক্ষের সজ্জায় যে অশোকের স্নেহ সর্ব্বত্র সপ্রকাশ!

অশ্রুর আগমনে গৃহে আনন্দের স্রোতঃ বহিতে লাগিল—সকলেই আনন্দিত। বাসন্তী বলিল, "তুমি আসিলে—উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।"

সেই দিন রাত্রিকালে তাহার সেই পরিচিত কক্ষে শয়ন করিয়া অশ্রুর মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার এই গৃহত্যাগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সব স্বপ্নমাত্র। যেন স্বপ্নশেষে সে দেখিতেছে, সে যে স্থানে ছিল, সেই স্থানেই আছে। সে মনে মনে ভাবিল, তাহার সমস্ত জীবনই ত একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু অশ্রু তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য কিছুতেই দূর করিতে পারিল না। তখন তাহার মনে হইল, সে বাসন্তীর কথায় না আসিলেই ভাল করিত। যাহার স্মৃতিসিন্ধু মন্থনে কেবল গরল, সে স্মৃতিসিন্ধুমন্থন করে কেন?

দুশ্চিন্তায় অনিদ্রার পর শেষ রাত্রিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। প্রত্যূষে বাসন্তীর ডাকে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে চক্ষু মেলিতেই বাসন্তী বলিল, "আরও ঘুমাইবে? আজ কত কায!"

ক্রমে নিমন্ত্রিতা মহিলারা সমাগতা হইতে লাগিলেন। অশ্রুর উপর অন্যান্য ব্যবস্থার ভার দিয়া বাসন্তী তাহাদিগের অভ্যর্থনায় মা'কে সাহায্য করিতে লাগিল।

ক্রমে নামকরণের সময় উপস্থিত হইল। বাসন্তী অশ্রুকে ডাকিয়া আনিল। বাসন্তীর জননী প্রভৃতির নিকট যাইতে অশ্রু প্রথমে সামান্য সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল; কিন্তু সে সঙ্কোচ অতিক্রান্ত করিল; বাসন্তীর সঙ্গে গেল।

আচার্য্য, শিশুর নাম কি হইবে, মা'কে জিজ্ঞাসা করিলে, মা বাসন্তীর দিকে চাহিলেন।

বাসন্তী বলিল, "অশ্রু।"

অশ্রু বিস্মিতনেত্রে বাসন্তীর দিকে চাহিল। বাসন্তী আপনার কন্যাকে তাহার কাছে দিয়া বলিল, "তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমার কন্যা অশ্রুর মত—তোমার মত পবিত্র হউক।"

অশ্রু শিশুর মুখচুম্বন করিল। সে আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না, সেই অশ্রুই তাহার আশীর্ব্বাদরূপে শিশুর মস্তকে বর্ষিত হইল।

পাহাড়ে ঝড়

[উপন্যাস]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পাহাড়ে ঝড়

যে ঘরে বসিয়া "ছোট সাহেব" কয় জন ছাত্রের সহিত সাহিত্যালাপ করিতেছিলেন, তথা হইতে তিনি ক্রমোচ্চ কণ্ঠস্বরে ডাকিলেন,—"মণিকা! —মণি!—মা!"

একটু দূর হইতে নারীকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কি, বাবা?"

"এঁরা সব যাচ্ছেন; দেখা ক'রে যাও।"

কন্যাকে আসিতে বলিয়া "ছোট সাহেব" ছাত্র কয় জনকে বলিলেন, "মা, যেমন ছেলের খাবার করবার ভার আর কাউকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না, মণিকা তেমনই আমার খাবার আপনি না দেখে করতে দেন না।"

তাঁহার কথা শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই পার্শ্বের ঘর হইতে পিতার বসিবার ঘরে আসিবার দ্বারের পর্দ্দা ঠেলিয়া এক যুবতী তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে নমস্কার করিল। তাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত বা বিকশিত পদ্ম-পলাশের মত নহে—কিন্তু গৌর;—গৌরের নানা ক্রম আছে, সে সকলের মধ্যে যাহাকে "মাজা" বলে, তাহাই। তাহার দেহে যৌবনের পূর্ণতায় লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে—স্বাস্থ্য তাহাতে আরও সৌন্দর্য্যযোগ করিয়াছে। সে হাসিবার সময় তাহার গালে "টোল" পড়ে। তাহার চক্ষুই সর্ব্বাগ্রে লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—যাহাকে "চোখের খেলা" বলে সে চক্ষুতে তাহা নাই—দৃষ্টি সরল, উজ্জ্বল, প্রফুল্লতাব্যঞ্জক—সে চক্ষুতে সেই দৃষ্টিই শোভা পায়। যুবতীর পরিধানে একখানি ছাপা শাড়ী—নম্র মনোহর—শাড়ীর বর্ণ যুবতীকে মানাইয়াছে। সে যখন ছাত্রদিগকে নমস্কার করিল, তখন দেখা গেল, তাহার হস্তে কোন শ্বেতবর্ণ চূর্ণ দ্রব্য লিপ্ত—সে নিশ্চয়ই পিতার আহার্য্যের জন্য ময়দা বাহির করিয়া তাহা মাখিতে যাইতেছিল—পিতার ডাকে আসিয়াছিল এবং আসিবার সময় অর্দ্ধসমাপ্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া হাত ধুইয়া আসা প্রয়োজন মনে করে নাই।

"ছোট সাহেবের" ছাত্রগণও যুবতীকে প্রতিনমস্কার করিল।

যুবতী পর্দ্দার অন্তরালে চলিয়া গেল।

যুবকগণ অধ্যাপককে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইল।

"ছোট সাহেব" প্রৌঢ়। তাঁহার পিতা ডাক্তার হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (বর্ত্তমান যুক্ত প্রদেশে) আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড় ডাক্তার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তখন ইংরেজী শিক্ষা বাঙ্গালায় যত ব্যাপ্ত হইয়াছে, তত আর কোন প্রদেশে নহে এবং বহু প্রদেশে বাঙ্গালীরাই সে শিক্ষার বর্ত্তিকাবাহী হইয়া কায করিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষে শিক্ষকের কার্য্যে, সমাজ-সংস্কারে, দেশাত্মবোধ-প্রচারে, ব্যবহারাজীবের কাযে বাঙ্গালীই অগ্রণী—কোন কোন সামন্ত রাজার দরবারে বাঙ্গালীই মন্ত্রিত্ব করিতেছেন। "ছোট সাহেবের" পিতা যখন আগ্রায়, তখন তথায় আর যে সব বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে "যমুনা-লহরী" রচয়িতা গোবিন্দচন্দ্র রায় অন্যতম। তিনি তখন মোগল প্রাধান্যের শ্মশানে—যমুনাতীরে—তাজমহলের ছায়ায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কত কাল পরে বল, ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি' পার হ'বে?"

তখনও "বাবু" সম্মানব্যঞ্জক ছিল; সেই জন্য "শ্রীযুতকে" স্থানদান করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করে নাই। ডাক্তার বাবু আগ্রায় "ডাগদার বাবু" বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তিনি যৌবনে নবপ্রচারিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিনাবিচারে—কর্ত্তব্যবোধে স্বামীর ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী কেহই হিন্দুর আচার ত্যাগ করেন নাই এবং স্ত্রী বিধবা হইয়া যে বর্ষাধিক কাল জীবিতা ছিলেন, সে সময় হিন্দু বিধবার সব আচার নিষ্ঠাসহকারে পালন করিয়াছিলেন।

তাঁহাদিগের দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয়কে ডাক্তারবাবু শিক্ষা সমাপ্তির জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ বিলাতে কোন ইংরেজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া এবং সরকারী ডাক্তার হইয়া আসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। কনিষ্ঠ "ছোট সাহেব" শিক্ষা বিভাগে চাকরীই মনোমত বিবেচনা করেন। কন্যার বিবাহ বাঙ্গালায় হইয়াছিল।

সমরকুমার পালিত যখন আগ্রা কলেজে অধ্যাপক হইয়া আসিলেন, তখন তিনি ইংরেজী সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যাপক বলিয়া "ছোট সাহেব" নামে পরিচিত ছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা। তাহার পর তিনি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছেন এবং অধ্যক্ষের পদ পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি এখনও "ছোট সাহেব" নামেই পরিচিত।

তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি দিকে দিকে ব্যপ্ত হইয়া ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করে; কেবল যুক্ত-প্রদেশের নানা স্থান হইতেই নহে, পরন্তু পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও ছাত্রগণ—বিশেষ বাঙ্গালী ছাত্ররা তাঁহার নিকট অধ্যয়নের লোভে আগ্রার কলেজে শিক্ষার্থী হয়। দীর্ঘকালের মধ্যে বহু ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন শেষ করিয়া কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু কেহই তাঁহার অধ্যাপনা-পদ্ধতি ভুলিতে পারেন নাই।

তিনি কলেজের প্রাঙ্গনেই একখানি বাঙ্গলোয় বাস করেন। সেখানি সুসজ্জিত উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত—সকল সময়েই সে উদ্যানে ফুল দেখা যায়। যখন দারুণ গ্রীষ্মে যুক্তপ্রদেশের ভূমি ফাটিয়া যায়, তখনও তাঁহার বাগানের ইন্দারা হইতে জল সেচের ফলে গাছে গাছে ফুল ফুটিয়া থাকে। গৃহ-সজ্জায় আতিশয্য নাই—কিন্তু সবই মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। গৃহ সজ্জার সর্ব্ব প্রধান উপকরণ—রাশি রাশি পুস্তক। সব পুস্তকে তাঁহার পাঠ-পরিচয় তাঁহার স্বহস্ত লিখিত মন্তব্যে ও ব্যাখ্যায় সপ্রকাশ। তিনি তাঁহার চারি পার্শ্বে জ্ঞানের পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিতে জানেন—তাই ছাত্ররাও সেই পরিবেষ্টনের মধ্যে জ্ঞানার্জ্জনোৎসাহী হয়। তিনি কেবল কলেজেই ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতে পারেন না। তাই যে সব ছাত্র অধ্যয়নানুরাগী ও জ্ঞান লাভের জন্য অধ্যয়ন করে, তাহারা প্রায় প্রতি-দিন অপরাহ্নে তাঁহার কাছে আসিয়া থাকে। তাহাদিগের সহিত চা পান করিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া বেড়াইয়া আসেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে কোন পুস্তক পড়ান বা তাহাদিগের সহিত সাহিত্যা-লোচনা করেন।

"ছোট সাহেব" বিপত্নীক। তাঁহার স্ত্রী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন ছাত্রদিগের সম্বন্ধে অতিথি-সৎকারে তাঁহার আগ্রহ ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিত। তাহার পর সে কাযের ভার মণিকাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মণিকার এক ভাই আছে। সে পঞ্জাবে সেচ বিভাগে চাকরী করে।

মণিকাকে সুশিক্ষিতা করিতে "ছোট সাহেব" যত্নের ক্রটি করেন নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাঁহাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দেন নাই। তিনি স্বয়ং ইংরেজীতে সুপণ্ডিত—কন্যাকে আপনি পড়াইয়াছেন। এখনও সে তাঁহার ছাত্র-দিগের সহিত সমানভাবে সাহিত্যালোচনা করিয়া থাকে। আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনও সে পিতার নিকট ছাত্রদিগের সহিত কবি টেনিশনের বন্ধুবিয়োগে রচিত অমর কাব্য পাঠ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পিতার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে গিয়াছিল।

পিতা স্বাবলম্বন ভালবাসেন—কিন্তু তাঁহাকে অনেক বিষয়ে দুহিতার উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। মণিকার ইচ্ছা ছিল, সে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জ্জন করিবে; কিন্তু তাহা তাহার পিতার অভিপ্রেত নহে বুঝিতে পারিয়া সে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে। সে পিতার গৃহখানি চিত্রের মত করিয়া রাখে এবং যাহাতে পিতার কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে অবহিত থাকে।

মণিকা পিতার আদরের কন্যা। সেই কারণে তাহার মনে অভিমান স্ফুরিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিবার কোন কারণ ঘটিত না। পিতার কোন কার্য্যে সে কোনরূপ বাধা পাইত না। মা যত দিন জীবিতা ছিলেন, তত দিন কখন কখন মাতা-পুত্রীতে মতভেদের কারণ ঘটিত—কারণ, কোন দুই জন মানুষের প্রকৃতি ঠিক একইরূপ হয় না। মাতার মৃত্যুর পর গৃহে তাহার কথাই আদেশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

তাহার বিবাহের কথা সময় সময় "ছোট সাহেবের" মনে উদিত হইত। কিন্তু তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছিলেন; মনে করিতেন, যে দিন ভগবানের অভিপ্রেত হইবে, সে দিন তাহার উপযুক্ত পাত্র মিলিবে।

ছাত্ররা অধ্যাপককে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তাহারা তাঁহার নিকট মণিকার সহিত মিশিত; কিন্তু মণিকার ব্যবহার আত্মসম্মানের যে ব্যবধান রক্ষা করিত, তাহা কখন লঙ্ঘিত হইত না।

অধ্যাপকের গৃহ হইতে ছাত্ররা যখন বাহির হইল, তখন আকাশে জ্যোৎস্না। ছাত্রদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "চল, তাজমহলে যাওয়া যা'ক।"

আর এক জন বলিল, "না। ফিরতে দেরী হ'বে।"

তৃতীয় ছাত্র বলিল, "সরল বাবু কবি মানুষ—ওঁর কাছে তাজমহল কবিতা—কখন পুরাণ হয় না।"

সরলকুমার বলিল, "ও কি কখন পুরাণ হয়? আমি ত যত দেখি, ততই দেখতে ইচ্ছা হয়।"

"যেমন মমতাজকে দেখে শাহজাহানের কখন তৃপ্তি হয়নি এবং তাঁ'রই স্মৃতি জড়ান ব'লে তাজমহল দেখেও তিনি কখন তৃপ্ত হ'তে পারেন নি। রূপের এমনই মোহ।"

সরলকুমার বলিল, "রূপের সঙ্গে যে গুণ ছিল না, সে বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন?"

"মোগল হারেমের কথা—প্রমাণ সবই অনুমান; তবে ইতিহাস সে বিষয়ে নির্ব্বাক্।"

"আজও নির্ব্বাক্; কিন্তু এর পর কি বলবে, বলা যায় না। মোগলদিগের অন্তঃপুরেও মহিলাদিগের লেখাপড়ার ও শিল্প চর্চ্চার অনেক প্রমাণ আছে।"

"আপনি মেয়েদের লিখাপড়া শেখার খুবই অনুরাগী।"

"নিশ্চয়। তা'তে মনের বিস্তৃতি-সাধন হয়। দেখ্‌লেন ত, আজ মণিকা কেমন একটা নূতন ব্যাখ্যা করলেন। অথচ বাড়ীর কাযও তিনি কেমন ভাবে করেন, তা'র পরিচয় আজ নমস্কারের সময় তাঁ'র হাতেই পাওয়া গেল।"

"আপনি কিন্তু প্রশংসার পথে বড় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।"

"কেন?"

"প্রশংসা মানুষকে নানা দিকে নিয়ে যেতে পারে, যথা—কাউকে ভক্তির পথে, কাউকে শ্রদ্ধার পথে—যেমন আমরা 'ছোট সাহেব'কে ভক্তি করি শ্রদ্ধা করি। আর কোন ক্ষেত্রে তা' অনুরাগের পথেও উপনীত করতে পারে।"

এক জন বলিল, "অত্যার্থ—সরল বাবু, সাবধান।"

সরলকুমার বলিল, "সাবধান হ'বারই বা কারণ কি?"

"কি সর্ব্বনাশ! 'ছোট সাহেব' যে ব্রাহ্ম—জাতি-ভেদ বিশ্বাস করেন না।"

"সেটা কি বড় ত্রুটি বা অপরাধ?"

"তা' নয়?"

"সে কালে আর ফিরে যাওয়া চলবে না এবং সে যুগে যে সব প্রথা সমাজের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল, সে সব যে খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতেও ঠিক তেমনই থাকবে না—তা' মনে করা অপরাধ হ'তে পারে না। আমরা নিষিদ্ধ ভোজ্য দেখলে রসনায় রস সঞ্চয় বন্ধ রাখতে পারি না; রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে অস্পৃশ্যতা বজায় রাখ্‌তে পারি না; বর্ণবিভাগ কেবল বিয়ের সময় দরকার মনে করি—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

"আপনি দেখছি, অনেকটা এগিয়ে গেছেন!"

আর এক জন বলিল, "অনুরাগের পথে?"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

ততক্ষণে তাহারা ছাত্রাবাসের দ্বারে উপনীত হইয়াছে।

এই কয়টি বাঙ্গালী ছাত্র অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছিল এবং কলেজের যথাসম্ভব নিকটে একখানি বাঙ্গলো ভাড়া লইয়া যৌথ হিসাবে বাস করে। যে স্থানে বাঙ্গলোখানি অবস্থিত, তাহাতেই আর একখানি ছোট বাঙ্গলো আছে এবং সরলকুমার সেখানি স্বতন্ত্রভাবে ভাড়া লইয়াছে। সকলের আহার-ব্যবস্থা একসঙ্গে হয়; কেবল সরলকুমার স্বতন্ত্র বাঙ্গলোয় থাকে।

সরলকুমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাহার পিতা ভারত সরকারের দপ্তরে বড় চাকরীয়া ছিলেন। পুত্র একটু বড় হইলে বৎসরে কতকাংশ সিমলায় ও কতকাংশ দিল্লীতে থাকিলে তাহার পাঠের অসুবিধা হয় বলিয়া তিনি তাহাকে কলিকাতায় ছাত্রাবাসে রাখিয়াছিলেন। সে পূজার ছুটীতে সিমলায় ও বড়দিনের ছুটীতে দিল্লীতে পিতামাতার নিকট যাইত। এক বার সিমলা হইতে আসিবার পথে রেল-দুর্ঘটনায় তাহার মাতার মৃত্যু হয়—পিতাও বিশেষ আঘাত পাইয়া কয় মাস পরে সব যাতনা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। পিতৃমাতৃহীন যুবক সরলকুমার অবিভাবকহীন অবস্থায় জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কেবল তাহার অর্থের অভাব ছিল না। পিতার চাকরীর সঞ্চয়, জীবনবীমার টাকা ও রেল কোম্পানীর নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ—সব একসঙ্গে করিলে যাহা হয়, তাহার আয়ে যে কোন মিতব্যয়ী পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে। তাহার উপর—তাহার পিতা কলিকাতায় পৈতৃক বাড়ীতে তাঁহার অংশ জার্ম্মাণ যুদ্ধের পরই দাঁওয়ে বিক্রয় করিয়া বালীগঞ্জ অঞ্চলে অনেকটা জমি লইয়া একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানি ভাড়া দেওয়া ছিল। সরলকুমার সেই ব্যবস্থাই রাখিয়াছিল। অধ্যয়নে তাহার প্রবল অনুরাগ ছিল—এখন জীবনে তাহার আর কোন অবলম্বন না থাকায় তাহা আরও বর্দ্ধিত হয়। আই, এ, পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া সে কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছিল—ফিরিবার পথে আগ্রায় আইসে। আগ্রা তাহার ভাল লাগে এবং "ছোট সাহেবের" অধ্যাপনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া সে আগ্রাতেই অধ্যায়ন করিতে থাকে।

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরলকুমার শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—কোন্ ব্যবসা অবলম্বন করিবে এবং কোন ব্যবসা অবলম্বন করিবে কি না, তাহা সে স্থির করিতে পারে নাই। সে বিষয়ে সে "ছোট সাহেবের" উপদেশ চাহিয়াছিল; তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থার যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে অল্পকালমধ্যেই রাজনীতিচর্চ্চায় লোক শাসন-কার্য্যে ক্ষমতা পাইবে; সে কায মন্দ হইবে না। তিনি বিলাতের এক জন প্রসিদ্ধ রাজনীতিকের উক্তি তাহাকে শুনাইয়াছিলেন—স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশে রাজসেবা দেশসেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহা শুনিয়া সরলকুমার ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতেছিল। সে "ছোট সাহেবের" প্রিয় ছাত্র এবং তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন।

দুই বৎসরের অধিক কাল সে "ছোট সাহেবের" আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আগ্রায় আছে এবং তাঁহার সান্নিধ্যে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। কিন্তু আজ তাহার সঙ্গীদিগের মুখে যে কথা সে শুনিল, তাহা সে কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই। আগ্রায় তাহার আকর্ষণের সঙ্গে কি মণিকার কোন সম্বন্ধ আছে?

সে কথা ইতঃপূর্ব্বে কখন তাহার মনে হয় নাই। আজ ছাত্রদিগের মধ্যে এক জনের কথায় তাহা মনে হইল। অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়; বিনা উদ্দেশ্যে উক্ত ক্ষুদ্র একটি কথা হইতে অনেক চিন্তার উদ্ভব হয়। আজ শয্যায় শয়ন করিয়া সরলকুমার নানা কথা ভাবিতে লাগিল। মুক্ত বাতায়নপথে চন্দ্রালোক আর কুসুমগন্ধামোদিত স্নিগ্ধ সমীরণ তাহার কক্ষ পূর্ণ করিতেছিল। সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দুই বৎসরের কিছু অধিককাল সে মণিকাকে দেখিয়াছে—মণিকাকে সে যে প্রশংসা করে, তাহা সে কখন গোপন করে নাই। কিন্তু "ছোট সাহেবের" ব্যবস্থায় মণিকার সঙ্গে কোন ছাত্রের ঘনিষ্ঠতাই আতিশয্য লাভ করিতে পারে না। আগ্রায় ও তাহার নিকটে—চারি দিকে দ্রষ্টব্য গৃহাদির অভাব নাই; সে সকলের সহিত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। "ছোট সাহেব" সময় সময় ছাত্রদিগকে লইয়া সে সব দেখিতে ও দেখাইতে যাইয়া থাকেন—মণিকা তখন সঙ্গে যায়। কিন্তু তিনি সঙ্গে না থাকিলে মণিকা কখন যায় না। তাহার সহিত ছাত্রদিগের আলাপ কখন শিষ্টাচারসঙ্গত আলাপের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

কাযেই তাহার প্রশংসা যে অনুরাগেরই লক্ষণ, তাহা সরলকুমার মনে করিতে পারে না। কিন্তু—

সঙ্গী ছাত্রের কথায় সরলকুমারের নূতন চিন্তার রুদ্ধপথ যেন মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সে যে পথের বিষয় জানিত না—সে পথের সন্ধান মিলিয়াছে। পিতৃমাতৃহীন যুবক—এত দিন ভৃত্যের উপর নির্ভর করিয়া সংসারের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছে। তাহাতে দিন কাটে—বাধিয়া থাকে না, কিন্তু পারিবারিক সুখশান্তির যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা পূর্ণ হয় না—হইতে পারে না। তাহার কল্পনা কবিতাপুষ্ট হইলেও সে কোন দিন সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার কোন কল্পনা করে নাই। আজ—বাতায়নপথে তাহার কক্ষে চন্দ্রালোকের মত, সেই কল্পনা তাহার মনে প্রবেশ করিল এবং তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহা বিকচ-কুসুম-গন্ধামোদিত বাতাসেরই মত মধুর।

স্বদেশের ও বিদেশের বহু কবির রচনার কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। স্কটলণ্ডের প্রসিদ্ধ কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ:—

> "যাতনা-তাড়িত যবে—ব্যথিত যখন,
> দেবীমূর্ত্তি হেরি তব, রমণী তখন।"

আর বাঙ্গালার 'মহিলার' কবি নারী-সৃষ্টির কল্পনা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—নবীন জন্মে জাগিয়া মানুষ—

> "শূন্য মনে বসি' শূন্য আকাশের তলে,
> শূন্য দেখে—শোভিত সংসার;
> নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধিবলে
> কিসে দুঃখী—কি অভাব তার।—
> বুঝি ভাব মানবের
> ধাতা তার মানসের
> করিলেন প্রতিমা রচনা:—
> ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা।"

সরলকুমার তাহার মাতাকে দেখিয়াছে—আপনার সুখদুঃখের স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত তিনি যেন বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। সে মণিকার কথা মনে করিল—যৌবনে সে কি

নিষ্ঠাসহকারে পিতার সেবাভার গ্রহণ করিয়াছে! তাহার মনে পড়িল, কলিকাতায় তাহাদিগের ছাত্রাবাসের পার্শ্বের গৃহে যে একটি বালিকাকে কি অসীম যত্নে রুগ্না মাতার সেবা করিতে—রোগজীর্ণার অকারণ তিরস্কার হাসিমুখে পুরস্কার মনে করিতে দেখিয়াছিল; সে তাহার কথা উচ্ছ্বসিতভাবে বলিলে তাহার মাসীমা কিরূপ বিদ্রূপ করিয়া ভগিনীকে বলিয়াছিলেন, "ছেলেকে ওখান থেকে সরিয়ে নাও।"

ভাবিতে ভাবিতে সরলকুমার ঘুমাইয়া পড়িল—কিন্তু তাহার গাঢ় নিদ্রা হইল না।

বাতায়ন মুক্ত ছিল—অরুণালোক যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—সে অন্য দিনের মত উদ্যানে যাইয়া এক বার ফুলের গাছগুলি দেখিয়া আসিল। তাহার দিনের কায এইরূপেই আরম্ভ হইত—সে ফুল বড় ভালবাসে।

৩

অন্য দিনের মত অপরাহ্ণে ছাত্রগণ "ছোট সাহেবের" গৃহে গমন করিল। তাহারা যখন বাহিরের দ্বার পার হইয়া কঙ্করাস্তৃত পথে উপনীত হইল, তখন "ছোট সাহেব" ও মণিকা গৃহের উদ্যান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; ছাত্রদিগকে দেখিয়া মণিকা লঘু ও ক্ষিপ্র গতিতে বাঙ্গলোয় চলিয়া গেল। সে যে ছাত্রদিগের জন্য চা প্রস্তুত করিতে গেল, তাহা ছাত্ররা বুঝিতে পারিল। অন্য সকলের মত সরলকুমারও তাহার দিকে চাহিল; কিন্তু সে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। যখন মণিকা বারান্দায় টেবলের উপর চা'র পেয়ালা, পিরিচ ও পাঁউরুটি টোষ্ট রাখিল, তখন তাহাকে ধন্যবাদ দিবার সময়ও সরলকুমার কেমন লজ্জানুভব করিল।

চা পান শেষ হইলে "ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমি মণিকাকে বল্‌ছিলাম, অনেক দিন তাজমহল দেখতে যাওয়া হয়নি। যা' দেখতে বিদেশ হ'তে—কত দূরদেশ হ'তে লোক আসে, আমরা কাছে থাকি ব'লে তা'র যথেষ্ট আদর করি না। এর কারণ কি? হয়—ঘনিষ্ঠতা উপেক্ষা উৎপন্ন করে, নয় ত কবি ক্যাম্পবেলের সেই কথা—

'দূরত্বের ব্যবধান শোভা দান করে—
বর্ণের রঞ্জনে করে রঞ্জিত ভূধরে।'

কোন্‌টা ঠিক?"

এক জন ছাত্র বলিল, "সরল বাবু কবিতা লিখেন, উনি এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারবেন।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আচ্ছা, সরল, তুমিই বল।"

সরলকুমার বলিল, "ঘনিষ্ঠতা উপেক্ষা উৎপন্ন করে না। মমতাজের সঙ্গে শাহজাহানের অবশ্য খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল—স্বামী আর স্ত্রী—কিন্তু তা'তে উপেক্ষা উৎপন্ন হয়নি; বরং সেই ঘনিষ্ঠতা শাহজাহানের প্রেমকে মৃত্যুঞ্জয়ী করেছিল—'মর্ম্মরে রচিত এই প্রেমের স্বপন' তাজমহল তা'র প্রমাণ। আমাদিগের না যাওয়াও প্রশংসার অভাবব্যঞ্জক নয়।"

সরলের উত্তর শুনিয়া "ছোট সাহেব" বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি শাহজাহানের পত্নীবিয়োগব্যথা আপনার হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন; স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নীর স্মৃতি-জড়িত বাঙ্গলোতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিবেন—আর কোথাও যাইবেন না। তিনি সস্নেহে সরলকুমারের পৃষ্ঠে করতল স্থাপন করিয়া বলিলেন, "চমৎকার ব্যাখ্যা।"

যে ছাত্রটি ব্যাখ্যার ভার সরলের উপর দিয়াছিল, সে বলিল, "কবির ব্যাখ্যা বটে; কিন্তু—"

মণিকা যে সরলের কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। এখন মণিকা জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু—কি?"

"কিন্তু শাহজাহানের এই স্মৃতিসৌধ রচনায় যে তাঁহার রাজগর্ব্বই প্রকাশ পায়নি—দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধ, সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধ, লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধিসৌধ—এসবগুলিকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত করবে, এমন সৌধ রচনা ক'রবেন এই অভিমানই যে শাহজাহানকে এই তাজমহল রচনায় প্ররোচিত করেনি, তা' কে বলতে পারে?"

মণিকা বলিল, "এটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নাস্তিকের মত—পেঁয়াজের খোশা ছাড়াতে ছাড়াতে যেমন শেষে আর কিছুই থাকে না, ধর্ম্মও তেমনই। কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

সরলকুমার নত দৃষ্টি তুলিয়া মণিকার দিকে চাহিল। মণিকার মনে হইল, দৃষ্টিতে প্রশংসার এমন অভিব্যক্তি সে আর কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। ভক্তের দৃষ্টিতে ভক্তির পাত্রের প্রতি এই ভাবই বুঝি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মণিকার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইলেই সরলকুমার দৃষ্টি নত করিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "চল, তাজমহলে যাওয়া যা'ক—কোন্ ব্যাখ্যা সমীচীন, তা' দেখে স্থির করা যা'বে।"

সকলে তাজমহল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে "ছোট সাহেব" তাজমহল সম্বন্ধে কোন ইংরেজ কবির একটি কবিতা পাঠ করিয়া বলিলেন, "ধনেশ, এখন কি বল?

ধনেশ বলিল, "দেখছি, সরল বাবুর পক্ষেই ভোট অধিক। আজকাল—এই গণতন্ত্রের যুগে যখন ভোটের আধিক্যে সব বিষয় স্থির হয়, তখন আমিই হার মান্‌তে বাধ্য। কিন্তু জানেন ত, কবি গোল্ড্‌স্মিথের সৃষ্টি গ্রাম্য শিক্ষক—'যুক্তিতে হারিলে তবু তর্কেতে তৎপর।' আমি সেই রকম হ'তেও পারি।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বদিন প্রত্যাবর্ত্তনপথে যে ছাত্রটি বলিয়াছিল —সরলকুমার প্রশংসার পথে বড় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, আজ প্রত্যাবর্ত্তনপথে সেই-ই বলিল, "আজ সরল বাবুর প্রবল সমর্থক আমাদের গুরুকন্যা—কুমারী পালিত।"

তাহার কথায় কি কোন গুপ্ত ইঙ্গিত ছিল?

তাহার কথায় কোন গুপ্ত ইঙ্গিত থাকুক আর না থাকুক, সরলকুমারের মনে হইতে লাগিল, তাহার আপনার মনের ইঙ্গিত সম্বন্ধে তাহার আর সন্দেহ নাই। আগ্রার দুর্গমধ্যে সমাম বুরুজ বা জুঁই মহলের প্রাচীরগাত্র শিল্পী যেমন অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে নানা চিত্রে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহার মনও তেমনই নানা চিত্রে পূর্ণ হইয়াছিল। সে এত দিন তাহা লক্ষ্য করিতেই পারে নাই—সে তাহার আপনার দৃষ্টিপাতের দোষে।

আজ সে মনে করিল, এ সব চিত্র কোথা হইতে আসিল? কে যেন তাহার সেই জিজ্ঞাসায় উত্তর দিল, "ফুলকলি বিকশিত হইবার পূর্ব্বে কে তাহার কেন্দ্র হইতে প্রতি পর্ণ যথাযোগ্য বর্ণে রঞ্জিত করে?"

তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার সংসারের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—জীবনের উদ্দেশ্য সে সন্ধান করিয়া পাইয়াছে। অথচ সে পরিবর্ত্তন তাহার চেষ্টাসাধ্য হয় নাই, সে উদ্দেশ্য তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয় নাই। কিরূপে—ধীরে ধীরে তাহার মনে পুরাতনের স্থান নূতন অধিকার করিয়াছে, যাহা শূন্য ছিল, তাহা পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যৌবন তাহার অতৃপ্ত ক্ষুধা লইয়া তৃপ্তি চাহিতে দেখা দিয়াছে—তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সে দিকে তাহার দৃষ্টিও ছিল না।

সে যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার মনের অভাব ততই তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল—সে অভাব দূর করিবার জন্য তাহার ইচ্ছাও তত প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু প্রণয়ের প্রথম বিকাশ যুবককে শঙ্কিত করে। এ ক্ষেত্রে তাহার শঙ্কা প্রবল হইবার বিশেষ কারণও যে ছিল না, তাহা নহে। সে যদি তাহার মনের বাসনা ব্যক্ত করে, তবে কি হইবে? যদি "ছোট সাহেব" তাহাকে কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা না করেন বা তাহার সহিত বিবাহ মণিকার অভিপ্রেত না হয়, তবে তাহাকে আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; কেন না, তাহার পর আর তাহার পক্ষে পূর্ব্ববৎ "ছোট সাহেবের" গৃহে গতায়াত করা সম্ভব ও সঙ্গত হইবে না; এবং সে অবস্থায় তাহার পক্ষে আর আগ্রায় থাকা সমীচীন হইবে না।

তাহাকে আগ্রা ত্যাগ করিতে হইতেও পারে, এই চিন্তায় সে যখন বেদনানুভব করিল, তখন সে বুঝিল, আগ্রায় সে "ছোট সাহেবের" অধ্যাপনার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু আজ যে সে আগ্রার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহার অন্য কারণও আছে—হয়ত সেই কারণই প্রবল ও প্রধান।

যাহাতে তাহার পক্ষে মণিকার সান্নিধ্যে থাকা অসঙ্গত হইতেও পারে, তাহা সে সাহস করিয়া করিতে পারে কি? যদি সে কোন কথা প্রকাশ না করে—উপাসক যেমন দূর হইতে দেবীর উপাসনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, তেমনই করে, তবে তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? সে ত তাহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট করিবে না। দিন যেমন কাটিতেছে, তেমনই কাটিবে; কেবল সে তাহার মনের গোপন ভাব গোপন রাখিবে। আর কিছুই নহে। সাহস করিয়া "ছোট সাহেবের" নিকট তাহার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিল এবং সে আপনাকে আপনি বুঝাইবার চেষ্টা করিল—তাহাতেই সে শান্তিতে থাকিতে পারিবে।

তাহার পর সরলকুমার পূর্ব্ববৎ জীবন যাপনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইল—সেই অধ্যয়ন, সেই সাহিত্যালোচনা, সেই প্রতিদিন "ছোট সাহেবের" গৃহে গমন ও তথায় মণিকার সহিত সাক্ষাৎ, সেই আপনার ফুলগাছ প্রভৃতি দেখা—ইত্যাদি।

কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল, তাহার কি হইবে?

৪

সরলকুমার মনে করিয়াছিল বটে, সে তাহার মনের ভাব গোপন রাখিবে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝিল, তাহা দুঃসাধ্য—হয়ত অসম্ভব। ফুলের

বুক যখন সৌরভে ভরিয়া উঠে, তখন সে যেমন সেই সৌরভ গোপন রাখিতে পারে না, কস্তূরী মৃগের নাভি যখন কস্তুরীতে পূর্ণ হয়, তখন সে যেমন তাহার গন্ধ আর গোপন রাখিতে পারে না—যুবকের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম সঞ্চিত হইলে সে তেমনই তাহা আর গোপন রাখিতে পারে না। বিশেষ দুই মাস পরে যখন তাহার শেষ পরীক্ষা হইয়া গেল, তখন তাহার পক্ষে আর আগ্রায় থাকিবার কোন কারণ রহিল না। পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইলে সে এক দিন যখন একা তাঁহার গৃহে গেল, তখন "ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি যে সাফল্য লাভ করবে, তা' নিশ্চয় জেনে আমি আগেই তোমাকে অভিনন্দিত করছি। জীবনের কায কি ভাবে করবে, এই বার তা ঠিক ক'রে নাও।"

সরলকুমার বলিল, "আপনার অনুমতি পেলে আমি আগ্রাতেই থাকতে পারি।"

"কেন? আগ্রা তোমার পান্থশালা। তোমার অভাব আমরা নিশ্চয়ই অনুভব ক'রব; কিন্তু আগ্রা তোমার কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে পারে না। তা'র সর্ব্বপ্রধান কারণ—গত পঁচিশ বৎসর আমি লক্ষ্য ক'রছি, এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোককে আপনাদের মধ্যে প্রাধান্য দিতে চায় না। বিহারে আর যুক্তপ্রদেশে এই প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষে আত্মপ্রকাশ করছে। কাযেই তোমাকে বাঙ্গালায় কায ক'রে যশ অর্জ্জন করতে হবে।"

"কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ ক'রে স্থির হয়ে বস্‌বার জন্যই আমি আপনার অনুমতি চাইতে এসেছি।"

"আমি অনুমতি ত দিচ্ছিই; যদি কখন আমার দ্বারা কোন সাহায্য হয়, তা'ও আমি সানন্দে দেব—তা' তুমি অবশ্যই জান। কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশে অকারণ বিলম্ব করলে ক্ষতিই হয়। সময়ের অপব্যয় করতে নাই।"

এবার মনের ভাব প্রকাশকালে সরলকুমারের দৃষ্টি লজ্জায় নত হইল। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি যে কথা বলতে এসেছি, তা' যদি অন্যায় মনে করেন, তবে, দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন আর স্নেহে বঞ্চিত করবেন না বললে, বলতে সাহস করি।"

সরলকুমারের কথায় "ছোট সাহেব" বিস্ময়ানুভব করিলেন। সে কি কথা বলিতে আসিয়াছে? তিনি বলিলেন, "তোমার ভয় করবার কোন কারণ নাই। তুমি জান, আমি তোমাকে ছেলের মত ভালবাসি।"

"সেই ভালবাসা স্থায়ী করবার - আমার জীবনে মণিকাকে সঙ্গী পা'বার আশা কি আমি করতে পারি?"

"ছোট সাহেব" সহসা কোন উত্তর দিলেন না—একটু ভাবিলেন। তাহার পর তিনি ব'ললেন, "আমি তোমাকে সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্র বলে বিবেচনা করি। কিন্তু এ বিষয়ে তোমাকে যেমন একটা কথা ভেবে দেখতে বলব, তেমনই মণিকাকেও তা'র মত জিজ্ঞাসা ক'রব।"

সরলকুমার নির্ব্বাক্ রহিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি জান, আমি ব্রাহ্ম—মণিকাকে বিয়ে করতে হ'লে তোমাকে তোমার হিন্দু—অর্থাৎ রক্ষণশীল হিন্দু আত্মীয় স্বজনের অপ্রীতি-ভাজন হ'তে হবে। সুতরাং সে ত্যাগস্বীকার করা তোমার কর্ত্তব্য কি না, সেটা ভেবে দেখবে।"

"আমি সে কথা বিশেষ ভাবেই ভেবে দেখেছি। আপনি জানেন, আমার বাপ-মা নাই, ভাই-বোনও নাই; যে সব আত্মীয় আছেন, তাঁ'দের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নাই। আমি নিজে যে রক্ষণশীল হিন্দুর আচারানুষ্ঠানী নই, তা'ও আপনি জেনেছেন। সুতরাং আমার পক্ষে ভাববার আর কিছু নাই। তবে মণিকার মত—আর আপনার মত।"

"আমি পরে তোমাকে বলব। যদি কোন কারণে তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে না পারি, তবে সেজন্য আমি নিজেই দুঃখিত হ'ব।"

হৃদয়ে আশায় ও নিরাশায় দ্বন্দ্ব অনুভব করিতে করিতে সরলকুমার তাহার বাঙ্গলোয় ফিরিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইলে "ছোট সাহেব" যে স্থানে বসিয়া ছিলেন, কিছুক্ষণ সেই স্থানেই বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কন্যাকে সৎপাত্রে প্রদান করা তিনি পিতামাতার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন—আজ তাঁহার সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় উপস্থিত। তিনি কিছুক্ষণ পরে কক্ষমধ্যে যাইয়া কক্ষ-প্রাচীরে বিলম্বিত তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর চিত্রের নিম্নে দাঁড়াইলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতি সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—ক্রমে সে স্মৃতি ভালবাসার উচ্চতম স্তরে উপনীত হইয়াছে—তাহা শ্রদ্ধায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। আজ তাঁহার মনে হইল—পত্নীর অভাব কত প্রবল! কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচনে কেবল যিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিতেন,—যাহার মতের উপর তিনি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারিতেন—তিনি নাই।

তাই আজ তাঁহাকেই মণিকার পিতা ও মাতা উভয়ের কর্ত্তব্য একক পালন করিতে হইবে।

তিনি যখন পত্নীর তৈলচিত্রের নিম্নে দাঁড়াইয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলেন, তখন মণিকা তাঁহাকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে জানিত, তাহার পিতা সময় সময় সেই চিত্রে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া চিন্তা করেন। সে সময় সে কখন তাঁহাকে ডাকে না।—কারণ, পূজায় বা উপাসনায় রত ব্যক্তির মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করিতে নাই। আজ সে সেই জন্য যেমন নীরবে আসিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে যাইবার জন্য দ্বারের পর্দ্দাটি সরাইলে চিত্রের উপর অধিক আলোকপাত হইল। তাহার কারণ জানিবার জন্য ফিরিয়া "ছোট সাহেব" দেখিলেন, মণিকা চলিয়া যাইতেছে।

তিনি তাহাকে ডাকিলেন, "মা!"

মণিকা ফিরিয়া আসিল।

"আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।"

"কেন, বাবা?"

"সরলকুমার এসেছিলেন।"

"আমি তাঁকে আসতে দেখেছিলাম; ভাবলাম, পরীক্ষা শেষ ক'রে তিনি দেখা করতে এসেছেন।"

"তা-ও বটে।"

"ছোট সাহেব" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তাঁকে এ বার যেতে হবে।"

মণিকা বলিল, "হাঁ"। কিন্তু সে যেন অন্যমনস্ক। আর তাহার মুখের স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব যেন সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "ক' বছর তিনি আগ্রায় ছিলেন—মিষ্টস্বভাবহেতু আমাদের আপনার হয়ে গিয়েছিলেন।"

মণিকা কোন কথা বলিল না,—সে ভাবিতেছিল।

"তাঁকে ছাড়তে আমাদের কষ্ট হ'বে।"

"তাঁর কি আর এখানে থাকা অসম্ভব?"

"তাই বটে। তুমি ত' তাঁর ইতিহাস জান—তাঁর ঠিক আপনার বলতে কেউ নাই; তাই তিনি, ইচ্ছা হওয়ায়, এত দিন এখানে ছিলেন। এখন তাঁকে ভবিষ্যৎ-জীবনের কায ঠিক ক'রে নিতে হ'বে—তাঁর শিক্ষা, তাঁর প্রতিভা—এ সব ব্যর্থ হওয়া ত অভিপ্রেত হ'তে পারে না।"

মণিকা আর কিছু বলিল না।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "সেই সম্পর্কে তিনি একটা প্রস্তাব করতে এসেছিলেন।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রস্তাব?"

"তিনি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।"

"আমাকে? সঙ্গে?"

একটু হাসিয়া "ছোট সাহেব" বলিলেন, "যদি আমার আর তোমার আপত্তি না থাকে, তবে তিনি তোমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করবেন।"

উষার আলোকে তাজমহলে বিকাশোন্মুখ কুসুমের মত গম্বুজের উপর যেমন রক্তাভা ছড়াইয়া পড়ে, মণিকার মুখে তেমনই রক্তিমাভা ছড়াইয়া পড়িল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তোমার মা বেঁচে থাকলে তোমার মত জানবার ভার অবশ্য তিনিই নিতেন। আমি সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু তিনি নাই, কাযেই আমাকে সে কাযের ভার নিতে হয়েছে। তিনি যেমন ভাবে তোমার মত জানতে পারতেন, তেমন ভাবে জানবার নৈপুণ্য আমার নাই। তাই আমি একেবারে এই কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

কোন উত্তর না দিয়া মণিকা চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। তাহা দেখিয়া "ছোট সাহেব" বলিলেন, "বিষয়ের গুরুত্ব অসাধারণ। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করতেই হ'বে। তুমি ভাববার সময় লও। কেবল তোমার ভাববার সুবিধা হ'বে, মত স্থির করতে সাহায্য হ'বে ব'লে আমি ক'টা কথা বলব—প্রথম, সরলকুমারকে আমরা ক' বৎসর দেখেছি—জেনেছি, তাঁর বিরুদ্ধে বলবার কিছু পাইনি: দ্বিতীয়, তিনি যে টাকা পেয়েছেন, তা'তে তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালই বলা যেতে পারে—অর্থের জন্য যে তাঁর কষ্ট পাবার সম্ভাবনা নাই—এ কথা, বোধ হয়, বলা যেতে পারে; তৃতীয়, তাঁর সংসারে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর কাযে হস্তক্ষেপ ক'রে অশান্তি ঘটাবার কেহ নাই; চতুর্থ, তিনি সাহিত্যরসিক; পঞ্চম, তিনি মিষ্টভাষী ও শিষ্টাচারী। এ সবই তাঁর পক্ষের কথা। বিপক্ষে কি বলব, তা' আমি ভেবে পাচ্ছি না; যদি পাই, পরে তোমাকে জানাব। এখন তুমি ভেবে দেখ, আমিও ভেবে দেখি।"

মণিকা নিষ্কৃতি পাইল। এ প্রস্তাব এমনই অতর্কিত যে, ইহা তাহার অপ্রস্তুত মনকে অতিমাত্র চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে পিতার সম্মুখে কেবল সেই চাঞ্চল্য গোপন করিবার চেষ্টাই করিতেছিল—যাহা সংযত করা যায় না, তাহাই সংযত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। এখন সে পিতার নিকট হইতে যাইয়া আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

মনিকা চলিয়া যাইলে "ছোট সাহেব" একবার তাঁহার পত্নীর চিত্রের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল, যদি ঐ চিত্রের ওষ্ঠাধরে বাক্যস্ফুর্ত্তি হইত! তাহা হইলে তিনি সরলকুমারের প্রস্তাব সম্বন্ধে মণিকার মাতার মত জানিতে পারিতেন। সংসারের সব কাযে তিনি দীর্ঘকাল পত্নীর মতই অভ্রান্ত মনে করিয়া—সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আপনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তাহার পর সংসারের ভার কতকটা মণিকার ও কতকটা ভৃত্যের হস্তগত হইয়াছে—তিনি তাহা গ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই।

তাহার পর তিনি বারান্দায় যাইয়া বসিলেন—ভাবিতে লাগিলেন। বহুদিন তাঁহার চিন্তার এমন কোন কারণ ঘটে নাই—সব যেন যথারীতি চলিতেছিল। পুত্র বিবাহ করিয়াছে; কিন্তু বিবাহ করিতে সে পিতার মত গ্রহণ করে নাই। তিনি কেবল পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। মণিকার বিবাহের কথা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভাবনা বাড়িতে লাগিল।

অপরাহ্নে যখন ছাত্ররা "ছোট সাহেবের" কাছে আসিল, তখন তিনি যেন চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। সরলকুমারও আসিয়াছিল; কিন্তু আজ সে যেন আপনাকে অন্য সকলের পশ্চাতে রাখিতেই সচেষ্ট ছিল।

মণিকা ছাত্রদিগকে চা দিয়া "একটু কায আছে" বলিয়া চলিয়া গেল।

"ছোট সাহেব" ছাত্রদিগকে বলিলেন, "চল, আজ বাগানেই একটু বেড়ান যা'ক, তা'র পর ফিরে এসে কিছু পড়া যাবে।"

বাগান মনোরম—বাগানের মধ্যে ঋজু পথগুলি সুরক্ষিত; গাছ এমন ভাবে সজ্জিত যে, কখন বাগানের কোন অংশ ফুলশূন্য হয় না। "ছোট সাহেব" ফুল ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার পত্নী বিশেষ যত্ন-সহকারে উদ্যানখানি সাজাইয়াছিলেন। তাহার পর তাহা কখন মণিকার সতর্ক ও স্নেহদৃষ্টিতে বঞ্চিত হয় নাই।

সকলে গৃহে ফিরিয়া আসিলে সরলকুমারই প্রস্তাব করিল, টেনিসনের "লকস্ লি হল" পাঠ করা হউক।

কবিতাটি পূর্ব্বেও পঠিত হইয়াছিল; তাই "ছোট সাহেব" কেবল তাহা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—যেন স্মৃতি হইতেই আবৃত্তি করিতে লাগিলেন; ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল না।

গৃহে ফিরিবার পথে এক জন যুবক ছাত্র বলিল, "কি সুন্দর আবৃত্তি!"

আর এক জন বলিল, "ছোট সাহেব" যখন কোন কবিতা আবৃত্তি করেন, তখন তাহাতেই যেন কবিতার নূতন সৌন্দর্য্য সপ্রকাশ হয়। কি বলেন, সরল বাবু?"

সরলকুমার তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সে কবিতার দুইটি চরণ স্মরণ করিতেছিল:—

"বসন্তে বিহগ-দেহে শোভা পায় নবীন বরণ,
বসন্তে প্রেমের চিন্তা পূর্ণ করে যুবকের মন।"

৫

পিতার নিকট হইতে সরলকুমারের প্রস্তাবের বিষয় অবগত হইয়া মণিকা মনের মধ্যে অননুভূতপূর্ব্ব ভাব ও চাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিল। গৃহকার্য্যের অবসরে স্থিরভাবে চিন্তা করিবার অবসর সে পাইল না—অথবা তাহার মনে হইল, সে পাইল না। মধ্যাহ্নের পর সে যখন একা ভাবিবার সময় পাইল, তখনও সে ভাবিবার পদ্ধতি স্থির করিতে পারিল না; বুঝিতে পারিল না, যৌবনে কেহ এরূপ বিষয়ে ভাবিবার পদ্ধতি স্থির করিতে পারে না—কেন না, সমুদ্রের চাঞ্চল্য যেমন তাহার স্বভাব, এ বিষয়ে যুবতীর মনের চাঞ্চল্য তেমনই তাহার প্রকৃতিগত। কেবল মণিকার মনে হইল, যে দিন সে তাজমহল সম্বন্ধে সরলকুমারের অভিব্যক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিল, সে দিন সরলকুমার যে দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়াছিল এবং উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইলেই তাহা নত করিয়াছিল, সে দৃষ্টিতে সে বিদ্যুতের স্পর্শ অনুভব করিয়াছিল। সে দৃষ্টি সেই দিন হইতে বার বার তাহার মনে পড়িয়াছে।

রাত্রিকালে শয্যায় শয়ন করিয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল। তখন যদি কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিত, তবে লক্ষ্যকারীর মনে হইত, যখন কোমল চিন্তা ও ত্বরিতগতি ভাবাতিশয্য সুন্দরীর মুখে সৌন্দর্য্য সঞ্চার করে, তখন তাহার কাছে প্রভাতের বা দিনান্তের আলোকে দৃষ্ট কুসুমের সুষমাও মলিন অনুভূত হয়।

এক বার মণিকার মনে হইল, বিবাহে অনিশ্চিতের যে অংশ অনিবার্য্য, তাহা হইতে অসুখের উদ্ভব হইতে কতক্ষণ? কিন্তু তখনই আবার তাহার মনে হইল—যদি কখন পথে দস্যুর সহিত দেখা হয়—সেই ভয়ে কি কেহ জীবনের পথে তাহার সকল সঞ্চয় ফেলিয়া দিয়া রিক্ত হইয়া অগ্রসর হয়? জীবন সম্বন্ধে

—সংসার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা অতি অল্প। কিন্তু সে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সে কেবল তাহার কথাই মনে করিতে লাগিল—তাহার পিতামাতার সুখসমুজ্জ্বল জীবনের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সেরূপ জীবন যে আর কাহারও হয় না বা হইতে পারে না, এমনই বা কে মনে করিতে পারে?

যদিও তাহার যে বয়স, সে বয়সে মানুষ আপনার সুখের উপকরণ সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট সময় পাইলেও স্বজনগণের সুখবিধানের জন্য সময় পায় না, তথাপি মণিকার মনে হইল, সে বিবাহ করিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া যাইলে, কে তাহার পিতাকে দেখিবে? সে জানিত, "ছোট সাহেব" স্ত্রীর স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকা ভালবাসিতেন না এবং তিনি বলিয়াছেন, সরলকুমারকে বাঙ্গালায় যাইতে হইবে।

সে মনে করিল, না—সে বিবাহ করিবে না। কিন্তু সেই সঙ্কল্প স্থির করিতে সে মনে কোন ব্যথা অনুভব করিল কি? যে তরবারের ফলক ধরিয়া তাহার ধরিবার স্থান দিয়া অপরকে আঘাত করে, সে কঠোরভাবে আঘাত করিতে পারে না—অথচ তাহার আপনার হাত কাটিয়া রক্ত পড়ে। মণিকার কি তাহাই হইল?

ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন স্নায়ুর শক্তি উত্তেজনার ফলে নিঃশেষ হয়, তখন মানুষ গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হয় এবং সে নিদ্রা যখন ভঙ্গ হয়, তখন তাহার মনে হয়, যে চিন্তার ভার দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে চিন্তাভারও বহন করা যায়,—যে অবস্থা দুঃসহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহাও সহ্য করা সম্ভব। মণিকার তাহাই হইল। সে উঠিয়া অভ্যস্ত গৃহকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল। কিন্তু দর্পণের সম্মুখে যাইয়াই সে বুঝিতে পারিল, গত রাত্রির চিন্তা ও উদ্বেগ তাহার মুখে তাহাদিগের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে—তাহার চক্ষু বেষ্টিত করিয়া মলিন বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে।

মালী ফুল লইয়া আসিলে মণিকা ঘরে ঘরে পুষ্পপাত্রে মলিন ফুলগুলি ফেলিয়া দিয়া নূতন ফুল সজ্জিত করিল এবং সর্ব্বশেষে বারান্দায় আসিয়া তথায় পুষ্পপাত্রটি তুলিয়া লইয়া নূতন ফুল দিল।

"ছোট সাহেব" তথায় ছিলেন।

মণিকা পিতার নিকটে বসিলে তিনি বলিলেন, "আমি ঠ'কে গেছি, মণিকা।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বাবা?"

"অনেক ভেবে দেখলাম, সরলকুমারের বিরুদ্ধে বলবার কিছু খুঁজে পেলাম না।"

মণিকা চুপ করিয়া রহিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমার মত আমি দিলাম; এখন তোমাকে তোমার মত জানাতে হ'বে।"

"বাবা, আমাকে কি বিয়ে করতেই হ'বে?"

"এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

"আপনাকে কে দেখবে?"

"ছোট সাহেব" হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "দেখছি, তোমার নাবালক বাপটিকে নিয়ে তুমি বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছ! বিলাতে বুড়াদের জন্য আশ্রম আছে; এ দেশে অকেযো পশুর জন্য পিঁজরাপোল হয়েছে—কিন্তু বুড়ো মানুষদের জন্য কোন ব্যবস্থা হয়নি। না?"

"না, বাবা, ঠাট্টা নয়। আমি আপনাকে ছেড়ে যা'ব না।"

"তা হ'লে আমি কখন আপনাকে ক্ষমা করতে পারব না। কারণ, আমি নিজেকে কখন এতটা স্বার্থপর ভাবতে পারি না। যখন আমার সেবার দরকার হবে, তখন সে সংবাদ তোমরা অবশ্যই পা'বে। কিন্তু সে দরকার যেন না হয়, আমি তাই চাই।"

মণিকা ভাবিতে লাগিল, বাস্তবিক কেহ কি জলে অবতরণ না করিয়া কেবল কূলে বসিয়া জীবন-নদীর স্রোতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারে?

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি ভেবে দেখ। যদি সরলকুমারকে তোমার ভাল ব'লে মনে না হয়, তবে আমি কখনই বলব না—তুমি তাঁ'কে বিবাহ কর। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক। তোমার মত জানতে পারলে, তবে আমি তাঁ'কে আমার কথা জানাব।"

মণিকা আর কিছু বলিল না।

মণিকা ভাবিতে লাগিল—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে পিতাকে দেবতার মত জ্ঞান করিত; তিনি যে কোন বিষয়ে ভুল করিতে পারেন, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিত না। তিনি যে বলিয়াছেন, তিনি সরলকুমারের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই পান নাই, তাহা মণিকার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

ফুলের পাপড়ীতে যখন স্বাভাবিক নিয়মে বর্ণ-সঞ্চার হয়, তখন সে বর্ণ দেখিতে দেখিতে গাঢ়তা ও প্রসার লাভ করে; তেমনই যুবক-যুবতীর মনে যখন ভালবাসা প্রথম দেখা দেয়, তখন তাহা ক্রমেই প্রবল হয়। মণিকার তাহাই হইয়াছিল। সরল-কুমারের মনীষা ও তাহার মিষ্ট ব্যবহার প্রথমে তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—তাহার পর এই কয়

বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সে আকর্ষণ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল। কেবল, তাহাই নহে—কখন্ যে তাহা একটু ভাবান্তর লাভ করিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। আপনার বক্ষে যে সৌরভ সঞ্চিত হয়, ফুল কি তাহা বুঝিতে পারে? শেষে যে দিন সৌরভ অলিকে আকৃষ্ট করে, সেই দিন সে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

বয়সের ধর্ম্ম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়।

মণিকাও সরলকুমারের বিরুদ্ধে বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না; পরন্তু তাহার পক্ষে বলিবার অনেক নূতন বিষয়ের সন্ধান সে পাইতে লাগিল।

সে চলিয়া যাইলে পিতার অসুবিধা হইবে বলিয়া সে বিবাহে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু পিতার কথায় সে বুঝিয়াছিল, সে বিবাহ করিলে পিতা সুখী হইবেন—তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করিবেন।

দুই দিন পরে "ছোট সাহেব" যখন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিকা, তুমি কিছু স্থির করলে?" তখন মণিকা নির্ব্বাক্ রহিল; কেবল তাহার মুখে লজ্জার ভাব দেখা দিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমি সরলকুমারকে ডেকে ব'লে দেব, তাঁ'র প্রস্তাবে আমি আপত্তির কোন কারণ দেখি না।"

মণিকা কিছুই বলিল না।

৬

যে দিন পিতা পুত্রীকে পূর্ব্বোল্লেখিত কথা বলিলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় ছাত্ররা বিদায় লইবার সময় "ছোট সাহেব" সরলকুমারকে পরদিন প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিলেন। সে রাত্রিতে সরলকুমার ঘুমাইতে পারিল না—শরতের আকাশে যেমন পবন-তাড়িত লঘু মেঘ এক এক বার চন্দ্রালোক আবৃত করে, আবার তাহার পর চন্দ্রালোকে আকাশ যেন হাসিতে থাকে, তাহার মনে তেমনই এক বার আশার আলোক দেখা যাইতে লাগিল, আবার আশঙ্কার মেঘ তাহা আবৃত করিতে লাগিল। যদি সুসংবাদই হইবে, তবে "ছোট সাহেব" তাহা পরদিন বলিবার জন্য রাখিয়া দিবেন কেন? কিন্তু যদি দুঃসংবাদই হয়, তবেই বা বিলম্বের কারণ কি হইতে পারে? হয়ত তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিবেন। সান্ত্বনা! সে যৌবনের আগ্রহে যে ভালবাসা পুষ্ট করিয়াছে, সে ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত হইলে সে কি কখন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে? তাহার মন বলিল—না—না।

যদি সে দুঃসংবাদই পায়, তবে সে পরদিনই আগ্রা ত্যাগ করিবে, আর আগ্রায় আসিবে না; যে গুরুকে সে এত ভক্তি করে, সে গুরুর সঙ্গে তাহার আর কখন সাক্ষাৎ হইবে না। মণিকার কাছে সে বিদায় লইতে পারিবে না; মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই; যদি হতাশার বেদনায় সে কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলে! সে জন্য সে কখন আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। কিন্তু কেনই বা সে অসংযত হইবে? সে মণিকার কাছেও বিদায় লইয়া যাইবে।

শয্যায় থাকা কষ্টকর মনে করিয়া সরলকুমার বারান্দায় যাইয়া একখানি চেয়ারে বসিল, মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল। দিবালোকবিকাশসূচনা হইতে না হইতে সে ভৃত্যকে ডাকিয়া দিয়া স্বয়ং স্নান করিতে চলিয়া গেল এবং যখন সে "ছোট সাহেবের" বাঙ্গলোর পথ গ্রহণ করিল, তখন দিনের আলো কেবল আগ্রার গম্বুজে গম্বুজে যেন বর্ণরঞ্জন করিতেছে। সে আপনি আপনার হৃদয়ের স্পন্দনশব্দ শুনিতে লাগিল।

সরলকুমার গৃহের বেষ্টনোদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, মণিকা তাহার পিতার সহিত বেড়াইতেছে। তাঁহারাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন। সে তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইবার পূর্ব্বেই যখন মণিকা বাঙ্গলোর মধ্যে চলিয়া গেল, তখন তাহার উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা যেন আর সীমায় বদ্ধ রহিল না। সে যে কিরূপে "ছোট সাহেবের" কাছে উপনীত হইল তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে হইতেছিল, হয়ত মণিকার সহিত তাহার এই দেখাই শেষ দেখা। সে চিন্তায় কি ব্যথা!

"ছোট সাহেব" ডাকিলেন, "মণিকা! মা!" সরলকুমারকে তিনি বলিলেন, "এস, সরলকুমার। এস!"

বাঙ্গলোর মধ্য হইতে কেহ উত্তর দিল না। তবে "ছোট সাহেবের" মুখের প্রফুল্লভাব সরলকুমারকে সাহস দিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "মণিকা দেখছি, আসবেন না। আমার ইচ্ছা ছিল, দু'জনকে একসঙ্গে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দিত করব; তা' দেখছি, হ'ল না। আশীর্ব্বাদ আমি তোমাদের দু'জনকেই করছি—চিরসুখী হও। আর আমি তোমাদের দু'জনকেই অভিনন্দিত করতে পারি; কারণ, আমার বিশ্বাস—মণিকার যেমন তোমার মত স্বামী পাওয়া সৌভাগ্য বিবেচনা করা সঙ্গত, তুমিও তেমনই—তোমার রুচির অনুরূপ রুচির অনুশীলনকারিণী মণিকাকে পেয়ে সুখী হ'বে।"

সরলকুমারের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে নতমস্তক হইয়া "ছোট সাহেবের" কথা শুনিতেছিল—তাহার মনে হইতেছিল, সত্য সত্যই যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ তাহার মস্তকে কল্যাণ বর্ষণ করিতেছে।

উভয়ে উদ্যান হইতে বাঙ্গলোয় উপনীত হইলেন। তথায় "ছোট সাহেব" আবার কন্যাকে ডাকিলেন এবং উত্তর না পাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, মণিকা এর মধ্যেই আর আমার কথা শুনছেন না।"

তাহার পর তিনি সরলকুমারকে বলিলেন, "তুমি যাও, মণিকার সঙ্গে দেখা ক'রে এস।"

সরলকুমার বলিল, "আমি পরে এসে দেখা করব।"

তাহার কথা শুনিয়া "ছোট সাহেব" বিস্মিতভাবে তাহার দিকে চাহিলেন।

সরলকুমার বলিল, "মণিকার আঙ্গুলের আংটীর মাপ পেতে পারি কি?"

"ছোট সাহেব" হাসিয়া বলিলেন, "আংটী নিয়ে এসে দেখা করবে? সেটা কিন্তু বিলাতের প্রথার অনুকরণ।"

ছাত্র হিসাবে পদের ব্যাখ্যা লইয়া সে যেমন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিত, তেমনই ভাবে সরলকুমার বলিল, "কেন? আমাদের দেশেও যে অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত, তা ত কালিদাসের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়।"

"ঠিক বলেছ।"

একটু ভাবিয়া "ছোট সাহেব" বলিলেন, "আংটী মণিকা একটাই ব্যবহার করেন; সেটা যে দিবেন, এমন মনে হয় না—কারণ, সেটা ওঁর মা'র ছিল। তবে—তাঁ'র আংটী আরও আছে; আমি দেখছি।"

"ছোট সাহেব" তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় আলমারী খুলিয়া একটি অঙ্গুরী আনিয়া সরলকুমারকে দিলেন। সরলকুমার শ্রদ্ধা সহকারে সেটি গ্রহণ করিয়া পকেটে রাখিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিদায়ী নমস্কার করিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "এখনই চল্লে?"

সরলকুমার বলিল, "এখন এক বার যেতে হ'বে। পরে আবার আসব।"

"এক পেয়ালা চা-ও খেলে না?"

"চা আমি খেয়ে এসেছি"—বলিয়া সরলকুমার বিদায় লইল। আসিবার সময় সে মনে আশঙ্কা লইয়া আসিয়াছিল, যাইবার সময় আনন্দ লইয়া গেল—এ বার তাহার গতি আর মন্থর নহে—দ্রুত।

"ছোট সাহেব" বুঝিলেন, সে অঙ্গুরীয় কিনিতে গেল। কিন্তু সে জন্য সে যে আগ্রা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবে, তাহা তিনি অপরাহ্ণের পূর্ব্বে জানিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণে অন্য ছাত্ররা আসিয়া বলিল, কি একটা কায আছে বলিয়া সরলকুমার দিল্লী যাত্রা করিয়াছে; বলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যায় ফিরিবে।

সন্ধ্যার পর যখন অন্য ছাত্ররা চলিয়া গেল, তখন "ছোট সাহেব" কন্যাকে বলিলেন, "সকালে সরলকুমার যখন তোমার আংটীর মাপ চেয়েছিলেন, তখন যদি বলতেন, তিনি সেটা নিয়ে দিল্লী পর্য্যন্ত যাবেন, তবে আমি বারণ করতাম। ছেলেমানুষ!"

মণিকা কোন কথা বলিল না; কিন্তু পিতার কথায় তাহার চক্ষু যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এই সময় একখানি যান গৃহবেষ্টনোদ্যানে প্রবেশ করিল—শব্দ শুনা গেল এবং তাহার পরই সেখানি বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সরলকুমার নামিয়া বাঙ্গলোয় প্রবেশ করিল।

সে ঘরে প্রবেশ করিলে মণিকা উঠিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, "ছোট সাহেব" বলিলেন, "মণিকা, শুনেছ ত, সরলকুমার দিল্লী থেকে আসছেন—তুমি ওঁর জন্য কিছু খাবার আন; চাকরকে বল, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিক—হাত-মুখ ধুয়ে আসবেন।"

মণিকা চলিয়া যাইলে সরলকুমার অঙ্গুরীয়ের বাক্স বাহির করিয়া সেটি খুলিল—বিদ্যুতের আলোকে অঙ্গুরীয়ের হীরক যেন জ্বলিয়া উঠিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি এ কত টাকার জিনিষ এনেছ?"

সরলকুমার বলিল, "বেশী নয়।"

সরলকুমার হাত-মুখ ধৌত করিয়া আসিল। মণিকা তাহার জন্য খাবার লইয়া আসিল।

অঙ্গুরীয়ের বাক্সটি টেবলের উপরেই ছিল। "ছোট সাহেব" সরলকুমারকে বলিলেন, "তুমি এটি মণিকাকে দাও।" বলিয়া তিনি—যেন কি কাযে—পার্শ্বের কক্ষে গমন করিলেন।

সরলকুমার পকেট হইতে একখানি খাম বাহির করিয়া সেইখানি ও অঙ্গুরীয়টি মণিকাকে দিল। মণিকা লজ্জানতদৃষ্টি হইয়া সেগুলি গ্রহণ করিয়া অঙ্গুরীয়টি টেবলের উপর রাখিয়া দিল এবং খামখানি বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

আপনার ঘরে যাইয়া মণিকা খামখানি বাহির করিল। তাহার মধ্যে সরলকুমারের স্বরচিত একটি কবিতা ছিল:—

এস রজনীর শেষে সমুজ্জ্বল বেশে দিবালোকরাশিসম ;
এস স্নিগ্ধ শীতল বরষার জল তপ্ত-হৃদয়ে মম ;
এস মরুর ঊষর বালুর উপর স্ফটিকস্বচ্ছ ধার ;
এস শিশির-অন্তে নব বসন্তে সুমনস সুকুমার ;
এস নীল নির্ম্মল গগনে বিমল রজতজ্যোৎস্না-হাসি ;
এস অলিসঙ্কুল সৌরভাকুল পুলকিত ফুলরাশি ;
এস শরৎতপনে প্রভাত-পবনে বিকশিত শতদল ;
এস খরবিকরে পিপাসাকাতরে স্নিগ্ধ শীতল জল ;
এস অমানিশাপরে নীল অম্বরে রবিকর মধুময় ;
এস হতাশের তরে জীবন-সমরে চির-ঈপ্সিত জয় ;
এস হতাশাকাতর মম অন্তর পুলকিত তোমা লাগি' ;
এস টুটি' দুখ শোক আশার আলোক উঠিছে
সেথায় জাগি' ;
এস দুখের আঁধার ঘুচায়ে আমার আলোক পুলকভরা ;
এস সুখ এ জীবনে শান্তি মরণে সংসার আলো করা।

কবিতাটি একবার পাঠ করিয়া মণিকা যখন আবার পাঠ করিতেছে, সেই সময় তাহাকে ডাকিয়া পিতা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি অঙ্গুরীয় ও আধারটি টেবলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তুমি ফেলে এসেছিলে। সরলকুমার অনেকগুলি টাকা খরচ করেছেন। এটি তোমাকে পরতে হ'বে।"

তিনি চলিয়া যাইলে মণিকা এক বার দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর অঙ্গুরীয়টি বাক্স হইতে বাহির করিল। আলোকপাতে হীরক হইতে আলোক যেন বিচ্ছুরিত হইল। মণিকা সেটি অঙ্গুলীতে পরিধান করিল। তাহার মনে হইল, অঙ্গুরীয়টি কবিতাটিরই মত সুন্দর। সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, সরলকুমারের প্রেম কি আরও সুন্দর ?

সে অঙ্গুরীয়টি ধীরে ধীরে খুলিয়া রাখিল বটে, কিন্তু রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে কবিতাটি আবার—বার বার পাঠ করিয়া অঙ্গুরীটি পুনরায় পরিধান করিয়া যখন শুইতে গেল, তখন কবিতাটি তাহার স্মৃতিগত হইয়াছে। শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, কবিতাটি যেন তাহার মনের মধ্যে কেবল গুঞ্জরণ করিতেছে।

সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রত্যুষে যখন মণিকার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাহার দৃষ্টি প্রথমেই সরলকুমারের উপহার অঙ্গুরীয়ের উপর পড়িল। তাহার পর সে দেখিল, টেবলের উপর কবিতার কাগজখানি রহিয়াছে—শুইতে যাইবার সময় সে জয়পুরী শিল্পীর রচনা একটি কাগজচাপা সেটির উপর রাখিয়াছিল, পাছে কাগজ উড়িয়া যায়—কাগজচাপাটিতে একটি ময়ূর তাহার গাঢ় নীল কণ্ঠ উন্নত করিয়া দূরস্থ ময়ূরীর আহ্বানকেকা শুনিতেছে। সে কবিতার কাগজখানি ও অঙ্গুরীটি টেবলের টানায় রাখিয়া দিল ; রাখিবার পূর্ব্বে অঙ্গুরীটি তুলিয়া লইয়া এক বার ভাল করিয়া দেখিল—সেটি ওষ্ঠাধরস্পৃষ্ট করিল।

সে যখন পিতার ও আপনার জন্য চা লইয়া বারান্দায় আসিল, তখন সরলকুমার তথায় উপস্থিত !

সরলকুমার গত সন্ধ্যায় মাপের জন্য গৃহীত অঙ্গুরীটি ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল ; আজ সেইটি দিবার জন্য প্রত্যুষেই আসিয়াছে।

পিতার নির্দ্দেশে সে সরলকুমারের জন্য এক পেয়ালা চা ঢালিল। তাহার মনে হইল, সরলকুমারের দৃষ্টি তাহার আঙ্গুলে কিসের সন্ধান করিতেছে। সে বুঝিল, সে অঙ্গুরীটি পরিয়াছে কি না, সে তাহাই দেখিতেছে। শেষে সরলকুমার "ছোট সাহেবকে" জিজ্ঞাসা করিল, "আংটী মাপে ঠিক হয়েছে কি ?"

মণিকাকে তাহার পিতা যখন সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে লজ্জা-সঙ্কুচিতভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "ওটি তুমি সর্ব্বদা পরবে। যাও—প'রে এস।"

মণিকা যাইয়া সেটি পরিয়া আসিল।

"ছোট সাহেবের" ও মণিকার সঙ্গে বাগানে একটু বেড়াইয়া সরলকুমার যখন যাইবার জন্য বিদায় লইল, তখন "ছোট সাহেব" তাহাকে বলিল, "আজি রাত্রিতে তুমি আমাদের সঙ্গে খা'বে।"

সে দিন অপরাহ্নে সরলকুমার অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে অধ্যাপকের গৃহে আসিল।

সে দিন ওমর খৈয়মের কবিতার আলোচনা করিতে করিতে ছাত্রদিগের মধ্যে এক জন বলিল, "ইংরেজীতে ওমরের কবিতার অনেক অনুবাদ হয়েছে বটে, কিন্তু মনে হয়, ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ সবচেয়ে ভাল।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তা'র কারণ, এ ক্ষেত্রে অনুবাদকও এক জন বড় কবি ; আর তিনি অনুবাদ অপেক্ষা অনুসরণে অধিক অবহিত হয়েছিলেন।"

"কিন্তু অনুবাদ ঠিক অনুবাদ না হ'লে কবির রচনার স্বরূপ বুঝা যায় না।"

"তা' বটে ; কিন্তু সেটা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়,—বিশেষ কবিতায় কবিতার অনুবাদে।"

"আবার কোন কোন কবিতা ধাতুগত প্রভেদের জন্য অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায় না।"

সরলকুমার বলিল, "ও কথা আমি স্বীকার করি না। ভাব সব দেশেই এক; কাযেই ভাবের অনুসরণ করা যায়।"

টেবলের উপর কবি টেনিসনের গ্রন্থাবলী ছিল। সেখানি লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক স্থানে আসিয়া সেই যুবক বলিল, "এই ধর 'মিলারস ডটারের' গান—এর ভাবানুসরণে বাঙ্গালায় কি কবিতা রচনা করা যায়?"

সরলকুমার বলিল, "নিশ্চয়ই যায়। আমি গত মাসখানেকের মধ্যেই সে চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, একটু চেষ্টা করলেই আমি আমার কবিতাটা মনে করতে পারব।"

সে মণিকার নিকট কাগজ চাহিল। মণিকা তাহার একখানি খাতা আনিয়া দিল। সরলকুমার খাতাখানি লইয়া ঘর হইতে বারান্দায় যাইয়া আলোকের কাছে বসিল।

ঘরের মধ্যে সকলে পূর্ব্ববৎ ওমরের কবিতার আলোচনা করিতে লাগিলেন; কেবল মণিকা পুনঃ পুনঃ বারান্দা হইতে ঘরে আসিবার দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল।

প্রায় পনর মিনিট পরে সরলকুমার খাতাখানি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। যে যুবকের সহিত তাহার তর্ক হইয়াছিল, সে একটি ইংরেজী গানের একটি চরণ আবৃত্তি করিয়া বলিল—"বিজয়ী বীরেন্দ্র, হের, আসিছেন ওই।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "সরলকুমার, তোমার কবিতাটি পড়।"

সরলকুমার পড়িল;—

আমি যদি শুধু হ'তাম তাহার
কবরীর ফুলহার—
নিবিড় আঁধার কেশের পরশে
উঠিতাম ফুটি' আকুল হরষে
চিকণ চিকুরে তা'র;
এ হৃদয় করি' খালি অলকে দিতাম ঢালি'
আমার সৌরভভার।
হয় ত দেখিত চাহি, ক্ষণেকের তরে,
কোন্ ফুলমালা হ'তে এ সৌরভ ঝরে?

আমি যদি তা'র কমল-চরণে
হ'তাম নূপুরখানি
গুঞ্জরি' উঠি' গৌরব-মদে
করিতাম তা'র প্রতি পদে পদে
কৌতুক কাণাকাণি;
গুঞ্জরি' চরণ-তলে কহিতাম কত ছলে
হৃদয়ের আশা বাণী।
হয় ত অধীরা লাজে চাহিত চরণে—
মুখর নূপুর যেন বাজে ক্ষণে ক্ষণে?

আমি যদি শুধু হ'তাম কাঁকন—
কোমল করের সাথী,
রভস-লালস পরশে আমার
কম করখানি বেড়ি' ধরি' তা'র
রহিতাম দিবারাতি;
কোমল-প্রকোষ্ঠলীন, রহিতাম নিশিদিন,
পরশ হরষে মাতি';
হয় ত আমারে তুলি ভাবিত, কি চাহি'
অধীর কাঁকন মরে নিশিদিন গাহি'?

আমি যদি শুধু হ'তাম হীরক
হারলতামাঝে বুকে—
নিশ্বাসসাথে কাঁপি' চঞ্চল
লভিয়া দীপ্তি অমিত—উজ্জল
রহিতাম শত সুখে।
হরষে উরসে মিশি', রহিতাম দিবানিশি,
চাহি' শুধু তার মুখে।
হয় ত হেরিয়া মোরে ভাবিত কেবল
তা'র বুকে মণি কেন এত সমুজ্জ্বল?

কবিতাটি পাঠ করিবার সময় সরলকুমার বার বার—বুঝি আপনারও অজ্ঞাতে—মণিকার দিকে চাহিয়াছিল এবং প্রতি বারই সে দেখিয়াছিল, মণিকা তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

কবিতাপাঠ শেষ হইলে, যে যুবকের সহিত সরলকুমারের তর্ক হইয়াছিল, সে বলিল, "পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক পরাজয়ের গৌরব জয়ের গৌরব অপেক্ষা উজ্জল; আমি পরাজয়ের গৌরবই গ্রহণ করিলাম। কেবল আমার বক্তব্য, কবরী এখন আর মেয়েরা বাঁধেন না, আর নূপুর বাতিল হয়ে গেছে।"

সকলে হাসিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "সরলকুমার, তুমি এমন কবিতা লিখতে পার, এ ত আমরা এত দিন জানতে পারিনি?"

এক জন যুবক বলিল, "আমরা জানি, উনি কবিতা লিখেন; কিন্তু কিছুতেই ছাপাতে চান না।"

আর এক জন বলিল, "সেইটাই অসাধারণ সংযমের পরিচায়ক।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "অনুসরণ চমৎকার হয়েছে—এমন কি, মূল কবিতায় যেমন বাসনা-বিকাশের কারণ কি, তা' স্পষ্ট ব্যক্ত হয়নি অর্থাৎ বাসনা কি থেকে উদ্ভূত, তা' ব্যক্ত হয়নি, এতেও তেমনই। ভালবাসা অনেক ক্ষেত্রেই অনন্যভাব-বিকাশ নহে; আত্মম্ভরিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্থলালসা, লালসা—এ সব হ'তেও তা'র উদ্ভব হ'তে পারে—ভালবাসা বৈচিত্র্য লাভ করতে পারে। প্রকৃত ভালবাসার সঙ্গে এ সকলের প্রভেদ স্থির করাও দুষ্কর; কারণ, এ সবও সন্দেহ, বেদনা, লক্ষ্য করবার ক্ষমতার তীক্ষ্ণতা উৎপন্ন করে। কেবল নিঃস্বার্থতায় আর স্থায়িত্বে প্রকৃত ভালবাসা বুঝা যায়—সে-ই তার কষ্টি-পাতর।"

ছাত্রগণ বিদায় লইবার সময় সরলকুমার মণিকার খাতাখানি তাহাকে ফিরাইয়া দিল—দিবার সময় তাহার হস্ত মণিকার হস্ত স্পর্শ করিল। তাহার মনে হইল, মণিকার হাত একটু কাঁপিল।

এক জন ছাত্র বলিল, "সরল বাবু, এ কবিতাটা কোন মাসিক পত্রে ছাপবার অনুমতি দিতে হ'বে।"

সরলকুমার মণিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ত কবিতাটি স্বত্বত্যাগ করেই দিয়াছি।"

"আমি কাল এসে কুমারী পালিতের অনুমতি নিয়ে যা'ব, আর কবিতাটিও নকল ক'রে নেব!"

অন্য ছাত্রদিগের সহিত সরলকুমার বারান্দায় আসিলে "ছোট সাহেব" বলিলেন, "সরলকুমার, কবিতায় বিভোর হয়ে ভুলে যেও না যে, তুমি আজ এখানে খা'বে।"

সরলকুমার উত্তর দিল, "আমি যাচ্ছি না।"

"ছোট সাহেবের" বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগের (অবশ্য যাহারা খাইতে আপত্তি করিত না) আহারের জন্য নিমন্ত্রণ হইত এবং তাহার বৈশিষ্ট্য—তিনি কখন সকলকে এক দিনে খাইতে বলিতেন না; তাহার প্রধান কারণ, আহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে স্থানের স্বল্পতা; সুতরাং আজ সরলকুমারের নিমন্ত্রণে কাহারও বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তবুও ফিরিয়া যাইবার পথে ছাত্ররা তাহার বিষয়ই আলোচনা করিতে করিতে গেল।

কবিতাটি পড়িবার সময় সরলকুমার যে বার বার মণিকার দিকেই চাহিয়াছিল, তাহা অনেকে লক্ষ্য করিয়াছিল। সে যে পূর্ব্বদিন ও সে দিন সকালেও অধ্যাপক-গৃহে আসিয়াছিল, তাহাও তাহারা জানিত। আবার কোন অজ্ঞাত কারণে তাহার সহসা—কয় ঘণ্টার জন্য—দিল্লীগমন তাহাদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছিল।

এক জন বলিল, "সরল যেন কিছু বেশী ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফেলছে।"

আর এক জন বলিল, "আমি ত আগেই এক দিন বলেছিলাম, সরল বাবু প্রশংসার পিচ্ছিল পথে একটু দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন।"

তৃতীয় ছাত্রটি বলিল, "তা'তে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি?"

"কিছুই নয়; কেবল ক' বৎসর একসঙ্গে থাকা গেল—হিন্দুর ছেলে।"

"ওঁর ত সমাজের সঙ্গে ভাবি সম্পর্ক!"

"আর আমরাও ত যাকে বলে

'নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশিতে বঞ্চয়ে সুখে

প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।'

এই ত সরলকুমারের পড়া শেষ হ'ল; আর আগ্রায় থেকে কি করবেন?"

"আজও যে কেন আছেন, তাই বুঝা যায় না।"

"সে কেবল ওঁর বাপ মা ভাই বোন কেউ নাই ব'লে—ওঁর পক্ষে—ভোজনং যত্র তত্র আর শয়নং হট্টমন্দিরে।"

"সে কথাটি ওঁর সম্বন্ধে বলা চলে না—সে সব বিষয়ে খুব পারিপাট্য আছে। বাঙ্গলোখানি এমন ভাবে সাজিয়েছেন যে, কোন দিন ছেড়ে যাবার কথা যেন মনেও হয়নি।"

"টাকারও অভাব নাই, সখও আছে। ভাবনার কারণ কি?"

"এটাও দেখতে হবে যে, লোকটা একেবারে বন্ধন-বিহীন।"

"সেই জন্যই ত ভয় হয়, কোথায় কোন্ বন্ধনে কবে বদ্ধ হয়ে পড়ে।"

ছাত্ররা তাহাদিগের আবাসে উপনীত হইল।

৮

আহারান্তে সরলকুমার "ছোট সাহেবকে" বলিল, তাহাকে এক বার কলিকাতায় যাইতে হইবে। কারণ-জিজ্ঞাসায় সে বলিল, "মা'র গহনা সব ব্যাঙ্কে আছে। বাবা সেই ব্যবস্থা করেছিলেন; আর, বোধ হয়, সেই জন্যই ট্রেণ-দুর্ঘটনায় সেগুলি নষ্ট হয়নি। সেগুলি আনতে হ'বে। আর আমার বাড়াতে যিনি ভাড়াটে আছেন, তাঁ'র চুক্তির মেয়াদ এখনও তিন বৎসর—যদি ব'লে তাঁ'কে বাড়ী ছাড়াতে পারি।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তুমি বলেছ, বাড়ীটা সহরের কেন্দ্রস্থান থেকে দূরে, আর বড়। ছোট বাড়ীতে স্বামি-স্ত্রী পরস্পরের যত কাছে থাকতে পায়, বড় বাড়ীতে তত নয়। বড় বাড়ীর তোমার দরকারই বা কি? তুমি বরং সহরের মধ্যে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া কর; তা'তে কাযেরও সুবিধা হ'বে!"

"তাই করব। কিন্তু আমি আমার বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে—বাগানের মধ্যে একখানি ছোট বাঙ্গলো করব—তাতে আগ্রার কথা আমাদের মনে পড়বে; আর ছুটীর দিন আমরা সেখানে থাকব।"

"ছোট সাহেব" হাসিলেন। যুবকের কল্পনা কোন্ পথে ধাবিত হয়, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না।

মণিকা এই কথোপকথন শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে যে নূতন জীবনে প্রবেশ করিবে, তাহার সেই জীবনের সঙ্গী তাহার জীবন সুখময় করিবার উপায় উদ্ভাবনেই ব্যস্ত।

"ছোট সাহেব" জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ফিরতে ক' দিন হ'বে?"

"আমার বোধ হয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরতে পারব।"

"সেই অনুসারে বিবাহের দিন স্থির করতে হ'বে। মণিকার ভাইকে খবর দিতে হ'বে। যদিও তিনি কা'রও ঘেঁস সইতে ভালবাসেন না, তবুও তাঁকে আসতে বলতে হ'বে। যদি আসেন, খুবই ভাল।"

"বাড়ী কি আমি ঠিক ক'রে আসব? না—মণিকা গিয়ে দেখে ঠিক করবেন?"

"তুমিই ঠিক ক'রে এস। তোমার পসন্দের উপর অনেক বিষয়ে মণিকাকে নির্ভর করতেই হবে। অবশ্য সেটা পরস্পরের কথা।"

"তাই হ'বে।"

"তোমার আত্মীয়স্বজনদের কাউকে সংবাদ দিতে হ'বে না?"

"আমার পিতৃকুলে যা'রা আছেন, তাঁ'রা বাবার সম্বন্ধে হিংসা ছাড়া প্রীতি কখন হৃদয়ে পোষণ করেন নি; মাতুল কেউ নাই—আছেন এক মাসীমা; তিনি মনে করেন, একালের যা' কিছু সবই মন্দ। তিনি আমার এ বিবাহে আনন্দিত হ'বেন না। সেই জন্য তাঁকে সংবাদ দিতে চাই না।"

"কলিকাতায় যাচ্ছ, আমার একটু কায আছে।"

সরলকুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"আমি মণিকাকে তা'র মা'র একখানি ছবি উপহার দিতে চাই। আমার বসবার ঘরে তা'র যে ছবিখানি আছে, সেখানি এক জন ভাল চিত্রকর তাঁকে দেখে এঁকেছিলেন। সেইখানি দেখে একখানি ছবি আঁকতে হ'বে।"

"আমি চিত্রকর নিয়ে আসব।"—তাহার সঙ্কল্প হইল, সেই চিত্রকরের দ্বারা সে "ছোট সাহেবের" একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়া লইবে।

"কিন্তু আনতে কি খরচ খুব বেশী পড়বে না?"

"ছবি যে খুব বেশী লোক আঁকান তা' নয়; সুতরাং এখানে আসবার জন্য বেশী টাকা নেবার কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং এখানে এলে চিত্রকর নিজেও কতকগুলি ছবি এঁকে নেবার সুযোগ পা'বেন।"

সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ততাহেতু অনভিজ্ঞ "ছোট সাহেব" তাহাই বুঝিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে সরলকুমারের উপর নির্ভর করিলেন।

সরলকুমার কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিল। তখন মণিকার সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধীয় কথা তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে প্রচারিত হইল। তাহাদিগের কাছে তাহা বিশেষ আলোচনার বিষয় হইল। কেহ বলিল, মণিকা জিতিল; কেহ বা বলিল, প্রণয়ে প্রথম পথটা দ্রুত অতিক্রম করিতে হয়, সরলকুমার তাহাই করিয়াছে। আর এক জন বলিল, "যখন প্রণয়ের ফলে বিয়ে, তখন তা'তে পাশ্চাত্য ব্যাপারের সব লক্ষণ থাকাই সঙ্গত।" এক জন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তোমার কি সে জন্য দুঃখ হচ্ছে? প্রণয়ের ফলে বিয়ে, আর বিয়ের ফলে প্রণয়—দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ যে খুব বেশী, তা' মনে হয় না। কেবল প্রথমটিতে রং প্রথমে বেশী ঘোরাল থাকে, পরে ফিকে হয়; আর দ্বিতীয়টিতে ফিকে রং ক্রমে ঘোরাল হয়—শেষে কিন্তু দুই-ই সমান দাঁড়ায়।"

যে দিন সরলকুমার মণিকাকে অঙ্গুরী ও কবিতাটি দিয়াছিল, সেই দিন হইতে সে তাহাকে এক বারও একা পায় নাই—পাইবার চেষ্টা করিতে লজ্জানুভব করিয়াছিল। যে দিন সে কলিকাতায় যাইবে, সেই দিন "ছোট সাহেবের" কাছে বিদায় লইয়া উঠিয়া সে বলিল, "মণিকাকে ব'লে যা'ব মনে করছি—"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "হাঁ, ব'লে যাও।" তিনি মণিকাকে ডাকিলেন—ভৃত্য আসিয়া বলিল, মণিকা বাগানে।

সরলকুমার বারান্দার সোপানের উপর হইতে চাহিয়া দেখিল, একটু দূরে যে স্থানে একটা ব্রাউনিয়া অশোকের গাছ বড় বড় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের ভারে নতশাখ হইয়াছে এবং তাহার নবোদ্গত পত্রগুলির মধ্যে

গাঢ় লাল ফুলগুলি মধুর বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিতেছে —তথায়, গাছের ছায়ায় বেঞ্চের উপর মণিকা বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে অশোকের ঐ নবোদ্গত পত্রেরই বর্ণের একখানি শাড়ী—আর তাহার পাড় ঐ অশোকফুলেরই বর্ণের! অদূরে ফুলের কেয়ারীতে ছোট ও বড় সূর্য্যমুখী ফুটিয়া আছে—বড় ফুলগুলি যেন প্রেমগৌরবে গর্ব্বিতা যুবতীর মত। অশোক ফুলের কয়টি গুচ্ছ মণিকার পার্শ্বে আসনে রক্ষিত। একটি ময়ূর অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে তাহার নিকটে আসিয়া ভূমির উপর শস্যের সন্ধান করিতেছে। কাছে যে বকুল গাছ, তাহার শাখা হইতে এক ঝাঁক টিয়া পাখী উড়িয়া গেল। মণিকা তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

সরলকুমার দেখিল,—তাহার অন্তরের প্রেম যেন মণিকাকে অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিল। ইংরেজ কবির কবিতা তাহার মনে পড়িল :—

"মূরতি তাহার　　নয়নে আমার
প্রথম যে দিন উঠিল ভাসি,
আনন্দ-প্রতিমা　　কি তা'র গরিমা –
যেন সীমাহীন মাধুরীরাশি ।"

দেখিতে দেখিতে সে অগ্রসর হইল।

সে যখন সেই তরুতলে উপনীত হইল, তখন মণিকা—পিতার ছাত্ররা আসিলে যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করে—অভ্যাসবশে তেমনই উঠিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু নমস্কার করিবার জন্য হাত তুলিতে যাইয়া উভয়ের বর্ত্তমান সম্বন্ধ মনে করিয়া নিরস্ত হইল। তাহার দৃষ্টি নত ও মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিমাভ হইল।

সরলকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, "নমস্কারের দিন আর নাই।"

সে দেখিল, মণিকার আঙ্গুলে তাহার প্রদত্ত উপহার অঙ্গুরী শোভা পাইতেছে।

তাহার কথা শুনিয়া মণিকা মৃদু হাস্য করিল—তাহার গণ্ডে টোল পড়িল।

সে গণ্ডে চুম্বন অঙ্কিত করিবার কি প্রবল প্রলোভন! স্বভাবসংযত সরলকুমার সে প্রলোভন সম্বরণ করিল। সে বলিল, "আমি আজ এক বার কলিকাতায় যা'ব।"

মণিকা তাহার নত দৃষ্টি সরলকুমারের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল,"বাবার কাছে শুনেছি,যাচ্ছেন।"

সরলকুমার হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে ময়ূরটি একবার গ্রীবা উন্নত করিয়া তাহাদিগের দিকে চাহিল, তাহার পর লম্বিত পুচ্ছ যেন টানিয়া লইয়া একটু সরিয়া গেল। সরলকুমার বলিল, "নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কি 'আপনি'র ও যাবার সময় হয়নি?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, 'অভ্যাস।'—প্রথম প্রণয় যুবককে যেমন নারীর মত লজ্জাতুর করে, যুবতীকে তেমনই পুরুষোচিত লজ্জাজয়ী করে,—সেই জন্যই প্রথম প্রণয়ে যুবকযুবতী পরস্পরের সমস্বভাব হয়।

"এই ক'দিনে অভ্যাস জয় করে রেখ। ফিরে আসবার পরও যদি এই অভ্যাসের পরিচয় পাই, তবে রাগ করব—তখন আমার অভিমান করবার অধিকার হ'বে।"

মণিকা একটা অশোক ফুল তুলিয়া লইয়া সেটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আচ্ছা।" সে মনে মনে বলিল, "সে অধিকার তুমি লাভ করেছ।"

"তা' হ'লে এখন চললাম। তোমার জন্য বাড়ী সাজিয়ে রেখে আসব।"—বলিয়া সরলকুমার মণিকার করধৃত অশোক ফুলটি টানিয়া লইল এবং সেটিকে তাহার কোটে ফুল বসাইবার স্থানে বসাইতে যাইয়া দেখিল—কোটে সে ব্যবস্থা নাই। সে পকেট হইতে চাবির রিংএ বদ্ধ ছুরিকা লইয়া কোটের সেই স্থানে ছিদ্র করিয়া ফেলিল এবং ফুলটি তাহাতে গুঁজিয়া দিয়া বিদায় লইল।

সরলকুমার চলিয়া গেল—মণিকা তাহাকে দেখিতে লাগিল। যখন সে ফটক পার হইয়া গেল, তখন মণিকা আসনে বসিয়া পড়িল—তাহার পর অবশিষ্ট ফুল কয়টি তুলিয়া লইল।

৯

মনের মধ্যে যেন মত্ততা লইয়া—ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করিতে করিতে সরলকুমার বাঙ্গলোয় ফিরিল। সে দেখিল, তাহার পুরাতন ভৃত্য বেণী তাহার ও আপনার দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়াছে; বসিয়া কি ভাবিতেছে। বেণীর পরিচয়—বেণী। আধা-পশ্চিমা আধা-কুলু মা-হারা অনাথ বালককে সিমলায় পাইয়া সরলকুমারের পিতা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী সেই অনাথকে স্নেহে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যে দিন সে তাঁহাদিগের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও সে সেই আশ্রয় ছাড়ে নাই। সে যে কেবল ভৃত্য, তাহা নহে—সে সেই পরিবারের এক জন হইয়া উঠিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সে কোন দিন বেতন বলিয়া কিছু লয় নাই; তাহার যখন যাহা প্রয়োজন, চাহিলেই পাইয়াছে। বেতন দিবার

কথা বলিলে সে রাগ করিত—রাগ না বলিয়া তাহা অভিমান বলাই সঙ্গত। সে কথায় ও বেশে বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছে। যে ট্রেণ-দুর্ঘটনা সরলকুমারকে পিতৃমাতৃহীন করিয়াছিল, তাহাতে সে-ও আহত হইয়াছিল—তবে তাহার আঘাত গুরু হয় নাই। সরলকুমারের পিতার শেষ শয্যায় সে যেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিল, বুঝি সরলকুমারও তেমন করিয়া সেবা করিতে পারে নাই। আশ্রয়দাতৃদ্বয়ের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তাহার দেহে সহসা জরার সঞ্চার করিয়াছে। সে এখন সরলকুমারের ভৃত্য ও মন্ত্রী। তাহার অনেক গুণ। তাহার নিকট যথাসর্ব্বস্ব দিয়া সরলকুমার নিশ্চিন্ত। আবার তাহার সব জিনিষ যথাকালে ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিতে তাহাকে কখন বলিতে হয় না। সে নানারূপ রন্ধনে দক্ষ; রোগীর সেবায় তৎপর; কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা সে যেন সহজাত-সংস্কারবশে বুঝিতে পারে। পূর্ব্বে সে সরলকুমারকে "তুমিই" বলিত; এখন তাহাকে "দাদাবাবু" বলা বহাল রাখিলেও "আপনি" বলিতে আরম্ভ করিয়াছে —নহিলে প্রভুর সম্ভ্রম থাকে না। সে জন্য সে বহু বার সরলকুমারের দ্বারা তিরস্কৃতও হইয়াছে; কিন্তু তিরস্কারে কেবল হাসিয়াছে। সরলকুমারের বন্ধুরা বলিয়া থাকে, বেণী একটি রত্ন—সরলকুমারের সকল ভার তাহার। সরলকুমার তাহাকে বলিয়াছিল, বাসা ঠিক করিয়া তাহাকে তথায় রাখিয়া আসিবে; সে পরে মণিকাকে লইয়া যাইবে। শুনিয়া অবধি বেণী ভাবিতেছিল, সে না থাকিলে সরলকুমারের অসুবিধা হইবে, অথচ সে আসিলে কলিকাতার নূতন বাসায় কে সব গুছাইয়া রাখিবে? এ যেন এক সমস্যা! শেষে সে অনেক চিন্তার পর সরল-কুমারকে বলিয়াছিল, "এসে 'ছোট সাহেবের' কুঠিতে উঠলেই ভাল হ'ব; এখানে কে দেখবে?"

আজ কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বে তাহার আর এক ভাবনা হইয়াছিল—মণিকাকে সে কি বলিয়া ডাকিবে? মণিকা বাড়ীর গৃহিণী হইবে—গৃহিণী ভৃত্যের মাতৃস্থানীয়া· কেহ কেহ "মা" বলিয়া না ডাকিলে মনে করেন, তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা করা হইল না। অথচ—যাঁহার কাছে সে মা'র স্নেহ পাইয়াছে, তাঁহার কথা মনে করিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

সে সরলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ত কলিকাতায় থাক্‌তে হ'বে?"

সরলকুমার বলিল, "তাই ত বলেছি।"

"আমি 'ছোট সাহেবের' মেয়েকে কি ব'লে ডাকব?"

তাহার প্রশ্নে সরলকুমারের হাসি পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"কি জানি, 'বৌদি' বল্‌লে যদি রাগ করেন?"

সরলকুমার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সেটা তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'রে নিও।"

"সেই ভাল"—বলিয়া বেণী যখন গমনোদ্যত হইল, তখন সরলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এখনই যাচ্ছ না কি?"

"হাঁ।"

কৌতূহলাতিশয্যহেতু সরলকুমার তাহাকে নিবারণ করিল না; বলিল, "দেরী না হয়।"

"তা হ'বে না"—বলিয়া বেণী জুতা পায় দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সরলকুমার বারান্দায় একখানা লম্বা বেতের চেয়ারে শুইয়া আপনার মনে হাসিতে লাগিল—বেণী কি করিয়া আইসে, জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল বাড়িতে লাগিল।

বেণী "ছোট সাহেবের" গৃহে অপরিচিত ছিল না—পুস্তক দিতে ও পুস্তক আনিতে তাহাকে প্রায়ই তথায় যাইতে হইত। সহসা তাহাকে দেখিয়া মণিকা মনে করিল, সে সেইরূপ কোন কাযেই আসিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বেণী, বাবাকে চাই?"

বেণী বলিল, "না। আপনার কাছে একটা দরকারে এসেছি।"

মণিকা ভাবিল, গৃহে ফিরিয়াই আবার কি মনে পড়ায় সরলকুমার তাহাকেই পাঠাইয়াছে? সে জিজ্ঞাসা করিল, "পত্র আছে?"

"না। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।"

মণিকার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

"দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন।"

বিবর্দ্ধিত কৌতূহলে মণিকা বলিল, "কি কথা? বল। বল।"

"আপনাকে কি ব'লে ডাকতে হ'বে?"

এ বার তাহার প্রশ্নের সরলতায় মণিকা মৃদু হাসিল; বলিল, "কেন?"

"মা' ব'লে না ডাক্‌লে কি আপনি রাগ করবেন?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এই কথার উত্তর তোমার দাদাবাবু দিতে পারেন নি?"

"না।"

"তুমি আমাকে 'বৌদিদি' বল্‌বে; যদি 'মা' বল, তবেই আমি রাগ করব।"

আনন্দে বেণীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার পরেই অশ্রুসজল হইল।

মণিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তবে আর একটা কথা আছে।"

"কি?"

"তোমার কথা আমি ক্রমে ক্রমে সব শুনেছি! তুমি আমাকে আজ অবধি যে 'আপনি' বলেছ,—সেই 'আপনি' বল্‌তে পা'বে না—'তুমি' বল্‌বে।

বেণীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। সে বুঝিল, যে গৃহ সে আপনার ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারে নাই, সে গৃহে তাহার স্থান পূর্ব্ববৎই রহিল। আজ পরলোকগত প্রভুর ও প্রভুপত্নীর—তাহার দ্বিতীয় পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয়ে শোক উথলিয়া উঠিল।

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, চক্ষু মুছিয়া বেণী বলিল, "বাবা আর মা যে আপনাকে বৌ দেখে যেতে পেলেন না, আমার এ দুঃখ রাখবার ঠাঁই নাই।"

চিন্তিতভাবে মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "বেণী, তোমার কি মনে হয়, আমাকে পেলে তাঁ'রা আনন্দিত হ'তেন?"

"হ'তেন না? অমন মানুষ কি আর হবে? আপনি যেমন বাপের মেয়ে, তেমনই শ্বশুর-শাশুড়ীর বৌ। মা'র গহনা এলে আমি দেখিয়ে দেব, কত গহনা তিনি এক দিনও অঙ্গে দেননি—ভাল নক্সা দেখলে বাবা যখন গহনা গড়তে দিতেন, তখন মা যদি বলতেন, 'আবার গহনা কেন?'—তবে বাবা বল্‌তেন, 'সরলের বৌ এলে পরবে।' মা আর কোন কথা বলতেন না। মনে কত আশা! যেখানে যে ভাল কাপড়, ভাল জিনিষ দেখেছেন, বৌমা'র জন্য কিনেছেন। এই ক'বছর আমি কেবল বাক্স বাক্স ভরা সে সব জিনিষ ঝেড়ে পাট ক'রে রেখেছি। কত জিনিষ সময়ে মলিন হয়ে গেছে।"

"তা' হ'ক, তাঁ'দের স্নেহ সেগুলি উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে।"

"এ বার আপনাকে সে সব দিয়ে আমার ছুটী।"

"কেন, বেণী, তুমি ছুটী নেবে কেন?"

"ছুটী নেব না—নিতে পারব না! কোথায় যা'ব? রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মা আর বাবা আমাকে 'মানুষ' করেছিলেন। এক বার সিমলায় যখন আমার জ্বর-বিকার হ'ল, ডাক্তার আমাকে হাসপাতালে পাঠা'তে বল্‌লেন। মা বল্‌লেন, 'না। যদি আমার ছেলের অসুখ হ'ত, আমি কি করতাম? আমাদের যা'রা সেবা করে, তাদের অসুখ হ'লে হাসপাতালে পাঠা'তে আমি পারব না।' বাবা কোন আপত্তি করলেন না। মা নিজের খাট থেকে গদী এনে আমার বিছানা ক'রে দিলেন—ওষুধ পথ্য নিজে খাইয়ে আমাকে বাঁচালেন। আমার আর কেউ নেই, বৌদিদি, কেউ নেই; কেবল তোমরা আছ। তোমাদের দুয়ার ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।"

বেণী ব্যথাকাতর বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

মণিকাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

অল্পক্ষণ পরে মণিকা বলিল, "বেণী, আমি কলিকাতায় গেলে তুমি আমাকে তাঁ'দের কথা শুনাবে?"

"শুনা'ব, বৌদিদি; বললে আমার পুণ্য হ'বে।"

তাহার পর বেণী বলিল, "এখন যাই, বৌদিদি—দাদাবাবু দেরী করতে বারণ করেছেন।"

মণিকা বলিল, "এস।"

যাইবার সময় বেণীর সহিত "ছোট সাহেবের" দেখা হইল। তিনি বলিলেন, "কি, বেণী?"

বেণী প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ কলিকাতায় যাচ্ছি; বৌদিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।"

"সরলকুমার ব'লে গেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে আসবেন।"

"আমার এখন আসা হ'বে না।"

"কেন?"

"দাদাবাবু কলিকাতায় বাড়ী ঠিক করে' আসবেন—আমাকে সেখানে থাকতে হবে; সব গুছিয়ে রাখতে হ'বে।"

"তুমি পুরাণ লোক; সেখান থেকে ওঁদের দু'জনকে আশীর্ব্বাদ করবে।"

"আশীর্ব্বাদ আপনি করবেন। বৌদিদি যাঁ'দের কত আদরের বৌ, তাঁ'রা যে কাছে থেকে আশীর্ব্বাদ করতে পারলেন না, তাই মনে ক'রে আমি কান্না রাখতে পারছি না।"

বেণীর নয়ন আবার অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তাঁ'রা যেখানেই কেন থাকুন না, ছেলেবৌকে আশীর্ব্বাদ করবেন।"

বলিতে বলিতে "ছোট সাহেব" একটু অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আর এক জনের কথা তাঁহার

মনে পড়িল। মণিকার মা তাঁহার স্নেহের কন্যাকে এমন পাত্রে সমর্পিতা দেখিয়া দুই জনকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলেন না!

বেণী "ছোট সাহেবকে" প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। "ছোট সাহেব" ভাবিতে লাগিলেন!

বেণীর কথা ও বেণীর অশ্রু আরও এক জনের মনে কত কথা ও কত ব্যথা জাগাইয়া দিয়াছিল! বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া অবধি মা'র কথা কেবলই মণিকার মনে পড়িতেছিল। বিদ্যুতের সান্নিধ্যে যেমন বিদ্যুৎ প্রবল হয়, বেণীর কথায় ও ভাবে তাহার ভাব তেমনই হইয়াছিল।

প্রেম মানুষকে প্রেমাস্পদের সম্বন্ধে যেমন স্বার্থত্যাগী করে, আর সকলের সম্বন্ধে তেমনই স্বার্থপর করে—তাই যুবতী যেমন স্বামীর জন্য পিত্রালয়কে পরের ঘর মনে করে, যুবক তেমনই স্ত্রীর জন্য আর সকলের সহিত সম্বন্ধ তুচ্ছ মনে করে। তাহারা কেবল পরস্পরের জন্যই ত্যাগ-স্বীকারে আনন্দানুভব করে। তবুও মণিকার কেবলই মনে হইতেছিল, সে চলিয়া যাইলে তাহার পিতার অনেক অসুবিধা হইবে; আর সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার মাতার অভাব অনুভব করিয়াছে। আজ সে সেই অভাব অতি তীব্রভাবেই অনুভব করিতে লাগিল। আজ মা'র কথা মনে করিয়া তাহার বুক বেদনায় ও চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বেণীকে তাহার পিতা যাহা বলিয়াছিলেন, সে তাহা শুনিয়াছিল; শুনিয়া বুঝিয়াছিল, তিনিও সেই এক জনের অভাব অনুভব করিতেছেন। তিনি যে তাহাকে তাহার মাতার চিত্র উপহার দিবেন, তাহাও সে জানিয়াছিল।

মা'র চিত্রখানি দেখিবে বলিয়া যে ঘরে সেই চিত্রখানি ছিল, সে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে গেল—দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া দেখিতে পাইল, "ছোট সাহেব" সেই চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পর্দ্দাটি ফেলিয়া সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

সরলকুমার তাহাকে যে অশোক তরুমূলে দেখিয়া গিয়াছিল, মণিকা তথায় যাইয়া বেঞ্চে উপবেশন করিল। মা'র কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কখন্ যে অপরাহ্ণ সন্ধ্যার স্বচ্ছান্ধকারে তাহার বিচিত্র বর্ণ বিসর্জ্জন দিতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। ভৃত্যের আহ্বানে সে চমকিয়া উঠিল। ভৃত্য বলিল, ছাত্ররা আসিয়াছেন—"সাহেব" তাহাকে ডাকিতেছেন। সে চক্ষু মুছিয়া আপনাকে স্থির করিয়া বাঙ্গলোয় গেল।

১০

সাত দিন কলিকাতায় থাকিয়া, বাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহা সাজাইয়া—বেণীকে তথায় কায়মমোকাম করিয়া সরলকুমার আগ্রায় ফিরিয়া আসিল। যে সাত দিন সে কলিকাতায় ছিল, প্রতিদিনই মণিকাকে পত্র লিখিত, আর সেই পত্রের সঙ্গে অন্ততঃ একটি করিয়া স্বরচিত কবিতা পাঠাইয়া দিত। প্রথম দিনের কবিতা—

প্রেমালোক

বিষাদে-বিরাগে খুঁজেছি প্রণয়,
খুঁজেছি প্রণয় নয়ন-জলে;
খুঁজেছি হরষ-মথিত হৃদয়
কোথা প্রণয়ের আলোক জ্বলে।

প্রভাত সমীরে, সাঁঝের গগনে,
তারার হাসিতে, রবির করে,
হৃদয়ে, বাহিরে—নিখিল ভুবনে
পাই নাই তা'রে ক্ষণেক তরে।

খুঁজে খুঁজে সারা—শ্রান্ত যখন,
হেরিনু সহসা মাধবী রাতে,
উজল করিয়া বিশ্ব-ভবন
সে আলো তোমারই নয়নে ভাতে।

দ্বিতীয় দিনের পত্রের সহিত প্রেরিত কবিতা—

উপমা

তুমি স্নিগ্ধ যেমন শব্দবিহীন স্তব্ধ বরিষা-রাতি;
তুমি উজ্জ্বল যেমন কুসুমবহুল পুষ্পসময়ভাতি;
তুমি কোমল যেমন শারদ আকাশে জ্যোৎস্নামধুর নিশি;
তুমি মধুর যেমন অরুণ উদয়ে পুলক-আকুল দিশি;
তুমি সুখদ যেমন বেদনাতপ্তে অশ্রু—বেদনহারী;
তুমি উদার যেমন গগন-বিলীন সুনীল সাগরবারি;
তুমি অসীম যেমন নিঃস্ব-হৃদয়ে ব্যাকুল বাসনারাশি;
তুমি পূত যেমন শিশুর অধরে সরল মধুর হাসি;
তুমি হাস্যে যেমন নববিকশিত কুসুম লোচনলোভা;
তুমি ক্রন্দনে যেন শিশিরসিক্ত বিকশিতকুসুমশোভা;
তুমি প্রণয়ে যেমন সুনীল আকাশে রজতজ্যোৎস্নাধারা।
তুমি বিরাগে যেমন প্রভাত-গগনে মলিনদীপ্তি তারা;
তুমি হৃদয়-সরসে ফুটিয়া উঠেছ প্রভাত-নলিনী সম;
তুমি চন্দ্র যেমন করেছ উজল আঁধার হৃদয় মম।

শেষ দিনের কবিতাটি সে অনেক দ্বিধার পর পাঠাইয়া ছিল। আসিবার দিন অশোক-তরুতলে

সে যে প্রলোভন সংবরণ করিয়া আসিয়াছিল, এ কি তাহারই স্মৃতি হইতে উদ্গত?—

তিন রূপ

প্রেমসুখসুরভিত মিলন শয়ন
দীর্ঘ জাগরণশেষে নিদ্রা আঁখি ছায়;—
লাজসঙ্কুচিততৃষা অধরে চুম্বন—
ফুলবনে মৃদুমন্দ মলয়ের প্রায়।
সে চুম্বনে হৃদয়ের প্রেমরক্তোৎপল
শিহরি' বিকশি' উঠে মেলি' শত দল।

দীর্ঘ অভিমান অন্তে তৃষিত অধরে
তীব্র প্রেমতৃষাকুল সরস চুম্বন;—
নিদাঘের তীব্র তাপে তপ্ত ধরা প'রে
গাঢ়-কৃষ্ণ মেঘমুক্ত সুস্নিগ্ধ বর্ষণ।
সে চুম্বনে কি আকুল প্রণয়ের তৃষা,
কি চাঞ্চল্য, কি আনন্দ, কি অতৃপ্ত আশা!

অপগতচপলতা বহে যে সময়
গভীর গম্ভীর প্রেম মধু কলস্বনে,—
স্নিগ্ধ স্নেহরসসিক্ত কোমল হৃদয়
আপন সর্ব্বস্ব দেয় প্রেমের চুম্বনে।
সে চুম্বনে কি নির্ভর! মরণের পার
সে প্রেম বিতরে দিব্য জ্যোতিঃ আপনার।

কবিতা লিখিয়া সে না পাঠাইয়া থাকিতে পারিত না; আবার পাঠাইয়া স্বস্তি বোধ করিতে পারিত না—মণিকা কি মনে করিতেছে, কবিতাগুলি তাহার ভাল লাগিতেছে কি না—এইরূপ নানা চিন্তা তাহার মনে সমুদিত হইত।

সে তাহার পত্রের উত্তরে মণিকার একখানি পত্রও পায় নাই।

মণিকা কবিতাগুলি বার বার পাঠ করিত—পত্র একাধিক বার পাঠ করিত; মনে করিত, উত্তর না দিলে অশিষ্টতা হইবে না ত? সরলকুমার কি মনে করিবে? কিন্তু তবুও সে পত্র লিখিতে পারিত না। প্রথম চিন্তা হইত, কিরূপ সম্ভাষণ করিবে? দ্বিতীয় সমস্যা—সরলকুমারের পত্রের উচ্ছ্বাসের নিকট তাহার পত্র একান্ত সঙ্কুচিত বোধ হইবে—ইত্যাদি। সরলকুমারও, বোধ হয়, পত্রের উত্তর পাইবার আশা করে নাই—সেই জন্যই তাহার মনে অভিমান দেখা দেয় নাই।

আগ্রায় ফিরিয়া গাড়ীতেই জিনিষ রাখিয়া আপনার বাঙ্গলো হইতে স্নান ও বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া সরলকুমার "ছোট সাহেবের" গৃহে গেল. গৃহবেষ্টনোদ্যানপথে গাড়ীর শব্দ পাইয়া মণিকা তাহার ঘরের জানালার পর্দ্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হইল—দুই জনেরই মুখ হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

তাহার আনীত জিনিষ দেখিবার জন্য "ছোট সাহেব" যখন মণিকাকে ডাকিলেন, তখন মণিকা পিতার নিকটে আসিল। কাপড়ের পর কাপড় প্রভৃতি দেখিয়া "ছোট সাহেব" সরলকুমারকে বলিলেন, "এ যে দোকান সাজিয়েছ!"

একখানি গাঢ় লোহিত বর্ণের বেনারসী শাড়ী ও তাহারই জামা দেখাইয়া সরলকুমার বলিল, "এই বেণীর উপহার।"

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "এ যে অনেক দামের!"

সরলকুমার বলিল, "বেণী কখন মাহিনা লয় না—এ বার পসন্দ ক'রে এই কাপড় কিনলে।"

তাহার পর সরলকুমার তাহার জননীর অলঙ্কারের বাক্সটি খুলিয়া টেবলের উপর রাখিল।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম—আমি কি কি দেব, কেমন ক'রে তৈয়ার করা'ব। তা' ও যা' দেখছি, তা'তে তা'র আর কোন দরকারই নাই। তুমি জান না, মণিকার মা বড় হিসাবী গৃহিণী ছিলেন—কাযেই আমার কোন বহি যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য হ'ত, তা'র আয় সবটাই জমত। আমার তিনখানি বহি পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল—এক-খানার টাকা মণিকার মা'র জন্য, আর দু'খানার টাকা এদের ভাইবোনের জন্য জমা রেখেছিলাম। মণিকার মা'র জন্য যে টাকা জমা ছিল, তা' আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছি; বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে তুমি তা' থেকেই বৃত্তি পেয়েছ। মণিকার টাকাটা ব্যাঙ্কে স্থায়ী জমা আছে—রসিদ ওর নামে ক'রে দেব, আর টাকাটা কলিকাতায় ব্যাঙ্কের হেড অফিসে পাঠাতে লিখে দেব। ওর মা'র গহনা যা' আছে, সে'ও ওর।"

সরলকুমার কোন কথা বলিল না।

জিনিষগুলি রাখিয়া সরলকুমার যখন যাইতে চাহিল, তখন "ছোট সাহেব" বলিলেন, "বেণী আমায় ব'লে গেছে, এ বার তুমি এখানেই থাকবে; বাসায় তোমার অসুবিধা হ'বে।"

"না—কোন অসুবিধা হ'বে না বেণী ছাড়া আর সকলেই আছে।"

"ছোট সাহেব" হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু বেণী যদি আমার উপর রাগ করে?" তিনি মণিকাকে বলিলেন,

"তখন তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হ'বে, আমি সরলকুমারকে এখানে থাকতে বলেছিলাম।"

মণিকা হাসিল।

সরলকুমার বলিল, "সে যে উৎসাহে কলিকাতায় বাড়ী সাজাতে আরম্ভ করেছে, তা'তে সে কথা আর তা'র মনে থাকবে না।"

সরলকুমার তাহার বাঙ্গলোয় ফিরিয়া যাইলেই ছাত্রদল তাহার কাছে আসিয়া জুটল। তাহাদিগের সহিত কথা বলিতে বলিতে সে পশ্চাদ্দিকের বারান্দায় গেল। তথায় তাহার প্রেরিত চিত্রকর মণিকার মাতার ছবি নকল করিতেছিলেন। তিনি তাহার জিজ্ঞাসায় বলিলেন, "ছবিখানি আর দু'তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে পারব।"

সরলকুমার বলিল, "তার পর "ছোট সাহেবের" ছবি আঁকতে হ'বে। সুবিধার মধ্যে তা'কে যখন বলবেন, তখনই বসা'তে পারবেন। আর যে ক'খানা আঁকতে হ'বে, সে কলিকাতায় ফিরে গিয়ে আঁকলেই চলবে।"

চিত্রকর অবসরকালে আগ্রার তাজমহল প্রভৃতির যে সব চিত্র খসড়া করিয়াছেন, সেগুলি সরলকুমারকে দেখাইতে লাগিলেন।

১১

সরলকুমারের সহিত মণিকার বিবাহ ও তাহাদিগের উভয়ের কলিকাতায় গমন এতদুভয়ের মধ্যে প্রায় তিন সপ্তাহকাল অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যে চিত্রকর "ছোট সাহেবের" নির্দ্দেশে তাঁহার পত্নীর ও সরলকুমারের জন্য তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিলেন। সরলকুমার ও মণিকা এই সময়ের মধ্যে আগ্রায় বহুবার দৃষ্ট কিন্তু চিরনূতন বহু স্থান একসঙ্গে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল। আর সেই সময়ের মধ্যে মণিকা ধীরে ধীরে পিতার সেবাভার ভৃত্যদিগের উপর ন্যস্ত করিতে লাগিল। তাহাতে সে যে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, স্বামীর প্রতি যুবতীর প্রবল অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুই তাহাকে তাহা সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করিতে পারিত না।

কিন্তু যাইবার দিন সে যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—আর কিছুতেই আপনাকে সংযত করিতে পারিল না। সে মাতৃহীনা কন্যা, যে পিতা পিতার ও মাতার স্নেহ দিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যিনি তাহার উপর সংসারের সব ভার দিয়া আপনি অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় আত্মহারা হইয়া ছিলেন—আজ তাহাকে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে,—কত দিনে তাঁহার সহিত তাহার দেখা হইবে, তাহাও বলা যায় না। যদিও সরলকুমার তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করে এবং বার বার বলিয়াছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে আসিবে, তবুও সে কিছুতেই আপনাকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

"ছোট সাহেব" স্বভাবতঃ স্থির, গম্ভীর—তিনিও হৃদয়ে বিশেষ চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার বাহ্যিক বিকাশ ছিল না বলিলেই হয়। বিশেষ কন্যার অধীরতা তাহাকে আরও স্থির করিয়াছিল। তিনি কন্যাকে শান্ত হইতে উপদেশ দিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, তাহাকে সৎপাত্রে বিবাহিতা দেখিয়া তিনি যে আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়—তাঁহার মনে হইতেছে, এই কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া মরিলে তিনি কখন শান্তিতে মরিতে পারিতেন না।

ছাত্রগণ মণিকাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, আজকাল হিন্দুর ঘরের কিশোরী বধূকেও প্রথম স্বামিগৃহে যাইবার সময় এমন ভাবে কান্দিতে দেখা যায় না।

"ছোট সাহেব" কন্যাজামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাহাদিগের সহিত রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিলেন। কেবল তিনি নহেন—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল বহু লোকও তাঁহার সহিত আসিলেন। ট্রেণ ষ্টেশনে আসিয়া স্থির হইতে না হইতে ছাত্রগণ সরলকুমারের নির্দ্দিষ্ট কামরাটি ফুলে যেন ভরিয়া দিল। যাত্রাকালে সরলকুমার ও মণিকা তাঁহাকে প্রণাম করিলে "ছোট সাহেব" ভাবাবেগে কোন কথা বলিতে পারিলেন না—তাহাদিগের মস্তকে করতল স্থাপিত করিয়া মনে মনে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ট্রেণ চলিয়া গেল।

ছাত্রগণ "ছোট সাহেবের" সঙ্গে তাঁহার বাঙ্গলোয় গেল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্য সংযত করিয়া অভ্যস্ত গম্ভীরভাবে তাহাদিগের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিয়া যাইলে তিনি শূন্য গৃহ যেন আরও শূন্য অনুভব করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ট্রেণ ছাড়িলে মণিকা ব্যাকুলভাবে কান্দিতে লাগিল। সরলকুমার বুঝিল, এ সময় কোন কথা বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই, পরন্তু মণিকার পক্ষে বিরক্তিকরও হইবে। সে কিছু না বলিয়া কেবল মণিকার মুখ আপনার বক্ষে টানিয়া লইল এবং তাহার কেশের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ কান্দিয়া মণিকা শান্ত হইল। সে বলিল, "বাবাকে বল্‌তে ভুলে এসেছি, তিনি যেন আজ থেকেই পত্র লিখে তাঁ'র সংবাদ জানান।"

সরলকুমার বলিল, "আমি সে কথা তাঁ'কে ব'লে এসেছি। আমি জানি, তিনি অধীর হ'বেন না; তবুও তিনি অধীর হ'ন কি না, তা' লক্ষ্য করবার জন্য বন্ধুদের ব'লে এসেছি; যদি তিনি অধীর হ'ন, তবে আমরা চ'চার দিনের মধ্যেই এক বার তাঁ'র কাছে যা'ব।"

মণিকা জানিত, সরলকুমার তাহার পিতাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করে। তাঁহার প্রতি ভক্তি উভয়ের মধ্যে একটি বন্ধন। তাহার কথায় মণিকার প্রেম সমুজ্জ্বল চক্ষুতে প্রশংসার ভাব যেন ফুটিয়া উঠিল। তখন উভয়ে "ছোট সাহেবের" কথাই আলোচনা করিতে লাগিল।

রাত্রিতে নিদ্রার পর প্রভাতে জাগিয়া মণিকা আপনার স্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইল। তখন কেবল দিবালোকবিকাশ হইতেছে। সরলকুমার তাহার পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল এবং মণিকাকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা দেখিয়া তাহাকে না জাগাইয়া আপনি স্নানকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

মণিকা কামরার বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিল—প্রকৃতির রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পূর্ব্বে কখন বাঙ্গালায় যায় নাই। আগ্রায় তাহার জন্ম এবং যত দিন তাহার জননী জীবিতা ছিলেন, তত দিন তাহার পিতা তাহাদিগকে লইয়া প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশকালে সিমলায় যাইতেন। তদ্ভিন্ন তিনি কখন কখন বোম্বাইয়ে গিয়াছেন—রাজপুতানার কতকগুলি স্থান ও দিল্লী মণিকাকেও দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার পক্ষে শেষবয়সে কখন বাঙ্গালায় যাওয়া ঘটে নাই। আর, বোধ হয়, সেই জন্যই, তিনি বাঙ্গালার যে চিত্র অঙ্কিত করিতেন, তাহাতে মণিকার মনে বাঙ্গালার সম্বন্ধে অসাধারণ সৌন্দর্য্যের ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল "ছোট সাহেব" বলিতেন, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের কোন প্রতিভাবান লেখক "বন্দে মাতরম্" রচনা করিতে পারিতেন না; কেন না, বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র চিন্ময়ী মা'র যে মৃন্ময়ী রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ব্যতীত আর কোথাও প্রত্যক্ষ করা যায় না। "বন্দে মাতরম্" যে অতর্কিত প্রেরণাপ্রসূত, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, মার্কিণের বৈজ্ঞানিক সত্যই বলিয়াছেন—প্রতিভার শতকরা নব্বই ভাগ পরিশ্রম অর্থাৎ অনুশীলন, আর দশ ভাগ প্রেরণা। বাঙ্গালী বহুদিনের সাধনার ফলে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতেই "বন্দে মাতরম্" রচনা সম্ভব। বাঙ্গালায় প্রকৃতি জীবন-ধারণোপায় সব উপকরণ উৎপাদন সহজসাধ্য করিয়া দিয়া বাঙ্গালীকে তাহার প্রতিভার অনুশীলন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাই নব-ভারতে বাঙ্গালী উন্নতির পথি-প্রদর্শক। পিতার কথায় মণিকা যে বাঙ্গালার কল্পনা করিয়াছিল, সে বাঙ্গালা প্রকৃত বাঙ্গালা কি না, তাহা সে জানিত না। কিন্তু সে সেই বাঙ্গালায় যাইতেছে,—সেই বাঙ্গালাই তাহার গৃহ!

সে যখন বাহিরে প্রকৃতির আলোক-সম্পাত-মধুর শোভা দেখিতেছিল, তখন স্নানাগারের দ্বার খুলিয়া সরলকুমার বাহির হইল। "জাগাইনি ব'লে রাগ করনি?"—বলিয়া সে মণিকার ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিল, "যাও, মুখ ধুয়ে এস। এর পরের ষ্টেশনে চা।"

মণিকা তাহার একটি ছোট ব্যাগ লইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল।

পরের ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া স্থির হইবার পূর্ব্বেই মণিকা স্নান শেষ করিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সরলকুমার বলিল, "সংক্ষেপে সারলে?"

"না। বরং অন্য দিনের চাইতে বেশীক্ষণ ধ'রে চুল মুছেছি—শুকা'বার অসুবিধা হ'বে।"

"অসুবিধা কি? মাথায় কাপড় না রাখলে দেখবে হাওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যা'বে। একখানা শুকনা তোয়ালে বা'র ক'রে পিঠে কাপড়ের উপর দাও—চুল তার উপর পড়লে কাপড়ও ভিজবে না।"

সরলকুমার আপনিই ব্যাগ হইতে একখানা ছোট তোয়ালে বাহির করিয়া সেখানিকে নিজনির্দ্দেশমত স্থাপিত করিল এবং মণিকা চুল এলাইয়া দিল।

গাড়ী ষ্টেশনে থামিলে সরলকুমার চা আনাইল এবং তাহার ভৃত্য আসিলে তাহাকে বলিল, কাপড় আর তোয়ালে কেচে দাও,—শুকিয়ে যা'বে।"

ভৃত্যকে আদেশ করিয়া সে মণিকাকে বলিল, "আজও—এখন পর্য্যন্ত আমি এ সব দেখ্‌ছি; কলিকাতায় পৌঁছে এ সব তোমার ভার, তুমি নেবে।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "বেণীর মত সহকর্ম্মী থাকলে তা'তে ভয় করবার কোন কারণ থাকবে না।"

"ঠিক বলেছ"—বলিয়া সরলকুমার হাসিতে লাগিল ; বলিল, "আমি বল্‌তে পারি, সে ভোর থেকে ঘড়ী দেখ্‌ছে—কখন্ ট্রেণ পৌঁছিবার সময় হ'বে।"

ট্রেণ যখন বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িল, তখন মণিকা বলিল, "কি সবুজ!"

সরলকুমার বলিল, "বাঙ্গালা 'সুজলা'—তাই এমন শ্যাম শোভা। মধুসূদন যখন বিলাতে যা'ন, তখন তিনি বাঙ্গালাকে 'শ্যামা জন্মদে' বলেই সম্বোধন করিয়াছিলেন—জন্মভূমির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

'ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে —
মধুময় তামরস কি বসন্তে কি শারদে।'

মা তাঁ'র প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন—"

ট্রেণ বর্দ্ধমানে পৌঁছিলে সরলকুমার ভৃত্যকে ডাকিয়া জিনিষ গুছাইবার ব্যবস্থা করিল। মণিকা বড় ব্যাগ খুলিতে যাইলে সরলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

সে বলিল, "বেণীর উপহার কাপড় আর জামা প'রে আমি কলিকাতায় নামব। দেখলে সে নিশ্চয়ই খুসী হ'বে।"

"নিশ্চয়।"

বেণী ষ্টেশনেই ছিল। ট্রেণ স্থির হইতে না হইতে সে কুলী ডাকিয়া জিনিষ নামাইবার ব্যবস্থা করিল এবং লগেজ-কামরায় যে সব জিনিষ ছিল, সে সব তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য সরলকুমারকে বলিল। সে বলিল, "আমি একখানা মোটর বাস ঠিক ক'রে রেখেছি ; তা'তে জিনিষ যা'বে।"

বেণীর সেনাপতিত্বে কুলি-সৈনিকরা যখন তাহাদিগকে কায সুসম্পন্ন করিল, তখন সকলে যাত্রা করিল।

যাত্রার পূর্ব্বে সরলকুমার বেণীকে বলিল, "বেণী তোমার বৌদিদি বল্‌লেন, তোমার দেওয়া কাপড় প'রে নামবেন।"

বেণীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে মণিকার দিকে চাহিল। মণিকার মনে হইল, সে যেন কি সন্ধান করিতেছিল। সে কি স্নেহ?

গৃহে উপনীত হইয়া মণিকা দেখিল, গৃহ স্বল্লায়তন নহে ; আর তাহার সজ্জা সর্ব্বতোভাবে সুন্দর।

বেণী বলিল, "স্নানের ঘরে জল আছে—তোমরা যাও—পথের কষ্ট! জিনিষ সব আমি নামিয়ে নেব।"

স্নানের ঘর দুইটি হইতে বাহির হইয়া সরলকুমার ও মণিকা দেখিল, জিনিষ গুছাইয়া রাখিয়া বেণী চা'র পাত্রে জল ঢালিয়া তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। টেবলের উপর নানারূপ মিষ্টান্ন, পাউরুটি, টোষ্ট প্রভৃতি। দেখিয়া মণিকা বলিল, "এ যে বিষম আয়োজন বেণী!"

বেণী বলিল, "কলিকাতার খাবার—দেশের জিনিষ কেমন, দেখবে না?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এক দিনেই সব খেতে হ'বে?"

বেণী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "চা কড়া হয়ে যা'বে—ঢাল, বৌদিদি।"

মণিকা বলিল, "আজ আমরা তোমার অতিথি—তুমি চা ঢাল।"

বেণীই চা ঢালিল।

তাহার পর উভয়ে সব বাড়াটা দেখিতে গেল। সরলকুমার বলিল, "আমি জিনিষ কতক কিনে, কতক ফরমাস দিয়ে বেণীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আগ্রায় গিয়েছিলাম—বেণী সব কেমন সাজিয়েছে, দেখ।"

মণিকা বলিল, "ওকে আর কিছু দেখিয়ে দিতে হয় না।"

"না। মা'র ছাত্র হয়ে ও এমন শিখেছে যে, ওকে শিখাবার আর কিছু নাই।"

"তোমাকে বড় ভালবাসে।"

"বরাবরই বাসত ; মা'র আর বাবার মৃত্যুর পর থেকে যেন আরও বেশী ভালবাসে। যা'কে বলে প্রাণ দিতে পারে—ও তাই ; ও বোধ হয়, দরকার হ'লে আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে।"

১২

কলিকাতার বিরাটত্ব মণিকাকে বিস্মিত করিয়াছিল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে সেতুর উপর আসিয়া মণিকা দেখিয়াছিল, জনস্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে—নদীর পরপারে বিরাট গুদাম ও গৃহ। তাহার পর বড়বাজারের মধ্য দিয়া আসিবার সময় জনতা কি অসাধারণ! সে সরলকুমারকে সেই কথা বলিয়াছিল। সেই জন্য বাড়া দেখিয়া সরলকুমার বলিল, "চল, তোমাকে সহর ঘুরিয়ে আনি।" কিন্তু গাড়ী আনিবার জন্য বলিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল, "আজ তোমাকে অপেক্ষা করতে হ'বে। অভিভাবকের আপত্তি আছে।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "বেণী কি বল্‌লে?"

"বললে, কলিকাতা সহর আজই পালিয়ে যা'বে না। এত পথ অতিক্রম ক'রে এ'সে, আজ বিশ্রাম করা তোমার পক্ষে বিশেষ দরকার।"

তাহার পর সরলকুমার বলিল, "আমি ত মোটামুটি বাড়ী সাজাবার ব্যবস্থা করেছি। এখন তুমি দেখে বল, আর কি কি আনতে হ'বে।"

"এর পর আরও আনতে হ'বে! তুমি একেবারে প্রাসাদ সাজিয়েছ!"

"আমার নিজের জন্য কত অল্প দরকার, তা' তুমি আগ্রায় দেখেছ। কিন্তু যখন সাম্রাজ্ঞীর জন্য বাড়ী সাজাতে হয়, তখন সজ্জা তাঁ'র উপযুক্ত হওয়া চাই।"

"আমার দরকার কতটুকু, তা'ও তুমি দেখেছ—আমি কি এতই বদলে গেছি?"

"চল, ছবি দু'খানা বা'র ক'রে টাঙ্গাবার ব্যবস্থা করা যা'ক।"

উভয়ে উঠিল এবং যাইয়া প্যাকিং কেস হইতে "ছোট সাহেবের" ও মণিকার জননীর ছবি বাহির করাইয়া টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করিল।

সরলকুমার চিত্রকরকে বলিয়া দিয়াছিল, কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহাকে তাহার পিতামাতার ও মণিকার ছবি আঁকিতে হইবে।

সে দিন বেণী আপনি তাহাদের জন্য সব আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে বেণী মণিকাকে বলিল, "বৌদিদি, চল—তোমার সংসার তুমি বুঝে নেবে।"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বেণীর সঙ্গে গেল।

জিনিষ সব মণিকাকে বুঝাইয়া দিতে দিতে বেণী বলিল, "বৌদিদি, যদি রাগ না কর, তবে একটা কথা বলি।"

মণিকা বলিল, "কি কথা বেণী?"

"মা বলতেন, স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় আর আদরের অলঙ্কার সিন্দুর। সিন্দুর পরতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?"

মণিকা একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আপত্তি! কিন্তু আমার ত সিন্দুর নাই।"

"তুমি বললেই আমি এনে দেব; আর দাদাবাবুকে কৌটা বার ক'রে দিতে বলব।"

মণিকা ভাবিতে লাগিল, ইহাতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? সংস্কার ও প্রথা ত্যাগ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই।

বেণী কখন্ যাইয়া সিন্দুর কিনিয়াছিল, মণিকা জানিতে পারে নাই। সে যখন সিন্দুর লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সরলকুমার ও মণিকা কতকগুলি পুস্তক সাজাইতেছিল। বেণীর হাত হইতে কাগজে মোড়া সিন্দুর লইয়া মণিকা হাসিতে হাসিতে সরলকুমারকে বলিল, "বেণী বলছে, আমি যদি সিন্দুর পরি, তবে ও আনন্দিত হ'বে।"

সরলকুমার ভাবিল, মণিকা হয়ত ইহা পসন্দ করিতেছে না। সে বলিল, "কি দরকার?"

বেণীর মুখে বিমর্ষভাব দেখা গেল। সে বলিল, "কাল বৌদিদি আসা থেকে আমার মা'র কথা মনে পড়ছে—তিনি বলতেন, সিন্দুর আর নোয়া স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় আদরের অলঙ্কার। তিনি সতী—লক্ষ্মী—দুই অলঙ্কার পরেই গেছেন।"

বলিতে বলিতে বেণীর দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

মণিকা বলিল, "বেণী, তুমি যে বলেছিলে, কৌটা বা'র ক'রে দিতে বলবে?"

বেণী বলিল, "সিন্দুরকৌটা মা'র গহনার বাক্সে নিশ্চয়ই আছে।"

সরলকুমার বলিল, "গহনার বাক্সে?"

"হাঁ। প্রত্যেক বার দিল্লী থেকে আসবার সময় আমাকে দরিবা থেকে কতকগুলা হাতীর দাঁতের সিন্দুরকৌটা কিনে আনতে হ'ত। মা লোককে দিতেন। তিনি সিন্দুরের আর লোহার বড় আদর করতেন। তাঁ'র গহনার বাক্সে নিশ্চয়ই কৌটা আছে।"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "লোহার কথা যে এখনও বলনি, বেণী?"

বেণী বলিল, "সত্য কথা বলতে কি—পাছে বৌদিদি বিরক্ত হ'ন তাই ভেবে বলিনি। বাবার আফিসে যে 'সেন সাহেব' চাকরী করতেন, তিনি খৃষ্টান ছিলেন; তাঁ'র স্ত্রীকেও সিন্দুর পরতে দেখেছিলাম ব'লে সিন্দুরের কথাটা সাহস ক'রে বলেছি।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "লোহা কি?"

সরলকুমার বলিল, "পশ্চিমে যেমন মেয়েদের হাতে যত গহনাই কেন থাকুক না—কাচের চুড়ীই সাধব্যের চিহ্ন, এ দিকে 'লোহা'—চুড়ীর মত লোহার একটি গহনা—তা'ই।"

"সেটা সাধব্যের চিহ্ন?"

"হাঁ।"

"গহনার বাক্স কোথায়?"

"বাক্সটার থাকগুলা বা'র ক'রে লোহার আলমারীতে রাখা হয়েছে। আমি আনছি।"

সরলকুমার যাইয়া একে একে থাকগুলি আনিয়া টেবলের উপর রাখিল। সত্যই তাহাতে একাধিক

সিন্দূর-কৌটা ছিল। সবগুলিতেই সিন্দূর। একটি অপেক্ষাকৃত বড় হাতীর দাঁতের কৌটার অঙ্গে ব্যবহারচিহ্ন ছিল। বেণী বলিয়া উঠিল, "বৌদিদি এইটি মা'র সিন্দূর-কৌটা—এইটি তুমি নাও।"

মণিকা সেইটি তুলিয়া লইল। তাহার পর সে অলঙ্কারগুলির সম্বন্ধে বলিল, "যেন নূতন!"

বেণী বলিল, "মা কোথাও যাবার সময় যে গহনা পরতেন, এসে তা' মুছে পরিষ্কার ক'রে তবে তুলতেন। আর অনেক গহনা তিনি পরেন নি—তোমার জন্যই রেখেছিলেন।"

সেই গহনাগুলি দেখাইতে দেখাইতে একগাছি "লোহা" তুলিয়া লইয়া বেণী বলিল, "সেবার মা সাবিত্রী থেকে যে সব 'লোহা' এনেছিলেন, এ তা'রই একটি; সেকরাকে ডাকিয়ে তোমার জন্য সোণার তার জড়িয়ে বাঁধাতে দিয়েছিলেন।"

মণিকা বেণীর নিকট হইতে সেটি লইল—দেখিতে সুন্দর, লোহার উপর তার জড়ান—মকরের মুখ। মকরের মুখ দেখিয়া মণিকা সরলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কি?"

সরলকুমার বলিল, "প্রাণিতত্ত্বের কোন পুস্তক ওর সন্ধান পা'বে না।"

"তবে এর বসতি কবিতার রাজ্যে?"

"হাঁ। তবে সে ও একালে নয়। মকর গঙ্গার বাহনরূপে কল্পিত।"

"দেখি, আমার হাতে হয় কি না"—বলিয়া মণিকা দক্ষিণ-হস্তে "লৌহ" পরিবার চেষ্টা করিতে সরলকুমার বলিল, "কিছু জান না।"

মণিকা বলিল, "কেন?"

হাসিতে হাসিতে সরলকুমার "লৌহ" লইয়া বলিল, "বাঁ হাতে পরতে হয়"—তাহার পর আপনার বাম করে মণিকার বাম করতল সঙ্কুচিত করিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে "লৌহ" পরাইয়া দিল।

মণিকা হাতখানি ঘুরাইয়া দেখিল।

বেণী হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিল, "দেখ দেখি, কেমন মানাল!"

এই সময় আর এক জন ভৃত্য কি বিষয়ে উপদেশ লইবার জন্য বেণীকে ডাকিল। বেণী চলিয়া গেল।

সরলকুমার বলিল, "তবে সিন্দূর পরা আর বাকি থাকে কেন?"

মণিকা হাসিতে হাসিতে বেশ-পরিবর্ত্তনের কক্ষে যাইবার উদ্যোগ করিলে সরলকুমার বলিল, "এও তুমি কিছু জান না। প্রথম দিন স্বামীকেই সিন্দূর পরিয়ে দিতে হয়।"

"তুমি ত পরিয়ে দাও নি।"

"বিয়ের দিন ত বেণী ছিল না, থাকলে হয় ত বলত, কিন্তু সে দিন হয়ত ওর কথা থাকত না।"

"তুমি মনে করছ বাবা আপত্তি করতেন? তিনি কখন আপত্তি করতেন না। তিনি বলেন, যে সব প্রথার সঙ্গে বহুকালের স্মৃতি জড়ান আছে, সেগুলি মন্দ না হ'লে নষ্ট করা অনাবশ্যক। বরং সে সব গেলে অনেক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়। আমারও তাই মনে হয়। এই ধর না—সিন্দূর পরার বিষয়। সিন্দূর পরলে ত, ভাল ছাড়া, মন্দ দেখায় না।"

'তা' হ'লে সিন্দূর পরিয়ে দিচ্ছি। একখানা চিরুণী আনি।"

"আমি আনছি"—বলিয়া মণিকা বেশ-পরিবর্ত্তন-কক্ষে যাইয়া চিরুণী আনিল। সরলকুমার সেখানি লইয়া তাহা সিন্দূরলিপ্ত করিয়া মণিকার সীমন্তে রেখা টানিয়া দিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের সিন্দূর পরা এ দেশে এত চলিত হ'য়ে, ধর্ম্ম-সঙ্গীতেরও বিষয় হয়েছে—

'অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিল;
বালার্ক-সিন্দূর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল?'

তবে সে সিন্দূরের টিপের কথা।"

সে মণিকার মুখখানি একটু উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহার ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সিন্দূরের একটি বিন্দু অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিল এবং সেটি ঠিক মধ্য-স্থলে অঙ্কিত হইল না দেখিয়া দুই বার রুমালে মুছিয়া তৃতীয় বার তাহা অঙ্কিত করিয়া বলিল, "এই বার আয়নায় দেখ, কেমন হয়েছে।"

মণিকা হাসিতে হাসিতে একখানি দর্পণের সম্মুখে গেল। দর্পণে তাহার হাস্যোৎফুল্ল মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল—হাসিতে তাহার গালে সেই টোল পড়িল। সরলকুমার দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইল—মণিকার দিকে অগ্রসর হইল। মণিকা দর্পণে তাহার গতি লক্ষ্য করিয়া—ফিরিয়া দাঁড়াইল। সরলকুমারের মনে হইল, কি মোহিনী মূর্ত্তি! সে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিল। সে তরুণীর হর্ষ-প্রফুল্ল মুখ চুম্বন করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। টেনিসনের "দিবাস্বপ্নের" একটি চরণ তাহার মনে পড়িল—"পরশ—চুম্বন—মায়া হ'ল অবসান।"

প্রীতি-নিদর্শন বিনিময়ের পর সরলকুমার বলিল, "কেহ কেহ বলেন, সধবা নারীকে চিনাইবার জন্য যে সিন্দূর আর 'লোহা' ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়েছিল—সে বর্ব্বরযুগের—তাহাতে বুঝায়, যে নারীর সীমন্তে সিন্দূর

আর মণিবন্ধে 'লোহা' আছে, তাহার জন্য সন্ধ—রক্ত পাত হয়ে গেছে, আর সে বন্দিনী।"

মণিকা বলিল, "এ ব্যাখ্যা কখনই কবিজনগ্রাহ্য হ'তে পারে না।"

"না। কবির ব্যখ্যা—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রিয় মানব দিনের আরম্ভে রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে অরুণরাগবিকাশের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আর যে নারীকে তাঁ'রা গৃহের লক্ষ্মী আর সৌন্দর্য্যের সার মনে করতেন, তাঁ'র ঘনান্ধকার কেশের মধ্যে সিন্দূররেখার ব্যবস্থায় সেই সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করেছিলেন।"

"চমৎকার! আর লোহা?"

"সংসারধর্ম্ম যথাযথভাবে পালন করতে হ'লে কুসুমকোমলা নারীকেও যে সময় সময় কঠোরতা অবলম্বন ক'রতে হয়, 'লোহা' তা'রই প্রতীক।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এই ব্যাখ্যাটা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।"

"তাঁ'রা যেন কখন পাতরের মত শুষ্ক ও কঠোর না হ'ন। কারণ, পাতরে আর লোহায় সংঘর্ষ উপস্থিত হ'লে আগুনের উৎপত্তি অনিবার্য্য।"

"আর সেই আগুনে সংসারের আর জীবনের সব সুখ-শান্তির আশা পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে।"

বেণীর সহিত আলোচনা করিয়া সরলকুমার কলিকাতায় পিতার বন্ধুদিগের একটা তালিকা প্রস্তুত করিল;—স্থির করিল, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে; কলিকাতার সমাজে যখন থাকিতে হইবে, তখন সেই সমাজে তাহার স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। তবে তাহাতে কিছু বিলম্ব হইবে; কারণ, তাহার পূর্ব্বে মণিকাকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানাদি দেখাইতে হইবে।

মণিকাকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখান সেই দিন হইতে আরম্ভ হইল। যিনি কলিকাতাকে "দূরত্বের সহর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তিনি ভুল করেন নাই, অতিরঞ্জনের আশ্রয়ও গ্রহণ করেন নাই। কারণ, কলিকাতা জলার জন্য পূর্ব্ব দিকে আর নদীর জন্য পশ্চিম দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারিয়া গঙ্গার কূলে দীর্ঘ হইয়াছে।

কলিকাতায় যাহারা বাস করে, তাহারা ইহার দ্রষ্টব্য স্থানের বাহুল্য যেন অনুভব করিতেই পারে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা বহু দ্রষ্টব্য স্থানের গর্ব্ব করিতে পারে। এ দেশে রাজা হইয়া ইংরেজ ইহাকেই রাজধানী করিয়া সাজাইয়াছিল এবং কলিকাতা ইংরেজ রাজত্বে দিনে দিনে বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

প্রথম দিনেই সরলকুমার কয়টি স্থান ও দ্রব্য দেখাইয়া তাহার আপনার গৃহ দেখাইতে লইয়া গেল। সেই গৃহের বেষ্টনোদ্যানমধ্যে এক পার্শ্বে তখন তাহার নির্দ্দেশানুযায়ী বাঙ্গলো গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সে গৃহ যে আগ্রায় "ছোট সাহেবের" বাঙ্গলোর অনুকরণে নির্ম্মিত হইবে, তাহা সে মণিকার নিকট গোপন রাখিয়া রচনাশেষে মণিকাকে বিস্মিত করিবে মনে করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সঙ্কল্প আর অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না। শুনিয়া মণিকা বলিল, "ঠিক তেমন করা কেন?"

সরলকুমার বলিল, "আগ্রার বাঙ্গলোতে তুমি জন্মাবধি অভ্যস্ত—নিশ্চয়ই সেটা তোমার ভাল লাগে।"

"তুমি যদি কেবলই আমার জন্য ভাব, তবে যে আর কোন কথা ভাবতেই সময় পাবে না!"

সেক্সপীয়রের পরিচিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সরলকুমার বলিল:—

> "নিমজ্জিত হ'ক রোম টাইবার জলে,
> ধ্বংস হ'ক সাম্রাজ্যের বিস্তৃত খিলান—
> তোমাতেই স্থান মোর।"

প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয়ে মণিকা যে অসাধারণ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিল, তাহা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়? ব্যক্ত করিবার চেষ্টাও সে করিল না।

উভয়ের দিন যেন সুখে স্বপ্নরাজ্যে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

১৩

মানুষ যখন সুখে থাকে, তখন তাহার মনই নিত্য নূতন আনন্দের উৎসের সন্ধান পায়। সরলকুমারের ও মণিকার তাহাই হইল। তাহারা পরস্পরকে লইয়াই সুখী।

কিন্তু সেই সুখের ও আনন্দের মধ্যে তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই, সংসারে সুখের সঙ্গে দুঃখও থাকে এবং কলিকাতাতেই তাহাদিগের জন্য হতাশা ও বিস্ময় সঞ্চিত ছিল। পিতার বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়াই সরলকুমার তাহা বুঝিল এবং সে বুঝিল বলিয়াই মণিকাও বুঝিল; কারণ, মণিকার নিকট সে কোন বিষয় গোপন রাখিত না।

সরলকুমার সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া পিতৃবন্ধুদিগের অধিকাংশেরই নিকটে আশানুরূপ ব্যবহার পাইল না।

তাঁহাদিগের মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত কেহ কেহ প্রথমে তাহাকে যে আদর দেখাইয়াছিলেন, সে বিবাহিত জানিতে পারিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া গেল। সে হিন্দুমতে বিবাহ করে নাই জানিয়া কেহ কেহ মুখ গম্ভীর করিলেন। এই অবস্থায় সে বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে কি না, ভাবিল এবং ভাবিল বলিয়াই তাঁহার নিকট যাইতে বিলম্ব হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন আফিসে "বড় বাবু," তখন তাহার পিতা চাকরীতে প্রবেশ করেন—তাঁহার অধীনে কায শিখেন। তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে "দাদা" বলিতেন এবং সেইজন্য সরলকুমার তাঁহাকে "জ্যেঠামহাশয়" ও তাঁহার পত্নীকে "জ্যেঠাইমা" বলিত। তাঁহারা স্বামিস্ত্রী হিন্দুর আচার ব্যবহার নিষ্ঠা সহকারে পালন করিতেন। তিনি হয়ত তাহার মণিকাকে বিবাহে বিরক্ত হইবেন মনে করিয়া সে কয় দিন চিন্তার পর এক দিন প্রাতে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে—আদর পাইবে না স্থির করিয়া, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে গমন করিল। তিনি বাহিরে বৈঠকখানার সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন—সরলকুমারকে দেখিয়া মুখ তুলিলেন এবং চশমা খুলিয়া টেবলে রাখিলেন। সরলকুমার প্রণাম করিল; কিন্তু তাঁহাকে স্নাত দেখিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবে কি না, স্থির করিতে পারিল না। তাহাকে তাহা স্থির করিবার সময় না দিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া "এস বাবা, এস!" বলিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং তাহাকে বসিতে বলিবার পূর্ব্বেই—"বাবা, এত দিন এসেছ—এক বার বুড়া জ্যেঠামশাইকে আর জ্যেঠাইমা'কে দেখতে আসতে পারনি! আমরা আর ক' দিন!" বলিয়া অনুযোগ করিলেন।

আপনার কার্য্যের সমর্থনচেষ্টা করিতে সরলকুমারের প্রবৃত্তি হইল না। বৃদ্ধের স্নেহের পরিচয়ে সে অগাধ তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। সে বলিল, "আমার অপরাধ হয়েছে।"

"আরও বড় অপরাধ করেছ, এসেছ—অথচ বৌমা'কে নিয়ে আসনি।"

কুণ্ঠিতভাবে সরলকুমার বলিল, "আমি সাহস করিনি—কারণ, হিন্দুমতে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি বেণীর কাছে সব শুনেছি। চল—আগে তোমার জ্যেঠাইমা'কে প্রণাম ক'রে আসবে। আমি তোমার বড় অপরাধটা ক্ষমা করলেও তিনি করবেন কি না, জানি না। শাশুড়ীর বৌ'র উপর অভিমান—মা'র ছেলের উপর অভিমান—বুড়া হ'লেও যায় না।" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

"কই গো! কোথায়?"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতরের অংশে প্রবেশ করিলেন—সরলকুমার সঙ্গে গেল।

গৃহিণী তখন পূজা শেষ করিয়া ভাণ্ডার ঘরে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি "কি?" বলিতেই বৃদ্ধ বলিলেন, "এই যে তোমার সরল এসেছেন। এত দিনে ছেলের আমাদের মনে পড়ল!"

বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিলেন। সরলকুমার দেখিল কয় বৎসরে পরিবর্ত্তনের মধ্যে কেবল তাঁহার কেশরাশি শুভ্র হইয়াছে। মধ্যস্থলে বিভক্ত কেশরাশির মধ্যে চওড়া সিন্দুরের রেখা—পরিধানে চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ী—আর মুখে সেই পরিচিত স্নিগ্ধ মধুর হাসির ভাব।

সরলকুমার প্রণাম করিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমি কিন্তু পা'র ধূলা নেব।" সে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "বৌমাকে কেন নিয়ে এলে না, জিজ্ঞাসা করলে বল্‌লে কি জান?—ও হিন্দুমতে বিয়ে করেনি বলে যেন ও অস্পৃশ্য হয়ে গেছে!" তিনি সরলকুমারকে বলিলেন, "চাকরী শেষ ক'রে এসেছি, কিন্তু এখনও লাট-বাড়ীতে নিমন্ত্রণে লাটপত্নী সেকহ্যাণ্ড করলে আপনাকে অপবিত্র মনে করি না। আর বৌমা আমার বাড়ীতে এলেই বাড়ী অপবিত্র হ'বে? তোমরা ইংরেজী লিখাপড়া শিখেছ, কিন্তু দেশের আচার-ব্যবহারের স্বরূপ অধ্যয়ন করনি; তাই বুঝ না—হিন্দুর 'অস্পৃশ্যতা' অহিন্দুর কল্পনা। পাতের অর্থাৎ খাবার বিচার আঁতের অর্থাৎ অন্তরের বিচার হ'তে ভিন্ন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কেমন আছ, বাবা? বৌমা কেমন আছেন?"

সরলকুমার "ভাল" বলিলে তিনি বলিলেন, "মিষ্টিমুখ না করে যেন যেও না।"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "কখন কি গেছি, জ্যাঠাইমা?"

"তা' যাওনি; কিন্তু, বাবা,' তখন ত তোমার এ সঙ্কোচও ছিল না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ওকে জব্দ করতে হ'বে। কাল সকালে গঙ্গাস্নান করতে যা'বার পথে বৌমা'কে আশীর্ব্বাদ ক'রে যা'ব।"

সরলকুমার বলিল, "আপনারা কেন কষ্ট করবেন —আমি নিয়ে আসব।"

"কষ্ট! বাড়ী কি তোমার? আমার বাড়ী আমি যা'ব—তুমি তা'তে কিছু বলবার কে?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ছেলেমানুষ, অত সকালে কি উঠবে?"

সরলকুমার বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমরা খুব সকালে উঠি।"

"বেশ। বেশ।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর নম্বরটা কত?"

সরলকুমার উত্তর দিল, "১২।"

"বাঃ! তা হ'লে সুভার বাড়ীর দু'খানা বাড়ী পরেই।"

তিনি সরলকুমারকে বলিলেন, "আমাদের বড় মেয়ে দয়াময়ী—যা'কে তুমি 'বড়দি' বল—তা'রই মেয়ে সুভাষিণী।"

গৃহিণী বলিলেন, "বেশ হয়েছে, সর্ব্বদা যা'বে আসবে। বৌমা একা—মুখটি বুজে থাকতে ভাল লাগবে কেন? আর তিনি মামা—ওদের দেখবেন। ওরাও ত বাড়ীতে কেবল দুই মা', আমি পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসব। দয়াময়ীও যে দিন মেয়ের বাড়ী যা'বে, সে দিন ওবাড়ী হয়ে আসবে।"

"নিশ্চয়।"

"বাবা, তোমার বাপ-মা'র কথা মনে হ'লে এখনও আমরা চোখের জল রাখতে পারি না।"—বৃদ্ধার গলাটা ধরিয়া আসিল।

তিনি তাহার মাতাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, তাহা সরলকুমারের অজ্ঞাত ছিল না।

যখন নানা স্থানে লব্ধ ব্যবহারে হতাশাই সৃষ্ট হইয়াছিল, তখন এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-দম্পতির স্নেহমধুর ব্যবহারে সরলকুমার ও মণিকা যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই করিলেন—পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় সস্ত্রীক নাতিনীকে ও তাহার মা'কে সঙ্গে লইয়া সরলকুমারের গৃহে আসিলেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পূর্ব্বদিন স্থির করিয়াছিলেন, বালা দিয়াই বৃদ্ধা মণিকাকে দেখিবেন। সে বধূ, তাহার শাশুড়ী নাই। সেই বালা দিয়া তিনি মণিকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সে প্রণাম করিলে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক, মা আমার—চিরসুখী হও। তোমাদের আসবার দিনের সংবাদ পেলে আমিই এসে তোমাকে বরণ ক'রে নিতাম। তা' আমার দুষ্ট ছেলে সংবাদ দেয়নি।" তিনি সরলকুমারের জনক-জননীর কথার উল্লেখ করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং সুভাষিণীকে ও তাহার মা' কনকলতাকে বলিলেন, "এই নতুন মামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলাম; সর্ব্বদা মামামামীর খোঁজে নেবে—এখানে আসবে।"

তিনি মণিকাকে বলিলেন, "বৌমা, শুনেছি, তুমি বড় পণ্ডিতের মেয়ে; বেহাই মশাই তোমাকে খুব যত্ন ক'রে লিখাপড়া শিখিয়েছেন। ভালই করেছেন। এখন সমাজের যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তা'তে ভগবান না করুন—মেয়েদেরও দরকার হ'লে, আপনাদের আর সংসারের ভার নিতে হ'তে পারে। বিশেষ ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ভার তা'রা নিলে শিক্ষাও ভাল হ'বে—খরচও বাঁচ্‌বে। কালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা না বদ্‌লালে হয় না। ঘরসংসার যেমন দেখ্‌তে হ'বে, ছেলে যেমন পালন করতে হ'বে, তেমনই কালের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করতে হ'বে।"

তাঁহারা চলিয়া যাইলে মণিকা সরলকুমারকে বলিল, "বাবা যে বলেন, প্রকৃত ধর্ম্মানুরক্তি মানুষের মনের বিস্তৃতি সাধন করে—সঙ্কীর্ণতা দূর করে, তা' বেশ বুঝা গেল।"

ইহার পর হইতে চট্টোপাধ্যায় দম্পতি তাহাদিগের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন এবং সুভাষিণী ও কনকলতা প্রায়ই মণিকার কাছে আসিতে লাগিল। কনকলতা একটি পুত্র লাভ করিবার পর পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, সুভাষিণী তখনও পড়িত। মণিকা উভয়কেই পড়াইবার ভার লইল এবং তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়িতে লাগিল।

রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তথায় সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলি দেখিয়া সরলকুমার বিস্মিত ও ব্যথিত হইল। তখন দলাদলি যেন দেশ-সেবাকে বিদলিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। শাসন-সংস্কারে প্রদত্ত অধিকার ভারতবাসীর গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া যে দল ব্যবস্থাপক সভাসমূহ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই "ভিতর হইতে সরকারকে আক্রমণ" করিবার নামে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ দলাদলির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগের দলভুক্ত না হইলে—তাঁহাদিগের মতই সর্ব্বথা অভ্রান্ত—না বলিলে, কাহারও পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ যেমন দুঃসাধ্য তেমনই ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে যে নূতন "কর্ত্তাভজার"

দল সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে যোগ দিবার প্রবৃত্তি সরলকুমার অনুশীলন করিতে পারে নাই। তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, তাহার শিক্ষা ও প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কেবলই বিব্রত ও বিপন্ন হইতেছে।

এই অবস্থায় সে যদি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা বর্জ্জন করিতে পারিত—যদি পারিবারিক জীবনে ও সাহিত্য-চর্চ্চায় যে সুখ তাহার পক্ষে সুলভ ছিল, তাহাতেই শান্তির ও তৃপ্তির সন্ধান করিত, তবে সে যে সুখী হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে স্থানেই প্রতিভা থাকে, সেই স্থানেই তাহার সঙ্গে গর্ব্ব থাকে। সেই গর্ব্বই তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।

মণিকা পিত্রালয়ে অতি স্বল্পপরিসর পরিবেষ্টনে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়াছিল—এখন তাহার নূতন জীবনই সে পরিবেষ্টন যথেষ্ট বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল এবং মহিলা-সমাজের কোন কোন জনহিতকর অনুষ্ঠানে সে কাযের প্রকৃত সুযোগ লাভ করিতে লাগিল। স্বামীর ভালবাসা পাইয়া এবং স্বামীকে ভালবাসিয়া সে হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করিত—অশান্তির কোন কারণ সে পাইত না।

সরলকুমারের বাল্যবন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুরাতন বন্ধুত্ব-পুনর্গঠিত করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে মণিকা যখন স্বামীর সহিত আগ্রায় পিতাকে দেখিতে যাইত, তখন তাঁহার উপদেশে সে যেন আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার লইয়া আসিত।

১৪

আট মাসের মধ্যে যখন বাঙ্গলো নির্ম্মাণ শেষ হইল, তখন মণিকার ও সরলকুমারের কি আনন্দ! সেখানিকে আগ্রার "ছোট সাহেবের" বাঙ্গলোর মত করিয়া সাজাইবার জন্য সরলকুমার বিশেষ যত্ন করিল এবং সাজান যে আরও ভাল হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। দিল্লী, আগ্রা, মোরাদাবাদ, জয়পুর, ফরক্কাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের শিল্পজ পণ্য আনিয়া গৃহ সাজান হইল। আর গৃহসংলগ্ন উদ্যানের সৌন্দর্য্য-সাধনেও যত্নের ত্রুটি হইল না। বাঙ্গালার—বিশেষ কলিকাতার ভূমি ও জলবায়ু গোলাপের পক্ষে আগ্রার ভূমি ও জলবায়ুর মত অনুকূল না হইলেও মণিকা গোলাপের বড় পক্ষপাতী বলিয়া যুক্ত-প্রদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া গোলাপের "কলম" আনান হইল। যে দিন সেগুলি রোপন করা হইল, সেই দিন সন্ধ্যার পর গৃহকার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া মণিকা দেখিল, সরলকুমার কি লিখিতেছে। সে যে তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না, তাহাতেই মণিকা বুঝিতে পারিল, সে কবিতা রচনা করিতেছে। কৌতূহলবশে মণিকা মৃদুপদসঞ্চারে আসিয়া সরলকুমারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার রচনা পাঠ করিতে লাগিল :—

"এন না গাঁথিয়া মালা শুভ্র যূথিকায়,
পরিও না গলে ;—
সরস পরশে লাজে ম্লান হয়ে যায়—
মরে করতলে।
এন না চম্পক-কলি সোণার বরণ
শাখা হ'তে তুলি' ;
সে না শুনে ভ্রমরের প্রণয়-গুঞ্জন
হৃদয় আকুলি'!
বকুল থাকুক ফুটি' শাখা আলো করি'
সৌরভে—শোভায় ;
পবন-সঞ্চারে পড়ে বৃন্ত হ'তে ঝরি'—
ভূমিতে লুটায়।
এন না অপরাজিতা—ম্লান রবি-করে,
কুটজ কোমল,
শেফালী—তপনে হেরি' সরমে শিহরে—
খুঁজে ভূমি তল।
এন না কমলদল—দিবসের সনে
ম্লান হয়ে যায়,
কুমুদ—প্রভাত হেরি' সলিল-শয়নে
মিশাইতে চায়।
আনিও গোলাপ—প্রেমগর্ব্বে ঢলঢল—
রক্ত অভিমানে।
অভিমানহীন প্রেম কোথা সমুজ্জ্বল
সুখদীপ্তি আনে ?

মণিকা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; বলিল, "আচ্ছা, আমি কালই গোলাপ গাছ সব তুলে ফেলব।"

সরলকুমার বামবাহু বাড়াইয়া মণিকাকে নিকটে টানিয়া আনিয়া বলিল, "তুমি যে সেই গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার কথা মনে ক'রে দিলে।"

"সে কি ?"

"সেকালে বাঙ্গালায় কৃষ্ণরাধার লীলাবিষয়ক অনেক যাত্রা গান হ'ত। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার একটি পালায় ছিল, রাধা এক দিন কৃষ্ণের উপর অভিমান ক'রে বললেন, তিনি কাল রূপ আর দেখবেন না। আদেশ হ'ল—কুঞ্জে আর কোকিল, ভ্রমর আসতে পারবে না—এমন কি,

স খীরা আর নীল কাপড়ও পরতে পারবে না। বৃন্দা সখী ছিল সবার চেয়ে দুষ্ট। সে বললে, 'রাই, তোমার মাথার চুল যে কাল!' রাধা বললেন, মাথা মুড়িয়ে ফেলবেন। বৃন্দা বলল, 'আর চোখের তারা?' রাধা না ভেবেই বললেন, চোখ উপড়ে ফেলবেন। তখন বৃন্দা বললে, 'তা' হ'লে যে কানা হয়ে যা'বে?' রাধা ভুলে গেলেন—কৃষ্ণের এক নাম—কানাই। তিনি বললেন, 'আমার কানাই ভাল।' বৃন্দা তখন হাসিয়া বলিল, 'কানাই যদি ভাল, তবে আর অভিমান কেন?' তুমি ত গোলাপ গাছ তুলে ফেলবে, কিন্তু নিজের মুখখানা কি আয়নায় দেখা বন্ধ করেছ? টেনিসনের 'মডের' কথা মনে আছে ত—

'পশ্চিমাকাশে গোলাপী বরণ,
দক্ষিণাকাশে গোলাপী কিরণ;
দুই গণ্ডে তার গোলাপ মোহন—
গোলাপে উপমা যে চারু আনন।'

কি সুন্দর!"

মণিকা বলিল, "বাবার ঐ কবিতা পড়া আমি কখন ভুলতে পারব না।

"তাঁ'র কোন্ কবিতা পড়া ভুলা যায়?"

"কবিতা লিখতে বাধা দিলাম।"

সরলকুমার মণিকাকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "নির্জ্জীব কবিতার চাইতে সজীব কবিতা ঢের ভাল— ঢের বাঞ্ছিত।"

"কিন্তু সজীব কবিতার আদর ক'দিন? হায়েনের সেই কথা—

নিদাঘ-গোলাপী আভা শোভিছে ও গণ্ড'পরে,
শীতের শীতল ভাব জাগে শুধু ও অন্তরে;
এ ভাব র'বে না—যা'বে বর্ষ পরে বর্ষ য'বে—
ও গণ্ডে আসিবে শীত—ও হৃদে নিদাঘ র'বে।

তাই কি নয়?"

"ওবিষয়ে আমি ওমর খৈয়মের মতাবলম্বী—

গৌরবের তরে কেহ ফেলে দীর্ঘশ্বাস,—
কেহ খুঁজে মৃত্যুপারে স্বরগ-আবাস,
নগদ যা কিছু পাও
তাই সাথে নিয়ে যাও
ধারে কায বৃথা বলি' গণি—
কি কায শুনিয়া কোথা দূরে উঠে দুন্দুভির ধ্বনি?
আমরা আছি বর্ত্তমানে।"

মণিকা অনুভব করিল, সরলকুমারের বাহুবেষ্টনের আকর্ষণ নিবিড়তর হইল—তাহার দেহ মন প্রস্ফুটিত গোলাপেরই মত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল—সে স্বামীর উৰ্দ্ধোৎক্ষিপ্ত আননের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে তাহা চুম্বন করিল। যে আনন্দের অনুভূতি মন হইতে দেহে ও দেহ হইতে মনে সঞ্চারিত হইয়া মানুষের দেহমন পূর্ণ করে, উভয়েই সেই আনন্দ অনুভব করিল।

পদার্থমাত্রেরই মধ্যে যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে তেমনই মানুষমাত্রেরই মনে প্রেম থাকে—তাহা অনুভবযোগ্য প্রবল করিবার জন্য তাহাকে প্রেমের দ্বারাই পুষ্ট করিতে হয়। সরলকুমারের প্রেম মণিকার হৃদয়ের প্রেমকে প্রবল করিয়াছিল।

বাগানের মধ্যে বাঙ্গলো রচিত হইবার পর সরলকুমার ও মণিকা মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া বাস করিত—যেন ছুটী লইত। কিন্তু মণিকা নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করায় তাহাদিগের পক্ষে একসঙ্গে অধিক দিন তথায় বাস করা সম্ভব হইত না; আর, বোধ হয়, সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে তথায় বাস তাহাদিগের নিকট বিশেষ সুখের ও তৃপ্তির হইত।

এইরূপ একটা "ছুটীর" সময় তাহারা দুই জন যখন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে রাস্তার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, তখন একখানি মোটরের যাত্রীরা তাহাদিগকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া— নামিয়া তাহাদিগের নিকটে আসিল। সরলকুমার আগন্তুক পুরুষকে ও মণিকা তাহার সহগামী মহিলাকে চিনিতে পারিল। পুরুষটি ডাক্তার— সরলকুমারের সহিত প্রায় দুই বৎসর এক ছাত্রাবাসে বাস করিয়াছিল; সে সরলকুমারকে বলিল, "অনেকদিন পরে দেখা। ইনি—"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই আমার উত্তমার্দ্ধ।" সে মণিকাকে বলিল, "মণিকা, পুষ্কর বাবু ডাক্তার, আমরা একই ছাত্রাবাসে থাকিতাম।"

মণিকা তাহাকে নমস্কার করিল।

পুষ্করকুমারের স্ত্রী সুনীতি হাসিয়া স্বামীকে বলিল, "তোমার আর তোমার বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হ'বে না। আমাদের পরিচয় অনেক দিনের।"

পুষ্কর বলিল, "এ যেন একখানা মিলনান্ত নাটকের উপসংহার।"

সুনীতি বলিল, "বাবা যখন আগ্রায় চাকরী করতেন, সেই সময় আমরা দু'জনই এক স্কুলে— খৃষ্টান মিশনারীদের মেয়ে স্কুলে পড়তাম। তখন আমাকে বাধ্য হয়ে মণিকাকে গুরু করতে হয়েছিল।"

"এ ত তুমি কোন দিন বলনি!"

মণিকা বলিল, "ও সব বাজে কথা।"

সুনীতি বলিল, "বাজে কথা! স্কুলে বাইবেল পড়ান হ'ত। শিক্ষয়িত্রীরা ভাঙ্গা হিন্দীতে ইংরেজীর মানে বুঝাবার চেষ্টা করতেন। আমি ইংরেজীতে যেমন হিন্দীতে আবার তার চেয়েও পণ্ডিত; কাযেই মণিকার কাছে মানে বুঝিয়ে নিতে হত। ও 'ছোট সাহেবের'—আগ্রায় সব চেয়ে বড় পণ্ডিতের—মেয়ে; ইংরেজীতে শিক্ষয়িত্রীরাও ওকে হারাতে পারতেন না; আবার ও পশ্চিমে জন্মেছিল—হিন্দী খুব ভাল জানত; অথচ বাঙ্গালী—বাঙ্গালায় বুঝাতে পারত।"

সরলকুমার বলিল, "একাধারে এত গুণ! কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কেন?"

মণিকা আগন্তুকদ্বয়কে বারান্দায় যাইয়া বসিতে অনুরোধ করিল এবং তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে সরলকুমারকে বলিল, "আমি একটু চা আনি।"

তখন সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে—আর ছায়ার কালীতে গৃহবেষ্টন-প্রাচীরের উপর গাছের ছবি অঙ্কিত করিতেছে।

ভৃত্যকে চা'র যোগাড় করিতে উপদেশ দিয়া আসিয়া মণিকাও বারান্দায় বসিবার উদ্যোগ করিলে সুনীতি বলিল, "বেশ! ঘরকন্না দেখা'বে না?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "এটা আমাদের ছুটী কাটাবার জায়গা—ঘরকন্না যে বিশেষ সম্পূর্ণ, তা' নয়। চল—" সে সুনীতিকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া ঘরগুলি দেখাইয়া আনিল।

তখন পুষ্কর সরলকুমারকে বলিতেছে, "সত্যই কবিতার রাজ্য রচনা ক'রে—মূর্ত্তিমতী কবিতাকে সেই রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছ।"

সুনীতি মণিকাকে বলিল, "শুনছ ত?"

মণিকা বলিল, "উনিও কি কবিতা লিখেন?"

সকলে হাসিল।

তখন পরিচয়ের পালা আসিল। পুষ্কর মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে ও জার্ম্মাণীতে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার পদ্ধতি অধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যাদবপুরে যক্ষ্মারোগীদিগের হাসপাতালে অবৈতনিক পরিদর্শক চিকিৎসক। আজ সে সস্ত্রীক তথায় যাইতেছিল—পথে সরলকুমারকে দেখিতে পাইয়াছে। সে কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে।

ভৃত্য চা'র সরঞ্জাম লইয়া আসিলে মণিকা চা প্রস্তুত করিয়া বলিল, "উপযুক্তরূপ অতিথিসৎকার করতে পারি, এমন কিছুই আমাদের এ খেলা-ঘরে নাই; কাযেই আমাদের ত্রুটি নিজ গুণে আপনাদের উপেক্ষা করতে হ'বে।"

পুষ্কর বলিল, "খেলা ঘর কেমন?"

"আমরা ত এখানে স্থায়ী হয়ে বাস করি না।"

"তাই মনে হচ্ছে, যেন শোভা-ঘর সাজান আছে। থাকা হয় কোথায়?"

বাগানবাড়ী দূর বলিয়া সে সহরে কোথায় বাসা লইয়াছে, সরলকুমার তাহা বলিল এবং মণিকা সুনীতিকে এক দিন তথায় যাইতে নিমন্ত্রণ করিল।

চা পান করিতে করিতে পুষ্কর ঘড়ী দেখিল। সুনীতি বলিল, "তোমার নির্দ্দিষ্ট সময় হ'ল। অন্য ডাক্তাররা অপেক্ষা করবেন। চল।"

"তাই বটে"—বলিয়া পুষ্কর উঠিয়া পড়িল এবং মণিকাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ একটি রোগী দেখিবার জন্য আমরা ক'জন ডাক্তার সেখানে যা'ব; সুতরাং আর দেরী করতে পারব না। ক্ষমা করবেন।"

সুনীতি মণিকাকে বলিল, "রোগীর জন্য ডাক্তারের দরদ কত প্রবল, তা' দেখলে?" তাহার উক্তির মধ্যে যে ব্যঙ্গ ছিল, মণিকার কাছে তাহা ব্যর্থ হইল।

মণিকা সুনীতিকে বলিল, "তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"হাসপাতালে।"

"কেন?"

"রোগীর স্ত্রীকে দেখতে। এ রোগীর ইতিহাস আছে। সে আর এক দিন বলব।"

গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্কর স্ত্রীকে বলিল, "রোগীর স্ত্রীকে ত সরলও জানে।"

সরলকুমার ও মণিকা তাহা শুনিল; কিন্তু তখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না।

১৩

ইংরেজ কবি টেনিসন্ লিখিয়াছেন,—অতীতকাল কি তাহার দূরত্বের জন্যই গৌরব লাভ করে, এবং যখন আমরা সেই কালেই ছিলাম, তখন তাহার যে সৌন্দর্য্য দেখি নাই, তাহাতেই ভূষিত হয়? কারণ যাহাই কেন হউক না, অতীতের প্রতি মানুষের স্বভবতঃ অনুরাগ থাকে এবং তাহাকে অপরিহার্য্য দৌর্ব্বল্য বলিলেও বলা যায়। দূরত্বহেতু আমরা তাহার ত্রুটি ভুলিয়া যাই, কেবল তাহার সৌন্দর্য্য আমাদিগের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকে। বিশেষ বাল্যের ও কৈশোরের সময় সুখময় বলিয়াই অনুমিত হয়; কেন না, তখনও আমরা জীবন-সংগ্রামে শ্রান্ত হই

না—আমাদিগের মানসিক ভাব সে সংগ্রামে মলিন হয় না।

বোধ হয়, সেই জন্যই সুনীতিকে দেখিয়া মণিকার মনে অতীতের অনেক কথাই সমুদিত হইল। সেই বাল্যকালে জীবনের গণ্ডী কত সঙ্কীর্ণ ছিল, আর আশা ও আকাঙ্ক্ষাও কত সীমাবদ্ধ ছিল! বিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করাই যেন তখন জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল। তখনও তাহার মাতা জীবিতা ছিলেন; তিনি তাহার পিতারই মত, তাহাকে পাঠাভ্যাস করিতে সাহায্য করিতেন। ভাই স্বভাবতঃ একগুঁয়ে ছিল। মা তাহার উপর বিরক্ত হইলে পিতা তাহাকে বুঝাইতেন—মানুষের জন্মগত ভাব—তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না; তাহাকে আঘাত করিলে অনেক সময় বিপরীত ফলই ফলে; আগাছা যেমন কাটিলে দ্বিগুণ তেজে বাড়িয়া উঠে, এ ক্ষেত্রেও তেমনই ফল অনিবার্য্য। একগুঁয়ে বালক-বালিকাকে বুঝাইয়া তাহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ভাই সময় সময় অকারণে তাহার উপর রাগ করিত—তখন অভিমানে সে কাঁদিয়া ফেলিত। কিন্তু সে কাঁদিলে ভাইটি যেন তাহা আর সহ্য করিতে পারিত না—আপনার দোষ স্বীকার করিয়া, তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে শান্ত করিত।

সেই সময় সুনীতির সহিত তাহার পরিচয়। সে যে দিন সুনীতিকে তাহার সঙ্গে তাহাদিগের গৃহে আনিয়াছিল, সে দিন মা তাহাকে কি খেলানা দিয়াছিলেন, তাহাও তাহার মনে ছিল। সে যেন সে দিনের কথা! সুনীতির মা-ও কি বাঁচিয়া নাই? সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। চলচ্চিত্রের কল চলিলে যেমন চিত্রের পর চিত্র পটে প্রতিভাত হয়, তেমনই চিত্রের পর চিত্র মণিকার মানসপটে দেখা দিতে লাগিল।

দুই তিন দিন পরে মণিকা স্বামীকে বলিল, "তোমার পুরাতন বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করতে যা'বে না?"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "আমি আমার বান্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যা'ব, না—তুমি তোমার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যা'বে?"

মণিকা বলিল, "দুই-ই।"

"বেশ ত—একবার টেলিফোন ক'রে জান, আজ বৈকালে তাঁ'রা বাড়ী থাকবেন কি না। তাই বুঝে যা'বার ব্যবস্থা করা যা'বে।"

টেলিফোনে যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাতে সরলকুমার ও মণিকা সেই দিন অপরাহ্ণেই পুষ্করের গৃহে উপনীত হইল। বাড়ীটি অনতিবৃহৎ—ত্রিতল; নিম্নতল ভাড়া লইয়া পুষ্কর তাহার অর্দ্ধাংশে বাসের ও অর্দ্ধাংশে রোগী দেখা প্রভৃতির জন্য ব্যবস্থা করিয়াছে।

মণিকাকে নমস্কার করিয়া পুষ্কর, বলিল, "এ কিন্তু কবিতার রাজ্য নয়—এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করবার উপকরণ নাই।"

মণিকা সুনীতিকে বলিল, "বিনয়টা কি একেবারেই অকারণ নয়?"

সুনীতি সকলকে গৃহের পশ্চাদ্ভাগে—বাসের অংশে লইয়া গেল। সে পূর্ব্বেই চা'র আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল।

পুষ্কর বলিল, "হঠাৎ কোন রোগী এসে হাজির না হ'লে বাঁচি।"

সরলকুমার বলিল, "সে কি কথা? অতিথির মধ্যে তাঁ'রাই ত অধিক পরিমাণে স্বাগত সম্ভাষণের অধিকারী।"

"সব সময় নয়।"

"সব সময়।"

কিছুক্ষণ নিয়মানুগ কথার আলোচনার পর মণিকা ও সুনীতি তাহাদিগের এবং সরলকুমার ও পুষ্কর তাহাদিগের "সেকালের" কথার আলোচনায় ব্যাপৃত হইল।

দুই দলেরই অনেক কথা—কেন না, অনেক দিনের, সে সব দিন আর ফিরিয়া আসিবে না, কেবল বর্ণ যেমন রঞ্জকের হস্তে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহারা তেমনই মনে তাহাদিগের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। তাহার পর এত দিন গিয়াছে—অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

সুনীতির পিতৃবিয়োগ হইয়াছে—পিত্রালয়ে ভ্রাতারা এখন কার্য্যব্যপদেশে নানা স্থানে—যে দুই জন কলিকাতায় আছেন, তাঁহারাও ভিন্ন ভাবে বাস করেন—মা বড় ছেলের কাছে আছেন। তাহার আর পিত্রালয়ে যাওয়া ঘটে না—তাহার সংসার দেখিতে হয়। আর—সে বলিল, "তোমার স্বামীর বন্ধুটিকে একা রেখে যেতেও আমি চাই না। আমি সে বিষয়ে কখন অসাবধান হই না।"

কথাটা মণিকার ভাল লাগিল না। যে স্থানে অবিশ্বাসজনিত শঙ্কা থাকে, সে স্থানে মনে শান্তি থাকিতে পারে না—সুখ ত পরের কথা। মণিকা যে পরিবেষ্টনে বর্দ্ধিতা ও যে শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিল, তাহাতে সে বুঝিতে পারিল না যে, দশ জন

স্ত্রীলোকের মধ্যে নয় জন বিবাহিত জীবন সুখে বহনীয় করিবার জন্য কোন না কোনরূপ উপন্যাস-সুলভ ব্যাপার চাহে এবং তাহাদিগের ভালবাসায় যখন আর সে ভাব থাকে না, তখন সন্তানের প্রতি স্নেহ—মাতৃত্ব তাহার স্থান গ্রহণ না করিলে তাহাদিগের ভালবাসা ছিদ্রকুম্ভে বারির মত নিঃশেষ হইয়া যায়। সুনীতির সন্তান হয় নাই এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পুষ্কর তাহাই ঈপ্সিত বিবেচনা করিত। তাহার উপর আবার সুনীতির সন্দিগ্ধা হইবার কারণ ছিল। পুষ্কর যখন বিদেশে গিয়াছিল, তখন তথায় শিথিল-সংযম যুবতীদিগের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে অনেক জনরব সাগরপার হইয়া এ দেশে আসিয়াছিল এবং সে যখন ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন সুনীতির মন সন্দেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেবল তাহার চিত্ত বিরূপ হইলেও সে তাহার বিবাহিত জীবনের অনিবার্য্যতার বিরুদ্ধে বৃথা সংগ্রাম করে নাই।

সুনীতি মণিকাকে তাহার স্বামীর ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিল, সে সকলের মধ্যে কয়টি মণিকার নিকট বিস্ময়কর ও কতকটা বিরক্তিজনক বলিয়াও মনে হইল। সে মনে করিল, হয় ত বহুপরিবারমধ্যে বর্দ্ধিতারা নিঃসঙ্কোচে আপনাদিগের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা কি বাঞ্ছনীয়?

প্রায় এক ঘণ্টা পরে "এখন আমরা আসি"—বলিয়া সরলকুমার উঠিল।

পুষ্কর বলিল, "এখনই যা'বে?"

"হাঁ। বাগানে কতকগুলি নূতন গাছ লাগান হয়েছে—যদি একটু অযত্ন হয়, মরে যা'বে।"

"তোমাকে একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি, সে দিন যে রোগীটিকে দেখতে যাচ্ছিলাম, সে কে জান? আমাদের ছাত্রাবাসের পাশের বাড়ীতে যে মেয়েটি সর্ব্বদা হাসিমুখে তা'র রুগ্না মা'র সেবা-শুশ্রূষা করত,—তুমি যা'র সেবানৈপুণ্যের প্রশংসা করতে—তা'র কথা মনে আছে?"

"হাঁ।"

"রোগীটি তা'রই স্বামী। তা'রা ভারি বিপন্ন।"

সুনীতির চক্ষুতে যে দৃষ্টি দেখা গেল, তাহা মণিকার ভাল লাগিল না। সে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! উনিও জানেন?"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ডাক্তার ত রোগীর ভাবনা ভেবেই আকুল। আবার উনিও? সাবধান, মণিকা।"

"ব্যাপারটা কি?"

"সে তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না।"

"তুমি কি বলছ?"

কোন উত্তর না দিয়া সুনীতি শুনিতে লাগিল, পুষ্কর বলিতেছে, "তা'র স্বামীর যক্ষ্মা; চিকিৎসায় আর স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে হাসপাতালে এসেছে। সেখানে সুপারিশে এক মাস অর্দ্ধেক টাকায় রাখা হয়েছে। কিন্তু আর তা' চলে না। কোথায় যায়—তা'র স্থান নাই।"

শুনিয়া সরলকুমার বলিল, "তাই ত—বড় ত বিপদ! কত টাকা হ'লে এখন হাসপাতালে থাকতে পারে?"

"প্রায় এক শ' টাকা।"

সরলকুমার নোট-কেশ খুলিয়া পাঁচখানি দশ টাকার নোট দিয়া বলিল, "আর পঞ্চাশ টাকা আমি কাল পাঠিয়ে দেব। এক মাস চলুক।"

সুনীতি আবার মণিকাকে বলিল, "সাবধান!—দয়ার সিন্ধু যে উথলে উঠল! এ কি ইন্দ্রজাল?"

সুনীতির ব্যবহার মণিকার নিকট রহস্যাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। সে পুষ্করের ও তাহার স্বামীর কথা শুনিয়াছিল। পুষ্কর যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার স্বামীর দয়ার উদ্রেকে বিস্মিত হইবার কোন কারণ সে পাইল না। সে সুস্থ ও সবল প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তাহার চিত্ত যেমন মানবের স্বাভাবিক সহানুভূতিতে সিক্ত, তেমনই তাহার কল্পনা বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। সেরূপ লোকের মনে অকারণ সন্দেহ সহসা স্থান পায় না। তাই সে স্বামীর কার্য্যে বিস্মিত হইবার মত কোন অসাধারণত্ব সন্ধান করিয়া পাইল না।

মোটরে উঠিয়া বিদায় লইবার সময় সরলকুমার পুষ্করকে বলিল, "কালই আমি আর পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দেব। সকালে তুমি বাড়ীতে থাক ত?"

পুষ্কর বলিল, "থাকবার কথা। কিন্তু আমাদের ত—ডাক এলেই হ'ল।"

পুষ্করের কথায় শ্রোতা মনে করিতেও পারে, ডাক প্রায়ই আসিয়া থাকে। কিন্তু যাহা ঈপ্সিত, তাহাই যে সর্ব্বদা পাওয়া যায়, এমন নহে।

গাড়ী চলিলে মণিকার এক বার মনে হইল, সুনীতির যে ব্যবহার তাহার নিকট বিস্ময়কর বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, সরলকুমারের নিকট সে তাহার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে তাহাতে লজ্জানুভব করিল।

তাহার পর বাঙ্গলোয় যাইয়া গাছের ও ফুলের মধ্যে তাহার মন হইতে সে চিন্তা অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে আর সে বিষয়ে কোন কথা সরলকুমারের সহিত আলোচনা করিল না।

১৩

ছয় দিন পরে এক দিন অপরাহ্নে পুষ্কর সুনীতিকে লইয়া সরলকুমারের গৃহে উপস্থিত হইল এবং সুনীতিকে রাখিয়া আপনি চলিয়া গেল—বলিয়া গেল, "বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাকে এক বার যেতে হচ্ছে। আজ এখানে আসব জানবার পর এমন একটা যায়গা থেকে ডাক এল যে, না গেলে নয়। যে ডাক্তার পাটনায় চিকিৎসা করছিলেন, তিনি বলেছেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করলে তিনি চিকিৎসার পদ্ধতি ঠিক করতে পারছেন না। তাই রোগীকে এখানে এনেছে। সুইটজারল্যাণ্ডে এখন যক্ষ্মার যে চিকিৎসা হয়, তা' এ দেশে খুব কম ডাক্তারই জানেন—তা'র উপর আবার চিকিৎসা করা চাই ত? আমি রোগী দেখে আসছি।"

এত কথা বলিবাব কি প্রয়োজন ছিল, তাহা সরলকুমার ও মণিকা কেহই বুঝিতে পারিল না। তবে পঠদ্দশায় সরলকুমার জানিত, আপনার সম্বন্ধে পুষ্করের অতিরঞ্জিত ধারণা ছিল এবং সে সময়ে অসময়ে সেই ধারণা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিত। সেই জন্য কেহ কেহ বলিত, "পুষ্কর যদি ভাজে উচ্ছে, তবে বলে—পটল।"

পুষ্কর চলিয়া যাইলে সুনীতি মণিকাকে বলিল, "চল, তোমার বাড়ী দেখি।"

মণিকার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে যাইতে সে গৃহসজ্জা প্রভৃতির প্রশংসা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই রোগীর স্ত্রীর কথা তোমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলে?"

মণিকা উত্তর দিল, "না।"

"কেন?"

"লজ্জা করতে লাগল—উনি কি মনে করবেন!"

"তবেই হয়েছে! লজ্জা ক'রে কি নিজের ক্ষতি করবে?"

"এতে আমার কি ক্ষতি হ'তে পারে?"

"যা'র বেশী ক্ষতি হ'তে পারে না, সেই ক্ষতিই হ'তে পারে।"

মণিকা কিছু বলিল না দেখিয়া সুনীতি বলিল, "আমি ত বলেছি, না দেখলে বুঝতে পারবে না। চল, এক দিন দেখ'তে যাবে।"

সুনীতির কথা কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও তাহার ব্যবহার ও ভাব মণিকার কৌতূহল বৃদ্ধি না করিয়া তাহা নিবারণ করিতেই লাগিল। কেবল পাছে সুনীতি অসন্তুষ্ট হয়, সেই জন্য সে বলিল, "এক দিন যাওয়া যা'বে। কিন্তু যা'বার কি দরকার?"

"দেখবে—আশ্চর্য্য ব্যাপার। যেমন রূপ—তেমনই সে রূপ রক্ষা করবার চেষ্টা। স্বামীর মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে—দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ যে অমনভাবে রূপ রক্ষা করতে পারে, তা' না দেখলে অনুমানও করা যায় না।"

মণিকা কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

সুনীতি বলিল, "তোমার স্বামীর বন্ধুটির ঘন ঘন হাসপাতালে যাওয়াতেই আমার সন্দেহ হ'ল; তা'র পর রোগীর কথা শুনলাম। সেই থেকে আমি সঙ্গে যাই।"

সুনীতির কথায় তাহার প্রতি মণিকার শ্রদ্ধার অভাব ঘটিল। সে মনে করিল—বলিবে, "গিয়ে কায নাই।" এমন সময় বৈঠকখানা হইতে সরলকুমার বলিল, "মণিকা, তোমরা এস—পুষ্কর এসেছেন।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গমন করিল।

তখন পুষ্কর বলিতেছে, "নাঃ! অশ্রদ্ধা হয়ে গেল। বড় বড় নামজাদা ডাক্তার রোগীকে দেখেছেন, আজকাল য়ুরোপে যে সব পদ্ধতি চল্‌ছে, তা' কেউ জানেন না! যদি ছ' মাস—তিন মাস আগেও আমার চিকিৎসাধীন হ'ত, তবে এ রোগী সেরে উঠতই। এখন বড্ড এগিয়ে গেছে।"

মণিকা বলিল, "আপনি কি হাত-মুখ ধুয়ে আসবেন?"

"নিশ্চয়! আমাদের এ সব বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।"

সে হাতমুখ ধৌত করিবার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিলেই সুনীতি বলিল, "আমি মণিকাকে বলছিলাম, এক দিন তোমাদের হাসপাতাল দেখিয়ে আনব। মণিকা তা'তে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছে।"

পাত্রে আহার্য্য সাজাইতে সাজাইতে সুনীতির কথা শুনিয়া মণিকা একটু বিস্মিত হইল।

পুষ্কর বলিল, "খুব ভাল কথা। আমরা ত চাই, সকলে দেখুন, আমরা কি করছি। আমাদের না আছে টাকা, না আছে বেশী খাটবার লোক; তবুও আমরা কি করছি, তা' দেখলে উনি যে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হ'বেন, তা' আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি। যক্ষ্মার রোগবীজ আমাদের সকলের শরীরেই আছে—সেটা হচ্ছে—"

হাসিয়া সরলকুমার বলিল, "রক্ষা কর ! আমাদের ডাক্তারীতে পণ্ডিত করবার চেষ্টা ক'র না। তা'র চাইতে চা আর খাবারে মন দাও।"

"কিন্তু স্থূল ও মূল কথা সকলেরই জানা থাকা ভাল।"

"তা' হ'লে যে তোমাদের ব্যবসা মাটী হ'বে।"

"তা' হ'বে না। কারণ, ডাক্তারীটা একটা বিরাট অনুশীলনসাপেক্ষ ব্যাপার। এই ধর, সুইটজারল্যাণ্ডে পাহাড়ের উপর যে সব যক্ষ্মাচিকিৎসাগার স্থাপিত হয়েছে, সে সব কি ব্যাপার! বাঙ্গালার কেবল আমিই সেখানে শিখবার উপায় করতে পেরেছিলাম। আজ যেন মনে হয়, সে স্বপ্ন !"

সরলকুমার বলিল, "তা' ত হ'বেই। কারণ, সে সব দেশের ধারণা, সংস্কার, ব্যবস্থা আমাদের দেশের ধারণা, সংস্কার, ব্যবস্থা হ'তে বিভিন্ন। আমরা কেবল যে দরিদ্র আর অদৃষ্টবাদী, ত'াই নয় ; সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগেও আমাদের দেশে স্বজনরা আপনাদের ও অপরের জীবন বিপন্ন করেও রোগীর সেবা করবেন—তবুও তা'কে হাসপাতালে পাঠাবেন না।"

"কি কুসংস্কার !"

"ওর ভাল মন্দ দুই দিকই আছে।"

"তা' থাকতে পারে, কিন্তু হাসপাতালে যা' দেখি, তা'তে ভাল দিকটা চোখে পড়ে না ! এই ধর—যে রোগীটির জন্য তুমি এক মাসের খরচ দিলে, তা'র মত রোগীকে তা'র স্ত্রী যে কেবল কর্ত্তব্য মনে ক'রে বা লোকাচারের সম্বন্ধে দাসমনোবৃত্তি ব'লে সেবা করছে, তা'কে কি বলা যায় ? তা'র রোগ হ'তে কতক্ষণ ?"

সুনীতি টেবলের নিম্নে হাত বাড়াইয়া পুষ্করের এই কথায় মণিকার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহার গা টিপিল। তাহার পর সে স্বামীকে বলিল, "সেই জন্যই ত আমি বল্‌ছি, এক দিন এঁদের নিয়ে চল। তা' তোমার কোন আগ্রহ দেখ্‌ছি না—তুমি যেন কৃপণের ধন আগলাবার মত আগলে রাখছ !"

"সে কি ? আমি ত নিয়ে যেতেই চাই। কারণ, কথায় বলে—দেখলেই বিশ্বাস হয়। যদিও অনেক সময় শুনেও বিশ্বাস করতে হয়।"

"কিন্তু যেখানে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন সহজেই করা যায়, সেখানে তা' করাই ভাল।"

"গত কাল আমাদের হাসপাতালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির একটা অধিবেশন হয়ে গেল। পনের দিন অন্তর অধিবেশন। এ বার যে দিন অধিবেশন, সেই দিন এঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যা'ব।"

অত বিলম্বের কথায় সুনীতি যেন বিরক্ত হইল—বলিল, "পনের দিন ! সে দিন ত তোমরা কায নিয়ে ব্যস্ত থাক। আমরা যে যা'ব, আমাদের সব দেখা'বে কখন ?"

"সে ব্যবস্থা হ'বে।"

"তা'র চেয়ে যে দিন সময় পাওয়া যা'বে সেই দিন চল।"

"আচ্ছা। সেই ব্যবস্থাই করা যা'বে।"

সুনীতি মণিকাকে বলিল, "আমি দিন ঠিক ক'রে টেলিফোনে জানিয়ে দেব। তোমরা একটু আগে যদি বাগান-বাড়ীতে যাও, তবে আমরা সেখানে গিয়ে পড়ব—তা'র পর একসঙ্গে যাওয়া যা'বে।"

সুনীতির এই ব্যগ্রতা মণিকার নিকট কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়াই অনুভূত হইল।

ইহার পর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পুষ্কর—যেন সহসা কথটা মনে পড়িল, এমনই ভাবে বলিল, "আমার বাড়ীতে দু'জন রোগী নিয়ে আসবার কথা ; সময় হয়ে আসছে—আমাকে যেতে হ'বে।"

পুষ্কর ও সুনীতি বিদায় লইল।

১৭

বেলা আটটার অল্পক্ষণ পরে মণিকা আসিয়া সরলকুমারকে বলিল, "সুনীতি ফোনে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আজ আমাদের হাসপাতাল দেখতে যা'বার কথা।"

সরলকুমার একখানা পত্রের উত্তর লিখিতে উদ্যত হইয়াছিল ; "আজ আমার না গেলে চলে না ?"

"কিন্তু তাঁ'দের বলা হয়েছে।"

"তুমি ত যা'বেই। আমি না গেলে হয় না ?"

"না। আমি কখন হাসপাতালে যাইনি—তুমি না গেলে একা যেতে পারব না।"

সরলকুমার হাসিয়া বলিল, "এ কেমন কথা ? এত দিন তোমরা আমাদের সঙ্গে গেছ, এখন আমরা যা'ব তোমাদের সঙ্গে, এখন তোমরা আগে যা'বে। নইলে 'প্রগতি' কি ?"

"'প্রগতি' না হয়, আর কিছুদিন পরে পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু তুমি যেতে চাচ্ছ না কেন ?"

"যা'ব। কিন্তু সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ফিরতে হ'বে।"

"কেন ?"

"স্বরাজ্য দলের দূত আসবেন। একটা জিলায় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যের পদ শূন্য হয়েছে। সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চা'ন।"

"সে কথা ব'লে একটু আগে চ'লে এলেই হ'বে।"

"তা'ই হ'বে।"

"তা' হ'লে বেণীকে আগে বাগানে পাঠিয়ে দেব—ওঁদের খাবারের ব্যবস্থা ক'রে রাখবে।"

"সেটা কি আমার অনুমতিসাপেক্ষ?"

"নিশ্চয়।"

'কখনই না। কারণ, শ্রমবিভাগের ফলে ও সব কায তোমার।"

"আর তোমার?"

"তা'ই ভাবছি। মা বল্‌তেন, মেয়েদের খুব আদর দিতে হয়, আর ছেলেদের কষ্টসহিষ্ণু করতে হয়; কারণ, ছেলেরা মুটে—মোট বহে উপার্জ্জন করবে। তা' আমি সে কাযও করি না।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "আমি সুনীতিকে বলতে যাচ্ছি, আমরা বাগানে থাকব।"

সে চলিয়া যাইলে সরলকুমার পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিল, সে সন্ধ্যা সাতটায় গৃহে আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করিবে।

মধ্যাহ্নের পরই তাহারা বাগানে গেল এবং পুষ্কর ও সুনীতি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সকলে যখন হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রোগীদিগের স্বজনগণ তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন; সেই জন্য তখন তথায় কিছু জনসমাগম হইয়াছিল। যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই মুখে বিমর্ষভাব—যাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহারা কি আর ফিরিয়া যাইবে?

পুষ্কর হাসপাতালের ডাক্তারকে ও প্রধান শুশ্রূষাকারীকে ডাকিয়া কয় জন রোগীর অবস্থা জানিল ও তাহাদিগের অবস্থা-বিবরণ পরীক্ষা করিল। তাহার পর সে যে রোগীর কথা বলিয়াছিল তাহার অবস্থা-বিবরণ বাহির করিয়া সরলকুমারকে বলিল, "এই দেখ, যা'কে বলে দ্রুত রোগ, এ তাই—দিন দিন বেড়ে চলছে।" তাহার পর সে সকলকে সেই রোগী দেখাইতে লইয়া গেল।

হাসপাতালের এক দিকের শেষ ঘরে রোগী। তাহার পার্শ্বে একটি স্বল্পায়তন কক্ষ ও তাহার পরেই স্নানাগার প্রভৃতি আছে। রোগীর স্ত্রীর জন্য সেই স্বল্পায়তন ঘরটি দেওয়া হইয়াছে। রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া পুষ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কেমন বোধ হচ্ছে?"

শয্যা হইতে ক্ষীণ কিন্তু বিরক্তিব্যঞ্জক স্বর শুনা গেল—"কেমন আর বোধ হ'বে?"

সকলে চাহিয়া দেখিল—যেন মূর্ত্তিমান মৃত্যু—শয্যার উপর আবরণমধ্যে যেন অস্থির উপর চর্ম্মাবরণাবৃত নরদেহ; মুখের মধ্যে নাসিকাই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয়, আর চক্ষুতে কি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি!

রোগীর ঘরে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শুনিয়া পার্শ্বের কক্ষ হইতে তাহার স্ত্রী আসিল এবং তথায় অপরিচিত ও অপরিচিতাকে দেখিয়াও কোনরূপ সঙ্কোচ না দেখাইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই মণিকার মনে হইল, সে মুখ সে পূর্ব্বে দেখিয়াছে—পরিচিত। কিন্তু কবে—কোথায়—কি অবস্থায় সে তাহা দেখিয়াছে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না। কিন্তু সে যখন যাইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদিগের দিকে চাহিল, তখন যেন মনে হইল, মৃত্যুর পার্শ্বে জীবন আসিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুকের মুখে, চক্ষুতে, দেহে জীবনের উচ্ছ্বাস সপ্রকাশ। আর তখনই মণিকা বুঝিতে পারিল, সে মুখ কেন তাহার নিকট পরিচিত মনে হইয়াছে। আগ্রা হইতে বদলী হইয়া যাইবার সময় এক জন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী কমিশনার, "ছোট সাহেবকে" একটি প্রস্তরমূর্ত্তি উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। সেটি গ্রীক-পুরাণোক্ত সৌন্দর্য্যদেবীর প্রতিমা অতীত যুগের কোন অজ্ঞাত গ্রীক শিল্পীর কীর্ত্তির অনুকরণ। মূল মূর্ত্তিটি বিশ্ববিখ্যাত। কালবশে তাহার হস্তদ্বয় ভগ্ন কিন্তু মুখের ভাব কি সম্মোহন! গ্রীক শিল্পী মানুষের দেহ সৌন্দর্য্যের আধাররূপে কল্পনা করিতেন, তাই তাঁহারা নগ্ন মূর্ত্তি রচনা করিতেন। এই মূর্ত্তিও তাহাই। মণিকার জননী সেটিকে বসনাবৃত করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তির মুখের সহিত এই নারীর মুখের কি বিস্ময়কর সাদৃশ্য! সৌন্দর্য্যস্রষ্টা শিল্পীর কল্পনা যে এমনভাবে মানুষের মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়, তাহা মনে করা দুষ্কর। কিন্তু কেনই বা তাহা অসম্ভব হইবে? শিল্পী হয়ত মানুষকে আদর্শ করিয়াই সে মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন। মণিকার মনে হইল—সুনীতি যাহা বলিয়াছে, তাহা অত্যুক্তি নহে—সুন্দরী বটে! সে যে দরিদ্র, তাহা পুষ্কর বলিয়াছিল; কিন্তু তাহার বেশে ও প্রসাধননৈপুণ্যে প্রতিপন্ন হয়, দারিদ্র্য পরিচ্ছন্নতার ও সুরুচির বিরোধী নহে। লক্ষ্য করিলে তাহার পরিধেয় শাড়ীতে

সেলাইয়ের চিহ্ন দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বিন্দুমাত্র মলিন নহে। জামায় ঝালর নাই, কিন্তু তাহার স্থান ছিন্ন বস্ত্রের পাড় যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্যে নূতনত্ব-সঞ্চার হইয়াছে। কেশবিন্যাসে এতটুকু অমনোযোগের চিহ্ন নাই—যাহাকে বলে "এ দিকের এক গুচ্ছ চুল ওদিকে যায় নাই"—তাহাই। সম্মুখে কত বড় বিপদ, তাহা শয্যায় লীন রোগীকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সে বিপদও তাহার মুখে বিষাদের ছায়াপাত করিতে পারে নাই। রাজহংস জলমধ্যে বিচরণ করিলেও যেমন তাহার পালক হইতে জল গড়াইয়া পড়িয়া যায়, দুশ্চিন্তা কি তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতায় তেমনই ভাবে স্পর্শচিহ্ন রাখিতে পারে না? সে যেন স্থিরযৌবনা এবং তাহার রূপে অসাধারণ তীব্রতা। তাহার দৃষ্টিতে সঙ্কোচের ভাব নাই। কথা বলিবার সময় তাহার মুখ মৃদুহাস্যে প্রফুল্লভাব ধারণ করে।

সে আসিলেই রোগী বিরক্তভাবে বলিল, "জয়ন্তী, তুমি কোথায় থাক?"

জয়ন্তী কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বলিল, "কাপড় কাচতে গেছলাম।"

রোগীর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তীব্রতা বিকশিত হইল। সে বলিল, "সাজগোছের কোন ত্রুটি ত নেই। আর ক'টা দিন যা'ক, তা'র পর অনেক সময় পা'বে।"

জয়ন্তী স্থিরভাবে বলিল, "এই ত আমি গেছি। কি দরকার?"

"আমার মাথা!"—বলিয়া রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পুষ্কর বলিল, "কেন আপনি অকারণ রাগ করেছেন?"

রোগী চক্ষু মেলিল, "রাগ না ক'রে কি পূজা করবে? পূজা ত আপনারাই করছেন।"

মণিকা স্তম্ভিত হইল। কিন্তু জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া সে দেখিল, তাহার ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যলিপ্ত!

পুষ্কর রোগীর দেহতাপের বিবরণাদি চাহিলে জয়ন্তী তাহা দিল। সেখানি হাতে লইয়া পুষ্কর ঘর হইতে বারান্দায় আসিল। সরলকুমার যেন অব্যাহতি পাইল। সে-ও ঘর হইতে বাহির হইল এবং মণিকা ও সুনীতিও বাহির হইয়া আসিল। জয়ন্তীও তাহাদিগের সঙ্গে আসিল।

সরলকুমারকে দেখাইয়া পুষ্কর বলিল, "ইনিই তোমার এ মাসের খরচের জন্য টাকা দিয়েছেন।"

জয়ন্তীর কর্ণমূলে রক্তাভা ব্যাপ্ত হইল। সে লজ্জায়, কি দুঃখের অভিব্যক্তি গোপন করিবার চেষ্টায়, কি অন্য কোন কারণে তাহা মণিকা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহাতে যে তাহাকে অপরূপ সুন্দরী দেখাইল, তাহা মণিকা বুঝিল।

পুষ্কর তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, "এখনও তেমনই বিরক্ত—তেমনই তিরস্কার!"

জয়ন্তী কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি পুষ্করের মুখে স্থাপিত করিয়া হাসিয়া বলিল, "ওতে আমি অভ্যস্ত।"

সুনীতি মণিকার গা টিপিল।

পুষ্কর বলিল, "আমি কতবার বলেছি, রুমালে ওষুধ ঢেলে, সেখানা নিয়ে তবে রোগীর কাছে থাকবে!"

জয়ন্তী বলিল, "ভুলে গেছলাম।"

বিবরণপত্র জয়ন্তীর হাতে দিয়া পুষ্কর বলিল, "আজ আমরা যাচ্ছি।"

জয়ন্তী তাহাদিগকে নমস্কার করিল।

অল্প দূর যাইয়া পুষ্কর বলিল, "দেখলে ত?"

সরলকুমার বলিল, "আর কত দিন টিক্‌তে পারে?"

"তা' বলা যায় না। যক্ষ্মা। হয় ত দশ দিনেও যেতে পারে, হয় ত দু'মাস চল্‌বে। কিন্তু দু'মাস চললেই ত বিপদ।"

"টাকার অভাবে মানুষকে পথে মরতে দেওয়া যায় না। আমি আর এক শ' টাকা দিব।"

কথা কহিতে কহিতে পুষ্কর ও সরলকুমার একটু অগ্রসর হইয়া যাইলে সুনীতি মণিকাকে বলিল, "দেখলে?"

মণিকা বলিল, "হাঁ।"

"আগুনের শিখা; আগুন যা'কে স্পর্শ করে, তা'কে পুড়তেই হ'বে।"

গাড়ীতে বসিয়া মণিকা স্বামীকে বলিল, "রোগীর স্ত্রীকে দেখলে?"

"হাঁ।"

"বাবার বাঙ্গলোয় ভিনাসের যে মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে, তা'র সঙ্গে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!"

সরলকুমার বিস্মিতভাবে স্ত্রীর দিকে চাহিল।

মণিকা বলিল,—"তুমি লক্ষ্য করনি?"

"না। আমি লক্ষ্য করিনি। তা' ছাড়া রোগীটিকে দেখবার পর আমার আর লক্ষ্য করবার প্রবৃত্তিই ছিল না।"

"কি ভয়ানক অবস্থা!"

সরলকুমার চুপ করিয়া রহিল।

মণিকা বলিল, "আর এক দিন যাওয়া যা'বে, সে দিন লক্ষ্য ক'রে দেখ—কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।"

"কি দরকার? হয়ত কি ভাববে।"

"তোমরা যে ছাত্রাবাসে থাকতে, ত'ার পাশের বাড়ীতেই থাকত। তখন দেখেছ?"

"থাকত এবং পুষ্কর প্রভৃতি ক'জন অকারণ কৌতূহলে ওদের বাড়ীর দিকে দেখত বলেই আমার সঙ্গে তা'দের বনত না। তা'রা আমাকে 'ব্রাহ্ম,' 'নীতিবাগীশ' প্রভৃতি ব'লে ঠাট্টা করত। তবে মেয়েটি যে ভাবে রুগ্ন মা'র সেবা করত, তা'তে সকলেই তা'র প্রশংসা করত। বোধ হয়, রোগীর সেবা করা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"তা' হতে পারে। রোগীর তিরস্কারেও বিচলিত হ'ল না। কিন্তু তখনও যে হাসতে পারলে, সেইটাই বিস্ময়ের বিষয়।"

"হাসপাতাল দেখে আসা গেল, বাড়ী গিয়ে স্নান ক'রে ফেলো।"

১৮

আপনি স্নান করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া সরলকুমার দেখিল, প্রিয়শঙ্কর বাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বসিয়া আছেন। ইনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাতিনীর স্বামীর অগ্রজ। ইঁহার পত্নীও সুভাষিণীর সহিত প্রায় প্রতিদিন মণিকার কাছে আসিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমাকে কা'ল দার্জ্জিলিং যেতে হচ্ছে। ভাল বাড়ী পেয়েছি, তাই স্থির করলাম, আমার স্ত্রীকেও নিয়ে যা'ব—এমন সুযোগ ত সচরাচর হয় না!"

সরলকুমার বলিল, "বেশ করেছেন।"

"সুভাষিণীকেও নিয়ে যা'ব। আমার ভাই মাস দুই কাকার বাড়ীতে থাকবে।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "সবই ভাল, কেবল বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে যেতে মন সরছে না। আপনাদের কাছে ছিলাম—বড় সুখে ছিলাম। বিশেষ আমার স্ত্রী আর বৌমা ত সেই জন্য বলছেন, বাড়ী রেখে যাওয়া যা'ক। কিন্তু অকারণ খরচ!"

সরলকুমার বলিল, "ফিরে এসে আবার বাড়ী দেখে নেবেন।"

"তা'ই মনে করেছি।"

"মেয়েরা এখনই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন; কিন্তু কাকীমা এসে পড়েছেন। কাল আসবেন।"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, এক জন লোক দেখা করিতে আসিয়াছেন। ভৃত্য তাঁহার নামলিখিত পত্র দিলে সরলকুমার বলিল, "বসাও, আমি এখনই ডেকে পাঠা'ব।"

"আমি আসি"—বলিয়া প্রিয়শঙ্কর বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় টেবলের উপর রক্ষিত নাম-পত্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি সরলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কেন?"

সরলকুমার বলিল, "ইনি স্বরাজ্য দলের এক জন চাঁই। ব্যবস্থাপক সভায় একটি সদস্যপদ খালি হয়েছে, সেই সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছেন।"

"কিছু মনে করবেন না—সাবধান হয়ে কথা কইবেন।"

"কেন?"

"আমাদের কাছে এঁদের সকলের ইতিহাস আছে। তা' থেকে জানা যায়, ইনি একটি দু'মুখো সাপ। এঁর দেশসেবা স্বার্থসিদ্ধির ছদ্মবেশ। ইনি যে দলের চাঁই, সেই দলের সংবাদ—গোয়েন্দা হয়ে—আমাদের অর্থাৎ সরকারের কাছে সরবরাহ করেন।"

"বলেন কি? এমন লোককে নিয়ে দল করলে সে দলের দ্বারা কি সত্যই কোন কায হ'তে পারে?"

প্রিয়শঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আপনি কি জানেন না, দলপতির বিশ্বাস, সাধু লোক কর্ম্মঠ হয় না—তাই তিনি অসাধু হ'লেও কর্ম্মঠ লোকের আদর করেন?"

"কিন্তু তা'র শেষ ফল কি হ'বে?"

"এ দলের বিশ্বাস, বড় রকম গোল পাকিয়ে তুলতে পারলে সরকার বাধ্য হয়ে লোককে অধিকার দেবেন।"

"কিন্তু তা' কি হয়?"

"সে যাঁ'র যেমন বিশ্বাস। উনি ব'সে আছেন—আমি যাই।"

প্রিয়শঙ্কর বাবুর কথায় সরলকুমারের মনে দ্বিধার ভাব সৃষ্ট হইল। সেই ভাব লইয়া সে দূতের সঙ্গে যতই আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার মনে সেই ভাব দৃঢ় হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর সে বলিল, "আপনারা যে সব সর্ত্তে আমাকে আপনাদের দলের পক্ষ হ'তে নির্ব্বাচন-প্রার্থী করতে চাচ্ছেন, সে সব সর্ত্তে আমি সম্মত হ'তে পারছি না।"

দূত বলিলেন, "আপনি ত নানা দেশের রাজ-নীতিক আন্দোলনের ইতিহাস পড়েছেন—অবশ্যই

জানেন, আয়র্লণ্ডে জাতীয় দল এইরূপ সর্ত্তে সম্মত হ'তেন।"

বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার শুনা কথা—কেন না, তাঁহার আপনার বিদ্যা অল্পই ছিল।

সরলকুমার বলিল, "সে বিষয়ের আলোচনায় আর কোন ফল নাই।"

"কিন্তু আপনি খুব সুযোগ হেলায় হারাচ্ছেন। কোন মহারাজা তাঁর ছেলেকে গোপনে এই সব সর্ত্তে সম্মতি দিতে বলেছেন।"

সরলকুমার বলিল, "তা' হ'বে।"

দূত প্রস্থান করিলেন।

সরলকুমারের মনে হইল, অনেক জিনিস দূরেই ভাল দেখায়। মণিকা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, বেণী তাহাকে দিল্লীতে শিক্ষিত একটা পঞ্জাবী ব্যঞ্জন রন্ধন শিখাইতেছে। সে একটু ভাবিল, তাহার পর কাগজ লইয়া লিখিতে লাগিল—

দূরে সে রয়েছে—তা'রে নিকটে চেও না আর
মুছে ফেল আঁখি হ'তে আকুল নয়নধার।
দূরে যে কেবলি শোভা—
মানস-লোচনলোভা,
কাছে এলে শত ত্রুটি চোখে পড়ে অনিবার!
দূরে সে রয়েছে—তা'রে নিকটে চেও না আর।
দূরে যে কেবলি আলো—
সে ত দূরে থাকা ভাল;
কাছে এলে মনে হ'বে—হেথা হোথা অন্ধকার।
দূরে সে রয়েছে—তা'রে নিকটে চেও না আর।

দূরে সে রয়েছে—তা'রে নিকটে চেও না আর।
মুছে ফেল আঁখি'পরে আকুল নয়নধার।
দূরত্বের ব্যবধান
হয়ে গেলে অবসান—
কল্পনা বাস্তব দু'য়ে হয়ে গেলে একাকার—
শত-ত্রুটি, শত দোষ—চোখে পড়ে বার বার।
দূরের আলোক লাগি'
মধুরিমা উঠে জাগি'
কল্পনার স্বর্ণ-বর্ণে উজলিত চারিধার।
নিকটে র'বে না তাহা; মুছ তবে আঁখিধার।

দূরে সে রয়েছে—তা'রে নিকটে চেও না আর।
মুছে ফেল আঁখি প'রে আকুল নয়নধার।
কল্পনা-আলোক দিয়া
উজলিয়া থাক্ হিয়া
বিরহ বেদনা নহে—বিরহ সুখের সার—
বিরহে হৃদয় ভরা মধুর স্মৃতিতে তা'র।
বিরহের ব্যবধানে
প্রণয় ফুটুক প্রাণে,
মাধুরী উঠুক জাগি' বিরহের পরপার।
দূরে সে রয়েছে—তা'রে নিকটে চেও না আর।

কবিতা রচনা শেষ করিয়া সরলকুমার মণিকার সন্ধানে গেল। মণিকার রন্ধনে আগ্রহহেতু সে একটি গ্যাসের রন্ধনের উনান করিয়া দিয়াছিল। যে ঘরে সেটি ছিল, সেই ঘরে যাইয়া সে দেখিল, রন্ধন শেষ হইয়াছে—বেণী জিনিসগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে। সে হাসিয়া বেণীকে বলিল, "বেণী, তোমার ছাত্রী কেমন শিখছেন?"

বেণী বলিল, "বৌদিদিকে এক বার দেখিয়ে দিলেই হয়। ঠিক মা'র মত ভাল রান্না।"

"রান্না ভাল হয়েছে?"

"খেলেই বুঝতে পারবে।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "যা'র আসবার কথা ছিল, তিনি এসেছিলেন?"

সরলকুমার বলিল, "হাঁ।"

"আমি হাতটা ধুয়ে আসছি"—বলিয়া মণিকা চলিয়া গেল।

সরলকুমার বৈঠকখানার টেবল হইতে কবিতাটি আনিয়া তাহার বসিবার ঘরে আসিল। মণিকা তথায় আসিয়া টেবলের উপর কবিতাটি দেখিয়াই বলিল—"একটা কবিতাও লিখা হয়েছে?"

সরলকুমার বলিল, "তুমি কি কম সময় রাঁধিতে ব্যস্ত ছিলে?"

মণিকা কবিতাটি পাঠ করিল এবং তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল?"

সরলকুমার বলিল, "সেই—'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু অন্তরে।' সুতরাং আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া গেল না।"

"কি রকম?"

"প্রিয়শঙ্কর বাবু এসেছিলেন। তিনি দূতটির নাম দেখেই আমাকে সাবধান ক'রে দিলেন—উনি একটি পাকা লোক; সরকারের খাতায় গোয়েন্দা-ব'লে ওঁর নাম আছে।"

"বল কি?"

"উনি বল্লেন, দলের ভাণ্ডারে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে হ'বে; আর গোপনে দিতে হ'বে আড়াই হাজার। বল্লেন, সেটা কতকগুলা এমন কাযে ব্যয় হ'বে যে, তা' সকলকে বলা যায় না। বোধ হয়, সেটা তাঁ'র উপরি পাওনা।"

"তুমি কি বল্লে?"

"আমি সম্মত হ'তে পারলাম না। তা'র পর আবার দাসখত দিতে হ'বে--দলের যা' নির্দ্ধারণ তা' যেমনই কেন হ'ক না, মানতেই হ'বে; এমন কি, তা'র প্রতিবাদে পদত্যাগ করতেও ওঁর আপত্তি! অর্থাৎ বিবেক বিক্রয় করতে হ'বে।"

"বিষম সর্ত্ত!"

"আমি বল্লাম, আমার দ্বারা এ সর্ত্ত পালন সম্ভব হ'বে না। দেখলাম, লোকটি খুব চতুর, পরের বিদ্যা ও পরের কথা নিয়ে বাণিজ্য ক'রে লাভ করবার উপায় অভ্যাস করেছে।"

"প্রিয়শঙ্কর বাবু বেড়াতে এসেছিলেন?"

"না। ওঁরা দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন—তোমার ছাত্রীরাও; তাই বল্তে এসেছিলেন।"

"যাচ্ছেন?"

"ছাত্রীরা অবশ্যই শিক্ষকের কাছে বিদায় নিতে আসবেন। তার' আগে প্রিয়শঙ্কর বাবু এসেছিলেন।"

১৯

রাজনীতিক দলের দূতের কথায় সরলকুমার বুঝিয়াছিল—তাহার পক্ষে রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কায করিবার সুযোগলাভসম্ভাবনা সুদূরপরাহত। রাজনীতিক্ষেত্রে কায না করিলে সে আর কি কায করিবে, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু "ছোট সাহেবের" পরামর্শে সে সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার বাসনাই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। সে জন্য সে আবশ্যক জ্ঞান-সঞ্চয়ও করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান রাজনীতিক বিষয়ে সে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিল, সে সকলে তাহার সেই জ্ঞানের ও তাহার সঙ্গে দেশের অবস্থাবৈশিষ্ট্যের উপযোগী ব্যবস্থা করিবার মতের পরিচয় পাইয়া অনেকে তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার প্রবন্ধগুলি দেখিয়া কেহ কেহ তাহার পরামর্শও গ্রহণ করিতেন। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে জ্ঞানের যেন কোন মূল্যই ছিল না। ইহা বুঝিয়া সরলকুমার বিষণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল—তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যে দিকেই আপনার প্রতিভাপ্রয়োগপথের সন্ধান করিতেছে, সেই দিকেই সে সম্মুখে পাষাণ-প্রাচীরে আঘাত পাইতেছে। তাহার চিন্তিত ও বিষণ্ণ ভাব মণিকাও লক্ষ্য করিতেছিল। কেন না, সে স্ত্রীর নিকট কিছুই গোপন করিত না। তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা মণিকার অজ্ঞাত ছিল না, বরং তাহা পূর্ণ করিতে সে মণিকার সাহায্যলাভের জন্যই লালায়িত ছিল।

এই সময় এক দিন সকালে ডাকে সে একখানি পত্র পাইয়া মণিকাকে ডাকিয়া বলিল, "মাসীমা পত্র লিখেছেন; তাঁ'রা অর্থাৎ মাসীমা, তাঁ'র বিধবা ননদ আর তাঁ'র ছেলে কাল সকালে আসবেন এবং সন্ধ্যার গাড়ীতে মুর্শিদাবাদে যা'বেন—ছেলে সেখানে বদলী হয়েছে।"

মণিকা বলিল, "খাওয়ার ব্যবস্থা—"

সে কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সরলকুমার বলিল, "খাওয়া! যা'দের জাত নাই, তা'দের বাড়ীতে তাঁ'রা কেমন ক'রে খেতে পারেন?"

মণিকা নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

সরলকুমার বলিল, "তাঁ'রা জিনিষ-পত্র রেখে কালীঘাটে যা'বেন এবং সেখানে কালীদর্শন ক'রে খেয়ে আসবেন।"

মণিকা বলিল, "কষ্ট হ'বে না?"

"সে জন্য আমাদের কষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি সময় থাকত, তবে আমি টেলিগ্রাফ ক'রে দিতাম, এখানে এসে কায নাই।"

কি জন্য সরলকুমার এত বিরক্ত হইয়াছিল, মণিকা তাহা জানিতে পারে নাই। তাহার সম্বন্ধীয় উক্তিই যে সরলকুমারকে উত্যক্ত করিয়াছে—ভালবাসার পাত্রের প্রতি আঘাত যে তাহাকে বিচলিত করিয়াছে তাহা না জানায় মণিকা মনে করিল, সরলকুমার মাসীমা'র প্রতি অবিচার করিতেছে। সে বলিল, তাঁ'দের যদি আপত্তি থাকে, তা'তে অত বিরক্ত হচ্ছ কেন?"

সরলকুমার বলিল, "মেস মশাই গোপালের মত 'সুবোধ বালক' ছিলেন অর্থাৎ 'যাহা পায় তাহাই খায়' ছিলেন। তা'তে মাসীমা'র জাতের গায় আঁচ লাগে নাই।"

"হয় ত এখন তাঁ'র মত বদ্‌লে গেছে; অথবা তখন বাধ্য হয়ে সে সব সহ্য করতেন।"

"চাটুয্যে মশাইদের ত দেখলে- আচার আছে, কিন্তু তা'র প্রচার নাই।"

"সকলের ব্যবহার কি এক রকম হয়? ফলও কি খাবেন না?"

"এলে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ।"

বেণী যখন মণিকার নিকট শুনিল, মাসীমা আসিতেছেন, তখন সে-ও প্রসন্নভাব দেখাইল না; পরন্তু বলিল, "বৌদিদি, ক' ঘণ্টা সাবধান থাকতে হ'বে। লোকের মনে ব্যথা দিয়ে কথা বলতে মাসীমা'র এতটুকু বাধে না।"

পরদিন প্রাতে ঘড়ী দেখিয়া সরলকুমার মণিকাকে বলিল, "ফাঁড়া কি কেটে গেল?

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি ?"

"ঘড়ী দেখে মনে হচ্ছে, মাসীমা'রা এলেন না।"

ঠিক সেই সময় বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় পুরুষকণ্ঠে "এই ত নম্বর" আর নারীর উচ্চকণ্ঠে "কোচম্যান—এই কোচম্যান, রাখ—রাখ" শুনা গেল। সরলকুমার বলিল, "এসেছেন।"

উভয়ে উঠিয়া জানালায় গেল। একখানি তৃতীয় শ্রেণীর অশ্বযান একখানি গোযান পূর্ণ হইবার মত দ্রব্য বহন করিয়া বাড়ী ছাড়াইয়া একটু অগ্রে দাঁড়াইয়াছিল। মাসীমা গাড়ীর মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "এই কোচম্যান, ঘুরিয়ে নাও।"

কোচম্যান বলিল, "এখানে কেমন ক'রে ঘুরাব ? নামুন।"

"এখানে কোথায় নাম্‌ব ?"

"ঐ ত দরজা।"

"তুই বুঝি ঘুরাতে পারিস না ?"

ততক্ষণে মাসীমা'র পুত্র গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল এবং মা'কে বলিল, "আমি চাকর ডেকে আনি।"

বেণী দ্বারেই ছিল এবং জিনিষের বহর দেখিয়া অপর ভৃত্যদ্বয়কে ডাকিতে গিয়াছিল। সে আসিয়া গাড়ীর কাছে গেল এবং মাসীমা'কে প্রণাম করিল।

মাসীমা বলিলেন, "এই যে, বেণী! তুই আছিস ?"

বেণী বলিল, "আমি ত বরাবরই আছি।"

"ওঃ" বলিয়া মাসীমা নামিলেন এবং তাঁহার পর তাঁহার ননদ নামিলে বেণীকে "জিনিষ নামা—দেখিস যেন ভাঙ্গে না" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তখন সরলকুমার ও মণিকা নামিয়া আসিল এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল।

মণিকাকে দেখাইয়া মাসীমা সরলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বৌ ?"

সরলকুমার "হাঁ" বলিলে তিনি পুত্রকে ডাকিলেন। পুত্র তখন পর্ব্বতপ্রমাণ জিনিষ নামান পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে আসিলে মাসীমা বলিলেন, "দু'টো টাকা দে ত, নিবারণ।"

তিনি সেই টাকা দুইটি মণিকাকে দিলেন—"আশীর্ব্বাদ।"

সরলকুমার বলিল, "উপরে চলুন।"

মাসীমা বলিলেন, "জিনিষগুলো নামান হ'ক—ফেলে-টেলে দেবে।"

জিনিষ নামান শেষ হইলে নিবারণ যখন যানচালককে বার আনা পয়সা দিল, তখন সে বলিল, "কি দিচ্ছেন ?"

পুত্র কিছু না বলিতেই মাসীমা বলিলেন, "যা' রেট।"

"এক গরুর গাড়ীর জিনিষ বোঝাই করেছেন; তখন বল্‌লেন, 'বিবেচনা ক'রে দেব', আর এখন বার আনা!"

"ঐ ত পাবার কথা।"

"ভদ্দর লোকের ব্যবহার বটে!"

বেণীকে আর কিছু দিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া সরলকুমার বলিল, "চলুন—উপরে।"

মাসীমা বলিলেন, "জিনিষগুলো যেন পরিষ্কার যায়গায় রাখে।"

"সে বেণী ঠিক করে রাখ্‌বে।"

"ওর ত তোমাদেরই মত বিচার!"

উপরে উঠিয়া মাসীমা মণিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতমুখ ধোবার যায়গাটা দেখিয়ে দাও ত! ঝী কোথায় ?"

"ঝী ত নাই—চলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি" বলিয়া মণিকা অগ্রসর হইলে মাসীমা ননদকে বলিলেন, "শুন কথা—ঝী নেই! অবাক্ কাণ্ড! রান্নাঘরের কায কে করে ?"

"চাকর।"

মাসীমা শিরে করাঘাত করিলেন।

মাসীমা ও তাঁহার ননন্দা ফিরিয়া আসিলে মণিকা বলিল, "কিছুই খা'বেন না ?"

মাসীমা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সে পথ কি আর আছে? বলে—ব'সে জপটা করব, তা'রই যায়গা নাই।"

তাঁহাদিগের জপের জন্য একটু যায়গা এতবড় বাড়ীতে কেন পাওয়া যায় না, তাহা মণিকা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাঁহাদিগকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহস হইল না। তাই সে সে বিষয়ে সরলকুমারের সহিত পরামর্শ করিতে গেল। সে যাইয়া দেখিল, বেণী সরলকুমারের ঘরেই আছে। সে বলিল, "মাসীমা বলছেন, ব'সে জপটা করবেন, তা'রও যায়গা পাচ্ছেন না। কেন ?"

সরলকুমার বলিল, "এখানে জপ করলে যে জপেরও জাত যা'বে। গঙ্গাজল, গোবর—এ সবও—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বেণী বলিল, "তুমি কেন অত ভাবছ, বৌদিদি ? ওঁ'রা কালীঘাটে যা'বেন—বাস। যদি ভাল মনে আস্‌তেন, গঙ্গাজল এনে রাখতে বলতেন—জপ করবার, রাঁধবার যায়গার অভাব হ'ত না।"

এই সময় নিবারণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মণিকা, সরলকুমার বা বেণী কাহারও নিকট সহানুভূতি না পাইয়া মাসীমারা যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে গেল। তাঁহারা তখন ঘরগুলি দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন। ঘরগুলির মধ্যবর্ত্তী দ্বারে পর্দ্দা ছিল। পার্শ্বের ঘর হইতে মণিকা তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিতে পাইল।

মাসীমা ননন্দাকে বলিলেন, "মা গো মা, যেন সাহেবের বাড়ী—কি টাকাটার ঘণ্টই করেছে! কা'র জন্য?"

ননন্দা মাসীমার সব কথায় সায় দিয়া তাঁহার তুষ্টিসাধন করিতেন। তিনি বলিলেন, "তাই ত।"

"দেখলে, কি রকম মট্‌মটে—পায় হাত দিতে বুঝি ঘেন্না হ'ল?"

"তাই ত!"

"কি দিয়ে মুখ দেখব, ভেবে দুটো কাণের ফুলও এনেছিলাম। ভাব দেখে দুটো টাকাই দিলাম।"

"বেশ করেছ।"

"দেখলে ত—এমন কি-ই বা রূপসী?"

"তা'ই ত।"

"ওর রকমই ঐ। তুমি ত জান না—ছেলে এল কলকাতায় পড়তে—যেখানে থাকত, তা'র পাশের বাড়ীতে একটা কি অজাতের মেয়ে, তা'র মা'র সেবা করে—তা'র কথাই সাত কাহন। আমি বুঝলাম, গতিক ভাল নয়, বোনকে বললাম, ছেলেকে সরিয়ে নাও—নইলে অনর্থ ঘটবে।"

"তা'ই না কি?"

"হাঁ গো। তা'র পর সবই শেষ হ'ল। ভাবলাম, এখন শান্ত হয়ে আমাদের কথা শুনবে—বে-থা দিয়ে স্থিত করব। ও মা!—কলকাতায় পড়া মনে ধরল না—গেল আগ্রায়? তোমার ভাই বললেন, গতিক ভাল নয়। হাজার হ'ক বুদ্ধিমান্ লোক!"

"বটে?"

"তখন কি জানি, সেখানেও ঐ? সে-ই অজাতের মেয়ে বিয়ে ক'রে তবে ছাড়লে। বাপ-পিতামহ যে এক গণ্ডুষ জল পা'বে, তা'রও পথ রাখলে না।"

পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়া মণিকা সব কথা শুনিল। আর মাসীমা'দিগের দিকে না যাইয়া সে অন্যদিকে গেল।

মাসীমা ডাকিলেন, "নিবারণ! ও—নিবারণ!"

বেণী নিবারণকে বলিল, "মাসীমা ডাকছেন।"

নিবারণ জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

"চলুন"—বলিয়া বেণী তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। পুত্রকে দেখিয়া মাতা বলিলেন, "বেলা হয়ে উঠছে—চল, কালীঘাটে। এখানে ত তিষ্ঠবার উপায় নাই!"

পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"দেখছ না—এখানে কি কোন আচার আছে?"

মাসামা'র নিষ্ঠাতিশয্যদর্শনে বেণীর ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্ত হইল। সে বলিল, "মাসীমা লিখেছিলেন, এসেই কালীঘাটে যা'বেন, তাই আমরা কোন ব্যবস্থা ক'রে রাখিনি।"

মাসীমা বলিলেন, "এ বাড়ীতে কি ব্যবস্থা করতে?"

"কিন্তু আমি ত জানি, মেশো মশাই সিমলায় করিমবক্স বাবুর্চ্চীর রান্না খেতেন—বাড়ীতেই খেতেন।"

মাসীমা অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; ননন্দাকে বলিলেন, "শুন কথা! সধবা মানুষের কি অত বিচার করা চলে?"

ননন্দা বলিলেন, "তা ত বটেই।"

বেণী বলিল, "কিন্তু মাসীমা, বৌদিদি ত সধবা।"

মাসীমা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া পুত্রকে বলিলেন, "গাড়ী আন।"

নিবারণ গাড়ী আনিতে যাইতেছিল। বেণী বলিল, "কি গাড়ী আনব, দাদাবাবু? ভাড়া কি ঠিক ক'রে আনব—না, ঠিক ক'রে নেবেন?"

মাসামা বলিলেন, "ঘোড়ার গাড়ী—যে ভাড়া ন্যায্য, তা'ই পা'বে।"

বেণী গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল।

মাসীমা ননন্দাকে বলিলেন, "দেখলে চাকরটার ব্যবহার?"

ননন্দা বলিলেন, "তাই ত।"

গাড়ী আসিলে তাহাতে উঠিবার সময় মাসীমা নিবারণকে বলিলেন, "ঠাকুর দেখে, প্রসাদ খেয়ে একেবারে বিকেলে এসে জিনিষ নিয়ে ষ্টেশনে যা'ব।"

সরলকুমার তথায় ছিল। সে বলিল, "নিবারণদা খা'বেন না?"

মাসীমা বলিলেন, "খেয়েই আসবে।"

"সন্ধ্যাতেই তাঁ'র খাবার ঠিক থাকবে।"

"সে যা' হ'ক হ'বে।"

২০

মাসীমা আসিয়াছিলেন—চলিয়া যাইলেন; কিন্তু তিনি মণিকার ও সরলকুমারের যে অনিষ্ট করিয়া যাইলেন, তাহা, বোধ হয়, তাঁহারও কল্পনাতীত ছিল। সুনীতি বহুবার মণিকার মনে যে সন্দেহ সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিল, মণিকা তাহার ফল অনুভব করিতে পারে নাই। বিষ যদি অল্পমাত্রায় দেহে প্রযুক্ত হয়,

তবে তাহার ক্রিয়া সহসা অনুভূত হয় না। কিন্তু সেই-রূপে কিছু বিষ যখন দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন যদি এক বার কিছু অধিক মাত্রায় বিষ প্রযুক্ত হয়, তবে তাহার ফল ফলিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটে না। মণিকার তাহাই হইল।

সুনীতি বার বার হাসপাতালে রোগীর স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার মনে যে সন্দেহ উদ্রিক্ত করাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা তবে ভিত্তিহীন নহে! মাসীমা তাহাই বলিলেন! বরং সুনীতি, বোধ হয়, পাছে সে দুঃখিত হয় বলিয়া, কথাটা তত স্পষ্টভাবে বলে নাই।

মণিকা ভাবিতে লাগিল। বিষের ক্রিয়া এক বার আরম্ভ হইলে দ্রুত বর্দ্ধিতই হয়। সে মনে করিতে লাগিল, যে দয়াবশে সরলকুমার রোগীর কথা শুনিয়াই টাকা দিয়াছে, সে দয়া কি তবে পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেক হেতু? যে দিন তাহারা হাসপাতালে গিয়াছিল, সে দিন ফিরিয়া আসিয়া সরলকুমার যে কবিতা লিখিয়াছিল—"দূরে যে রয়েছে, তা'রে নিকটে চেও না আর"—সে'ও কি তবে সেই পূর্ব্বস্মৃতির জন্য দীর্ঘশ্বাস?

সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই বিচলিত হইতে লাগিল। বিষের ক্রিয়া তখন তাহার মনকে বিকৃত করিয়াছে এবং বিকৃত দর্পণে যেমন সব প্রতিবিম্বই বিকৃত দেখায়, তাহার মনে তেমনই সব বিষয়ই বিকৃত ভাবে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

তাহার যুবতী-হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেম যে দারুণ অভিমানকে পুষ্ট করিতে লাগিল, তাহার পরিণতি কিসে—শেষ কোথায়?

যে দিন সে হাসপাতালে গিয়াছিল, সে দিন জয়ন্তীকে দেখিয়া তাহার মুখ কি জন্য তাহার পরিচিত মনে হইয়াছিল, সে কথা মণিকার মনে পড়িল। সাদৃশ্য কেবল মুখের ভাবেই নহে—গঠনের বৈশিষ্ট্যেও বটে। বাস্তবিকই রূপের শিখা। সে বিষয়ে সুনীতির মতের সমর্থন করিতেই হয়।

তবে কি সরলকুমার সত্য সত্যই তরুণ যৌবনে এই সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল? মোহ আর ভালবাসা যে এক নহে, তাহা বিচার করিবার মত স্থৈর্য্যও সে ক্রমে হারাইতে লাগিল।

শেষে তাহার মনে হইল, সরলকুমার তাহাকে যে ভালবাসা দিয়াছে, তাহা হয় ভালবাসার বহিরাবরণ মাত্র, নহেত তাহা অপরকে প্রদত্ত ভালবাসার অবশেষ মাত্র। ইহার বিনিময়ে সে যে তাহার ইহকাল পরকাল—সর্ব্বস্ব তাহাকে দিয়াছে, সে কি সঙ্গত হইয়াছে? তাহার উত্তেজিত মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল—না—না—না। সে যতই এইরূপ ভাবিতে লাগিল,—ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে দারুণ অবিচার সহ্য করিয়াছে; সরলকুমার তাহার মনের মন্দিরে আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে—বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিয়াছে! সে কেমন করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে? সে কেমন করিয়া আপনার দুঃখ—আপনার দৈন্য—আপনার দুর্দ্দশা গোপন করিয়া বিবাহিত জীবনকে পূর্ব্ববৎ স্বর্গসুখ মনে করিয়া সানন্দে বাস করিবে? পুরুষকে সন্দেহ করিয়া—অবিশ্বাস করিয়াও সুনীতি যে স্বচ্ছন্দে "ঘর করিতেছে," তাহাতে সুনীতির প্রতি তাহার বিরক্তির উদ্রেক হইল। সে তাহা পারিবে না। তাহার ভালবাসা তাহার নিকট পবিত্র—অমূল্য: তাহা সে কর্দ্দমে ফেলিয়া দিতে পারিবে না। তাহাতে তাহার আত্মসম্মান পদদলিত হইবে এবং তাহা হইলে তাহার আর কি থাকিবে? নারীজীবন যে সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিবার জন্যই বহন করিতে হয়, তাহা সে বিশ্বাস করে না—বিশ্বাস করিতে পারেও না। সাধারণ সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে পিতামাতার আদরের কন্যা বলিয়া তাহার প্রকৃতিতে অভিমান যেমন পুষ্ট হইয়াছিল, সে যে সরলতার পরিবেষ্টনে লালিতপালিত হইয়াছিল, তাহাতে তেমনই সে লুকোচুরি ভালবাসিত না—মনের ভাব গোপন করিতে পারিত না। সমস্ত দিন ভাবিয়া ভাবিয়া সন্ধ্যার পর সে সরলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জয়ন্তীকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে?"

তাহার প্রশ্নের আকস্মিকতায় ও অসম্ভব সন্দেহে সরলকুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইল, বলিল, "সে কি?"

"মাসীমা তাই বল্‌ছিলেন।"

"মাসীমা কি এই কথাটা বলবার জন্যই এই অজ্ঞাতের বাড়ীতে এসেছিলেন?"

"সুনীতির কথাতে প্রথম আমি এর ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।"

"তা হ'লে দেখ্‌ছি, তোমার বান্ধবী আর আমার মাসীমা—আমার বিষয় আমার চাইতে বেশী জানেন।"

"কিন্তু তুমি ত এ কথা কখন আমাকে বলনি!"

"তুমি কি এ কথা বিশ্বাস কর?"

"তুমি কি অবিশ্বাস করতে বল্‌তে পার?"

"তুমি যদি বিশ্বাস কর, তবে আমি তা'তে কেমন ক'রে বাধা দিতে পারি?"

মণিকা যে তাহাকে সন্দেহ করিয়াছে—করিতে পারে, ইহাতে সরলকুমারের প্রেমপূর্ণ হৃদয় অভিমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার মনের ভাব মণিকা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে না পারিবার কারণ, সে মনে করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ যদি ভিত্তিহীন হয়, তবে সরলকুমার তাহাকে তাহার সবল বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া—তাহার মুখে আবেগপূর্ণ চুম্বন প্রদান করিয়া তাহার মন হইতে সন্দেহকালিমা দূর করিয়া দিবে। যখন তাহা হইল না, তখন? তাহার সন্দেহ ভিত্তিহীন জানিবার জন্যই সে ব্যাকুল হইয়াছিল। সে ব্যাকুলতায় কি হইল? তাহার নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল চক্ষু যেন মেঘাচ্ছন্ন হইল—তাহার স্ফুরিত অধরে মৌনতা বিরাজ করিতে লাগিল।

সে ঘর হইতে বারান্দায় যাইয়া একা বসিল—ভাবিতে লাগিল। এই গৃহ, এই সংসার—এ সব সে এত দিন আপনার বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সে যেন মায়া—এ সব তাহার নহে। যাহাকে লইয়া এ সব, সে যদি পর হয়, তবে এ সব কি আর আপনার বলিয়া মনে হইতে পারে? আজ সে তাহার নিকট হইতে দূরে যাইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, বর্ষার এক ঘনান্ধকার সন্ধ্যায় বারিবর্ষণের মধ্যে একটি বিহঙ্গম তাহার বাতায়নের রুদ্ধ কবাটের কাচের মধ্য দিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল; সে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কক্ষমধ্যে রক্ষা করিয়াছিল: কিন্তু তাহাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিলেই সে মুক্তির জন্য চঞ্চল হইয়াছিল—পিঞ্জরের শলাকায় আঘাত করিয়া আপনার চঞ্চুমূল হইতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল। সে-ও এক দিন সরলকুমারকে আত্মসমর্পণ করিয়া সুখের আশা করিয়াছিল—কিন্তু আজ? আজ সে তাহার এই সংসার-পিঞ্জর হইতে বাহির হইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছে।

সে বুঝিতে পারিল না, সে যদি এই গৃহ ও সংসার ত্যাগ করিয়া যায়, তবুও জীবনের এই অংশ কখন ভুলিতে পারিবে না—তাহা হইতে তাহার অব্যাহতি নাই। সমুদ্র যখন বাত্যাবিক্ষুব্ধ হয়, তখন তাহার জলের উপর কেবল ফেনরাশিই লক্ষিত হয়—নীল জল দেখা যায় না—তেমনই অভিমান-বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাহার গভীর ও অনাবিল প্রেম সে-ও লক্ষ্য করিতে পারিল না।

যখন বেণী আসিয়া বলিল, "বৌদিদি, খাবার কি দেওয়া হ'বে?" তখন মণিকা বলিল, "আমি আজ কিছু খা'ব না, বেণী।"

"কেন, বৌদিদি?"

"খেতে ইচ্ছা করছে না।"

"কিছু খাবে না?"

"না।"

বেণীর মনে সন্দেহ হইল। মণিকা একা অন্ধকারে বসিয়া আছে কেন? সরলকুমারও ত তাহার কাছে আইসে নাই! সে যাইয়া সরলকুমারকে বলিল, "বৌদিদি বল্লেন, তাঁ'র খেতে ইচ্ছা নাই—খা'বেন না। তোমার খাবার দেবে কি?"

সরলকুমার বলিল, "দাও।"

মণিকা চলিয়া যাইলে সরলকুমার তাহার মনের মধ্যে অভিমান পুষ্ট করিতেছিল। সে মণিকাকে যে ভালবাসা দিয়াছে, তাহাই তাহার সর্ব্বস্ব—সে ত ভালবাসা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। এই কি তাহার প্রতিদান? বেদনায় তাহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল—রুদ্ধ ক্রন্দন যেন হৃদয় দীর্ণ—বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

বেণীর কথা শুনিয়া সে উঠিয়া যে বারান্দায় মণিকা বসিয়া ছিল, তথায় গেল। সে বিদ্যুতালোক জ্বালিলে মণিকা ফিরিয়া চাহিল—চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। সরলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খা'বে না?"

মণিকা বলিল, "না।"

"শরীর ভাল নাই?"

মণিকা কিছু বলিল না।

সরলকুমার বলিল, "যদি শরীর ভাল না থাকে, সামান্য কিছু খেয়ে শুয়ে পড়।"

মণিকা বলিল, "সে পরে দেখব।"

সরলকুমার যাইয়া আহার করিতে বসিল। মণিকা ভাবিল, সরলকুমার বলিল না—"যদি খেতে ইচ্ছা না হয়, চল আমার খাবার কাছে বসবে।"

সরলকুমার যেন অরুচির খাওয়া খাইল—আহারান্তে সে আবার বারান্দায় যাইয়া মণিকাকে বলিল, "শুতে যা'বে না?"

মণিকা বলিল, "আমি এখন এখানেই থাকি। আমার জন্য আর অপেক্ষা ক'র না।"

সরলকুমার চলিয়া যাইলে সে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল।

২১

সরলকুমার শয়ন-কক্ষে যাইয়া শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। এ কি? যে পথিক আকাশে মেঘসঞ্চারের সম্ভাবনামাত্র নাই দেখিয়া সানন্দে পথে

যাত্রা করে, সে যদি সহসা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া ঝড় ও বৃষ্টিতে অভিভূত হয়, তবে তাহার যে দশা ঘটে, তাহার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। প্রভাতে যে বিপদের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, সন্ধ্যায় তাহাই তাহাকে অভিভূত করিয়াছে! সে যখন মণিকাকে পাইয়াছিল, তখন তাহার কত আশা—কত আনন্দ। আর আজ? প্রথমে তাহার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে—তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির দ্বার যেন অর্গলবদ্ধ হইতেছে। তাহার পর—যে ভালবাসায় সে সব ব্যথা অনায়াসে সহ্য করিতেছিল ও করিতে পারে, তাহাতে এই অবস্থার উদ্ভব হইল! অথচ তাহার কোন অপরাধ নাই—কোন ত্রুটি নাই। পুরুষকারে প্রবল বিশ্বাসহেতু সে কখন অদৃষ্টের কথা ভাবে নাই। আজ তাহা ভাবিতে হইল। সে জীবনে সুখের সম্বল লইযাই আসিযাছিল—আকস্মিক দুর্ঘটনা তাহাকে পিতৃমাতৃহীন করিয়াছিল, সে সেই আঘাতে বাঙ্গালা ছাড়িয়া আগ্রায় যাইয়া অধ্যয়নে শান্তির সন্ধান করিয়াছিল: মনে করিযাছিল—শান্তি পাইবে: মূর্ত্তিমতী সুখপ্রতিমা মণিকাকে সে পাইয়াছিল। কিন্তু সে যেন অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশ—ক্ষণিকের জন্য! নহিলে কেন এমন হইবে? নহিলে—এত দিন পরে পুষ্করের সহিত তাহার সাক্ষাতই বা হইবে কেন, আর পুষ্কর তাহাকে হাসপাতালে লইয়াই বা যাইবে কেন? আর তাহার পর—যে মাসীমা তাহার গৃহে জলস্পর্শ করিবেন না, তিনিই বা মণিকার হৃদয়ে সন্দেহের বিষ ঢালিয়া দিবার জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে—অযাচিত অবস্থায় তাহার গৃহে আসিবেন কেন?

দুশ্চিন্তায় যখন মানুষের নিদ্রা হয় না, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, তাহাকে "শয্যাকণ্টক" বলা যাইতে পারে—তাহার মনে হয়, সে যেন কণ্টকাকীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। সরলকুমারের তাহাই হইল। সে বার বার উঠিয়া ঘড়া দেখিতে লাগিল—সময় যেন কাটে না! একাধিক বার উঠিয়া যাইয়া সে দেখিতে গেল—মণিকা কি করিতেছে। সে অতি ধীরভাবে গেল: যাইয়া—রাস্তার আলোকের ক্ষীণ প্রকাশে দেখিতে পাইল, মণিকা পাষাণপ্রতিমার মত বসিয়া আছে। সে দেখিতে পাইল না, তাহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। সে জানিতে পারিল না—তাহার মনে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে—তাহার ভালবাসা তাহার সন্দেহকে অমূলক ও অসঙ্গত প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত প্রয়াস করিতেছে, তাহার অভিমান সে প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া সন্দেহ ঘনীভূত করিবার জন্য তত চেষ্টা করিতেছে। সে বুঝিতে পারিল না—সে যদি দৃঢ় হইয়া বলিত, মণিকার সন্দেহ অমূলক, যদি চুম্বনে মণিকার অশ্রু মুছাইয়া দিত—তবে তাহার মনে ভালবাসাই জয়ী হইত, অভিমান পরাভব মানিত।

প্রতি বারই সে যেমন ভাবে আসিয়াছিল, তেমনই ভাবে ফিরিয়া গেল। তাহার গতায়াত মণিকা জানিতেও পারিল না এবং জানিতে পারিল না বলিয়াই মনে করিতে লাগিল, প্রতিবাদ করিবার উপায় সরলকুমারের নাই—সে আজ তাহার গোপন কথা প্রকাশে লজ্জায় আর তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেছে না। মণিকা সে কথা যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার সন্দেহ ততই প্রবল হইবার সুযোগ লাভ করিতে লাগিল; সে সেই সন্দেহের বিষজ্বালায় জ্বলিতে লাগিল।

সে সেই স্থানে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে—কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল।

মানুষের সুখ বা দুঃখ, সম্পদ বা বিপদ—সময় কিছুরই জন্য দাঁড়াইয়া থাকে না। তাই মণিকার কাছে যে রাত্রি অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে রাত্রিও যথাকালে শেষ হইল। অন্যান্য দিনেরই মত দিবালোক আত্মপ্রকাশ করিল এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই জনারণ্য নগরে জনকোলাহলের জাগরণ অনুভূত হইয়াছিল।

রাত্রি পোহাইবার সঙ্গে সঙ্গে বেণী আসিয়া মণিকার নিকট উপস্থিত হইল, পূর্ব্বরাত্রিতে তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া বেণী শঙ্কিত হইয়াছিল। প্রবল বাত্যার পূর্ব্বে প্রকৃতির যে অস্বাভাবিক গম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে মানুষের মনে যে আশঙ্কার উদ্ভব হয়, তাহার মনে সেই আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছিল। সে যখন পিতৃমাতৃহীন—স্বজনশূন্য—আশ্রয়হীন বালক, তখন তাহার হৃদয় মরুভূমির তপ্ত বালুবিস্তারের মত স্নেহসিঞ্চনের জন্য ব্যাকুল ছিল। সেই সময় সে সরলকুমারের পিতামাতার—বিশেষ তাহার মাতার স্নেহে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিল। তদবধি সে সেই পরিবারের সেবাই তাহার জীবনের ব্রত করিয়াছিল। যখন সরলকুমারের পিতামাতার মৃত্যু ঘটে, তখন সে যে কি ব্যথা পাইয়াছিল, তাহা সে ব্যতীত আর কে বুঝিতে পারে? বহু দিন সে প্রতি দিন অশ্রু বর্ষণ করিয়া মনের ভার লঘু করিয়াছে। তাহার পর সরলকুমার যেমন অধ্যয়নে আপনার শোক ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে তেমনই পিতৃমাতৃহীন সরলকুমারের সেবায় শোক সম্বরণ করিয়াছিল।

তাই সরলকুমার যখন আবার সংসারী হইল, তখন সে তাহাতে অশেষ আনন্দানুভব করিয়াছিল। আবার মণিকার ব্যবহার তাহাকে সর্বদাই তাহার "মা'র" ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিত। সেই জন্য মণিকাকেও সে সরলকুমারেরই মত ভালবাসিয়াছে। মণিকার ভাবান্তর তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

বেণী মণিকার মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সে মুখ বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত ম্লান। তাহার চক্ষু রোদনস্ফীত! বেণী উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি, কি হয়েছে?"

মণিকার প্রথম মনে হইল, সে তাহার বেদনার কথা প্রকাশ করিয়া বলে। নদীতে যখন বন্যার জল প্রবেশ করে, তখন নদী যেমন তাহা আর বক্ষে রাখিতে না পারিয়া উভয় কূলে ছড়াইয়া দিতে চাহে, মানুষও তেমনই বেদনা প্রকাশ করিতেই চাহে। কিন্তু মণিকা তাহার পিতামাতার নিকটে যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাতে সে সংযমের অনুশীলন করিয়াছিল—তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান স্ফুরিত হইয়াছিল। তাই সে আপনার মনের প্রথম ইচ্ছা সংযত করিল। সে কেবল বলিল, "বেণী, আমাকে এ বাড়ী থেকে চ'লে যেতে হ'বে।"

বেণী দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল; কাতরভাবে মণিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কি কিছু বলেছেন?"

মণিকা মনে মনে বলিল, তিনি যাহা বলা উচিত ছিল, তাহা গোপন করিয়াছেন; প্রকাশ্যে বলিল, "না।"

"তবে?"

মণিকা এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সে নির্বাক্ হইয়া রহিল।

বেণী বুঝিল, মণিকা তাহার বেদনার কারণ ব্যক্ত করিতে পারে না। সে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সরলকুমারের সন্ধানে গেল।

মণিকা তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়াছিল। সে তাহার স্নানাগারে চলিয়া গেল।

সরলকুমারকে বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, কি হয়েছে? বৌদিদিকে কিছু বলেছ?"

সরলকুমার বলিল, "না। মাসীমা আমার সম্বন্ধে কি ব'লে গেছেন।"

"ওঃ!" বলিয়া বেণী বলিল, "দাদাবাবু, তোমাকে বুঝাব, এ ক্ষমতা আমার নাই। কেবল বাবার একটা কথা তোমাকে বলব—তুমি জান, বাবার সঙ্গে মা'র কোন বিষয়ে মনের অমিলের কথা কেউ কখন জানতে পারেনি। সেই কথা নিয়ে সিমলায় এক দিন তাঁ'র বন্ধুরা আলোচনা করছিলেন। বাবা তা'তে বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে যদি কোন বিষয় নিয়ে আমার মতভেদ হয়, তবে তা' আর কেউ জানতে পারবে কেন? সংসার ও ছেলে আমার যেমন তাঁ'রও তেমনই। যদি তাঁ'র কোন কাজ আমার ভাল না লাগে, প্রথমেই মনে ক'রে নেব, তিনি ভাল বুঝেছেন বলেই তা' করেছেন। আমার মত তাঁকে তা'র পর জানিয়ে দেব। যদি তিনি আমার মত গ্রহণ না করেন, মনে করব—হয়ত আমারই বুঝবার ভুল—তাঁ'র নয়। মান অভিমান—সে স্ত্রী স্বামীর কাছে ছাড়া আর কা'র কাছে করবে?' শুনে বন্ধুরা বলেছিলেন, ভালবাসা আর ধৈর্য্য দুই-ই অসীম না হ'লে কেউ এমন মনে করতে পারে না। বৌদিদি যদি ভুল ব'ঝে থাকেন, ভুলটা বুঝতে পারলেই সব চুকে যা'বে।"

বেণী মুখে যাহা বলিল না, তাহার কথার ইঙ্গিতে সরলকুমার তাহা বুঝিতে পারিল—সে মণিকাকে তাহার ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিবে।

বেণী অন্য ভৃত্যকে দাদাবাবুর জন্য চা লইয়া যাইতে বলিয়া আপনি যে সাজাইয়া মণিকার জন্য চা লইয়া গেল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে দিলে মণিকা "না" বলিবে না। মণিকা আসিলেই সে বলিল, "বৌদিদি, কাল রাত্তিরে কিছু খাওনি—আমি তাড়াতাড়ি তোমার জন্য চা এনেছি, খেয়ে নাও।" সত্য সত্যই "না" বলিতে মণিকার মন সরিল না। সে চা'র পেয়ালায় চা ঢালিল।

সে চা পান শেষ করিয়াছে, এমন সময় সরলকুমার অন্য দিনের মত আসিয়া বলিল, "মণিকা, চল—চা করবে।"

মণিকা কিন্তু অন্যদিনের মত "চল" বলিল না। সে বলিল, "আমি চা পেয়েছি।"—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বলিল, "এ বাড়ীতে আমার আর থাকা সম্ভব নয়।"

প্রভাত-রবিকরে লজ্জাবতীলতার পত্র যখন আপনাকে বিস্তার করিতে থাকে, সেই সময় কাহারও স্পর্শ পাইলে সে যেমন আবার সঙ্কুচিত হয়, সরলকুমার তেমনই সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কেন মণিকা এ কথা বলিল, সে তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

বেণীও স্তম্ভিত হইয়া গেল।

মণিকা বলিল, "আমি আজই যা'ব, স্থির করেছি।"

সরলকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

এক ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয়ের কথা মণিকার মনে হয় নাই। সে বলিল, "আগ্রায় বাবার কাছে ফিরে যা'ব।"

সরলকুমার বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি মণিকার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিল, "আগ্রায়? এতে 'ছোট সাহেব' যে ব্যথা পাবেন, তাঁ'র পক্ষে তা—"

সে কথা শেষ করিতে পারিল না।

মণিকা দাঁড়াইয়া ছিল—বসিয়া পড়িল। গৃহে যখন বহ্নিযোগ হয়, তখন বহ্নিশিখার লীলাক্ষেত্র কক্ষ হইতে যে সম্মুখে যে দ্বার পায়, সেই দ্বারের পথেই ছুটিয়া বাহির হয়; সে যদি দ্বার পার হইয়া দেখে, সেখানেও বহ্নির রুদ্রলীলা চলিতেছে, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, মণিকার সেই অবস্থা হইল। সে স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, জানিলে বৃদ্ধ পিতা কিরূপ বেদনা পাইবেন—সে বেদনা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন কি না—সে সব কথা মণিকা মনে করে নাই। সরলকুমারের কথায় সে তাহা বুঝিতে পারিল।

তাহার মনের মধ্যে হইতে কে যেন বলিল,—হায়, নারীজন্ম!

সে আপনাকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দুই বিন্দু অশ্রু তাহার নয়নপল্লবে মুহূর্ত্তকাল টলটল করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

২২

মণিকা প্রথমে আপনাকে ধিক্কার দিল—যে কথা সর্ব্বাগ্রে তাহার মনে হওয়া উচিত ছিল, তাহাই তাহার মনে হয় নাই! আপনার কথাই সে বড় মনে করিয়াছিল, কন্যাগতপ্রাণ পিতার কথা সে ভাবে নাই!

তাহার পর সে মনে করিল—ভাবিলেই বা কি হইত? সে কিরূপে তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল।

বেণী সরলকুমারকে বলিল, "দাদাবাবু, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

সরলকুমার চলিয়া গেল।

তখন বেণী মণিকাকে বলিল, "বৌদিদি, তুমি রাগ ক'রে কা'র বাড়ী থেকে চ'লে যা'বে—সংসারের আর স্বামীর ভার কা'র উপর দিয়ে যা'বে?"

মণিকা মনে মনে বলিল, সে আর সে বাড়ী—সে সংসার আপনার মনে করিতে পারিতেছে না; যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় সে এত দিন সে সব আপনার মনে করিয়াছিল, আজ মায়াবরণ অপসৃত হইয়াছে। কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

বেণী সরলকুমারকে তাহার পিতার যে কথা বলিয়াছিল, মণিকাকে তাহাই বলিল। মণিকা শুনিল—কিন্তু তাহাতে বেণীর ঈপ্সিত ফল ফলিল না।

মণিকার অভিমানস্পৃষ্ট সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। বিশেষ সে বলিয়াছে, তাহার পক্ষে আর এ বাড়ীতে অর্থাৎ সরলকুমারের কাছে থাকা সম্ভব নহে! তাহার পর সে কেমন করিয়া আবার অন্য দিনেরই মত এই সংসারে গৃহিণীর কায করিবে—সরলকুমারের পত্নীর ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবে? তাহা সম্ভব নহে—সম্ভব হইতে পারে না।

কিন্তু সে কোথায় যাইবে? এত বড় পৃথিবী—ইহাতে তাহার উপযুক্ত আশ্রয় কি সরলকুমারের গৃহ ব্যতীত নাই? না—তাহা হইতে পারে না। তাহার পিতা তাহাকে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহাতে অর্থের জন্য তাহাকে কাহারও উপর নির্ভর করিতে হইবে না। কিন্তু অর্থই সব নহে।

সরলকুমার তাহার পিতাকে কত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে, তাহা সে জানিত; কিন্তু আজ যে সেই, তাহারও পূর্ব্বে, তাঁহার বেদনার সম্ভাবনায় বিচলিত হইয়াছে, তাহাতে সরলকুমারের উপর তাহার মনে ঈর্ষ্যার ভাব দেখা দিল। সে বুঝিল—সে কিছুতেই পিতার মনে বেদনা দিতে পারিবে না।

তাই অল্পক্ষণ পরে যখন সরলকুমার ফিরিয়া আসিলে বেণী চলিয়া গেল, তখন, সে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কি করতে বল?"

সরলকুমার ভাবিল, কি বলিবে? সে বলিল, "তুমি কেন বলছ, তুমি এ বাড়ীতে থাক্‌তে পার না?"

"সে কথার আলোচনা ক'রে আর কোন ফল নাই। এখন কথা, নিতান্ত গর্হিত হ'লেও যে কায করতেই হ'বে—বাবার কাছে আমাদের বিচ্ছেদ গোপন রাখতে হ'বে, তা' কি ক'রে করা যায়?"

এক দিন সে সুনীতির ব্যবহারে মনে করিয়াছিল—হিন্দু বিবাহে স্বামি-স্ত্রীর বিচ্ছেদ সম্ভব নহে বলিয়াই সুনীতি সন্দেহের জ্বালা সহ্য করিয়াও স্বামীর সংসার করিতেছে। আজ সে বুঝিল, কেবল সন্দেহে নির্ভর করিয়া বিবাহ-বন্ধন-বিচ্ছেদ কোন ধর্ম্মমতসিদ্ধ বিবাহে সম্ভব নহে। তাহার কারণ কি, তাহা সে কখন বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, তাই বুঝে নাই—স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধকে কোন ধর্ম্মমতেই দেহে আবদ্ধ রাখা হয় নাই—তাহাকে দেহের সম্বন্ধ অপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র সম্বন্ধে উন্নীত করাই হইয়াছে।

সরলকুমার ভাবিতে লাগিল।

মণিকা বলিল, "যদি তাঁকে কিছু জানান না হয়, আর তিনি এক সপ্তাহে তোমাকে আর পরের সপ্তাহে আমাকে যে পত্র লিখেন, তা'র উত্তরে আমি যেমন তোমার আর তুমি যেমন আমার প্রণাম জানাও, তেমনই জানান হয়-তবে তাঁ'র জানবার কি কারণ ঘটতে পারে?"

"কিন্তু তা' হ'লে একমাত্র উপায়—আমাদের এক জনের বাগানে গিয়ে থাকা। তিনি বাগানে থাকা জানতে পারলেও সহসা সন্দেহ করতে পারবেন না—মনে করবেন, মধ্যে মধ্যে আমরা যেমন বাগানে যাই, তেমনই গিয়েছি। কেবল সে'ও মিথ্যা।"

মিথ্যা!—পিতামাতার নিকট সে আশৈশব যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে মণিকা মিথ্যাকে বিশেষ ঘৃণাই করিত। আজ তাহাকে জানিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে—পিতার সহিত মিথ্যাচরণ করিতে হইতেছে, মনে করিয়া সে বিষম বেদনানুভব করিল। কিন্তু উপায় কি? সে আর কি করিতে পারে?

সে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, বাগান ত সরলকুমারের। এই গৃহে আর বাগানে তবে প্রভেদ কি? সে সরলকুমারকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে সরলকুমার বলিল, "বাগান আমি তোমার জন্য করেছি, তোমাকে দিয়েছি। তুমি যা'ই কেন কর না—আমাদের বিবাহিত জীবন মুছে ফেল্‌তে পারবে না। তা' অসম্ভব। হয়ত এক দিন একে তুমি আজ যে ভাবে দেখছ, সে ভাবে আর দেখবে না। যদি তুমি আমাকে ত্যাগ করেই যাও, তবে তা'ও আমাদের দু'জনকে—অন্ততঃ এক জনের কাছে, যাঁ'কে আমরা দু'জনেই দেবতার মত ভক্তি করি, তাঁ'রই কাছে, গোপন রাখতে হ'বে। সে অবস্থায় আমাদের এক জনের বাগানে যাওয়াই আমি সব চেয়ে সহজ উপায় মনে করি। আর কোন উপায় আমার মনে আস্‌ছে না।"

আরও বিবেচনা করিবার শক্তি এবং বিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি মণিকার ছিল না। তাই সে আপাততঃ সরলকুমারের মতই গ্রহণ করিল; স্থির করিল, পরে—ভাবিয়া যাহা হয় করিবে। সে বলিল, "তা'ই হ'ক। আমি বাগানে যা'ব।"

সরলকুমার কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

মণিকা আপনার আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে চলিয়া গেল।

মণিকার ত্যক্ত আসনে বসিয়া সরলকুমার ভাবিতে লাগিল, যে দিন আগ্রায় "ছোট সাহেব" মণিকার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন, সে দিন হইতে পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সে কি তবে কেবল স্বপ্নই দেখিয়াছে? যাহাকে দীর্ঘ জীবন তপ্ত মরু-পথেই চলিতে হইবে, সে অল্প সময়ের জন্য মরুনন্দনে থাকিতে সাধ কেন? তাহাতে ত কেবল দুঃখবৃদ্ধিই হয়!

বেণী বার বার আসিয়া উভয়কে লক্ষ্য করিতেছিল। সে মণিকার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি, কাপড়-চোপড় সব গোছাচ্ছ কেন?"

মণিকা বলিল, "আমি বাগানে গিয়ে থাকব।"

মণিকা যে আগ্রায় গেল না—নিকটেই থাকিল, তাহা বেণী মন্দের ভাল বলিয়া মনে করিল। সে বলিল, "বৌদিদি, ভুল করছ।"

মণিকা কিছু বলিল না, তাহার মনে হইল—সে যদি বিশ্বাস করিতে পারে, সে ভুল করিতেছে, তবে সে শান্তি পাইবে।

বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যা'বে?"

মণিকা বলিল, "এখনই।"

"সে হ'বে না। কাল রাত্রিতে খাওনি—আজও এখন সেখানে গেলে খা'বে না। যদি যেতেই হয়, তুমি খেয়ে বিকেলে যা'বে।"

বেণীর এই সামান্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে মণিকার মন সরিল না। সে বলিল, "তুমি যদি তা'তে সুখী হও, তাই করব।"

"তুমি কি সেখানে একা থাক্‌বে?"

মণিকা হাসিল—সে হাসি ম্লান। সে বলিল, "মানুষ জন্মেও একা, ম'রেও তাই।"

"তা' বটে। সে যত দিন বেঁচে থাকে, তত দিন—জন্মের সময় হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত তা'র অন্যকে চাই! সেটাই তা'র পক্ষে স্বাভাবিক। তুমি চল, আমি তোমার কাছে থাকব।"

"না, বেণী। তুমি গেলে তোমার দাদাবাবুর চল্‌বে না। তুমি এখানে থাক।"

বেণী সে কথার যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে পারিল না; তাই আর কিছু বলিল না।

কিন্তু মণিকা কি কেবল বেণীকে সঙ্গে লইতে অসম্মতি হেতুই এই কথা বলিল? না—সত্য সত্যই সে সরলকুমারের অসুবিধার কথা মনে করিতেছিল?

আহারের পরই মণিকা যাইবার আয়োজন করিল। বেণী বলিল, "বৌদিদি, যদি আমাকে বাগানে থাক্‌তে না দাও, তবুও আজ আমি তোমার

সঙ্গে যা'ব। তোমার জিনিষপত্র কে গুছিয়ে দিয়ে আসবে ?"

সে স্বয়ং আহার শেষ করিয়া লইল এবং মণিকার নির্দ্দেশানুসারে একখানা বাস ডাকিয়া আনিয়া তাহাতে জিনিষ তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। অন্য ভৃত্যরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "বৌদিদি দিন কয়েক বাগানে থাকবেন।"

যখন সব জিনিষ বোঝাই করা হইল, তখন বেণী বলিল, "আমি তা'হ'লে বাসেই যাই ?"

মণিকা বলিল, "মা'র যে ছবিখানি বাবা আমাকে দিয়েছেন, সেখানি আমি নিয়ে যা'ব—তুমি নামিয়ে দিয়ে যাও। সেখানি আমি আমার মোটরে তুলে নেব।"

বেণী তাহাই করিল।

তাহার পর মণিকা আপনার জন্য ট্যাক্সি ডাকিতে বলিলে সরলকুমার বলিল, "ঘরের মোটরই আছে।"

ঘরের মোটরই আসিল এবং তাহাতে ছবিখানি তুলা হইলে মণিকা যাইবার সময় সরলকুমারকে দেখিতে গেল। সে বারান্দায় বসিয়া ভাবিতেছিল। মণিকা বলিল, "আমি চল্লাম।"

সরলকুমারের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সে চেষ্টা করিয়া বলিল, "যদি কখন বুঝতে পার, আমার কোন অপরাধ নাই, তবে আমাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা ক'র।"

২৩

মণিকার নির্দ্দেশানুসারে তাহার মাতার ছবিখানি টাঙ্গাইয়া দিয়া ও অন্য সব জিনিষ গুছাইয়া দিয়া বেণী রন্ধনের আয়োজন কিরূপ হইবে, তাহা দেখিতে গেল। সরলকুমার ও মণিকা মধ্যে মধ্যে বাগানে আসিত বলিয়া তথায় একটা ছোট ভাণ্ডার ছিল—সহসা কোন উপকরণের অভাব না হয়—কেবল কাঁচা বাজার আনিলেই চলে। বাগানে গ্যাসে রন্ধনের ব্যবস্থাও ছিল। আজ আসিবার পথে সে কাঁচা বাজার কিনিয়া আনিয়াছিল। সব দেখিয়া আসিয়া সে যথাকালে মণিকার জন্য চা আনিল।

মণিকা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বেণী, তুমি কখন্ ফিরে যা'বে ?" তখন সে বলিল, "আজ আর যা'ব না।"

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বেণী রন্ধনের ব্যবস্থা করিল। মণিকা বাগানে বেড়াইয়া আসিয়া দেখিল, বেণী রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত। সে বলিল, "বেণী, এ কি ?"

বেণী বলিল, "রাঁধছি।"

"তা' ত দেখছি। কিন্তু—"

"বৌদিদি, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। রাগ ক'রে আপনার স্বামীকে ফেলে চ'লে এলে, রাত্তিরে ঘুমা'বে না, খা'বে না। এ সব যে পাগলের লক্ষণ!"

মণিকা ভাবিল, তাহাই বটে। তাহার আপনারই মনে হইতেছে, সে কি পাগল হইয়া যাইবে ? সে আবার বাগানে বেড়াইতে গেল। তাহার মানসিক অস্থিরতা যেন তাহার শারীরিক অস্থিরতা প্ররোচিত করিতেছিল। তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না। গত কল্য সে কেবল বর্ত্তমানের ভাবনা ভাবিয়াছে, আজ তাহার চিন্তা বর্ত্তমানের সীমা অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতে প্রবেশ করিল। যে দিন সে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দিন সরলকুমার তাহার অবলম্বন। সে দিন ভবিষ্যৎও তাহার নিকট সৌন্দর্য্য-সমুজ্জ্বল। আর আজ ? আজ ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকার ; সেই অন্ধকারে তাহাকে আত্মশক্তির উপরই নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। পথের শেষ কোথায় ? পথ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইবে ?

যথাকালে বেণী আহার্য্য পরিবেষণ করিল। আহারের পর শয়নকক্ষে যাইয়া মণিকা দেখিল, শয্যা রচিত হইয়াছে। গত রাত্রিতে সে ঘুমায় নাই। আজও তাহার দুর্ভাবনা সমানই থাকিলেও সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতে জাগিয়া সে দেখিল, তাহার স্নানের আয়োজন বেণী করিয়া গিয়াছে। স্নান শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়াই সে চা প্রস্তুত পাইল। বেণী ঘড়ীর কাঁটার মত আপনার কায করিতেছিল। সে বলিল, "বেণী, তুমি কখন্ ফিরে যা'বে ?"

বেণী বলিল, "ঠিক নাই।"

"কেন ?"

"তোমার সব ব্যবস্থা ঠিক না ক'রে আমি এখান থেকে নড়ব না।"

"আমার ত আর কোন ব্যবস্থা করবার নাই।"

"খুব আছে। রাঁধবার লোক চাই, একটা ঝি হ'লে ভাল হয়, চাকরও চাই—কেন না, মালীকে দিয়েই তোমার চলবে না। দ্বারবান লোকটা ভাল, সে-ই যা' ভরসা।"

"আমি মনে করছি, নিজেই রাঁধব।"

"সে ভাল—কায নিয়ে থাকবে। কিন্তু ঝি আর চাকর ?"

"কি দরকার ?"

"কে বাজার করবে ; দরকার হ'লে কা'কে পোষ্ট আফিসেই বা পাঠা'বে ? আমি ঠিক করেছি, নন্দুকেই

পাঠিয়ে দেব—কাষও জানে, জানাও হয়ে গেছে ঝির কি করব' তাই ভাবছি।"

"ঝির দরকার নাই।"

এই সময় বাগানের দ্বারে মোটরের পরিচিত শব্দ শুনা গেল। তাহার পর চালক আসিয়া বলিল, "গারাজের চাবি কোথায় ?"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল' "কি হ'বে ?"

"গাড়ী তুলে দেব।"

"কেন ?"

"বাবু পাঠিয়ে দিলেন। ব'লে দিলেন, গড়ী আপনার ব্যবহারের জন্য এখানে থাকবে। কিন্তু আমি পরিবার নিয়ে বাস করি, এত দূরে ত থাকতে পারব না।"

"তুমি সে জন্য ভেব না। গাড়ীতে আমার কোন দরকার নাই। তুমি গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

"বাবু যদি কিছু বলেন ?"

বেণী বলিল, "তুমি গিয়ে বল, বৌদিদি বল্লেন, গাড়ীতে তাঁ'র দরকার নাই; আমি গিয়ে সব বুঝিয়ে বলব।"

গাড়ী চলিয়া গেল। বেণী মণিকাকে বলিল, "যদি তোমার দরকার হয়, সেই জন্য দাদাবাবু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

মণিকা বলিল, "কেন, তোমার দাদাবাবুর কি দবকার হ'বে না ?"

"হয়ত হ'বে না। তুমি এখনও দাদাবাবুর প্রকৃতির সব পরিচয় পাওনি। মা'র আর বাবার মৃত্যুর পর কিছু দিন বাড়ী থেকে বেরুতেনই না, কেবল পড়তেন আর লিখতেন। তা'র পর বেড়াতে বা'র হলেন। ফিরবার পথে আগ্রায় এসে—বিয়ের পর যেন নূতন জীবন পেয়েছিলেন।"

মণিকা ভাবিতে লাগিল।

বেণী কায করিতে গেল।

বেলা দশটার পরই টেলিফোন আফিসের কর্ম্মচারী ও মিস্ত্রীরা আসিয়া উপস্থিত! সরলকুমার অতিরিক্ত—জরুরী কাযের জন্য টাকা দিয়া টেলিফোন বসাইতে পাঠাইয়াছে!

মণিকা বলিল, "টেলিফোন কেন ?"

বেণী বলিল, "থাকা ভাল। তুমি চাটুয্যে মশাইদের জান। সিমলায় চাটুয্যে মশাইয়ের যখন চাকরীতে উন্নতি হ'ল, তখন সরকারী নিয়মে তাঁ'র বাড়ীতে টেলিফোন এল। তিনি তা'তে বিষম বিরক্ত হলেন, বললেন, 'ভাল আপদ! হয়ত পূজা করতে বসেছি, ঘণ্টা বাজল!' শুনে বাবা বলেছিলেন, 'সময় সময় বিরক্ত হ'তে হয় বটে, কিন্তু দরকারের সময় কত কাযে লাগে।' যদি তোমার কোন দিন বেণীকেই ডাকতে হয়—দু'মিনিটে ডাকতে পারবে।"

টেলিফোন বসান হইলে বেণীই সর্ব্বপ্রথম তাহা ব্যবহার করিল। সে সরলকুমারকে ডাকিল; বলিল "আমি বেণী। বৌদিদি আমাকে তাড়া'তে পারলেই বাঁচেন; বল্‌ছেন, তোমার অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু? তাঁ'র সব ব্যবস্থা না ক'রেই বা যাই কেমন ক'রে তুমি নন্দুকে এখানে পাঠিয়ে দাও। তা'কে সব ব'লে—বুঝিয়ে আমি যা'ব।"

সন্ধ্যার মধ্যেই নন্দু আসিল; কিন্তু তাহাকে কাযের সব উপদেশ দিলেও বেণী সে দিন গেল না।

সে রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া মণিকা দিনের কথা ভাবিতে লাগিল। সরলকুমারের গাড়ী পাঠাইবার ও টেলিফোন দিবার কথা মনে করিয়া সে ভাবিল, তাহার সুখসুবিধার জন্য সরলকুমারের এই যে অগ্রহ-পরিচয়, ইহা কি কৃত্রিম? না—ইহা অভ্যাসের অভিব্যক্তি? ইহা কি আন্তরিক ভাবের দ্বারা প্ররোচিত হইতেও পারে? সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আকাশে মেঘসঞ্চারের মত তাহার মনে এক নূতন সন্দেহের উদয় হইল। বেণী তাহাকে সরলকুমারের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহাও সে ভাবিল। সে লক্ষ্য করিয়াছে, সরলকুমার বড় কোমলপ্রকৃতি এবং সে তাহাকে সরল বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু——তাহার মনের মধ্যে আবার সব যেমন গোলমাল হইয়া গেল। ভালবাসার—যত্নের এত পরিচয় এ সবই কি মিথ্যা?

পরদিন কিছু বেলা হইলে বেণী চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "বৌদিদি, তুমি ভুল করলে। মাসীমা'র কথায় মাথামুণ্ড কিছুই থাকে না। কিন্তু তুমি যে কি ভাবলে, তা' আমি কেমন ক'রে জানব? আমাব বোধ হয়, বেশী লেখাপড়া শিখেই তোমরা মানুষের স্বভাবকে বিগড়ে ফেল্‌তে চাও।"

বেণীর কথায় "ছোট সাহেবের" একটি উক্তি মণিকার মনে পড়িল—যে যুবক বা যে যুবতী শতাধিক উপন্যাসের কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া মানবজীবন দেখে, সে যদি তাহার বিকৃত রূপই দেখিতে পায়, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু তাহারও যে তাহাই হইতে পারে, ইহা সে মনে করিতে পারিল না। কারণ, সন্দেহ কালীয় নাগের বিষের মত আপনার আশ্রয়স্থানকেও বিষাক্ত করে—সে বিষ যখন মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন তাহার ক্রিয়া নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

বেণী সকালে চলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিল, এবং যে ভাবে গিয়াছিল, সে ভাবে আসিল না। সে মোটরে "মাস কাবারের" মত জিনিষ লইয়া আসিল। দেখিয়া মণিকা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এত জিনিষ কেন ?"

বেণী বলিল, "বৌদিদি, হনুমানই ত গন্ধমাদন আনে। কিন্তু দুঃখ এই যে, যে রামসীতার সেবা ক'রে জীবন ধন্য করবার অবকাশ পেয়েছিলাম, তাঁ'দের সঙ্গে যেতে পারলাম না।"

"যা'বার জন্য ব্যস্ত কেন, বেণী ?"

"ব্যস্ত ছিলাম না—তোমরা দু'জনই ব্যস্ত করলে। ভেবেছিলাম, সংসার আবার গ'ড়ে উঠল—তোমার উপর তাই অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু এ কি হ'ল ? কি এমন হ'ল যে, তুমি সংসার ভাসিয়ে দিয়ে, স্বামীকে ছেড়ে রাগ ক'রে চ'লে এলে ? এ যে আমার কল্পনাতেও আসে না !"

বেণীর এই দুঃখজ্ঞাপনের মধ্যে যে তিরস্কার মণিকা অনুভব করিল, তাহা সাধারণ নহে।

বেণী বলিল, "আমি ফিরে যেতেই দাদাবাবু তোমার সব কি রকম ব্যবস্থা হ'ল জিজ্ঞাসা করলেন ; বললেন, 'তুমি জিদ ক'রে রাঁধবার লোক ঠিক ক'রে দিয়ে এলে না কেন ?' তার পর বল্‌লেন, 'এক মাসের দরকারী সব জিনিষ দিয়ে এস।' আর এই টাকা দিলেন।"

সে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিল।

মণিকা বলিল, "এ কেন ? বাবা আমাকে যে টাকা দিয়েছেন, তাই ত আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"তা' আমি জানিও না—জান্‌তে ইচ্ছাও করি না। তোমার টাকা আর দাদাবাবুর টাকা কি ভিন্ন ? বাবা মা'কে বল্‌তেন, 'টাকা উপার্জ্জন করবার ভার আমার—তা'র পর তোমার সংসার—তুমি যেমন ইচ্ছা খরচ করবে।' কোন্ টাকা, কা'র টাকা, সে সব আমি জানি না।"

বেণী মণিকাকে আর কিছু বলিতে দিল না—সে ভাণ্ডারে জিনিষ গুছাইবার জন্য নন্দুকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল ; সব ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া দিল।

কায শেষ হইলে বেণী বলিল, "বৌদিদি, আমি এখন চল্‌লাম। যদি কোন দরকার হয়, আমাকে ডেক। আর তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ—আর কোন আবদার আমি কোন দিন করব না—ভাল ক'রে ভেবে দেখ, এমন ক'রে তুমি কা'র অনিষ্ট করলে। দাদাবাবু নিতে এলে সঙ্গে বাড়ীতে যেও।"

বলিতে বলিতে বেণীর গলাটা ধরিয়া আসিল, সে চক্ষু মুছিল।

বেণী চলিয়া যাইলে মণিকা আবার ভাবিতে লাগিল—সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিল কই ? সরলকুমারের গৃহেই তাহাকে থাকিতে হইল—সরলকুমারের সতর্ক যত্ন হইতেও সে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না। পিতার কাছেও তাহাকে তাহার প্রকৃত অবস্থা গোপন করিতে হইল—সমাজের কাছে ত তুচ্ছ কথা। তবে ? এই "তবের" সদুত্তর সে আপনার কাছে আপনি দিতে পারিল না। এ সবই ত তাহাকে সহ্য করিতে হইতেছে! কিন্তু তবুও সে মনে করিতে পারিল না—সে ভুল করিয়াছে। কেবল ভাবনায় তাহার ভাবনা বাড়িতে লাগিল।

বেণী দুইখানি পত্রও আনিয়াছিল—"ছোট সাহেব" সরলকুমারকে পত্র লিখিয়াছেন ; উত্তরে সরলকুমার তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে সে পূর্ব্ববৎ লিখিয়াছে—"আমাদের দু'জনের প্রণাম গ্রহণ করিবেন।" এ বার তাহাকেও তাহাই লিখিতে হইবে!

২৪

মণিকা চলিয়া গেল। সরলকুমারের মনে হইল, সে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল, সহসা আঘাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—স্বপ্ন মিলাইয়া গেল। এখন সে কি করিবে ? পিতামাতার মৃত্যু ও তাহার বিবাহ ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে সে যে জীবন যাপন করিয়াছে, তাহাতে সে কক্ষচ্যুত লক্ষ্যহীন হইয়া চলিয়া যাইতে পারিত—কোথায় যাইত, তাহা স্থির করিয়া যাইত না। এক বার নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সে বাঙ্গালার বাহিরে তাজমহলের ছায়ায় যে অস্থায়ী আশ্রয় রচনা করিয়াছিল, কয় বৎসর সেই আশ্রয়েই অতিবাহিত করিয়াছিল এবং সেই স্থানেই নূতন জীবনে প্রবেশ করিবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে যেন মেঘের উপর ইন্দ্রধনু দেখা দিয়াছিল—তাহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না।

কিন্তু এখন যে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কর্ত্তব্য যে ভালবাসারই মত মুছিয়া ফেলা যায় না! সে সংসারী হইয়াছে—সংসার যাহাকে নিঃসম্বল করিয়া বিদায় দিয়াছিল, সে আবার সংসারী হইয়াছিল। তাহার ফল সে পাইয়াছে। মণিকা

তাহার সহিত একত্র বাসও অসম্ভব বিবেচনা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ত তাহার সম্বন্ধে আপনার কর্ত্তব্য মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই! পাছে কেহ মণিকার নিন্দা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুর্ভাগ্যের সংবাদ জানিতে পাবে, তাই সে সত্য গোপন করিয়াছে। সত্য যে সে কেবল তাহার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন "ছোট সাহেবের" নিকটেই গোপন করিয়াছে, তাহাই নহে, পরন্তু সমগ্র সংসারের নিকট গোপন করিতেই চাহিয়াছে। কিন্তু নিজের মনের কাছে ত তাহা গোপন রাখিবার উপায় নাই! তাই ত ইংরাজ কবি টেনিসন বলিয়াছেন—"সুখের কথা স্মরণ করাই চরম দুঃখ।"

মণিকাকে একা কলিকাতায় রাখিয়া সে কোথাও যাইতেও পারে না। বিশেষ যদি মণিকার কোন অসুবিধা হয়, সে কোন অভাব ভোগ করে—এই শঙ্কা সর্ব্বদাই সরলকুমারকে পীড়িত করিতেছিল। তাই মণিকা চলিয়া যাইবার পরদিনই সে তাহার জন্য মোটর পাঠাইয়া দিয়াছিল, বাগানে টেলিফোন বসাইয়া দিয়াছিল, মণিকার যে কিছু দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইতে পারে, সে সবই পাঠাইয়া দিয়াছিল।

সরলকুমারের মনোভাব বেণী অনুভব করিয়াছিল। সে অযাচিতভাবে মণিকার সব সংবাদ প্রতিদিন সরলকুমারকে দিত। সে প্রতিদিন মণিকার কাছে যাইত এবং প্রতিদিনই মণিকাকে তাহার ভুল বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু সে চেষ্টা যে কোনরূপ ফলবতী হইতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিত না। কেন না, মণিকা সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিত না; কেবল বেণীর কথা মনোযোগ-সহকারে শুনিত।

সরলকুমারের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ—কেন এমন হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। যাহার ভিত্তি নাই, তাহাই মণিকা কিরূপে সত্য বলিয়া মনে করিল—মণিকার কল্পনা কিরূপে অসম্ভবের উপর সম্ভবের সমুচ্চ সৌধ নির্ম্মাণ করিল? ছায়াও যে স্থানে নাই, সেই স্থানে সে কায়ার অস্তিত্ব কিরূপে অনুভব করিল—কায়া মনে করিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল! ইহা যে সম্ভব হইতে পারে, তাহা সে কল্পনা করিতেও পারে না।

সে কোন দিন কোন উত্তেজনার সন্ধান করে নাই। তাহার সেই প্রকৃতিগত স্থৈর্য্যই তাহাকে উত্তেজনার সন্ধানে বিরত রাখিয়াছিল—তাহাকে সংযম শিথিল করিতে দেয় নাই। সে কার্য্যে তাহার শিক্ষাও তাহার স্থৈর্য্যকে সাহায্য করিয়াছিল। সে কেবল সাহিত্যালোচনা—কবিতা পাঠ—কবিতা রচনা লইয়া শান্তির সন্ধান করিত। সে তাহার বিবাহিত জীবনের স্মৃতিবিজড়িত গৃহে বসিয়া কেবলই মনে করিত—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল!"

কিন্তু কেবল কি গৃহই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; মনের মধ্যে যে অনল জ্বলিতেছে, তাহা যে নির্ব্বাপিত হইবার নহে! সে লিখিল—

চির অন্ধকারে বাস নিয়তি যাহার,
সে কেন আলোক হেরে ক্ষণেকের তরে?
বরষার অমানিশা মেঘে অন্ধকার
চপলাচমক কেন ঝলে তা'র প'রে?
যে পা'বে না ভালবাসা প্রেম-প্রতিদানে—
অদৃষ্টের উপহাস—সে-ও ভালবাসে!
অভাগার হৃদে প্রেম কেন আশা আনে—
মরুভূমে ফুলগন্ধ কেন বায়ে ভাসে?

জনসঙ্গ তাহার ভাল লাগিত না—সে একাই থাকিতে চাহিত; স্মৃতিই তাহার সঙ্গী ছিল। স্মৃতির সহিত মিথ্যাচরণ করিতে হয় না, বুকে ব্যাথা লইয়াও মুখে হাসিতে হয় না। সে পড়িত, লিখিত, আর ভাবিত—কখন কখন কোন পাঠাগারে যাইয়া কিছু সময় কাটাইয়া আসিত।

সে যদি মণিকার বিরক্তির কারণ অনুমানও করিতে পারিত, তবে সে হয়ত কতকটা স্বস্তি পাইত; তাহার অপরাধ কি বুঝিতে পারিত, অপরাধ নাই বুঝিলে মণিকাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহাও হয় নাই। এই অবস্থায় সে কি করিবে, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না।

বেণী তাহাকে লক্ষ্য করিত; তাহার জন্য দুঃখানুভব করিত। তাহার কথা মণিকাকে বলিয়া মণিকার মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টাও করিত। কিন্তু কিছুই হইত না।

মণিকার সংবাদ সরলকুমার প্রতিদিন পাইত। তাহার মনে হইত, মণিকার কোন দুঃখ নাই। বেণী বলিত, সে বাগানটি নূতন করিয়া সাজাইয়াছে—অধিকাংশ সময় বাগানেই কাটাইয়া থাকে। সে-ও যে আপনার মনের দুশ্চিন্তা ভুলিবার চেষ্টায় হইতে পারে, তাহা সরলকুমার বুঝিতে পারিত না।

সরলকুমারের নানারূপ আশঙ্কা ছিল। এমন ভাবে কত দিন কাটিবে? দেখিতে দেখিতে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। ইহার পরও কি লোক বিশ্বাস করিবে, মণিকার শরীর সুস্থ নাই বলিয়াই সে বাগানে

বাস করিতেছে? আর এই ব্যাপার কি "ছোট সাহেবের" নিকট দীর্ঘকাল গোপন রাখা সম্ভব হইবে? হয়ত কোন দিন কোন সূত্রে তিনি সত্যের সন্ধান পাইবেন। তখন তিনি তাহাকে কি মনে করিবেন —আপনি কিরূপ ব্যথা পাইবেন! তাহার মাসীমা কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও সে জানিতে পারে নাই।

আরও দুঃখ—মিথ্যাই সত্যের স্থান অধিকার করিল। সে যে সন্দেহকে মনে স্থান দিল, তাহা সত্য হইতে পারে কি না মণিকা এক বার ভাবিয়াও দেখিল না?

দিনের পর দিন এইরূপ দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়া যাইতে লাগিল—মাসের পর মাসও কাটিল। কোন কোন রাজনীতিক দল হইতে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট কোন স্থানে নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অনুরোধ আসিলে সরলকুমার তাহা প্রত্যাখান করিত— কেহ সে বিষয়ের আলোচনা করিতে আসিলে তাহার উৎসাহের অভাব বুঝিয়া আর অগ্রসর হইতেন না। সাময়িক পত্রাদিতে তাহার রাজনীতিক সমস্যাসম্বন্ধীয় গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধও আর বড় লিখিত হইত না। এক বার "ছোট সাহেব"ও সে সম্বন্ধে তাহাকে পত্রে লিখিয়াছেন। সে উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে নাই।

কিন্তু দুঃখ, দুর্দশা, দুশ্চিন্তা যত অধিকই কেন হউক না—দিন কাটিয়া যায়; দীর্ঘ মনে হইলেও তাহার শেষ আছে। সরলকুমারেরও দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া কাটিতে লাগিল, তাহা সে আপনিই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। তবুও দিন কাটিতেছিল।

২৫

মণিকারও দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু দিন কি সুখেই কাটিতে লাগিল? সে যে দিন অভিমানবশে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, সে দিন তাহার মনে বিজয়গর্ব্বের আনন্দ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, সে যাহা করিল—আদর্শের প্রতি অনুরাগহেতু কয় জন স্ত্রী তাহা করিতে পারে? যে স্বামীর হৃদয় পূর্ব্বে অন্যকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে স্বামীর অধিকার প্রদান করা স্ত্রীত্বের—নারীত্বের অপমান ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? সে সুনীতির কথা মনে করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ানুভব করিত। সে তাহার স্বামীর সম্বন্ধে যে ধারণা মনে পোষণ করে, তাহা লইয়া সে কিরূপে স্বামীকে স্বামীর সব অধিকার দিতে পারে? সে কেন স্বামীকে সতর্ক ভাবে আপনার গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে ব্যস্ত? আপনার ব্যবহারের সহিত সুনীতির ব্যবহারের তুলনা করিয়া সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

কিন্তু এই ভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই কারণ, পক্ষ কাল যাইতে না যাইতে—প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল, সে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে নাই। এখনও সে সমাজের নিকট ও আইনের বিচারে সরলকুমারের পত্নী। সে এখনও সরলকুমারের গৃহে বাস করিতেছে—আর সর্ব্বোপরি —সে তাহার "বিজয়ের" কথা তাহার পিতাকেও জানাইতে কুণ্ঠানুভব করিয়াছে। সুতরাং সেই বা কিরূপে বিজয়ী হইয়াছে?

সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই আপনার কৃত কার্য্যের অসম্পূর্ণতা তাহার নিকট অসারতায় পরিণতি লাভ করিতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে লাগিল, মন হইতে সে সরলকুমারকে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধের কেন্দ্র মনে; সেই কেন্দ্রে সে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারে নাই!

তাহার মনে পড়িল, সরলকুমার যে দিন টেনিসনের কবিতার অনুকরণে কবিতা রচনা করিয়াছিল, সেই দিন তাহার পিতা ভালবাসা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—ভালবাসা যে সকল ক্ষেত্রেই অনন্যভাববিকাশ, তাহা নহে; পরন্তু আত্মম্ভরিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অর্থলোভ, লালসা—এ সকল হইতেও তাহার উদ্ভব হইতে পারে এবং প্রকৃত ভালবাসা হইতে এ সকলের প্রভেদ স্থির করাও দুষ্কর—কারণ, এ সকল হইতেও সন্দেহ, বেদনা, লক্ষ্য করিবার শক্তির তীক্ষ্ণতা উৎপন্ন হয়: কেবল স্বার্থহীনতায় ও স্থায়িত্বে প্রকৃত ভালবাসা বুঝিতে পারা যায়—সেই তাহার কষ্টিপাথর। সে আপনার মনের অবস্থা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল; দেখিল, স্থায়িত্বের হিসাবে তাহার মনের ভাব ভালবাসাই বটে। কিন্তু স্বার্থহীনতা? সে ত—সে আপনাকে আপনি বুঝাইবার চেষ্টা করিল, সে স্বার্থের সন্ধান করে নাই; কেবল সে যে পবিত্র আদর্শ রক্ষা করিতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারই জন্য সে ত্যাগস্বীকার করিয়াছে —আপনার ভালবাসাকেই উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে।

কিন্তু সময় কাটান দুষ্কর হইয়া উঠিল। কেবল পড়িয়া আর ভাবিয়া সময় অতিবাহিত করা যায় না। বিশেষ তাহার ভাবনা যে সুখের, তাহাও নহে। প্রতিদিন বেণী আসিলে তাহার সহিত কথায় কয় ঘণ্টা কাটিয়া যায়—বেণী যে প্রতিদিনই তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলে, তাহাতে সে বিরক্ত হয় না।

এক এক দিন সে ভাবে—যদি কখন তাহার মনে হয়, সে ভুল করিয়াছে, তবুও কি সে আর ফিরিয়া যাইতে পারিবে? অভিমানপ্রবণ-হৃদয় যুবতী মনে করে—সে ফিরিতে পারে না। কিন্তু ভালবাসা যে পথ কুসুমাস্তৃত করে, সে পথ কি কখন রুদ্ধ হয়?

যাহাদিগের রুচি মার্জ্জিত, তাহারা সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে অবসর নিযুক্ত করে। মণিকা বাগানের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিল। আগ্রাতেও সে বাগানে অনেক সময় কাটাইত। তথায় যে সব ফুল ভাল হইত, সে পিতাকে লিখিয়া সেই সব ফুলের গাছ আনাইল। বাগান ফুলের মেলা হইয়া উঠিল।

এক ঋতুর ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া গেল—নূতন ঋতুর ফুলের বীজ বপন করা হইল, কিন্তু স্বামিস্ত্রীর যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। যে বেণী আশা করিয়াছিল, এ অবস্থা কখন স্থায়ী হইতে পারে না, সে ও যেন নিরাশ হইয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময় এক দিন অপরাহ্নে মণিকা যখন বাগানে দাঁড়াইয়া কতকগুলি গাছের চারা রোপণ করাইতেছিল, সেই সময় বাগানবাড়ীর দ্বারের সম্মুখে—"রাখ, রাখ" শব্দ শুনা গেল এবং তাহার পরই পুষ্করের মোটর দাঁড়াইল। কিন্তু পুষ্কর নামিল না কেবল সুনীতি নামিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। পুষ্কর চলিয়া গেল—যাইবার সময় সুনীতিকে বলিয়া গেল, "আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

সুনীতি মণিকার কাছে যাইয়া বলিল, "যখনই ফোন করি, শুনি, তুমি বাগানে। ক'মাস তোমার দেখা পাই না। মধ্যে আমরাও এখানে ছিলাম না—এঁর ভাইয়ের বিয়েতে গেছলাম। এখন কি খবর বল ত?"

মণিকা বলিল, "খবর নতুন ত কিছুই নাই। চল, বসবে।"

দুই জনে বারান্দায় বসিলে সুনীতি বলিল, "সরল বাবু কোথায়?"

মণিকা বলিল, "বাড়ীতে।"

"যদিও তোমার কর্ত্তাটি বিশ্বাস করবার উপযুক্ত লোক, তবুও—সারাদিন ছাড়াছাড়ি ভাল নয়—মানুষের মন বটে ত।"

"হঠাৎ তাঁকে এমন প্রশংসাপত্র দিচ্ছ কেন?"

"তাঁর বন্ধুর কাছে যা' শুনেছি, তা'রই উপর নির্ভর ক'রে।"

"কি রকম?"

"যা'কে দেখবার জন্য সে দিন তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছলাম, তা'র কথায় তোমার কর্ত্তার বন্ধুটি বললেন, তিনি মাসখানেক হ'ল আরও সাহায্যের জন্য সরল বাবুর কাছে গিয়েছিলেন; তিনি বলেছেন, কোন বিশেষ কারণে তিনি আর কিছু দিতে পারবেন না। সেই কথা বলবার সময় উনি বললেন, 'সরল ওর জন্যই এককালে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছিল। যে দিকের কটা ঘর থেকে ওদের দেখা যেত, সেই দিকের একটা ঘরে সরল থাকত। আমরা সে ঘরে গিয়ে ওদের বাড়ীর দিকে চাইলেই সরল রাগ করত—বলত সেটা অভদ্রতা; নিজে কখন জানলায় দাঁড়া'ত না। তা'র পর এক দিন ওদের বাড়ীর কে আমাদের কাউকে কাউকে জানালায় দেখে ঝগড়া করতে এলে সরল আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে ছাত্রাবাস ছেড়ে যাচ্ছিল। এই সময় রেলদুর্ঘটনায় তা'র মা'র মৃত্যু হ'ল, বাপও মৃত্যুশয্যায় পড়'লেন।' তাই আমি তাঁকে প্রশংসাপত্র দিচ্ছি—যদি বল লিখে দিতেও পারি।"

সুনীতি হাসিতে লাগিল।

মণিকার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে আজ ওঁকে একা ছেড়ে দিলে? হাসপাতালেই ত গেলেন?"

"আমি মরা দেখতে পারি না।"

মণিকা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

"সেই রোগীটি এত দিন বেঁচে ছিল; আজ তা'র শেষ দিন।"

মণিকা ভাবিতে লাগিল।

তাহার ভাব দেখিয়া সুনীতি বলিল, "এই ক' মাস যে বেঁচে ছিল, সে ত মরেই থাকা। এখন মরা না মুক্ত হওয়া—নিজেও বটে, মেয়েটাও বটে।"

মণিকা কোন কথা বলিল না।

সুনীতি বলিল, "ঘরে চল—অনেক দিন তোমার গান শুনিনি, একটা গান শুনাও।"

মণিকা "না" বলিতে পারিল না।

উভয়ে উঠিয়া ঘরে গেল। হারমোনিয়মের কাছে বসিয়া মণিকা গানের এক চরণ বাজাইয়া গান গাহিল—

"ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা
কেমনে আছে সে পাশরি?"

সুনীতি বাধা দিল; বলিল, "ও বড্ড পুরান গান—আর তোমার মুখে ও গান কেন?"

মণিকা তাহার কথার গূঢ় অর্থ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

সুনীতি বলিল, "সরল বাবুর সেই যে গানটা—'তুমি এলে না' এক দিন গেয়েছিলে, সেইটা গাও—আমি লিখে নেব।"

তখন মণিকা গাহিল :—

তুমি এলে না ! তুমি এলে না !
আমায় ব্যথিত ব্যাকুল হৃদয় আকুল,
এক বার দেখা দিলে না !
আমি তব পথ চাহি' এ জীবন বাহি,
প্রাণে বহে মরি কামনা ;
আমার নয়নে কেবল নয়নের জল
হৃদয়ে কেবল যাতনা।
ওহে নিঠুর যদি নাহি দিবে হৃদি
কেন তবে মিছে ছলনা ?
আমার এত সুখ আশা, এত ভালবাসা,
হবে কি কেবলই বেদনা ?
আমি তব প্রেম লাগি' সকল তেয়াগি
আপনি ভুলেছি আপনা ;
আমি তোমার লাগিয়া রেখেছি করিয়া
হৃদয় আসন রচনা—
ওহে পরাণ বল্লভ, হে চির দুর্লভ,
এক বার সেথা এস না ;—
তবে ঘুচিবে আমার সব হাহাকার
পুরিবে আমার সাধনা।

গান শেষ হইলেও কিছুক্ষণ সুর যেন কক্ষমধ্যে ভাসিয়া বেড়াইয়া মিলাইয়া গেল।

সুনীতি বলিল, "যেমন গান—তেমনই গাওয়া—যেন সোণায় সোহাগা। স্বামীর গান রচনা স্ত্রীর গান গাওয়ায় সার্থক হয়েছে।"

"তুমি যে অকারণ প্রশংসার বন্যা বহালে !"

"অকারণ নয়, তবে প্রশংসা করি বটে। তা'র কারণ সরল বাবুর সম্বন্ধে তাঁ'র বন্ধুর কাছে যা' শুনি, তা'তে তাঁ'কে প্রশংসা করতেই হয়। আর তুমি ভাগ্যবতী যে তাঁ'কে স্বামী পেয়েছ।"

মণিকা কি ভাবিতেছিল।

সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল,"সরল বাবুর কবিতায় কি বিষাদের ভাবই বেশী ?"

"কেন ?"

"সে দিন আমি তাঁ'র বন্ধুকে দিয়ে আমার একখানা খাতা তাঁ'র একটা লেখা আনবার জন্য পাঠিয়েছিলাম ; তা'তে তিনি লিখে দিয়েছেন—

'যদি বসন্তের শেষে ম্লানবৃন্ত কুসুমের মত
ঝরি' পড়ে এ জীবন—লয়ে তা'র সুখ আশা শত ;
এ আকাঙ্ক্ষা, এ অতৃপ্তি এরই মাঝে আসে অবসান—
ঘুচি যায় সব জ্বালা—জুড়ায় এ ব্যথিত পরাণ !'

তুমি সেদিনও বাগানে চ'লে এসেছিলে ?"

"বোধ হয়, বিষাদের সুরই মধুর হয় ! কারণ, মানুষের জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগই বেশী। মানুষ নিজে ইচ্ছা ক'রেও—আপনার কাযের দ্বারা দুঃখের কারণ সৃষ্টি করে।"

"সৃষ্টি আর করতে হয় না।"

"তা'ও আমরা করি। কবি শেলী বলেছেন—যে সব গানে অত্যন্ত বিষাদময় চিন্তার অভিব্যক্তি থাকে, আমাদের সেই সব গানই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট।"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "তুমি যে কবিতা থেকে সরাসরি দর্শনে গেলে !"

কিন্তু এসব কথা মণিকা শুনিলেও সে কেমন অন্যমনস্কা হইয়া পড়িতেছিল। তাহার সে ভাব এতই সুস্পষ্ট যে, সুনীতিও তাহা লক্ষ্য করিল। সে সেই জন্য মণিকাকে আর গান গাহিতে অনুরোধ করিল না ; ভাবিল, পুষ্কর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিতেছে।

প্রায় এই সময়েই পুষ্কর হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিল—মণিকার গৃহদ্বারে মোটর রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

২৬

পুষ্কর আসিলেই সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

পুষ্কর বলিল, "হ'য়ে এল—ঘণ্টাখানেকও থাকবে না।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কাছে কে আছে ?"

পুষ্কর হাসিয়া বলিল, "কে আবার থাকবে ?"

"আত্মীয়-স্বজন কেউ নাই ?"

"বিমাতা আছে—খবর দেওয়া হয়েছিল, বলেছিল, আমার 'ঘাড়ে ভূত চাপেনি যে, এখন মেয়ে ব'লে আত্মীয়তা জানাতে যা'ব।—কেন, বোন ত আছে'।"

"বোন আছে ?"

"আছে। সেও আসেনি, তবে সেদিন পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তা'তে সৎকার হ'বে।

আর আছে স্বামীর ভাগনেরা—তা'রা জানে কিছু নাই, আসবে কেন ?"

মানুষের স্বার্থপরতার যে পরিচয় মণিকা পাইল, তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল! সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনীও এল না ?"

"না—ভয়ে!"

"ভয় কিসের ?"

"পাছে ঘাড়ে করতে হয়!"

"তা'রা কি খুব গরীব ?"

"না—বড় ব্যবসায়ী! ভয় পেলে—ওর রূপের জন্য!"

"সে কি ?"

সুনীতি বলিল, "এ-ও বুঝতে পার না, তা'র ত স্বামী আছে! ঐ আগুনের ফুল্‌কী কে ঘরে রাখবে ?"

"তবে কোথায় যা'বে ?"

পুষ্কর বলিল, "কোন স্থান ত দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না! অথচ কাল ত হাসপাতাল ছাড়তেই হ'বে। এত দিন তাড়াবার উপায় ছিল না ব'লে রাখা হয়েছে।"

"আজ কি হ'বে ?"

"আমি সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসেছি। মুখাগ্নি করবার কথায়, সে নিজে যেতে চাইলে। আমি বললেম,'কি দরকার ?' তা'তে বল্‌লে,'হিন্দু স্ত্রীর যা' করবার, সে সব আমাকে করতেই হ'বে।' ট্যাক্সি ক'রে ঘাটে নিয়ে যেতে বলেছি। ধাত্রীদের মধ্যে যিনি বড়, তিনি বলেছেন, সঙ্গে যা'বেন—স্নান করিয়ে আনবেন।"

"আমি যা'ব ?"

"কোন দরকার নাই। শ্মশান থেকে ফিরতেই সকাল হয়ে যা'বে।"

"আপনি বন্দোবস্ত করে যা'ন, আমি কাল গিয়ে নিয়ে আসব।"

সুনীতি বলিল, "বল কি ?"

"কেন ?"

"ভগিনী যে আগুন ঘরে তুলতে চায় না, সেই আগুন তুমি ঘরে আন্‌বে—বিপদ ঘট্‌তে কতক্ষণ ?"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "জান ত কেউ কেউ আগুন নিয়ে খেল্‌তে ভালবাসে।"

"না—সে কিছুতেই হ'বে না।"

"তুমি অত ভয় পেও না।"

পুষ্কর বলিল, "সরলকে ভয় করবার কিছু নেই বটে।"

সুনীতি বলিল, "তাই ব'লে কি অমন কায করতে আছে।"

মণিকা বলিল, "যা'তে তা'র বিপদ না হয়, সেই চেষ্টাই করব। আমি দু'টি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে আছি, কোনটিতে শিক্ষা করবার ব্যবস্থা ক'রে দেব যে, ভবিষ্যতে আপনার ভার আপনি নিয়ে—আত্মসম্মান রক্ষা ক'রে জীবন কাটা'তে পারে।"

"সে ভাল! যত শীঘ্র পার সেখানে দিও—বাড়ীতে রেখ না।"

সে কথায় কিছু না বলিয়া মণিকা পুষ্করকে বলিল, "আপনি বন্দোবস্ত ক'রে যা'ন—আমি কাল সকালে যা'ব।"

পুষ্কর বলিল, "আমি ডাক্তারকে টেলিফোন ক'রে দিচ্ছি। আপনি বেলা আটটার পর গেলেই তাঁ'কে পা'বেন।" সে বলিল, "টেলিফোনটা কোথায় ?"

মণিকা তাহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গেল। পুষ্কর তথা হইতে হাসপাতালে ডাক্তারকে মণিকার কথা জানাইয়া দিল।

পুষ্কর ও সুনীতি চলিয়া গেল।

মণিকা শ্রান্তভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সে কি করিয়াছে ? এতটুকু অনুসন্ধানও না করিয়া সে যাহা করিয়াছে, তাহার ফল কি হইয়াছে? যে সুনীতির কথা তাহার মনে সন্দেহের বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল, তাহার কথাতেই সে বিষ আজ দূর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু—বিষের ক্রিয়া যাহা হইয়াছে, তাহার প্রতীকার কি হইতে পারে, কিরূপে হইতে পারে ? আজ তাহার মনে হইল, সে সরলকুমারের প্রতি অত্যন্ত অকারণ অবিচার করিয়াছে। সে যে দিন চলিয়া আসিয়াছিল, সে দিন তাহার অভিমান সরলকুমারের উপরই প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ তাহার রূপ পরিবর্ত্তিত হইল—আজ তাহা তাহার আপনার উপর আর সরলকুমারের উপর প্রবল হইল। তাহার আপনার উপর অভিমান, সে কেন ভুল করিয়াছিল বলিয়া। আর সরলকুমারের উপর অভিমান, সে কেন তাহাকে ভুল করিতে দিয়াছিল বলিয়া। কিন্তু সে যতই বিবেচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—দোষ তাহারই অধিক। তখন যদি সরলকুমার তাহার কার্য্যে বাধা দিত, তবে সে তাহা দুর্ব্বলের উপর সবলের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলিয়া বিবেচনা করিয়া আরও উত্তেজিত এবং আরও দৃঢ়সঙ্কল্প হইত মাত্র। সে যে স্বামীর সম্বন্ধে সুনীতির ভাব নিন্দনীয়

মনে করিয়াছে, ভাবিয়াছে—যখন সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে, তখন সুনীতির পক্ষে পুষ্করকে আর স্বামীর অধিকার প্রদান করা অপমানজনক, তাহা তাহার মনে পড়িল।

সে যত ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—দোষ তাহার। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—তাহাকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।

মণিকার মনে পড়িল, সে যখন চলিয়া আসিয়াছিল, তখন সরলকুমার বলিয়াছিল, "যদি কখন বুঝতে পার, আমার কোন অপরাধ নাই, তবে আমাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা ক'র।" আজ সে বুঝিতে পারিয়াছে, সরলকুমারের অপরাধ নাই—অপরাধ তাহার—তাহার পক্ষেই ক্ষমা চাহিয়া পাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু—

তাহার প্রথমে মনে হইল, সে ক্ষমা চাহিবে। সে সরলকুমারকে তাহা বলিবার জন্য উঠিয়া টেলিফোনের কাছে গেল। কিন্তু লজ্জার দৌর্ব্বল্য—নারীর বৈশিষ্ট্য তাহাকে অভিভূত করিল। সে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। তাহার মনে হইল, তাহার জীবনে কেবল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব তাহার। এখন সে কি করিবে? সে কি করিবে তাহাই সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না।

ক্রমে রাত্রি হইল। মণিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিত। সে সময় অতীত হইয়া গেল, ভৃত্য দুই বার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গেল, "খাবার দেওয়া হ'বে কি?" তৃতীয় বার সে আসিলে মণিকা বলিল, সে আহার করিবে না—ভৃত্যরা আহার্য্য বণ্টন করিয়া লউক।

সে উঠিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল—দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফিরিতেই তাহার জননীর প্রতিকৃতিতে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে যাইয়া সেই চিত্রের নিকট দাঁড়াইল। তাহার জননী কিরূপ সুগৃহিণী ছিলেন, স্বামীর প্রতি তিনি কিরূপ নির্ভরশীলা ও স্বামীর প্রতি কিরূপ অনুরক্তা ছিলেন, তাহা তাহার মনে পড়িল। তাহার মনে হইল, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সে কখন এমন ভুল করিতে পারিত না; তিনি শুনিলে তাহাকে ভুল হইতে রক্ষা করিতেন। মা'র অভাব সে আজ তীব্রভাবেই অনুভব করিল।

মা'র চিত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ সে কান্দিতেও পারে নাই—এই বার কান্দিল।

সে প্রায় সমস্ত রাত্রিই কান্দিল—ঘুমাইতে পারিল না। কিন্তু সে কি করিবে, তাহাও স্থির করিতে পারিল না।

২৭

সকাল আটটার পরই হাসপাতালে উপনীত হইয়া মণিকা দেখিল, ডাক্তার তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া জয়ন্তীর নিকটে গমন করিলেন। যে ঘরে পূর্ব্বের দিন সে রোগীকে দেখিয়াছিল, সে ঘর শূন্য। জয়ন্তী তাহার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে ছিল। তাহার শ্মশান হইতে ফিরিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। আসিয়া সে স্নান করিয়াছে। ধাত্রীদিগের মধ্যে এক জন তাহার নিকটে ছিলেন।

ডাক্তার জয়ন্তীকে বলিলেন, "ইনি আপনার কাছে এসেছেন।"

জয়ন্তী বিস্মিতভাবে এক বার মণিকার দিকে ও এক বার ডাক্তারের দিকে চাহিল। মণিকা লক্ষ্য করিল—তাহার মুখে বিব্রতভাব নাই।

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মণিকা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি পুষ্কর বাবুর কাছে আপনার বিপদের খবর পেয়েছি।"

"আপনি আর এক দিন আপনার স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু আজ এলেন কেন?"

"আপনি স্ত্রীলোক—অসহায়, বিপন্ন; ভাবলাম, যদি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারি।"

"আপনার অসীম দয়া। কিন্তু আমার আর কি উপকার করবেন?"

মণিকা বসিল—বলিল, "আপনি এখন কোথায় যা'বেন?"

"কোথায় যে যা'ব, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথায়?"

"আমার বাড়ীতে।"

"কেন?"

"সেখানে ভেবে থাকবার একটা স্থান স্থির করা যা'বে।"

"আপনার স্বামী কি তা'ই বলেছেন?"

"না, তাঁ'কে আমি জিজ্ঞাসা করিনি।"

"তবে আপনি কেন এ কথা বলছেন?"

"আমিই বলছি।"

"শুনেছি, আপনার স্বামী অতি সজ্জন। কিন্তু তবুও—আপনার তাঁ'কে জিজ্ঞাসা করা কি সঙ্গত হ'বে না?"

ডাক্তারের ও ধাত্রীর সম্মুখে মণিকা আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিল না। সে বলিল, "সে সব কথা পরে হ'বে।"

তাহার পর সে বলিল, "যে সব জিনিষ নিতে হ'বে, সেগুলা দেখিয়ে দিন।"

ডাক্তার বলিলেন, "জিনিষগুলা শোধন ক'রে দেবার ব্যবস্থা করব?"

জয়ন্তী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "নেবার জিনিষ যে বেশী আছে, তা' নয়; না নিলেও ক্ষতি হ'বে না।"

মণিকা বলিল, "তবে চলুন।"

সে ডাক্তারকে বলিল, "উনি যে সব জিনিষ দেখিয়ে দেবেন, সেগুলা শোধন ক'রে রাখবেন—পরে আমি নিয়ে যা'বার ব্যবস্থা করব।"

ঘরে দুইটি সুটকেশ ছিল; জয়ন্তী দুইটির চাবি খুলিল—একটি হইতে একটা ছোট ব্যাগ মাত্র লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মণিকার সঙ্গে সে মোটরের কাছে গেল। মণিকা ডাক্তারকে ও ধাত্রীকে নমস্কার করিলে সে-ও নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনারা যথেষ্ট কষ্ট করেছেন—যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন।"

সমস্ত পথ কেহ কোন কথা কহিল না।

গাড়ী বাগানের দ্বারে আসিলে উভয়ে নামিল—মণিকা গাড়ীর ভাড়া দিয়া দিলে জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি আপনাদের বাড়ী?"

প্রবেশ করিতে করিতে মণিকা বলিল, "এটা বাগান বাড়ী—আমি এখানে থাকি।"

সে লক্ষ্য করিল না—জয়ন্তীর নেত্রে সন্দেহের দৃষ্টি আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

বারান্দায় উঠিয়া জয়ন্তী এক বার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—বাগানের শোভা দেখিল।

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাবারের ব্যবস্থা কি হ'বে?"

জয়ন্তী উত্তর দিল, "আজ? আপনি কি আমাদের প্রথা জানেন না?"

মণিকা লজ্জিতভাবে বলিল, "না।"

"আজ খই আর দুধ খেতে পারি, কাল থেকে হবিষ্য করব। আজ আর কিছু খা'ব না।"

"কেন খা'বেন না? খই আর দুধ আনতে ব'লে দিচ্ছি।"

মধ্যাহ্নের পর মণিকা জয়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখন কোথায় যেতে পারেন?"

জয়ন্তী ম্লানভাবে উত্তর করিল, "বোধ হয়—নরকে।"

কথাটা মণিকাকে ব্যথিত করিল। সে বলিল, "কেন?"

"আশ্রয় নাই। কিন্তু স্ত্রীলোক যে ভাবে পালিতা, তা'তে সে নিজের আশ্রয় নিজে ক'রে নিতেও পারে না।"

"কেন পারে না?"

"কেমন ক'রে পারে?"

"সেই কথাই আমি বলছি। এমন সব প্রতিষ্ঠান আছে, যা'তে তিন চার মাস শিখলে—মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে বা নিজে কায ক'রে আপনার আশ্রয় আপনি নেওয়া যায়।"

লোক অকূলে কূল পাইলে যেমন হয়, তেমনই ভাবে জয়ন্তী বলিল, "আছে?"

"আছে। আপনি সম্মত হ'লে আমি আপনার তেমনই একটা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

"কিন্তু তার'ও খরচ দরকার।"

"অতি সামান্য। সে ব্যবস্থা আমি করব।"

"কেন করবেন?"

"আপনি আমারই মত স্ত্রীলোক ব'লে?"

পাষাণ-প্রতিমায় বুঝি প্রাণসঞ্চার হইল! জয়ন্তীর চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; সে বলিল, "জন্মান্তরে আপনি হয়ত আমার ভগিনী ছিলেন। নইলে এ জন্মের ভগিনী যা'কে আশ্রয় দিতে ভয় পেয়েছে, আপনি তা'কে এত দয়া করবেন কেন?"

"আমি পুষ্কর বাবুর কাছে শুনেছি, তাঁ'র ভয়ের কারণ—আপনার রূপ। তাই কি সত্য?"

"হাঁ। রূপকেই আমি সম্পদ্ ব'লে বিবেচনা করতে গিয়েছিলুম, আর রূপই আমার বিপদের কারণ হয়েছে।"

"কেন?"

"আমার যখন বয়স অল্প, তখনই মা রুগ্ন হয়ে পড়েন—বাবা তাঁ'কে গলগ্রহ ব'লে মনে করতে লাগলেন। মা'র রোগ সারল না। দিদির বিয়ে হয়ে গেল। আমাকেই মা'র সেবা করতে হ'ত। চিররুগ্না হয়ে আর বাবার ব্যবহারে মা খিটখিটে হয়ে উঠলেন; আর তাঁ'র সব রাগই আমার উপর পড়ত। আমি তা'তে বিরক্ত হ'তাম না—তাই তিনি আমাকে আদর করতেন—আমাকে বকেছেন ব'লে কাঁদতেন। মা'র বিশ্বাস ছিল, আমার রূপের জন্যই ভাল ঘরে আমার বিয়ে হ'বে। তাই তিনিও আমাকে

রূপের চর্চা করতে উপদেশ দিতেন। মা মরতে না মরতে বাবা যেন নিষ্কৃতি পেয়ে আবার বিয়ে করলেন। সৎমা আমাকে বিদায় করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিদায় করতে বিলম্বও হ'ল না। যিনি আমার শাশুড়ী ছিলেন, তিনি তাঁ'র উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে রূপের বন্ধনে বেঁধে কেন্দ্রস্থ করবার জন্য সুন্দরী বধূর সন্ধান করছিলেন। তিনি আমাকে পসন্দ করলেন। তাঁদের বিপুল সম্পত্তি—অনেক অর্থ; বাবা তা'ই যথেষ্ট বিবেচনা ক'রে—ছেলের দিকে না চেয়ে সেখানেই আমার বিয়ে দিলেন। শাশুড়ীও আমাকে রূপের চর্চা করতে বলতেন—রূপচর্চার সব উপকরণ সাগ্রহে যোগাতেন। কিন্তু তাঁ'র চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁর ছেলে বিপুল সম্পত্তি আর স্বাস্থ্য সব নষ্ট ক'রে কি ভাবে হাসপাতালে জীবন শেষ করেছেন, তা' আপনি জানেন। সেখানেও এই রূপই আমার বিপদের কারণ হয়েছিল, তিনি কেবলই আমাকে অকারণ সন্দেহ করতেন—যে রূপ তাঁ'কে আকৃষ্ট করতে পারেনি—বুঝি তা' অন্য লোককে আকৃষ্ট করছে!"

জয়ন্তী চুপ করিল।

মণিকা বলিল, "আপনি বড় দুঃখ পেয়েছেন।"

জয়ন্তী হাসিবার চেষ্টা করিল—সে, বোধ হয়, ক্রন্দন গোপন করিবার প্রয়াস। সে বলিল, "দুঃখ! সুখ কা'কে বলে? তা'র সন্ধান ত জীবনে পেয়েছি ব'লে মনে হয় না! জ্ঞান হয়ে অবধি—মা' রুগ্ন, বাবা রুষ্ট; তা'র পর মা মরে গেলেন—সৎমা এলেন, আমি সংসারের ভার। মনে হ'ত, দিদির মত বিয়ে হ'লে নিষ্কৃতি পাই। বিয়ে হ'ল; কিন্তু—শুনেছিলাম, পতি দেবতা। শাশুড়ীর পরামর্শে সেই দেবতাকে ধরবার জন্য রূপের ফাঁদ পেতে থাকতে হ'ত, নেত্রে নিদ্রা এলে তা'কে তাড়িয়ে দিতে হ'ত—কেন না, দেবতা এসে যদি ফিরে যা'ন! দেবতা কোন দিন আসতেন, কোন দিন আসতেন না; যে দিন আসতেন, সে দিন যে অবস্থায় আসতেন, সে যদি দেবতার অবস্থা হয়, তবে দৈত্যের অবস্থা কি, তা' বুঝা দুষ্কর। যখন তিনি এলেন—তখন? তাঁ'র কখন ভালবাসা ছিল না—সুতরাং তিনি নিয়ে এলেন কেবল স্ত্রীর সেবায় স্বামীর অধিকার সম্বন্ধে সংস্কার ও তা'রই দম্ভ নিয়ে—অনারোগ্য রোগ সেবা নেবার জন্য। আমার মনে ভালবাসা ফুট'তে পারেনি—কোন কোন ফুল যেমন কোরক অবস্থায় কীট-দষ্ট হয়ে যায়, তেমনই। তখন আমার কায রইল—পীড়িত স্বামীর সেবা করা, গায়ের গহনা আর বাড়ীর জিনিস যা' ছিল, তা'ই বেচে তাঁ'র চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। কর্ত্তব্য মনে ক'রে তা'ই করতে লাগলাম—যথাসাধ্য করলাম। শেষ পর্ব্ব হাসপাতালে। মৃত্যু যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, তত তাঁ'র দেহে যেমন রোগ হয়েছিল, মনে তেমনই রোগ ফুটে উঠতে লাগল—সে সন্দেহ। অথচ আমার কোন অপরাধ ছিল না। জীবনে যে প্রলোভন কখন আমার পথে আসেনি, তা' নয়—কিন্তু আমি তা'কে দূর ক'রে দিয়েছি—স্বামীর কাছে কখন বিশ্বাসহন্ত্রী হইনি। ঐ যে আপনাদের বন্ধু ডাক্তার বাবু—উনি আমার স্বামীর প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিতেন। কেন—তা' আমি জানি। উনি যখন আমাদের বাড়ীর কাছে ছাত্রাবাসে থাকতেন, তখনকার কথা তিনিই বলেছেন। তাঁ'র স্ত্রীর জন্য আমার সত্যই দুঃখ হয়—কেন না, তিনি স্বামীর উপর সন্দেহ নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। তবে তাঁ'র সন্দেহের কারণ আছে; আমার স্বামীর সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। আমার রূপই তখন স্বামীর কাছে বিপদ বলে মনে হ'ল। ঐ ডাক্তারটির সঙ্গে আমাকে যে হেসে কথা কইতে হ'ত সে যে কেবল তাঁরই জন্য—বাধ্য হয়ে—পাছে হাসপাতালেও স্থান না হয়, সেই ভয়ে—তা' স্বামী বুঝতেন না; তাঁ'কে তা' বুঝানও যায় না। সেইটাই ছিল সত্য বড় দুঃখ। সে দুঃখের কারণ আজ আর নাই। আজ আছে ভাবনা—এর পর?"

মণিকার মনে হইল, এই যে নারী তাহার নারীত্বও প্রস্ফুরিত করিতে পায় নাই, ইহার ভাগ্যে যদি সাধারণ হিসাবে সংসার করিবার মত স্বামী লাভ হইত—যদি পুষ্করের মত স্বামীও এ পাইত, তবে ইহার হৃদয়ের সুপ্ত মহত্ত্ব বিকশিত হইত—সে সংসার সুখের করিয়া আপনিও সুখী হইতে পারিত।

মণিকা বলিল, "যা' হয়ে গেছে, তা'র জন্য শোক ক'রে আর কোন ফল নাই। এখন আপনাকে নূতন ক'রে জীবনের পথ অতিবাহিত করবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। যা'তে আপনি আপনাকে কারও গলগ্রহ না ক'রে—আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারেন, তা'ই করতে হ'বে।"

জয়ন্তী ভাবিতেছিল। সে সব শুনিয়া বলিল, "আমার ভাগ্যে জন্মাবধি যা' ঘটেছে, তা'তে কি তা' হবার আশা করা যায়?"

তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য মণিকা একটু দৃঢ় ভাবেই বলিল, "নিশ্চয়ই যায়।"

সেই সময় দ্বারে পুষ্করের গাড়ী দাঁড়াইল।

২৮

পুষ্কর ও সুনীতি আসিতেছে দেখিয়া জয়ন্তী উঠিয়া গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে বাগানে চলিয়া গেল। আগন্তুকরা মনে করিল বটে, পুষ্করকে দেখিয়া শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় সে চলিয়া গেল, কিন্তু মণিকা তাহার গমনের প্রকৃত কারণ অনুমান করিল—পুষ্করকে দেখিয়া তাহার হৃদয়ে বিরক্তি আজ আর বাধা মানে নাই।

পুষ্কর ও সুনীতি অল্পক্ষণ পরেই বিদায় লইল। পুষ্কর সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, জয়ন্তীর ভগিনীকে লইয়া ভগিনীপতি আসিয়াছেন; তিনি পরদিন তাহার ভগিনীর সহিত আসিয়া তাহাকে নিজগৃহে লইবেন। সে সংবাদ মণিকা যখন জয়ন্তীকে দিল তখন জয়ন্তী ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে মণিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির এমন মত-পরিবর্ত্তন হ'ল কেন?"

মণিকা বলিল, "বোন বটে ত! আপনার এই সময় আর স্থির থাকতে পারেন নি।"

"লোকের গঞ্জনার ভয়ও আছে।"

রাত্রিতে জয়ন্তী মণিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার স্বামী ত এখনও এলেন না?"

মণিকা বিব্রত হইল। সে কি বলিবে? এক বার তাহার মনে হইল, জয়ন্তী হয়ত চলিয়া যাইবে—সুতরাং তাহার নিকট প্রকৃত অবস্থা গোপন করা অসম্ভব নহে, সে যদি বলে—"তিনি আজ আসতে পারবেন না"—তবে আর কোন কথা উঠিবে না। কিন্তু সে তাহা করিতে পারিল না। সে বলিল, "তিনি কলিকাতার বাড়ীতেই থাকেন।"

জয়ন্তী এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার কারণ কথায় জিজ্ঞাসা করিল না বটে, কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে যে সেই প্রশ্নই ছিল, মণিকার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

পরদিন জয়ন্তীর ভগিনী প্রভৃতি আসিলেন। ভগিনী কান্দিলেন; কিন্তু জয়ন্তী স্থির। সে যখন মণিকার প্রস্তাবের বিষয় ভগিনীকে ও ভগিনীপতিকে জানাইল, তখন তাহার ভগিনী যেন স্বস্তি অনুভব করিল। তিনি মণিকার নিকট প্রস্তাবের বিষয় জানিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনার অসাধারণ দয়া। বাঙ্গালার হিন্দুর ঘরের বিধবা—পরের সংসারে গলগ্রহ হয়ে থাকে, সে কেবল কষ্ট, তা'র চাইতে আপনি যা' বলেছেন—তা'ই যদি হয় আপনার ধর্ম্ম রেখে যদি আপনার ভার আপনি বইতে পারে, তবে সে ত খুবই ভাল হয়।"

স্থির হইল, স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া জয়ন্তী মণিকার কাছে আসিবে এবং তাহার পর মণিকা তাহাকে কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্য রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। মণিকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার শিক্ষাদানের জন্য সব ব্যয় বহন করিতে চাহিল এবং বলিল, ইতোমধ্যেই সে সব ঠিক করিয়া রাখিবে।

যাইবার সময় জয়ন্তী আবার মণিকাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "আপনাকে আমার একটা কথা বলবার আছে।"

মণিকা তাহাকে লইয়া একটি কক্ষে যাইলে সে বলিল, "আপনি আমার প্রতি যে দয়া দেখালেন, তা' আর কেউ কখন দেখায়নি। আমি একটা কথা বলব—অপরাধ নেবেন না। পুষ্কর বাবুও আপনার স্বামীর নির্ম্মল চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তা' হলেও—আপনারা যে এক জন এখানে, এক জন সেখানে এটা আমার ভাল লাগছে না। কি জানি, হয় ত আমার পাপ মন বলেই এমন ঠেকছে। কিন্তু তবুও—এটা আপনার কাছে গোপন করতে চাই না।"

ঘর হইতে আসিয়া মণিকা দেখিল, বেণী আসিয়াছে। জয়ন্তী প্রভৃতি চলিয়া যাইলে বেণী বলিল, "বৌদিদি, চল—আজ আমাকে অনেক ফুল তুলে দিতে হ'বে।"

মণিকা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বেণী?"

"তুমি বলতে পার না?"

মণিকা ভাবিয়া বলিল, "না।"

"কাল যে দাদাবাবুর জন্মদিন।" তাহার পর সে বলিল, "গেল বছর ত তুমি জেনেছিলে!"

মণিকা মনে মনে লজ্জানুভব করিল।

বেণী মণিকার দিকে চাহিল। মণিকার মনে হইল, সে দৃষ্টিতে তিরস্কার ছিল।

মণিকাও মালীকে তুলিবার জন্য ফুল দেখাইয়া দেখাইয়া দিতে লাগিল। সেই সময় বেণী জিজ্ঞাসা করিল, "যা'রা এসেছিল, তা'রা কি ঐ মেয়েটির আপনার জন?"

মণিকা বলিল, "হাঁ—দিদি—ভগিনীপতি—"

"এত দিন এরা দেখেনি?"

"না।"

"আপনার জন হ'লেই আপনার হয় না!"

মণিকা ভাবিল, তাহাই বটে।

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কাল তুমি নিজে রাঁধবে ত?"

বেণী বলিল, "না, যা'র রাঁধবার কথা, সেই তুমিই যখন চ'লে এসছ, তখন আর—"

বেণীর গলাটা ধরিয়া আসিল। ফুল লইয়া সে চলিয়া গেল।

সে রাত্রিতে মণিকা ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে কন্টক-শয্যায় শয়ন করিয়াছে; কিন্তু যন্ত্রণা যে মনে, তাহা সে বুঝিল। সে কি করিয়াছে—কত ভুল করিয়াছে—অন্যায় করিয়া স্বামীকে কত কষ্ট দিয়াছে! অথচ সে ভুল স্বীকার করিবার সাহসও তাহার হইতেছে না! লজ্জা? কেবল কি লজ্জাই অন্তরায় হইয়াছে? তাহাও ত মনে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কা আছে—সরলকুমার কি সত্য সত্যই দীর্ঘ কয় মাসের কথা দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে—ভুলিয়া যাইতে পারিবে? যদি না পারে?

ভাবিয়া মণিকার হৃদয় বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল—আর—তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রু আসিয়া সঞ্চিত হইল।

গত বৎসর কি আনন্দে সে সরলকুমারের জন্মদিনে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। তাহার আনন্দে সরলকুমারের সেই আনন্দ—সে কি সে ভুলিতে পারে?

মণিকা কাঁদিল।

২৯

স্নান করিয়া আসিয়া সরলকুমার দেখিল, ঘরে ঘরে ফুলদানীতে নানারূপ ফুল। চা পান করিতে বসিয়া সে বেণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত ফুল কেন, বেণী?"

বেণী বলিল, "আজ যে তোমার জন্মদিন।"

সরলকুমার কেবল বলিল, "ওঃ।" তাহার মাতার মৃত্যুর পর হইতে বেণী তাহার জন্মদিনে প্রচলিত আচার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—রৌপ্যপাত্রে তাহার আহার্য্য, মাছের মুড়া হইতে পরমান্ন পর্য্যন্ত সব সাজাইয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া তাহাকে খাইতে ডাকিয়াছে। গতবার সে সে ভার মণিকাকে দিয়া বলিয়াছিল, "এই বার! আমার ছুটী।" কিন্তু তাহার ছুটী হয় নাই।

তাহার অবস্থা মনে করিয়া সরলকুমারের অপ্রসন্নতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহার অপ্রসন্নতার অনেকগুলি কারণ ঘটিয়াছিল—প্রথম, সে শুনিয়াছিল, জয়ন্তী মণিকার কাছে আসিয়াছিল। এই জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার দুর্ভাগ্য তাহাকে দুঃখপিষ্ট করিয়াছে। আবার কি হইবে? দ্বিতীয়, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ শুনিয়া সে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল—তিনি তাহাকে বলিয়াছেন, "বৌমা'কে নিয়ে একবার এস।" সে কি করিবে? তৃতীয়, পূর্ব্বদিন কোন সভার পক্ষ হইতে তাহাকে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-পদপ্রার্থী হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। বার বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রার্থী হইবার ব্যর্থ চেষ্টার পর সে তাহার জীবনের সেই আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছে। তবুও যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, চারি দিন পরে তাঁহারা আসিবেন—সে প্রার্থী হইলে আর কেহ প্রার্থী হইবেন না। এ ক্ষেত্রে তাহার কর্ত্তব্য কি? সে যদি প্রার্থী হয়, তবে নির্ব্বাচিত হইলে তাহাকে দিল্লীতে ও সিমলায় যাইতে হইবে। তাহা হইলেই মণিকার সহিত তাহার বর্ত্তমান সম্বন্ধের বিষয় আর গোপন থাকিবে না।

অপ্রসন্নতার এই সকল কারণ গতরাত্রিতেও তাহাকে চিন্তিত করিয়াছিল। সেই সময় তাহার অনিদ্রা পীড়িত অবস্থায় কবিতার কয়টি চরণ স্বতঃই তাহার মনে উদিত হইয়া বিকাশ-চেষ্টা করিতেছিল। অপ্রসন্নভাবে সংবাদপত্র উল্টাইয়া সে তাহার বসিবার ঘরে যাইয়া লিখিতে বসিল। অল্প সময়ের মধ্যেই রচনার আনন্দে সে আর সব ভুলিয়া গেল; রচনাও উৎসমুখমুক্ত বারিধারার মত প্রবাহিত হইতে লাগিল:—

নিদাঘে চাপার গন্ধে পূর্ণ চারিধার,
অশোকের রক্তবাসে মধুর প্রকৃতি হাসে;
কামিনীর শ্যাম অঙ্গে শ্বেত পুষ্পভার;
স্বচ্ছ শীর্ণ কলেবরে বহে নদী বালুপরে:
লবঙ্গের কুঞ্জে গুঞ্জে ভ্রমর-ঝঙ্কার;
মধ্যাহ্ন গগনপর চাতকের আর্ত্তস্বর
অপ্সরার গীত সম আসে বার বার;
নিশার আঁধার ঘরে নিশিগন্ধা ফুটি' ঝরে
মধুগন্ধ স্মৃতি ভাসে বনভূমে তা'র।
তখনও তোমার কূলে ছিনু আর সব ভুলে,
তবু কি প্রেমের তৃষ্ণা মিটেনি তোমার?

বরষার মেঘজালে মলিন গগন;
মুহুর্মুহু মেঘ গায় দামিনী ঝলকি' যায়,
ঘন ঘন মেঘমন্দ্র—গভীর গর্জ্জন;
মেঘ আসে থরে থরে, সারাদিন ধারা ঝরে,
প্রখর-কিরণহীন মধ্যাহ্ন তপন;
আবিল-প্রবাহ জলে তটিনী ছুটিয়া চলে,
আবেগে টুটিতে চাহে তটের বন্ধন;
তীব্র আর্দ্র বায়ুভরে কেতকী কদম্ব ঝরে,
নীরব বিহগগীত—জনতাগুঞ্জন।

তখনো তোমারে বুকে রেখেছি প্রণয়-সুখে,
তবু কেন এ সন্দেহ ঘুচে না এখন ?

শরতে জ্যোছনালোকে প্লাবিত আকাশ ;
কাশের চামররাশি মাঠে মাঠে উঠে হাসি',
সান্ধ্য বায়ু বহি' আনে কুমুদের বাস ;
স্বচ্ছনীর সরোবরে বিহঙ্গম খেলা করে,
কমল পবনে ঢালে সুরভি-নিশ্বাস ;
হরিৎ ধানের শিরে পবন মাতিয়া ফিরে,
সুখদ-পরশ আসে মধুর বাতাস ;
মৃদু-সমীরণ ঘায় লঘু মেঘ আসে যায়,
সুনীল গগনে ফুটে তারকার হাস ।
হৃদয় করিয়া খালি তখনও দিয়াছি ঢালি'
প্রণয় তোমারে, তবু কেন অবিশ্বাস ?

হেমন্তে শেফালী-গন্ধে বায়ু গন্ধশ্বাসী ;
প্রভাতের দূর্ব্বাদলে নিশার শিশির জলে,
ধরার উরসে যেন মুকুতার রাশি ;
শিশিরের সাড়া পেয়ে আঁখি মেলি' দেখে চেয়ে
শুভ্র কুন্দ—মুখভরা শুভ্র মৃদু হাসি ;
ত্যজি' নিজ খেলাঘর— খাল, বিল, সরোবর
মরাল চলিয়া যায় মানস-বিলাসী ;
তুষারের পথ খুঁজি' পবন এসেছে বুঝি—
হিমের আভাস আসে তা'র সাথে ভাসি ।
তখনও প্রণয়রাশি তোমারে দিয়াছি হাসি',
তবু কি মিটেনি তৃষা, রে চিরপিপাসী ?

শিশিরে তুষারক্ষেত্রে বহে সমীরণ ;
স্বচ্ছ-অন্ধকার-মাখা রবি যেন পটে আঁকা,
কুহেলি গুণ্ঠনে ঢাকা ধরার আনন ;
শীতল-পরশ বায়, তরুলতা শিহরায়
বনভূমে ঝরি' পড়ে পত্র-আবরণ ;
শুধু নগ্ন বনভূমে কোমল কিরণ চুমে
গরবে গোলাপ ফুটে অরুণ-বরণ ;
বিহগের মধুগান হয়ে যায় অবসান,
সুদীর্ঘ শর্ব্বরী ধরা আঁধারে মগন ।
তখনও তোমারে চাহি' দীর্ঘ নিশি গেছে বাহি'
তবু কি মিটেনি সাধ—তৃষিত নয়ন ?

বসন্তে বকুলবাসে সমীর অঞ্চল ;
পাদপে, লতার কোলে চিক্কণ পল্লব দোলে,
কুসুমে কুসুমময় ধরার চঞ্চল ;
রত সহকার বিতরে সৌরভ তা'র
গুঞ্জরিয়া ফিরে অলি—সৌরভে পাগল ;
ললিত মধুর রবে বিহগ জাগায় সবে ;
বনভূমে জাগি' উঠে সুপ্ত পিককল ;
আকুল পলাশরাগে ধরায় মাধুরী জাগে,
অম্লান কিরণে শোভে নীল নভতল ।
তখনও তোমারে লয়ে ছিনু প্রেমে মত্ত হয়ে,
তবু কেন নাহি ঘুচে নয়নের জল ?

দিয়াছি প্রাণের প্রেম পদে উপহার,—
হৃদয়ের সুখ, আশা, বুকভরা ভালবাসা,
অধরে হাসির রেখা, নয়নের ধার ।
আজি এ হৃদয় দীন সুখহীন আশাহীন,
সৌরভ-গৌরবহীন জীবন আমার ।
জীবনে কি মহাভুলে প্রণয়ে নয়ন তুলে
চাহনি ; মরণকুলে চেও এক বার ।
যবে দীর্ঘ দিনশেষে শ্রান্তিহর শান্তিবেশে
মরণ মুছা'বে মোর নয়ন-আসার,
তখন সকল ভুলে আমারে লইও তুলে
ক্ষণতরে, মায়াবিনী, ও বুকে তোমার ।

কবিতা লিখিত হইলে আবার ভাবনা আসিল । সরলকুমার ভাবিতে লাগিল ।

বেণী একখানি পত্র লইয়া আসিল । সরলকুমার দেখিল, "ছোট সাহেবের" পত্র—মণিকাকে লিখিত । সে পত্রখানি বেণীকে দিয়া বলিল, চিঠিখানা দিয়ে আস্‌তে হ'বে ।" বেণী সেখানি লইল ।

যথাকালে আহারের আহ্বানে যাইয়া সরলকুমার দেখিল, আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই ।

অপরাহ্নে সরলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিতে গেল ; বলিয়া গেল, সে সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিবে ।

বেণী পত্রখানি লইয়া বাগানে চলিয়া গেল ।

৩০

বেণী যে পত্র লইয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া মণিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল । দেখিয়া বেণী শঙ্কিত হইল—জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর, বৌদিদি ?"

মণিকা উত্তর করিল, "বাবা আস্‌ছেন !"

"এখানে ?"

"হাঁ ।"

বেণী মণিকার দিকে চাহিল—তাহারও দৃষ্টিতে আশঙ্কা । সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'বে ?"

"তাই ত ভাবছি ।"

বেণীর মনে হইল, হয়ত অন্ধকারে এই বার আলোক-বিকাশের সম্ভাবনা ঘটিতেছে । সে "ছোট

সাহেবকে" ভক্তি করিত এবং তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সাধু পুরুষরা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। সে বলিল, "তিনি যদি জান্‌তে পারেন, তুমি চ'লে এসেছ, তবে যে ব্যথা পাবেন, তা'র আঘাত কি তিনি সহ্য করতে পারবেন?"

মণিকা ভাবিতে লাগিল।

বেণী বলিল, "বৌদিদি, তাঁ'কে ব্যথা দিও না।"

মণিকা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি করব?"

"দাদাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করিতে হ'বে। হয় তুমি চল—নয়ত বল, আমি তাঁ'কে নিয়ে আসি।"

মণিকা কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তাহার মনে হইয়াছিল, সে সরলকুমারের প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, তাহাতে তাহার যাওয়াই কর্ত্তব্য। হয়ত তাহা হইলে সরলকুমার বুঝিবে সে বুঝিতে পারিয়াছে—সে ভুল করিয়াছিল।

বেণী বলিল, "তিনি কবে আসবেন?"

মণিকা উত্তর করিল, "পরশু।"

"তবে ত আর দেরী করা চলে না। আমি বলি, তুমি চল।"

মণিকা আপত্তি করিল না দেখিয়া বেণীর সাহস বাড়িল; সে বলিল' "আমি ট্যাক্সি ডেকে আনি।"

মণিকা কিছু বলিল না। বেণী ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়া বলিল, "চল, বৌদিদি।"

ট্যাক্সি যখন পরিচিত গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন মণিকার হৃদয় বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল—তাহার মনে হইল, তাহার চক্ষুর সম্মুখে সব যেন কেমন অস্পষ্ট হইয়া আসিল।

বেণী নামিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিলে আপনাকে সামলাইয়া মণিকা অবতরণ করিল। পরিচিত পথে সে পরিচিত কক্ষে প্রবেশ করিল। সকল কক্ষই তাহার সজ্জা অঙ্গে লইয়া আছে। সব তেমনই; কেবল—।

বেণী বলিল, "বৌদিদি, দাদাবাবু চাটুয্যে মশাইকে দেখতে গেছেন। তাঁ'র অসুখ। তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন—যা'বে?"

এতদিন পরে সরলকুমারের সহিত আবার দেখা—সে কিছুতেই লজ্জা অতিক্রম করিতে পারিতেছিল না। সে বলিল, "না, বেণী।"

"তবে তুমি বস, আমি দাদাবাবুকে ডেকে আনি।"

ততক্ষণে উভয়ে সরলকুমারের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। মণিকা সরলকুমারের সেই দিন লিখিত কবিতাটি দেখিল—পড়িবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না।

কবিতাটি পাঠ করিতে করিতে মণিকার বুকের মধ্যে বেদনার দংশন অনুভূত হইতে লাগিল। সত্যই ত তাহার সন্দেহের কোন কারণ নাই—অথচ সে সন্দেহ করিয়া আপনি কষ্ট পাইয়াছে—স্বামীকে কষ্ট দিয়াছে,—আপনি কষ্ট পাইতেছে—স্বামীকে কষ্ট দিতেছে। যে ভালবাসা সে ছলনামাত্র মনে করিয়াছিল, আজ কয় দিন হইতে তাহার অভিমানদুষ্ট দৃষ্টিতে তাহার স্বরূপ প্রতিভাত হইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে। কিন্তু নারীসুলভ লজ্জা তাহাকে কিছুতেই তাহার অপরাধ স্বীকার করিতে দিতেছে না। সে এখন কি করিবে?

সে বেণীকে বলিল, "বেণী, আমাকে একটা জায়গায়—গোয়াবাগানের সেই স্কুলে এক বার যেতে হ'বে। আমি ঘুরে আসব।"

বেণী বলিল, "দাদাবাবু গাড়ী নিয়ে যা'ননি; গাড়ী আছে—বা'র করতে বলব?"

মণিকা বলিল, "থা'ক।"

"থাকবে কেন? চল, আমি তোমার সঙ্গে যা'ব।"—বলিয়াই বেণী চলিয়া গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "গাড়ী এসেছে।"

তখন মণিকা বৈঠকখানাঘরে আসিয়াছে। সে দেখিল, প্রাচীরে দুইখানি চিত্র নাই। একখানি তাহার মাতার—সেখানি সে লইয়া গিয়াছে। আর একখানি তাহার—সেখানি কোথায় গেল? তবে কি সরলকুমার তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় সেখানি সরাইয়া দিয়াছে? সে চিন্তা তাহাকে বিচলিত করিল এবং বিচলিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "এ ছবিখানা কোথায় গেল?"

বেণী বলিল, "দাদাবাবুর শোবার ঘরে।"

মণিকা যাইয়া মোটরে উঠিল।

বেণী সঙ্গে গেল—যাইবার সময় নূতন চাকরকে বলিয়া গেল, "দাদাবাবু এলে বাড়ীতে থাকতে বলিস—আমরা সন্ধ্যে হলেই ফিরব।"

গাড়ীতে বসিয়া মণিকা ভাবিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনেও সে অন্যমনস্কতাহেতু কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিল না।

সে যখন ফিরিয়া আসিল, সরলকুমার তাহার কয় মিনিট মাত্র পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে আসিলেই নূতন ভৃত্য সংবাদ দিয়াছে—এক জন স্ত্রীলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—সন্ধ্যার সময় আবার আসিবেন, সে যেন গৃহেই থাকে।

এক জন স্ত্রীলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন শুনিয়া সরলকুমার অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কে? সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

ভৃত্য বলিল, "তা'ত জানি না।"

"সধবা না বিধবা?"

সধবা বলেই বোধ হয়; তবে আজকাল বিধবা হলেই ত গয়না আর পেড়ে কাপড় ত্যাগ করা হয় না!"

"লম্বা?"

"খুব লম্বা নয়।"

"রোগা না মোটা?"

"গড়ন দোহারা।"

"খুব ফরসা?"

"ফরসা—তবে খুব যে—"

"বয়স কত হ'বে?"

"তা' ঠিক বলতে পারি না।"

প্রভুর প্রশ্নে বিব্রত হইয়া ভৃত্য বলিল, "বেণী-দাদা তাঁ'কে মোটরে নিয়ে গেছে।"

"বেণী গেছে?"

"হাঁ।"

রহস্য যেন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সরলকুমার ভাবিল, তবে কি জয়ন্তী আসিয়াছিল? যদি তাহাই হয়? কি সর্ব্বনাশ! সে-ই বা আসিবে কেন? তবে কি সুনীতি—মণিকার জন্য আসিয়াছিল? সে আবার আসিবে বলিয়া গিয়াছে। যদি আইসে, তবে সে কি বলিবে? বেণী সঙ্গে গিয়াছে—বোধ হয়, তাহাকে বাগানেই লইয়া গিয়াছে।

সে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বেণী কিছু ব'লে যায়নি?"

এই সময় বেণী আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "বৌদিদি এসেছেন।"

সরলকুমারের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না—এ কি রহস্য?

সেই সময় মণিকা কক্ষে প্রবেশ করিল।

বেণী চলিয়া গেল—অপর ভৃত্যও তাহার সঙ্গে গেল।

কয় মাস পরে সরলকুমার মণিকাকে দেখিল—পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার মুখে একটু গাম্ভীর্য্য-সঞ্চার হইয়াছে। সরলকুমারের মনে হইল, তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য যেন আরও বাড়িয়াছে—বিদ্যুৎ যদি অচঞ্চল হয়, তবে সে কি এমনই দেখায়?

মণিকার মনের মধ্যে যে চাঞ্চল্য তাহাকে অভিভূত করিবার আয়োজন করিতেছিল, কোনরূপে তাহা দমিত করিয়া সে সপ্রতিভ ভাব দেখাইয়া বলিল, "বাবা আসছেন।"

শুনিয়া সরলকুমারের মুখও বিবর্ণ হইয়া গেল।

মণিকা বলিল, "পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁ'কে কন্‌ভোকেশনে বক্তৃতা করবার জন্য আহ্বান করেছে।"

সরলকুমার বলিল, "সে ত কাগজে দেখেছি।"

"তিনি এক দিন আগে বেরিয়ে পঞ্জাব মেলে রবিবার সকালে এখানে এসে সেই দিনই রাত্রির মেলে পাটনায় চ'লে যা'বেন।"

সে "ছোট সাহেবের" পত্রখানি আপনার ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া ধরিল। সরলকুমার তাহা লইয়া পাঠ করিল।

মণিকা বলিল, "যে ভয় করেছি, তা'ই হ'ল। কিন্তু—"

সরলকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তাঁ'কে কিছুতেই জানতে দেওয়া হ'বে না।"

"না। তাই আমি তোমার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি।"

"অনুগ্রহ!"

"হাঁ। একটা দিন আমাদের দু'জনকে অভিনয় করতে হ'বে—যেন—"

"তুমি যা' বলবে, তা'ই হ'বে।"

"তা' হ'লে আমি কাল এসে ঘরগুলা গুছিয়ে রেখে যা'ব—যেন তিনি কোনরকম সন্দেহের কারণ না পা'ন।"

সরলকুমার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মণিকা বেণীকে ডাকিল এবং বেণী আসিলে বলিল, "একখানা ট্যাক্সি ডেকে দাও।"

বেণী বলিল, "কেন?"

"আমি যা'ব।"

বেণী বিস্মিতভাবে এক বার সরলকুমারের দিকে—এক বার মণিকার দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "ঘরের গাড়ীই ত রয়েছে।"

সে মণিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠিক করলে, বৌদিদি?"

মণিকা যাইতে যাইতে বলিল, "আমি কাল এসে ঘরগুলা গুছিয়ে রেখে যা'ব; তা'র পর পরশু বাবাকে নিয়ে আসব।"

বেণী বলিল, "কাল তুমি সকালেই আসবে ত?"

"না। ঘণ্টা দুইয়ের কায—দু'টা তিনটার সময় আসব।"

"ঝাড়াঝাড়ি করতে হ'বে—সকালেই ত ভাল হ'বে।"

"ঝাড়া কি তুমি বাকি রেখেছ? কেবল দু'চারটা জিনিষ—আমার বোনার জিনিষ এই রকম এনে রাখা।"

"তবে আমি একটার সময় গাড়ী নিয়ে যা'ব।"

"যাবা'র কি দরকার?"

"আমি যা'ব।"

মণিকা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, যেও।"

তাহারা কেহই লক্ষ্য করে নাই, সরলকুমার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে দেখিল, মণিকা হাসিলে তাহার গালে টোল পড়িল।

মণিকা মোটরে উঠিলে বেণী দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সম্মুখের আসনে চালকের পার্শ্বে বসিল।

সরলকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিল; তাহার মনে হইল, মণিকার মনে কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই—তাহার মনে যে আশার উদয় হইয়াছিল, তাহা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভাবিতে ভাবিতে সে উপরে গেল।

মণিকা ভাবিল, সরলকুমার ত তাহাকে থাকিতে বলিল না! সে মনে করিল, তাহার ব্যবহারই সেজন্য দায়ী—সরলকুমার নহে। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

৩১

সে রাত্রিতে সরলকুমার ও মণিকা উভয়েরই মনে হইতে লাগিল—কি দুর্ভাগ্য, স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ অকারণে এমনই হইয়াছে যে, উভয়কে স্বামি-স্ত্রীর অভিনয় করিয়া পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রতারিত করিতে হইবে। সরলকুমার কেবলই ভাবিতে লাগিল, তাহার অপরাধ কি? মণিকা কেবলই ভাবিতে লাগিল, লজ্জা কি অতিক্রম করা যায় না; যাহা সত্য, তাহা কি সে ব্যক্ত করিয়া—আপনার ভুল স্বীকার করিতে পারে না?

পরদিন মধ্যাহ্ন অতীত হইতে না হইতে বেণী মোটর লইয়া বাগানে উপস্থিত হইল। সে আশা ত্যাগ করে নাই। কেন না, সে মনে করিয়াছিল, "ছোট সাহেবের" আগমন ব্যর্থ হইবে না। সে বলিল, "বৌদিদি, কি কি নিতে হ'বে বল—আমি গুছিয়ে নেব।"

মণিকা প্রথমে অল্প জিনিষই লইতে চাহিতেছিল। কিন্তু বেণী বলিল, "বৌদিদি, 'ছোট সাহেব' ত এক বার এখানেও আস্‌বেন। তোমার জিনিষপত্র দেখে যেন তাঁ'র মনে সন্দেহ না হয়, তুমি এখানেই থাক।" শুনিয়া মণিকা সে কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল। কাযেই ক্রমে ক্রমে জিনিষের পরিমাণ বাড়িয়া চলিল। সে সব গাড়িতে তুলিয়া মণিকাকে লইয়া বেণী গৃহে ফিরিল।

সরলকুমার বাড়ীতেই ছিল।

বেণীকে লইয়া মণিকা ঘরের সজ্জার পরিবর্ত্তন-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। মণিকার বসিবার ঘরটির অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। সেটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাতে তাহার বয়নের জিনিষ প্রভৃতি যেন অযত্নে স্থাপিত করিয়া মণিকা শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে কক্ষও যেন বহুদিন ব্যবহৃত হয় নাই। শয্যার চাদর ও বালিশের ওয়াড় পরিবর্ত্তিত করিয়া—শয্যার পার্শ্বে কাচের পাত্রে অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া পানীয় জল রাখিয়া—ফুলদানীতে ফুল রাখিয়া মণিকা তাহাকে ব্যবহৃত কক্ষের মূর্ত্তি দান করিল। কিন্তু সেই কক্ষে সে একটি বিষয়ে বিস্মিত হইল—তাহার চিত্র ত সে ঘরে নাই! সে বিষয়ে বেণীকে প্রশ্ন করিতে সে লজ্জানুভব করিল। কিন্তু তাহার মনে হইল—তবে কি বেণীও তাহার কাছে মিথ্যা কথা বলিয়াছে? সরলকুমার তাহার চিত্রখানি সরাইয়া ফেলিয়াছে শুনিলে পাছে সে ব্যথিত হয় বা বিরক্তি অনুভব করে, হয়ত সেই জন্যই বেণী মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছে। পূর্ব্বদিন সরলকুমার যে এক বারও তাহাকে থাকিবার কথা বলে নাই, তাহার সহিত তাহার চিত্র অপসৃত করা যুক্ত করিয়া মণিকা আবার মনে করিতে লাগিল—সে দৌর্ব্বল্যে অভিভূত হইবে না। সে হয়ত ভুল বুঝে নাই। সরলকুমার হয়ত মনে করিয়াছে, সে যে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সে নিষ্কৃতি-লাভই করিয়াছে।

অথচ তাহাকেই যাচিয়া এই গৃহে আসিতে হইয়াছে! কি অপমান! অপমান তাহার কাছে অসহনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে যে অভিনয় করিতে বসিয়া রঙ্গমঞ্চ সাজাইতেছিল, সে অভিনয় করিতেও সে বেদনানুভব করিতে লাগিল। কেবল পিতার কথা মনে করিয়া সে কোনরূপে কয়টা ঘর সাজাইয়া ফেলিল—সে কাযেও তাহার মনোযোগ ছিল না। শয়নকক্ষের পার্শ্বে একটা মাঝারী আকারের ঘর ছিল—সেটা বড় ব্যবহারে আসিত না। তাহার দ্বার বন্ধ ছিল—দ্বার খুলিয়া দেখিতেও মণিকার প্রবৃত্তি হইল না, তাহা সে প্রয়োজনও মনে করিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল—সে গৃহে যেন তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে, কোনরূপে তাহা ত্যাগ করিতে পারিলে সে অব্যাহতি লাভ করে।

কিন্তু—সে যে গৃহে যাইবে, সে-ও ত সরলকুমারের! সে যখন প্রথম তথায় যাইতে সম্মত

হইয়াছিল, তখন কেবল পাছে তাহার পিতা জানিতে পারেন, সেই জন্যই সে তাহা করিয়াছিল। আজও সেই জন্যই সে অপমান বরণ করিতে আসিয়াছে।

আজ তাহার মনে হইল, সে আর এই প্রতারণায় থাকিবে না। সে পিতার সঙ্গে আগ্রায় যাইবে এবং তথায় যাইয়া ধীরে ধীরে পিতাকে সব কথা বলিবে। সে আর মিথ্যার আশ্রয় লইবে না। তিনি ব্যথিত হইবেন, কিন্তু যদি তিনি জানিতে পারেন, সে তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছে, তবে কি তিনি কখন সে ব্যথা সহ্য করিতে পারিবেন ?

আর সে ? সে-ই বা কেমন করিয়া—আর কত দিন এই অপমান সহ্য করিবে ?

সে বেণীকে ডাকিয়া বলিল, "আমি এ বার যা'ব। ট্যাক্সি আন।"

বেণী বলিল, "আচ্ছা।"—বলিয়া সে চলিয়া গেল, এবং যখন ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তখন ট্রেতে চা'র সরঞ্জাম সাজাইয়া আনিল।

মণিকা বলিল, "আমি চা খা'ব না।"

বেণী বলিল, "সে হ'বে না, বৌদিদি।"

মণিকা চাহিয়া দেখিল, তাহার কথায় বেণীর মুখ যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। তবুও সে বলিল, "থাক।"

"না"—বলিয়া বেণী নিজেই পেয়ালায় চা ঢালিল !

চা পিরিচে ঢালিয়া মণিকা তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করিয়া বলিল, "ট্যাক্সি ডেকে দাও।"

বেণী আসিবার সময় চালককে মোটর আনিতে বলিয়া আসিয়াছিল—বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "গাড়ী এসেছে।"

সে চা লইয়া আসিবার সময় সরলকুমারকে বলিয়া আসিয়াছিল, মণিকা যাইতে চাহিতেছে।

সরলকুমার জানিত, মণিকা তাহাকে অপরাধী স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাই কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "ট্রেণ সকালে আ'সে—অতদূর থেকে আসবার অসুবিধা হ'বে না ?"

মণিকা ক্ষিপ্রভাবে বলিল, "কোন অসুবিধা হ'বে না—আমি ঠিক সময়ে প্ল্যাটফর্ম্মে পৌছা'ব।" বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

সরলকুমার ভাবিতে লাগিল—সে কি করিয়াছে যে, তাহার প্রতি মণিকা এইরূপ রূঢ় ব্যবহার করিতেছে ?

৩২

মণিকাকে লইয়া গাড়ী চলিয়া যাইবার পর সরলকুমার যখন সিঁড়িতে উঠিল, তখন বেণী বলিল, "বৌদিদি যাই কেন বলুন না, অত সকালে ওখানে ট্যাক্সি পাওয়া ভার হ'বে। তুমি ঘড়ীতে বাজার দম দিয়ে রাখ, এক ঘণ্টা আগে উঠব—তখনই চা ক'রে দেব, ফ্লাস্কে বৌদিদির জন্য চা নিয়ে আমরা বাগানে যা'ব—তাঁ'কে ষ্টেশনে নিয়ে যা'ব।"

সরলকুমার কিছু বলিল না ; কিন্তু রাত্রিতে আহারের পর বেণী পুনরায় তাহা বলিলে তাহাই করিল।

প্রত্যূষে গাড়ী যখন বাগানে পৌছিল, তখন বাগানের এক জন ভৃত্য ট্যাক্সি ডাকিতে যাইতেছিল। মণিকা, বোধ হয়, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। সে যত ভাবিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতেছিল, সে আর পিতার নিকট প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবে না। সেই চিন্তায় সে এতই চঞ্চল হইয়াছিল যে, ঘুমাইতে পারে নাই। রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে স্নান শেষ করিয়া বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বারান্দায় আসিয়া আপনার জন্য চা প্রস্তুত করিতেছিল ! এই সময় গাড়ী লইয়া সরলকুমার ও বেণী আসিল। বেণী বারান্দার নিকটে আসিয়াই বলিল, "খুব ঠকে গেছি। আমরা ভাবলাম, তুমি কেবল উঠবে, তাই তোমার জন্য চা এনেছি।"

মণিকা কেবল একটু হাসিল। সে তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করিয়া উঠিল। কিন্তু সরলকুমার আসায় তাহার উল্লাস হওয়া দূরে থাকুক, সে যেন বিব্রত হইল। সরলকুমার তখন বাগানের নবীন শ্রী মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিল।

উভয়ে গাড়ীতে উঠিল। যখন মনে মনে দুই জনে এত দূরে—তখনও দুই জনে এত কাছাকাছি বসিতে হয় !

গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিল—তখনও ট্রেণ আসিতে প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। দুই জনে প্লাটফর্ম্মে বেড়াইতে লাগিল—কিন্তু একসঙ্গে নহে।

ট্রেণ আসিয়া স্থির হইল। "ছোট সাহেব" "কন্যা-জামাতাকে দেখিবার জন্য বাতায়নপথে মুখ বাহির করিয়া দেখিতেছিলেন। সরলকুমার ও মণিকা তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিল। তিনি আনন্দোচ্ছ্বাসিত ভাবে তাহাদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বেণী প্রণাম করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেণী, সরলকুমার আর মণিকা আমাকে চিঠি লিখে, কিন্তু তোমার খবর সব চিঠিতে দেয় না।"

জিনিষ নামান হইলে বেণী বলিল, "আমি ট্যাক্সি নিয়ে জিনিষ আর 'ছোট সাহেবের' লোকের সঙ্গে যাচ্ছি। দাদাবাবু, তোমরা যাও।"

সেই ব্যবস্থাই হইল।

বাড়ীতে আসিয়া "ছোট সাহেব" গৃহসজ্জা ও সজ্জার ব্যবস্থা দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি উপরে উঠিলে সরলকুমার তাঁহাকে তাহার বসিবার ঘরে লইয়া গেল এবং বলিল, "বেণী আপনার স্নানের সব ব্যবস্থা ক'রে রেখে গেছে —সে-ও এল ব'লে।" সে অন্য এক ভৃত্যকে তাঁহার জুতা খুলিয়া দিতে ডাকিল।

অল্পক্ষণ পরেই বেণী ও "ছোট সাহেবের" ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্নান করিয়া আসিয়া "ছোট সাহেব" দেখিলেন, মণিকা তাঁহার জন্য চা প্রস্তুত করিতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমার হাতের চা অনেক দিন খাইনি।"

মণিকা বলিল, "যখন আসা হ'ল, তখন এক দিনের জন্য কেন? পাটনা থেকে এসে দু'চার দিন থাক্‌লেই হ'ত।"

"কলেজ রয়েছে। আর তুমি জান, আমি একেবারে কূপমণ্ডুক হয়ে গেছি—যেখানে থাকি, সেখান থেকে নড়তে চাই না।"

"আমি আপনার সঙ্গে আগ্রায় যা'ব।"

"না। তুমি ত জান, স্ত্রীর স্বামীকে ছেড়ে থাকা আমি ভালবাসি না। তা'র চাইতে সরলকুমার যদি ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য হ'ন, তবে দিল্লী আর সিমলা থেকে ফেরবার পথে তোমরা এসে দু'চার দিন আমার কাছে থাক্‌তে পারবে।"

সরলকুমারের মনে হইল, সে এখন ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেই ত আর "ছোট সাহেবকে" প্রতারণা করা চলিবে না।

মণিকা ভাবিল, পিতার এই কথার পর সে কেমন করিয়া তাঁহার নিকট সত্য প্রকাশ করিবে?

কথায় কথায় বেলা প্রায় দশটা বাজিল।

"ছোট সাহেব" বহুদিন ট্রেণে উঠেন নাই—রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই। আহারের পর সোফায় বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি যখন উঠিলেন, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "চল, বাড়ীর ঘরগুলা দেখে আসি।"

মণিকাই সর্ব্বাগ্রে চলিল—সরলকুমার "ছোট সাহেবের" সঙ্গে তাহার অনুসরণ করিল।

সরলকুমারের বসিবার ঘর, মণিকার বসিবার ঘর, বারান্দা, শয়নকক্ষ দেখিয়া—সাজসজ্জার প্রশংসা করিয়া তিনি শয়ন-কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ঘর?"

তিনিই কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন—দ্বার মুক্ত হইলে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সে-ও একটি শয়নকক্ষ! কক্ষে একখানি ক্ষুদ্রায়তন খাটে শয্যা। কক্ষপ্রাচীরে মণিকার তৈলচিত্র।

"ছোট সাহেব" বলিলেন, "তোমরা বুঝি মনে করেছিলে আমি দু'এক দিন থাকতে পারব—তাই আমার জন্য এই ঘর ঠিক ক'রে রেখেছ?"

মণিকা দেখিল, সরলকুমার এমন ভবে হাসিল যে তাহাতে মনে হয়, তাহাই বটে।

"ছোট সাহেব" সরলকুমারকে বলিলেন, "আমার জন্য যে ঘর ঠিক ক'রে রেখেছ, তাতে মণিকার ছবি এনে রাখা খুবই চমৎকার হয়েছে। কিন্তু—মণিকা, তোমার মা'র ছবি কোথাও দেখতে পেলাম না কেন?"

মণিকা বলিল, "সে ছবি বাগানে আছে।"

"সেটা ঠিক হয়নি।"

মণিকা বিব্রত হইল দেখিয়া সরলকুমার বলিল, "আজকাল আমরা প্রায়ই বাগানে থাকি—বড় ভাল বোধ হয়। তাই মণিকা ছবিখানি সেখানে নিয়ে গেছেন।"

"কিন্তু বৈঠকখানায় তা'র স্থান শূন্য রাখা ভাল দেখায় না। সেখানি এখানেই এনে রেখ।

বলিতে বলিতে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। সরলকুমার ও মণিকা যেন স্বস্তি অনুভব করিল।

মণিকা দেখিয়াছিল, ছবির নিম্নে ব্রাকেটের উপর একখানি কার্ডে কয় ছত্র কবিতা লিখিত ছিল। সে পড়িল—

> তুমি আজ দূরে আছ, মানস বাসিনী;
> শুনিবে না—বেদনার ব্যথিত কাহিনী।
> আমি আজ স্মৃতি-সাথী—সে স্মৃতি তোমার;
> তুমি ছাড়া কে ঘুচাবে মোর হাহাকার?

তাহার মনে হইল, সে কি ভুলই করিয়াছিল!

অপরাহ্ণে যখন সকলে বাগানে গমন করিলেন, তখন বাগান দেখিয়া, "ছোট সাহেব" বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "দেখে বুঝতে পারলাম, কেন তোমরা বাগানে থাক্‌তে ভালবাস। চমৎকার বাগান! বাঙ্গলোখানি যে একেবারে আমার আগ্রার বাঙ্গলোর মত!"

সরলকুমার বলিল, "মণিকা বরাবর ঐ রকম বাঙ্গলোয় ছিলেন ব'লে, আমি এখানা আগ্রার বাঙ্গলোর মত ক'রে রেখেছি।"

বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া "ছোট সাহেব" বলিলেন, "সব স্বামী যদি তোমার মত বিবেচক হয়, তবে সংসার কখন দুঃখের হ'তে পারে না। মণিকা, তুমি স্বামীর উপযুক্ত হয়েছ ত?"

আজ মণিকার মনে হইল, সত্যই সে উপযুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু এখন উপায় কি?

বাগানে বেড়াইয়া সকলে বাড়ী ফিরিলেন।

তখন আকাশের প্রাঙ্গণে ক্রমে মেঘসমাগম হইতেছিল।"

সন্ধ্যার সময় হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু "ছোট সাহেবকে" যাইতেই হইবে। তিনি চিন্তিত হইলেন দেখিয়া সরলকুমার বলিল, "বন্ধ গাড়ীতে যেতে কোন কষ্ট হ'বে না; একটু আগে বেরুলেই হ'বে।"

তাহাই হইল—সন্ধ্যার পরই "ছোট সাহেবের" আহার্য্য দেওয়া হইল এবং তাহার সঙ্গে সরলকুমারের ও মণিকার আহার শেষ হইলেই সকলে গাড়ীতে যাত্রা করিলেন। বেণী ট্যাক্সিতে "ছোট সাহেবের" ভৃত্যকে ও জিনিষ লইয়া গেল।

ট্রেণের কামরায় স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভৃত্য তাহাতে "ছোট সাহেবের" শয্যা পাতিয়া দিল। যখন ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইল, তখন "ছোট সাহেব" কন্যা-জামাতার নিকট বিদায় লইলেন; তাহারা প্রণাম করিয়া নামিয়া আসিল।

বেণী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এক বার এসে মেয়ের কাছে কিছু দিন থাকতে হ'বে।"

"ছোট সাহেব" হাসিয়া বলিলেন, "সে ত ভাগ্যের কথা, বেণী।"

গাড়ী যখন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখনও বৃষ্টি হইতেছে, তবে তাহার বেগ হ্রাস হইয়াছে।

মণিকার মনের মধ্যে যেন সব গোল হইয়া যাইতেছিল। সে কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে মনে করিল, বাগানে ফিরিয়া স্থির হইয়া সব ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবে। সে বলিল, "আমার কি ভয়ই হয়েছিল—পাছে বাবা জান্‌তে পারেন।"

সরলকুলার ভাবিতেছিল—কি বলিবে?

মণিকা তাহার ভাব দেখিল; বলিল, "আমি এখন যাই।"

"বৃষ্টি ছাড়েনি।"

"তা'তে অসুবিধা হ'বে না। বেণী কাল আমার জিনিষগুলা দিয়ে আস্‌বে।"

সে সোপানের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার চরণ কম্পিত হইতেছে—সে হয়ত পড়িয়া যাইবে।

সমস্ত অভিমান—আপনার উপর অবিচারের সব কথা ভুলিয়া সরলকুমার বলিল, "তুমি, বোধ হয়, এখনও বুঝতে পারনি, আমার কোন অপরাধ নাই?"

মণিকা বলিবার চেষ্টা করিল, "পেরেছি।" কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে কথা বাহির হইল না। তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

সরলকুমার তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। মণিকা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল। সংযমে অভ্যস্তা মণিকা অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনাকে সংযত করিল এবং এ বার সে বলিল—"অপরাধ আমার—আমিই ভুল করেছি—ক্ষমা আমাকেই চাইতে হচ্ছে।—"

সরলকুমার তাহার মুখ তুলিয়া তৃষিত চুম্বনে তাহার কথা বন্ধ করিয়া দিল।

মণিকা বলিল, "চল, আমরা বাগানে গিয়ে মা'র ছবিখানি নিয়ে আসি।"

সরলকুমার বলিল, "আজই?"

"বাবার তা'ই ইচ্ছা।"

"চল।"

তাহারা যখন নামিয়া যাইতেছিল, তখন বেণী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; বলিল, "বৌদিদি, তোমার যাওয়া হ'বে না। এই পাহাড়ে ঝড়ে আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

মণিকা বলিল, "বেণী, আমরা মা'র ছবিখানি আনতে যাচ্ছি।"

উত্তেজিতভাবে বেণী বলিল, "তোমাকে যেতে হ'বে না। বৃষ্টি কম্‌লেই আমি গিয়ে ছবি নিয়ে আসব।"

ফিরিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া সরলকুমার ও মণিকা সোফায় বসিল। সরলকুমার হাসিয়া মণিকার দিকে চাহিলে মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

সরলকুমার বলিল, "দেখ্‌ছি, পাহাড়ে ঝড় কেটে গেছে কি না?"
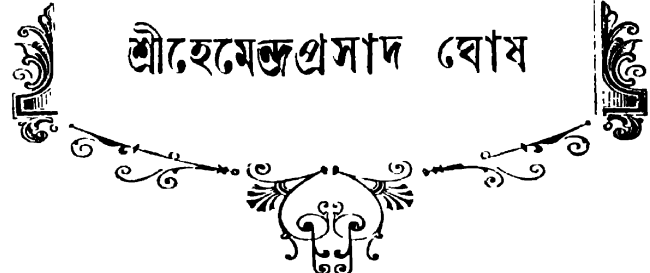
মণিকা হাসিল—তাহার গালে টোল পড়িল। সে বলিল, "পাহাড়ে ঝড়ই বটে।"

সমাপ্ত

তুষানল

[উপন্যাস]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

তুষানল

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিনের আলো, প্রভাতের বাতাস এবং পাখীর গান যখন মুক্ত বাতায়নপথে কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন দুশ্চিন্তায় সতীনাথের হৃদয় এবং অনিদ্রায় তাহার চক্ষুর পাতা ভারি হইয়া ছিল। যাহাকে "যমে মানুষে লড়াই" বলে সমস্ত রাত্রি সে কক্ষে তাহাই চলিয়াছিল। যে ব্যাধি চিকিৎসকদিগের নিদান-নির্ণয়-চেষ্টক ব্যর্থ এবং ঔষধকে উপহাস করিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহার পত্নী সুরমাকে কঙ্কালসার করিয়া তুলিতেছিল, পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নের পরই তাহার আক্রমণে সুরমা রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখনই সংবাদ পাইয়া সতীনাথ আদালত হইতে চলিয়া আসিয়াছিল এবং ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী আনাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তারের কোন ঔষধেই রোগিণীর রোগ-যন্ত্রণার উপশম হয় নাই। শেষে বেদনায় যখন সে থাকিয়া থাকিয়া সংজ্ঞা হারাইতে আরম্ভ করে, তখন সতীনাথেরই অনুরোধে যন্ত্রণাবোধ নিবারণ করিবার জন্য ডাক্তার রোগিণীর দেহে সূচ বিদ্ধ করিয়া অহিফেন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাহার পর সুরমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ শয্যায় যেন এলাইয়া পড়িয়াছিল। সে ঔষধের প্রভাবে, কি শ্রান্তির অবসাদে কি জীবনীশক্তির অভাবে সতীনাথ তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তাই ডাক্তার তাহাকে যাইয়া শয়ন করিতে বলিলেও সে পত্নীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করে নাই, পরন্তু ডাক্তারকেই পার্শ্বের ঘরে যাইয়া শয়ন করিতে বলিয়াছিল—প্রয়োজন বুঝিলে সে ডাকিয়া আনিবে। সমস্ত রাত্রি সে সুরমার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। এক এক বার তাহার মনে হইতেছিল, বুঝি সুরমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে—বক্ষের স্পন্দনে গাত্রাবরণ আর কম্পিত হইতেছে না। সে তখনই তাহার শিথিল হাতখানি তুলিয়া লইয়া তাহার "নাড়ী দেখিতেছিল"; এক এক বার—মানসিক চাঞ্চল্যের প্রাবল্যে—যেন নাড়ীর স্পন্দনও অনুভব করিতে পারিতেছিল না, তখন রোগীর নাসিকার সম্মুখে হাত লইয়া নিশ্বাসপতন অনুভব করিতেছিল। এইভাবে রাত্রি কাটিয়াছে; উৎকণ্ঠার—আশঙ্কার—দুশ্চিন্তার রাত্রি বড় দীর্ঘ—মুহূর্ত্ত যেন ঘণ্টার দৈর্ঘ্য পায়। কখন যে সে দীর্ঘ রাত্রি শেষে শেষ হইয়াছে, তাহা সতীনাথ বুঝিতেও পারে নাই। এখন সে চাহিয়া দেখিল, দিনের আলোয় ঘরের মধ্যে দীপশিখা সুরমার রূপেরই মত ম্লান হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বের ঘর হইতে নিদ্রিত ডাক্তারের মৃদু মৃদু নাসিকা গর্জ্জন শুনা যাইতেছে; রোগীর কাছেই শুশ্রূষাকারিণী চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

সতীনাথ একবার শঙ্কিত—সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সুরমার দিকে চাহিল। সুরমা তেমনই অবসন্ন ভাবে পড়িয়া আছে—চক্ষু মুদিত—মুখে যন্ত্রণাব্যঞ্জক ভাব যেন স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত।

সতীনাথ অতি ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল—সাবধানে পা টিপিয়া যাইয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিল, তাহার পর অগ্রসর হইয়া মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাহিরে শরতের আকাশ প্রভাতের আলোকে নীলাভ-ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে; পূর্ব্ব দিকে ঘনপত্র আম্র-তরুর পত্রান্তরালমধ্য দিয়া প্রথম রবিরশ্মিতে সমুজ্জ্বল আকাশ দেখা যাইতেছে—যেন আকাশ রৌপ্যপত্রের মত চিক চিক করিতেছে; বাতায়নের নিম্নে ক্ষুদ্র শেফালী তরুটির ঘনশ্যাম পত্রের মধ্যে শ্বেতকুসুমের শোভা—কত ফুল ঝরিয়া বৃক্ষতলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল বাতাস সতীনাথের তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া যেন তাহার জ্বালা জুড়াইয়া দিতে লাগিল। বাহিরে আবার জীবনের আরম্ভ; আর কক্ষমধ্যে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ ফিরিল—আর এক-বার শয্যায় পত্নীর দিকে চাহিল। তাহার পর পাছে আলোকে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হয় বলিয়া ধীরে ধীরে—নিঃশব্দে বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিল।

ঘর হইতে বাহির হইয়া সতীনাথ ডাক্তার যে ঘরে ঘুমাইয়াছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে তুলিয়া দিল। ডাক্তার এক বার উঁকি দিয়া রোগিণীকে দেখিলেন এবং বলিলেন, "বেশ ঘুমাইতে-ছেন।" ইহার অধিক আর কিছুই তাঁহার বলিবার

ছিল না। তিনি ভিজিটের টাকা লইয়া প্রস্থান করিলে সতীনাথ স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল।

সে স্নান করিয়া নিম্নতলে আসিলে ভৃত্য চা প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিয়া আনিল। সে চা ঢালিতেছে এমন সময় দ্বারের পাশ হইতে এক জন উঁকি দিয়া দেখিল। সে—সতীনাথের মুহুরী যশোদা রায়।

চা-পান যদি "নেশা" বলা যায়, তবে সতীনাথের নেশার মধ্যেই চা-পানই ছিল; আর সেই জন্য তাহার আয়োজনও ভাল ছিল। চা'র সরঞ্জাম ভাল ছিল, চা সর্ব্বদাই "তরিবদ" করিয়া প্রস্তুত করা হইত। প্রথম প্রথম সে আপনিই চা প্রস্তুত করিত; শেষে সুরমা সে ভার লইয়াছিল এবং সে ভার লইবার সঙ্গে সঙ্গে চা'র সঙ্গে অন্য খাবারেরও আয়োজন হইয়াছিল। আজ কয় মাস হইতে সুরমা অসুস্থ; তবুও যে দিন সে পারিত শয্যার পার্শ্বে টেবলে চা করিয়া দিত—খাবার আপনি সাজাইয়া দিত। কিন্তু যত দিন যাইতেছিল, তত তাহার পক্ষে সে কাযটুকু করাও দুষ্কর হইয়া উঠিতেছিল। সতীনাথকেই এখন চা করিয়া লইতে হয়—চাকরের হাতে সে চা করিবার ভার দিতে পারে না। কিছুদিন হইতে সে জিদ করিয়া সুরমাকে চা পান করাইত। আজও অন্য দিনের মত, অভ্যাস বশে, সে দুই পেয়ালা চা ঢালিল; তাহার পর তাহার মনে পড়িল, সুরমা অজ্ঞান অবস্থায় শয্যায় রহিয়াছে। সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল! আপনি চা পান শেষ করিয়া সুরমার জন্য এক পেয়ালা চা লইয়া সে উপরে গেল। সুরমা তেমনই ভাবে রহিয়াছে—নিদ্রিত কি অজ্ঞান বুঝা যায় না। চা'র পেয়ালাটি শয্যার পার্শ্বে টেবলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে আবার সুরমার হাতখানি সাবধানে তুলিয়া লইল—"নাড়ী দেখিল।" এখন নাড়ীর গতি স্বাভাবিক বোধ হইল।

আবার ধীরপদক্ষেপে সতীনাথ কক্ষ ত্যাগ করিল এবং নিম্নতলে যাইয়া আপনার বসিবার ঘরে বসিল। যশোদা রায় অপেক্ষা করিয়া ছিল—সতীনাথ বসিলে এক বাণ্ডিল কাগজ—নথিপত্র আনিয়া বলিল, "চৌধুরীদের মামলা আজ প্রথম আদালতেই উঠিবে।"

সতীনাথ তাহা জানিত—মামলা করিতে করিতে স্ত্রীর অসুখের সংবাদ পাইয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার চরিত্রমাধুরী, বিদ্যা, সৌজন্য—এই সকল কারণে সে বিচারকদিগের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল—তাহার রুগ্না পত্নীর পীড়ায় তাঁহারাও তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাই মামলা মুলতবী রাখা সম্ভব হইয়াছিল। নহিলে এমন মামলা মুলতবী থাকে না। কেন না, তাহার মক্কেলরা তাহার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে নির্ভর করিলেও অপর পক্ষ হাইকোর্ট হইতে ব্যারিষ্টার আনাইয়া মামলা চালাইতেছিলেন। সতীনাথ জানিত, মামলা আজ আর মুলতবী থাকিবে না। বিশেষ যে মক্কেলরা তাহার উপরই নির্ভর করিয়াছে, সে কিরূপে ব্যক্তিগত কারণে তাহাদের স্বার্থহানি করিবে?

তাহার মনের এই যে ভাব, ইহা চতুর যশোদা রায় বিশেষ জানিত। তাই সে প্রয়োজন হইলেই তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিত। আজও সে তাহাই করিল—সতীনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া বলিল, "তাহারা ভয় পাইতেছে—আপনি ভাল করিয়া না দেখিলে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। ব্যাপারটা ত সোজা নহে—এ মোকার্দ্দমায় হারিলে অত বড় ঘরের ছেলেরা পথের ভিখারী হইবে।"

সে কথা সতীনাথ খুবই জানিত। এ মামলায় হারিলে পৈত্রিক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহার মক্কেলদিগের হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে—বার্ষিক প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আয় কমিবে। আর এমন মামলায়ও তাহারা তাহার মত এক জন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক উকীলের উপর নির্ভর করিয়া আছে। সে সবই সে জানে কিন্তু মনের ও শরীরের যে অবস্থা তাহাতে যে আর কায করিতে উৎসাহ হয় না! সুবিধার মধ্যে—মোকর্দ্দমার কাগজপত্র সে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিল—সব কথাই তাহার নখদর্পণে ছিল। সে বাণ্ডিলের ফিতা খুলিয়া কাগজপত্র দেখিতে আরম্ভ করিল।

তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া মুচকি হাসিয়া যশোদা রায় সে স্থান ত্যাগ করিল। কাহারও কাহারও মুখে হাসিও বিকট দেখায়, যশোদা রায় সেই জাতীয় মুখের অধিকারী। তাহার দেহে সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের অভাব বলিলেই সকল কথা বলা হয় না—সে দেহের কুশ্রীই লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাথায় টাক—চিক্কণ, মধ্যে মধ্যে মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত দুই এক গাছা চুল; বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ—কিন্তু চিকণ নহে, রুক্ষ; দেহ মাংসল—লোমাবৃত; চক্ষু দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং রক্তাভ; নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত; গুম্ফ সম্মার্জ্জনীপরাজয়ী। তাহার দক্ষিণ বাহুতে একখানি বৃহৎ কবচ। যশোদা রায়ের পূর্ব্বেতিহাস বা বর্ত্তমান কথা বড় কিছু জানা যায় না। কোন কোন জীব যেমন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় উপায়ে আসিয়া কোন প্রাণীর দেহে সংলগ্ন হয়—

যশোদা রায় তেমনই কোনরূপে সতীনাথের শ্বশুরের কাছে কায করিতে আসিয়াছিল এবং তাঁহার কাযে লাভ না হইলেও আপনি কখন লোকশান ভোগ করে নাই। ইহা অবশ্যই তাহার চতুরতার ও বিষয়বুদ্ধির পরিচায়ক। তাহার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একটি বিবৃত করিলে পাঠক তাহার চরিত্র বুঝিবার সুবিধা পাইবেন। লোককে ঠকান সে দোষ বলিয়া মনে করিত না; পরন্তু বুদ্ধির পরিচায়ক মনে করিত। সে সর্ব্বদাই বলিত—

"জেনে রেখ, এ জগতে সকলেই গরু;
যে যা'রে ঠকাতে পারে সে-ই তাঁর গুরু।"

একটি অচল টাকা লইয়া সে বাগবাজার হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বিনাটিকিটে ট্রামে যাইতে পারে। ট্রামে কিছুদূর যাইয়া টিকিট লইবার সময় অচল টাকা দেখিয়া কণ্ডাক্টর তাহা লইতে অস্বীকার করিলে সে বলে, "কেন, বাপু, এ কি রূপা নহে?" কণ্ডাক্টর তর্ক করিলে সে'ও তর্ক করে—শেষে তর্ক করিতে করিতে অনেক দূর যাইয়া বলে—"যদি টাকাটা একটু 'সুরবদ্ধই' হয়—তা'তেই কি আর চলে না? টাকা চলে না! তা' তুমি যখন শুনিবেই না, তখন বাঁধ ট্রাম।" নামিয়া সে পরের ট্রামে আরোহণ করে এবং পূর্ব্ববৎ তর্কবিতর্কে আরও অনেকটা পথ চলিয়া যায়। এইরূপে চারি বা পাঁচ বার গাড়ী বদল করিলেই বিনা টিকিটে বাগবাজার হইতে হাইকোর্টে পৌছান যায়। তাহাতে অনেকটা সময় যায় বটে; কিন্তু পাঁচপাঁচটা পয়সা বাঁচিয়া যায়। তাহার বিবেচনায়, সেটা কি কম লাভ? কারণ, "মাটীতে কিল মারিলে কি পয়সা পাওয়া যায়?" সে বলিত, "দুনিয়া টাকার বশ—'কড়িতে বাঘের দুধ মিলে' তাইত চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ।" সে বাল্যকালে 'শিশুবোধকে' দাতাকর্ণের উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে চাণক্যশ্লোক পাঠ করিয়াছিল; তাহার পর তাহার বিদ্যা আর অধিক অগ্রসর না হইলেও বুদ্ধিটা বিশেষ তীক্ষ্ণ হইয়াছিল।

সতীনাথ উকীল হইয়া যখন পশ্চিমে ওকালতী করিতে আইসে তখন সরলপ্রকৃতি জামাতার বিষয়বুদ্ধির অভাব পূরণ করিবার জন্য তাহার শ্বশুর প্রতুলচন্দ্র তাঁহার এই চতুর কর্ম্মচারীটিকে জামাতার সঙ্গে দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ব্যবসার ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাই যশোদা রায়ও সাগ্রহে "জামাইবাবুকে" "বাবু" পদে উন্নীত করিয়া সতীনাথের সঙ্গে—তাহার মুহুরী, দালাল, সরকার প্রভৃতি হইয়া আসিয়াছিল।

যে আশায় প্রতুলচন্দ্র জামাতার সঙ্গে যশোদা রায়কে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা অপূর্ণ থাকে নাই। একাধারে সতীনাথের মুহুরী, দালাল, সরকার প্রভৃতি হইয়া যশোদা রায় তাহার পশার পত্তনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পশার পত্তন করিতে প্রথমে একটু দোকানদারীর প্রয়োজন যে হয় না, তাহা নহে। যশোদা রায় তাহা খুবই বুঝিত; কিন্তু তাহাতে সতীনাথের অত্যন্ত আপত্তি ছিল। যশোদা রায় সেদিকে একটু ইঙ্গিত করিলেই সতীনাথ বিরক্তি জ্ঞাপন করিত। যশোদা রায় কিন্তু "কাঁচাবয়সী" সতীনাথের বিরক্তিতে বিরত হইবার লোক নহে। বিশেষ সতীনাথের পশার না জমিলে তাহারও বিদেশে আসা বৃথা; সে ত আর মাসিক কুড়ি টাকা বেতন পাইবার আশাতেই বিদেশে আইসে নাই! সে বলিত, "বাবু ব্যবসার কি বুঝেন? বোধ কর, শাস্ত্রে বলে, চেষ্টা না করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। সিংহ ত পশুরাজ, কিন্তু সে যদি ঘুমাইয়া থাকে, তবে পথ ভুলিয়া ইন্দুরটাও তাহার মুখে প্রবেশ করে না। তাহাকেও শিকার সন্ধান করিয়া লইতে হয়। বোধ কর, চেষ্টা করিতেই হয়।"—ঐ "বোধ কর" তাহার কথার মাত্রা বা মুদ্রাদোষ ছিল। সে সুরমাকেও বুঝাইয়াছিল, "বাবু" যাহাই কেন বলুন না, "কর্ত্তাবাবু" অর্থাৎ প্রতুলচন্দ্র তাহাকে যখন "বাবুর" হিত দেখিতে পাঠাইয়াছেন তখন সে যাহা ভাল বুঝিবে, তাহা করিবেই। সে বাছিয়া একজন "পশ্চিমা" মুহুরী নিযুক্ত করে এবং উভয়ে মিলিয়া ব্যবসার দোকানদারী কাযটা এমন সুসম্পন্ন করিতে থাকে যে, সতীনাথের বাড়ীতে মক্কেল আসিতে আরম্ভ করে। এক বার মক্কেল আসিতে আরম্ভ করিলে সতীনাথের সাফল্যলাভে আর বিলম্ব হয় নাই। কারণ, সতীনাথ তাহার দক্ষতা দেখাইবার সুযোগ পাইলেই লোক বুঝে, সে "জবর উকীল" বটে; যেমন "বহুত ব'লনেওয়ালা", তেমনই নাছোড়বান্দা—আবার তেমনই জেরায় সরেস ও নজীরে ব্যুৎপন্ন। তখন দেখিতে দেখিতে সতীনাথের পশারের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ফলে যশোদা রায় যে আশায় বিদেশে আসিয়াছিল তাহার সে আশা পূর্ণ হয়। সতীনাথ যে সব স্থলে দয়াপরবশ হইয়া কম "ফিসে" কায করিত, যশোদা রায় সে সব স্থলেও তাহার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইত, বরং ষোল আনার স্থলে আঠার আনা লইত। সে বলিত, "বোধ কর, বাবুকে ত কমই দিল; তবে আমাকে দু'পয়সা বেশী দিবে না কেন?"

যশোদা রায় সঙ্গে থাকায় সুরমার যে অনেকটা সুবিধা না হইয়াছিল, এমন নহে। যে বিদেশে "বের" না বলিলে কুল বুঝান যায় না, কাঠ চাহিলে "লকড়ী" আনিতে বলিতে হয় সেই বিদেশে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় সংসারের গৃহিণী হইয়া আসিলে ঐরূপ এক জন লোকের বিশেষ প্রয়োজন হয়। "রায় মহাশয়ের" কাছে তাহার লজ্জা করিবার কোন কারণ ছিল না; কেন না, যশোদা রায় শৈশব হইতে তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে—শ্লেটপেন্‌সিল হইতে লজেঞ্জেস পর্য্যন্ত কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। পুরুষরা মনে করেন, সংসার চালান অত্যন্ত সহজ কায; যত কঠিন কায —আফিস বা আদালত করা, অর্থ উপার্জ্জন করা। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সংসারের কায কমও নহে—সহজসাধ্যও নহে। তাহাতে বিরক্তির কারণ যথেষ্ট আছে; সামান্য ত্রুটিতে সব বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। দাঁত থাকিতে কেহ যেমন দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না, গৃহিণী থাকিতে তেমনই লোক গৃহিণীর মর্য্যাদা বুঝে না। কিন্তু সংসারে আর সব থাকিলেও এক গৃহিণীর অভাবে লোক অন্ধকার দেখে; খরচ বাড়িয়া যাইলেও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না—গৃহ শ্রীহীন, সংসার লক্ষ্মীছাড়া হয়। সেই সংসারের শত কাযে সুরমার যশোদা রায়কে প্রয়োজন হইত। তাহাকে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই সংসারের ভার লইয়া স্বামীর সঙ্গে বিদেশে আসিতে হইয়াছিল; কেন না স্বামীর সংসারে আর কেহ ছিলেন না; স্বামী কায লইয়া ব্যস্ত—সংসারের দরকার অদরকার বুঝিতেন না, বুঝিতে চাহিতেনও না।

সতীনাথ কাগজ দেখিতে বসিলে যশোদা রায় চলিয়া গেল—হিন্দুস্থানী মুহুরী তথায় ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কাগজ দেখা হইতেছে ত? যশোদা রায় জয়ীর হাসি হাসিল; সে মুখে হাসি—যেন চিতালোকে শ্মশান উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "হাঁ। বাবু কাগজ দেখতা হ্যায়। বোধ কর, না দেখনেছে চলেগা কেমন করুকে?"

এ দিকে কাগজ দেখিতে দেখিতে সতীনাথ দুই বার উঠিয়া সুরমাকে দেখিতে গেল। দ্বিতীয় বার যাইয়া সে দেখিল, সুরমা জাগিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ব্যথা আর নাই। সতীনাথ বলিল, "চা একেবারে জুড়াইয়া গিয়াছে—আর এক পেয়ালা করিয়া দিব?" সুরমা বলিল, "না। আর চা খাইব না।"

বেলা ৯ টার পূর্ব্বেই ডাক্তার আবার আসিলেন; ঔষধ পথ্যের যথারীতি ব্যবস্থা করিতেও ত্রুটি করিলেন না।

ডাক্তার চলিয়া গেলে ভৃত্য আসিয়া সতীনাথকে জানাইল, সুরমা ডাকিতেছে। সতীনাথ তাহার কাছে যাইলে সুরমা বলিল, "আজ ত তোমার মোকর্দ্দামা আছে?"

সতীনাথ বলিল, "হাঁ।" সে জানিত না, ইহার মধ্যেই যশোদা রায় আসিয়া সুরমাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া গিয়াছে।

তখন সুরমা পাচককে, দাসীকে ডাকিয়া তাহার আহারের সব ব্যবস্থা করিতে লাগিল। সতীনাথ যত বলিতে লাগিল, "সে জন্য তুমি ব্যস্ত হইও না" সে তত ব্যস্ত হইতে লাগিল এবং ব্যস্ততায় আপনার পথ্যের ব্যবস্থা বিষয়ে একেবারেই অমনোযোগী হইল। তখন সতীনাথই শুশ্রূষাকারিণীকে ডাকিয়া রোগিণীর পথ্যের ব্যবস্থা করিতে বলিল।

তাহার পর যথাকালে সুরমার ঘরেই সতীনাথের আহার্য্য সজ্জিত হইল। সুরমা শয্যা গ্রহণ করা পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা হইয়াছিল; স্বামীর আহারের সময় আপনি উপস্থিত থাকিতে না পারিলে সুরমার তৃপ্তি হইত না—মনে হইত, স্বামীর খাওয়া হইল না।

আহারের পর কাছারীর কাপড় পরিয়া আদালতে যাইবার সময় সতীনাথ আসিয়া শুশ্রূষাকারিণীকে বলিয়া গেল, "যদি শরীর খারাপ বোধ হয়, তখনই আমার কাছে যেন খবর পাঠান হয়।"

সতীনাথ চলিয়া গেলে সুরমা ভাবিতে লাগিল। তাহার অসহায় অবস্থা ও তাহার প্রতি স্বামীর স্নেহ—ভালবাসা মনে করিয়া সে আজ আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া শুশ্রূষাকারিণী শঙ্কিতা হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি ব্যথা বোধ হইতেছে? বাবুকে খবর দিব?" সুরমা বলিল, "না।"—এ যে ব্যথা সে যে বুকের মধ্য হইতে, বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছে। এ ব্যথার তুলনায় তাহার ব্যাধির ব্যথাও যেন তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। রোগশয্যায়—এমনই অবস্থায় তাহাকে কত কাল এই ব্যথা সহ্য করিতে হইবে?

সুরমার নেত্রে অশ্রু উথলিয়া উঠিল—সে আহত শিশুর মত কান্দিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে লেখক লিখিয়াছেন, "যৌবন অতি বিষম কাল," তিনি বোধ হয়, যৌবন অতিক্রম করিয়া

যৌবনের উপর অভিমানবশে বার্দ্ধক্যে তেমন কথা লিখিয়াছেন; নহিলে, নিদাঘের তপ্তশ্বাসে যখন প্রকৃতির শ্যাম শোভা শুকাইয়া যায় তখন ত বসন্তের সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত হওয়াই স্বাভাবিক। যৌবন জীবনের বসন্ত—হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এই সময় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যে প্রেম নীরসকেও সরস করে সে প্রেম যৌবনপুষ্পিত হৃদয়ে বিকশিত হয়। যৌবনে মানুষ শত-আশা-মুকুলিত হৃদয়ে সুখের সংসার সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। তাহার প্রেমের অবলম্বন সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন মানুষের মনে হয়, যেন সুখের স্বপ্ন সফল হইল—যেন অশরীর আনন্দ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আসিল। তাই যখন প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন হৃদয়ের সব আশা তাহাকেই বেষ্টন করে। সম্ভব—অসম্ভব আদর্শ মিশাইয়া মানুষ তাহার প্রথম সন্তানকে "মানুষ" করিবার চেষ্টা করে। সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু তবুও সে চেষ্টা করে।

প্রথম সন্তান সুরমা জন্মগ্রহণ করিলে প্রতুলচন্দ্রও সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় একটু বৈশিষ্ট্যও যে না ছিল, এমন নহে। প্রতুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান হয় নাই—কনিষ্ঠ তখনও অকৃতদার। সেই সংসারে প্রথম সন্তান সুরমা যখন আবির্ভূত হইল, তখন পিতামহী সূতিকাগারেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন; যে কেহ বলিল, "তা বেশ, তবে যদি ছেলেটি হইত!" তিনি তাহাকেই বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ কর, বাঁচিয়া থাকুক; ও কি মেয়ে? ও ছেলে।" নিঃসন্তান জ্যেঠাইমা সন্তানজননী সুরমার মা'র প্রতি ঈর্ষ্যা পোষণ করিয়াছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু তাহার কাছে সুরমা তাহার পিতামহীর আদরের মত আদরই পাইয়াছিল। ঠাকুরমা, জ্যেঠা, জ্যেঠাই, কাকা—চারি জনের জন্য সুরমা তাহার মা'র কাছে বড় থাকিতেই পাইত না। প্রতুলচন্দ্র ভয় করিতেন—পাছে অতিরিক্ত আদরে মেয়ে তাঁহার কল্পিত আদর্শের অনুরূপ না হয়। সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতেন; এমন কি, তাঁহার সতর্কতা সময় সময় সন্দেহের আকারে সুরমার জ্যেঠাজ্যেঠাইকে যে আঘাতও করিত না এমন নহে।

সুরমার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলেই প্রতুলচন্দ্র তাহার বিদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদিগের স্কুল বাড়ীর কাছেই ছিল; কিন্তু তাহাতে মেয়েকে পাঠাইতে প্রতুলচন্দ্রের আপত্তি ছিল—তাই তিনি তাহাকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী একটি স্কুলে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। মেয়ে অতটা দূরে স্কুলে যাইবে, ইহাতে প্রতুলচন্দ্রের মাতা ও ভ্রাতার আপত্তি করিলেন—সুরমার মাতাও সেই আপত্তিতে যোগ দিলেন। এ বার প্রতুলচন্দ্রকে সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে হইল। বাড়ীতেই সুরমার পড়িবার ব্যবস্থা হইল—বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন, প্রতুলচন্দ্র আপনিও পড়ানর তত্ত্ব লইতে লাগিলেন।

মেয়েকে বিদ্যাদানে প্রতুলচন্দ্রের এই যে উৎসাহ ইহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সুরমার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার চার পুত্র এবং সুষমা, রমা, নিরুপমা ও অনুপমা চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ততদিন প্রতুলচন্দ্রের ছেলে-মেয়েদিগকে তাহার কল্পিত আদর্শের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার উৎসাহ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল এবং সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাটে তিনি সেদিকে মন দিবার সময়ও পাইতেন না। ফলে পরের মেয়েরা ত পরের কথা—ছেলেরাও আশানুরূপ শিক্ষিত হয় নাই এবং প্রতুলচন্দ্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুরমাই সর্ব্বাপেক্ষা মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সামাজিক গুণসম্পন্ন হইয়াছিল। গুণে যেমন রূপেও তেমনই সে প্রতুলচন্দ্রের সন্তানদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহার ছেলেমেয়ে সকলেই সুন্দর—ছেলেমেয়েরা যখন মা'র কাছে থাকিত, তখন দেখিয়া লোক বলিত, "যেন এক গাছ ফুল ফুটিয়া আছে—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।" এই সব সুন্দর ছেলেমেয়ের মধ্যে সুরমার সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না। আবার তাহার বুদ্ধি যেমন প্রখর, ধৈর্য্য, স্নেহ, কার্য্যে মনোযোগও তেমনই অধিক। এই সব কারণে সে সকলেরই প্রিয় ছিল। যে পিতামহী এক দিন তাহার কথায় বলিয়াছিলেন—"ও ছেলে" তিনিই তাহার ভ্রাতাভগিনীদিগের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া বলিতেন, "সুরো যদি মেয়ে না হইয়া ছেলে হইত! ও শ্বশুরের কুল উজ্জ্বল করিতে পারিত। বৌমা'র আমার প্রথম গর্ভই সেরা; আর কেহ অমন হইল না। ছেলে ত নয় যেন রাঙ্গামুলা।"

সকলের আদরের মধ্যে সুরমা বাড়িয়া উঠিল—ক্রমে দ্বাদশ বৎসরে পা দিল।

তখন সুরমার বিবাহের কথা উঠিল। পিতামহী কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিবাহ দিতে বলিতেছিলেন; এখন প্রতুলচন্দ্র সত্যসত্যই সে বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। বাড়ীতে ঘটক-ঘটকীর গতায়াত আরম্ভ হইল। ভাল ভাল সম্বন্ধই আসিতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্রের বন্ধুবান্ধবরা বলিতেন, "এ মেয়ের বিবাহে

বিন্দুমাত্র ভাবিতে হইবে না—মেয়ের যেমন রূপ, তেমনই গুণ।”

বাস্তবিক সে মেয়েকে বধূ করিবার জন্য অনেকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন ; কেন না, তেমন রূপ সত্যসত্যই দুর্ল্লভ ; তাহার পর তখন প্রতুলচন্দ্রের ব্যবসাও ভাল চলিতেছিল—তিনি যে মেয়েজামাইকে ভাল করিয়াই যৌতুক দিবেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কিছুতেই ঘরবর প্রতুলচন্দ্রের পসন্দ হইতেছিল না। যে সব সম্বন্ধ অন্য লোক প্রলোভনীয় মনে করে, সে সব সম্বন্ধও যখন প্রতুলচন্দ্র অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়কুটুম্বরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দাদার কাছে কেহ কোন সম্বন্ধের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, “জিজ্ঞাসা কর ঐ মেজ বাবুকে —আমরা কিছু জানি না। তিনি, বোধ হয়, জামাই করিবার জন্য তিলোত্তমার ফরমাইশ দিয়াছেন; হঠাৎ এক দিন তাহার আমদানী হইবে।” কেহ বা বলিতেন, “লোক কথায় যাহা বলে মেয়েটির দেখিতেছি তাহাই হইবে—

অতি বড় ঘরণী না পা'ন ঘর ;
অতি বড় সুন্দরী না পা'ন বর।”

কিন্তু যিনি যাহাই কেন বলুন না, প্রতুলচন্দ্র কাহারও কথা কাণে তুলিলেন না; তিনি আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। তাহার সঙ্কল্প ছিল—মেয়েকে “বৌ-গাদার” বৌ হইতে দিবেন না—খাশুড়ী না থাকিলেই ভাল হয়—মেয়ে শ্বশুর-ভাসুরের ছেলেমেয়ে রাখিবে না—মেয়ে কাহারও তাঁবে থাকিবে না—ইত্যাদি। এই আদর্শ লইয়া তিনি সম্বন্ধ বাছাই করিতে লাগিলেন ; অধিকাংশ সম্বন্ধই ত্যাগ করিতে হইল।

কিন্তু সুরমার বিবাহের ফুল ফুটিয়াছিল। তাই প্রতুলচন্দ্র একটা সম্বন্ধ পাইয়া সেই দিকে আকৃষ্ট হইলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার বাড়ীর আর সকলেরই বিশেষ আপত্তি ছিল ছেলেটিব আদি বাস মফঃস্বলে; পিতা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, অর্থাৎ বেদিয়ারা যেমন স্থানে স্থানে “টোল ফেলিয়া” বেড়ায় তেমনই বেড়াইতেন—স্ত্রী সঙ্গে থাকিতেন; মা দেশের বাড়ীতে একা বাস করিয়া শ্বশুরের ভীটা আগলাইতেন আর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তুলসীমঞ্চে তুলসীর মূলে প্রদীপ দেখাইয়া ভক্তিভরে দেবতার কাছে পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতেন। এই অবস্থায় প্রায় দশ বৎসর কাটে ; সতীনাথ তখন আট বৎসরের। সেই সময় পিতা এক দিন সফর হইতে ফিরিলেন—গ্রীষ্মকাল ; তিনি সঙ্গে নৌকায় পানীয় জল লইতেন —শেষ দিন জল ফুরাইয়া গিয়াছিল, তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে নদীর জলই পান করিতে হইয়াছিল। সে জল বিষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়ীতে ফিরিবার পরই তাঁহার বিসূচিকা হইল এবং ব্যাধি তাঁহার নিকট হইতে শুশ্রূষা নিরতা পত্নীর দেহেও প্রবেশ করিল। চারি ঘণ্টার ব্যবধানে স্বামিস্ত্রী অজ্ঞাত রাজ্যে যাত্রা করিলেন—পরিচারকরা একই চিতায় উভয় শব দাহ করিয়া—“কাচা”-পরা বালক সতীনাথকে পিতামহীর কাছে লইয়া গেল। পৌত্রকে দেখিয়া বৃদ্ধা আছড়াইয়া পড়িলেন ; কিন্তু শোকের সঙ্গে যখন কর্ত্তব্য থাকে তখন সেই কর্ত্তব্যই সান্ত্বনা আনিয়া দেয়। সতীনাথের জন্য বৃদ্ধাকে উঠিতে হইল। গ্রামে স্কুল ছিল না, কাজেই সতীনাথকে পড়াইবার জন্য স্থানান্তরে যাইতেই হইবে। সতীনাথের এক মাতুল কলিকাতায় চাকরী করিতেন, তিনি তাহাকে কাছে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। বৃদ্ধা তাহাতে সম্মত হইলেন না। ছেলের সঞ্চিত অর্থ ও জীবন-বীমার টাকা উভয়ে মিলাইয়া প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা হইল, সেই টাকায় কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া সুদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি পৌত্রকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং সতীনাথের মাতুলের বাসার কাছে একটি ছোট বাসা ভাড়া করিয়া সতীনাথকে স্কুলে দিলেন। সে আজ কয় বৎসরের কথা। তাহার পর—এই কয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সতীনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তখন ওকালতী পড়িতেছে। ওদিকে তাহার টাকাও অনেক বাড়িয়াছে। তাহার মাতুল এটর্ণীর আফিসে “বাবু” বা ম্যানেজিং ক্লার্ক ছিলেন—তিনি কোম্পানীর কাগজ বেচিয়া টাকাটা অধিক সুদে খাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটু বড় হইয়াই সতীনাথ সে সব বুঝিয়া লয়। যে গাছ আওতা পায় না, সে গাছ যেমন অল্প দিনের হইলেই শক্ত হয়, তেমনই যে ছেলে শৈশবে পিতৃহীন তাহাকে অল্প বয়স হইতেই সংসারের ভাবনা ভাবিতে হয়। খরচ অল্প, সুদের টাকাও খরচ হইত না, —আবার তাহাই খাটান হইত। এইরূপে টাকাটা অনেক বাড়িয়া যায়। গ্রাম ম্যালেরিয়ায় জনশূন্য হইতে বসিয়াছিল, কাযেই গ্রামে আর যাওয়া হইত না। সতীনাথের ইচ্ছা হয় নাই। সতীনাথের ইচ্ছা ছিল, উকীল না হইয়া বিবাহ করিবে না। পিতামহী কিন্তু তাহা শুনিতেছিলেন না। শেষে অনেক ভাবিয়া

সতীনাথ পিতামহীর মতেই মত দিয়াছিল; বুঝিয়াছিল, পিতামহী সমস্ত জীবন তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন—এখন বৃদ্ধ বয়সে তিনি যদি সংসারের ভার ত্যাগ করিয়া সেবাশুশ্রূষা লাভ করিতে পারেন, তবে তাহাতে তাঁহার পৌত্রই ধন্য হইবে; আর বুঝিয়াছিল, গৃহিণীর কাযও শিক্ষাসাপেক্ষ, পিতামহীর মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে সে কায শিখাইবার কেহ থাকিবে না।

এই সম্বন্ধে প্রতুলচন্দ্র আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "এ কি সম্বন্ধ! ছেলের যে চালচুলা নাই।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "গ্রামের চালখানা যখন পড়িয়া গিয়াছে, তখন আর ভাবনা নাই। টাকা আছে, চাল হইতে বিলম্ব হইবে না।"

মা বলিলেন "অবাক! অমন জায়গায় কি মেয়ে দেয়?"

প্রতুলচন্দ্র উত্তর করিলেন, "অমন ছেলেকে কিছু না দেখিয়াও মেয়ে দেওয়া যায়।"

"এমন কি-ই বা আছে?"

"ছেলের হীরার ধার আছে। ভারে না কাটিলেও ধারে কাটে।"

প্রতুলচন্দ্রের দাদা এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "আমরা কিন্তু ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম—'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা-ধার'।"

বৌদিদি বলিলেন, "সে যাহার মেয়ে সে বুঝিবে। তোমাকে যখন জিজ্ঞাসা করে নাই, তখন তুমি কোন কথা বলিও না।"

"না। তা' বলিব না। কিন্তু, কি জান মেয়েটাকে বড়ই ভালবাসি; মায়া বড় পাজি জিনিস।"

মানুষের যে স্থানটায় অনেক দিন হইতে ব্যথা থাকে, সে স্থানটা সামান্য আঘাতেই বড় ব্যথিত হইয়া উঠে। বৌদিদির তাহাই হইল, স্বামী ছেলেমেয়ে কত ভালবাসেন, তাহা তিনি বিশেষ জানিতেন; কিন্তু ভাগ্যদোষে তিনি স্বামীকে সন্তান উপহার দিতে পারেন নাই। কুসুমকোমল শিশুকে বক্ষে ধরিবার—তাহাকে লালন-পালন করিবার জন্য স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক তৃষ্ণা, তাহা তাঁহাকেও তাঁহার স্বামীর মত ঐ দেবরের পুত্রীপুত্রদিগকে লইয়া মিটাইবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। বিশেষ সুরমা সকলের বড়, তিনি সর্ব্বপ্রথম তাহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাহাকে তিনিও কত স্নেহ করেন, তাহা তিনিই জানিতেন। তাহার মাতা কোন কারণে তাহাকে তিরস্কার করিলে, তিনি তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন—তিনি যে মা নহেন, জ্যেঠাইমা—তাঁহার অধিকার যে রক্তের নহে, কেবল স্নেহের তাহাও তিনি ভুলিয়া যাইতেন—তিনি "মেয়েটার পরকাল খাইতেছেন" দেবরের এইরূপ মতপ্রকাশে তিনি অভিমানের ব্যথা অনুভব করিতেন। তাই স্বামীকে কোন কথা বলিতে বারণ করিলেও তিনি নিজে কিন্তু কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেবরকে বলিলেন, "বলি ঠাকুরপো, যে সব সম্বন্ধ লোক ভাগ্য মনে করে, সে সব ছাড়িয়া তুমি সুরমার আমার এ কি সম্বন্ধ করিলে? এখানে আমরা মেয়ের বিবাহ দিব না।"

প্রতুলচন্দ্র এক কথায় বলিলেন, "বৌদিদি, সেও কি হয়? তোমরা মেয়েমানুষ—ভালবাসিতে, সেবা করিতে, স্নেহ করিতে জান; বিচার করা তোমাদের কায নহে।"

ভাবগতি দেখিয়া দাদা আর কোন কথা বলিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বড় বিরক্ত হইলেন। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্বন্ধ বড় আপনার—তাই কারণে অকারণে বুঝিবার ভুল হয় এবং অভিমান ক্রমে হৃদয় তিক্ত করিয়া তুলে। তিনি মনে করিলেন, ব্যবসার টাকা ভাল করিয়াছে বলিয়াই প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন। ভ্রাতার প্রকৃতি জানিয়াও তিনি ভ্রাতার ব্যবহারের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহার এক বন্ধু সম্বন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আজ কাল কি আর দাদাদের কথায় কেহ কাণ দেয়? দেখ না, বাড়ীর মধ্যে ঐ বড় মেয়ে—যেমন রূপ, তেমনই গুণ—কত বড় ঘর হইতে সম্বন্ধ লইয়া সাধাসাধি করিয়া গেল; সে সব ছাড়িয়া কি না কোন্ 'কৈ ডিম্বর দেশে'র সম্বন্ধ পাইয়া ঝুঁকিল!"—বলিয়া তিনি অত্যন্ত পুরাতন ও নিতান্ত অসম্ভব একটা গল্প বলিলেন, সে দেশের এক মেয়ে সহরে এক ঘরের বধূ হইয়া আসিয়াছিল। বৌমা যে দিন রাঁধিতেন, সে দিন ব্যঞ্জন অত্যন্ত মুখরোচক হইত, বিধবারা পরম পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিতেন। কিসে বৌমা'র রান্নায় এমন সুতার হয় তাঁহারা তাহার কারণ সন্ধান করিয়া জানিলেন, বৌমা বাপের বাড়ী হইতে একটা মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহাতেই ব্যঞ্জনে সুতার সঞ্চার হয়। সে মসলা "কৈ ডিম্ব"—কৈ মাছের ডিমের গুঁড়া।

সে যাহাই হউক, প্রতুলচন্দ্র আপনার মতেই কায করিলেন—সতীনাথের সঙ্গে সুরমার বিবাহ স্থির করিলেন। দাদা চাপা লোক—মনের কথা ও ব্যথা

মনেই রাখিয়া বড় ভাইয়ের কায করিলেন, পাকা দেখায় আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন এবং প্রতুলচন্দ্র "ঘটায়" বাজে খরচ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে বলিলেন, "সে হইবে না। বাড়ীর বড় মেয়ে; বিবাহে ঘটা করিতে হইবে। তুমি কিরূপ করিবে বল—আর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

হইলও তাহাই—বিবাহে সাজসজ্জা আমোদ-আহ্লাদের ত্রুটি হইল না: দাদা ত্রুটি হইতে দিলেন না। কিন্তু বিবাহের পরেই তিনি কি করিবেন, তাহাও তিনি স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি যে আফিসে চাকরী করিতেন, রেঙ্গুণে তাহার এক শাখা ছিল। একাধিক বার তাঁহাকে সেই আফিসের কর্ত্তা করিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "ছেলে নাই—মেয়ে নাই; এখানে যাহা পাই, তাহাতেই দুই মুঠা খাওয়া বেশ চলে। তবে আর বেশী টাকা পাইব বলিয়া এ বয়সে মগের মুল্লুকে যাইব কেন? নির্ব্বান্ধব হইয়া বিদেশে যাইব—শেষে আপদ-বিপদে কি হইবে?" এ বার আবার সেই প্রস্তাব হইলে, তিনি আর কোন আপত্তি করিলেন না; স্থির করিলেন, সুরমার বিবাহের পরই চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে এ কথা বাড়ীতে কাহাকেও জানাইলেন না, স্ত্রীকেও না—কারণ, তিনি জানিতেন, তাহা হইলেই গোল হইবে। হইয়াছিলও তাহাই। কিন্তু সে পরের কথা এবং তিনি সে গোলে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হয়েন নাই। তিনি চলিয়া যাইলে মাও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসে গিয়াছিলেন।

ভাঁটার সময় যে সব আবর্জ্জনা ভাসিয়া চলিয়া যায়, জোয়ারের সময় আবার তাহারই অনেকগুলা যেমন ফিরিয়া আইসে, তেমনই অনেক "বন্ধু" বিপদের সময় গা-ঢাকা দিলেও সম্পদের সময় আবার আসিয়া দেখা দেন। আজ যখন প্রতুলচন্দ্রের ব্যবসার চাকাটা ভালই ঘুরিতেছিল তখন তাঁহার তেমন বন্ধুরও অভাব হয় নাই। তাঁহারা আসিয়া সব ব্যবস্থার ভার লইলেন—দেখিবার লোকের অভাব হইল না। বিবাহের উৎসবে কোথাও কোন ত্রুটি রহিল না।

সতীনাথের পিতামহী সেকেলে লোক—পাকা গৃহিণী, কিন্তু সরলহৃদয়। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেখিবার কেহ নাই; বিবাহের বন্দোবস্তের সব ভারও প্রতুলচন্দ্রের। বৃদ্ধার ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন, এ বিবাহে কুটুম্বসুখ হইবে। প্রতুলচন্দ্র সে কথা বলিলে দাদা বলিলেন, "কুটুম্ব কোথায় যে কুটুম্ব-সুখের কথা বলিতেছ? থাকিবার মধ্যে ঐ বুড়ী, গঙ্গাযাত্রা ত করিলেই হয়। যে গাছের ডাল নাই, সে গাছে পাখীও বসে না। যে বাড়ীতে লোক নাই, সে বাড়ীতে কি বাস করিতে আছে? মানুষের সম্পদেও লোক চাহি, বিপদেও লোক চাহি—রোগে শুশ্রূষা করিবার জন্য এবং শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্যও লোকের প্রয়োজন।"

শুনিয়া মা বলিলেন, "বাবা অতুল, যাহার হাঁড়িতে যে চাউল মাপিয়াছে, তাহাকে সে ঘরে যাইতেই হইবে। তুমি আর মন ভারি করিও না—আশীর্ব্বাদ কর, সুরমা সুখী হউক।"

দাদা বলিলেন, "প্রতুল যাহাই কেন করুন না, আমি উহার মেয়েজামাইকে আশীর্ব্বাদই করিব। সে ত তুমি জানই।"

বিবাহ হইয়া গেল। বরকনে বিদায়ের দিন দাদা আশীর্ব্বাদের সময় বহুমূল্য মুক্তাহার দিয়া সুরমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুরমা স্বামীর ঘরে গেল। ফুলশয্যার রাত্রিতে সতীনাথ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম কথা কহিল—"ঠাকুরমা'কে যত্ন করিও।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সতীনাথ তাহার পত্নীকে প্রথম কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল—ঠাকুরমা'কে যত্ন করিও। কিন্তু সেজন্য সুরমাকে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতে হইল না। তাঁহার অপরিসীম স্নেহ-যত্নে ঠাকুরমা এমন ভাবে তাহার চিত্ত জয় করিয়া লইলেন যে, তাহার পক্ষে ঠাকুরমা'কে ভাল না বাসা বা স্নেহ না করা একান্তই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। সে পিত্রালয়ে আসিলে ঠাকুরমা যেন অস্থির হইয়া উঠিতেন, তাহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহাকে লইয়া যাইয়া তবে স্থির হইতে পারিতেন। এইরূপ স্নেহ স্নেহ আকৃষ্ট করে। তাই পিত্রালয়ে আসিলে সুরমার স্বামীর জন্য যেমন "মন কেমন করিত" ঠাকুরমা'র জন্যও তেমনই "মন কেমন করিত।" বৃদ্ধা ও কিশোরী পরস্পরের সঙ্গী ও সখী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে, পাছে ঠাকুরমা'র কোন অসুবিধা হয়, সেইজন্য তাঁহার ছোট "বৌদিদিটি" বাপের বাড়ী যাইয়াও স্থির থাকিতে পারিত না। তাঁহাদিগের এই ভাব যে সতীনাথের পক্ষে পরম সুখের হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে পিতামহী তাহার জন্যই জীবনের দারুণ শোক ভুলিয়া তাহার সুখবিধানেই

জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন, তিনি যে জীবনের সায়াহ্নে তাহার পত্নীর ব্যবহারে সুখী হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা সতীনাথের পক্ষে পরম আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

বিবাহের তিন বৎসর পরে, পৌত্রকে "সংসারী" করিয়া বৃদ্ধা যখন কয় দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন সে শোকে সুরমা এতই কাতর হইয়া পড়িল যে, সতীনাথকেই তাহাকে বুঝাইয়া—সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিতে হইল।

এই তিন বৎসরে চারি দিকেই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। সতীনাথ ওকালতীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং মফঃস্বলে কোথায় যাইয়া ওকালতী করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া হাই-কোর্টেই গতায়াত করিতেছিল। সুরমার বাপের-বাড়ীতে তাহার জ্যেঠামহাশয় রেঙ্গুণে গিয়াছিলেন—জ্যেঠাইমা জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গেই গিয়াছিলেন। পিতামহী বৃন্দাবনে যাইবার পর তাহার কাকা সীমান্ত প্রদেশে চাকরী লইয়া গিয়াছিলেন।

কাযেই সুরমার পিত্রালয়ে তাহার পিতাই একা সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। তবে বৃন্দাবনে পিতামহী এবং রেঙ্গুণে জ্যেঠা-জ্যেঠাই সর্ব্বদাই সুরমাকে পত্র লিখিতেন। সুরমার ভাই ভগিনীদের কাছে তাঁহারা যেমন "পর" হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার কাছে তেমন হয়েন নাই; বরং দূরত্বের ব্যবধান তাঁহাদিগের ত্রুটি অদৃশ্য করিয়া তাহার কাছে তাঁহাদিগের স্নেহই সমধিক মধুময় করিয়াছিল। জ্যেঠা মহাশয় মধ্যে মধ্যে বলিতেন, সতীনাথ যদি রেঙ্গুণে যায়, তবে অল্প-কালের মধ্যেই পশার জমাইয়া বড় উকীল হইতে পারে। তাহাতে জ্যেঠাইমা সুরমাকে লিখিতেন—"মা, তোর জ্যেঠা বলেন, জামাই যদি এখানে আসে তবে পশার হইতে একটুও দেরী লাগে না। তুই জামাইকে বলিয়া এখানে আয়। তোর জ্যেঠা পুরুষ মানুষ, তিনি পারেন—আমি আর এমন করিয়া একা থাকিতে পারি না। ভগবান পেটের ছেলে দেন নাই বটে, কিন্তু তোদের আমি পরের ছেলে ভাবি নাই; তোদের লইয়াই আমার সংসার ছিল। এখন—এই বয়সে তোদের ছাড়িয়া কি থাকিতে পারি? তুই জামাইকে সব বলিস।"

এই সময় প্রতুলচন্দ্রের ব্যবসার জোয়ারে সহসা ভাঁটার টান ধরিয়াছিল। তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং উন্নতির পথ হইতে সব বাধা দূর করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতেছিলেন, চোরা-বালুর মত সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বাধা ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল। যশোদা রায় লোককে বলিতেছিল, "বোধ কর, ব্যবসা—ও ভাল মন্দ আছেই। আজ মন্দা পড়িয়াছে, কাল ভাল হইতে দেরী লাগিবে না।" কিন্তু সে মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিল—তাইত, এখন কি করা যায়? সে যখন পথের সন্ধান করিতেছিল তখন অতর্কিত উপায়ে পথ মিলিল এবং সে সাগ্রহে সেই পথ অবলম্বন করিল। সতীনাথ সন্ধান লইয়া পশ্চিমে এক স্থানে ওকালতী করিতে যাওয়া স্থির করিল এবং প্রতুলচন্দ্র জামাতার সংসার-জ্ঞানের অভাব মনে করিয়া যশোদা রায়কে তাহার সঙ্গে দিতে চাহিলেন। যশোদা রায় ভাবিয়া দেখিল—এ ভাল; সতীনাথ যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাতে তাহার পশার জমিতে বিলম্ব হইবে না; সঙ্গে সঙ্গে সেও "গুছাইয়া লইতে" পারিবে। প্রতুলচন্দ্রের ব্যবসায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে, এ অবস্থায় সময় থাকিতে সরাই সুবুদ্ধির কায। লোককে সে বলিল, "কি করি বল? বোধ কর, এত দিন বাবুর লবণ খাইয়াছি। এখন তিনি বলিতেছেন, আমি সঙ্গে না যাইলে মেয়ে-জামাই বিদেশে পাঠাইতে তাঁহার ভরষা হয় না। বোধ কর, আমাকে বিশ্বাস করেন কি না! তাই না গেলে ভাল দেখায় না।"

বিদেশে আসিয়া সতীনাথ যে যশোদা রায়ের হিসাব ভুল প্রমাণ করে নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; দিন দিন তাহার পশার বাড়িতেছিল। বাস্তবিক তাহার দক্ষতা দেখিয়া অনেকে বলিত, "যাহার এমন ক্ষমতা সে হাইকোর্ট ছাড়িয়া মফঃস্বলে আসিল কেন? যে ইস্পাতে তরবার হইতে পারে, তাহা কি কখন ছুরী গড়িয়া নষ্ট করিতে আছে?"

যশোদা রায়ও সময় সময় তাহা মনে করিত—হাজার হউক এ বিদেশ; দেশে যাহাদিগের কিছু হয় না, তাহারাই ত বিদেশে যায়। কিন্তু কেন যে সে কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহা সতীনাথই জানিত; আর সুরমার কাছে তাহার কোন কথা সে গোপন রাখিত না বলিয়া সুরমা জানিত। সতীনাথ পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার বাল্যকালও মফঃস্বলে অতিবাহিত হইয়াছিল। কলিকাতার মত বড় সহরে স্বচ্ছন্দে বাস তাহার ধাতুতে ছিল না; তাই দীর্ঘকাল কলিকাতায় থাকিয়াও সে কলিকাতায় বাসে আরাম পাইত না। সে আপনাকে কখন কলিকাতার সপত্নী পুত্র ব্যতীত পুত্র মনে করিতে পারে নাই; মা কি কখন এমন স্নেহহীন শুষ্ক হইতে পারেন? সে বাল্যকালাবধি মা'কে পায় নাই বলিয়া যেমন মা'র প্রতি তাহার একটা ভক্তিভরা আকর্ষণ ছিল,

পল্লীগ্রামের প্রতিও তাহার তেমনই একটা আকর্ষণ ছিল। বহুদিন কলিকাতায় বাস এবং কলিকাতার অন্তবিধ আকর্ষণ তাহার ধাতুগত সেই আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যাহারা পুরুষানুক্রমে বড় সহরে বাস করে তাহাদিগের মানসিক শক্তি নিষ্প্রভ হয়—তাহাদিগের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। কলিকাতার যেসব আমোদ-আহ্লাদ, খেলা-ধূলা সাধারণতঃ যুবককে আকৃষ্ট করে, সে সকল কোন দিনই সতীনাথকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই—তাহার মধ্যে যে দার্শনিকটি ছিলেন এবং পিতামাতার অকালমৃত্যুতে ও শোকাতুরা পিতামহীর সাহায্যার্থ যিনি পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সে সব নিতান্তই তুচ্ছ মনে করিতেন। বিশেষ, সুরমাকে পাইবার পর হইতেই সে গৃহে যে আকর্ষণ পাইয়াছিল, তাহার শক্তি অন্য সব আকর্ষণের শক্তিকে পরাভূত করিত। তাহার ভাই ভগিনী ছিল না—সে কখন বন্ধুর সন্ধান করে নাই; কাযেই তাহার স্নেহ—প্রেম—ভালবাসা সবই তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল—সুরমায় সে সেই সব প্রদানের পাত্র পাইয়াছিল। সুরমা স্বামীর পল্লী-গ্রাম প্রীতি জানিত, তাই সতীনাথ যখন মফঃস্বলে যাইবার সঙ্কল্প করে, তখন পিত্রালয়ের অনেকের উপদেশ সত্ত্বেও সে তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই।

মফঃস্বলে আসিয়া সতীনাথ সহরের এক প্রান্তে বাসা লইয়াছিল—সেটা "কোম্পানীর বাগানের" ধারে—ফাঁকা জায়গায়। বাড়ীতে বড় বাগান ছিল—পুকুর ছিল। সতীনাথ আসিয়া নূতন করিয়া বাগান রচনা করিয়াছিল—বার মাস তাহার বাগানে ফুল থাকিত। এই স্থানে আসিয়া সুরমাও সুখী ছিল। সে স্বামীর বাগানের সখে যোগ দিত—তাহাতে সতীনাথ পরম প্রীতিলাভ করিত। মফঃস্বলে যে স্বাধীনতা সুলভ, সহরে তাহা একান্তই দুর্ল্লভ। সেই স্বাধীনতার মাধুরী উপভোগ করিয়া সুরমা পরম আনন্দলাভ করিত। আর তাহার জীবন স্বামীর প্রেমে মধুময় ছিল। তাহার দিদিশাশুড়ী জীবনের শেষ দশায় সতীনাথের সব কাযের ভার তাহার হাতেই দিয়াছিলেন—তদবধি সে ভার সে-ই বহন করিয়া আসিতেছে এবং সে ভার তাহার কাছে অনন্ত সুখের আকর বলিয়াই মনে হইত। ওকালতীতে স্বামীর অসাধারণ সাফল্যও তাহার সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাহার হৃদয়-পাত্র যেন সুখে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে আর স্থান ছিল না।

এইরূপে চারি বৎসর কাটিয়াছিল। যখন দীর্ঘকালের জন্য আদালত বন্ধ হইত তখন সতীনাথ সুরমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিত; তাহাকে তথায় রাখিয়া সে হয়ত আর কোথাও বেড়াইয়া আসিত। এক বার সুরমা বৃন্দাবনে পিতামহীর কাছেও গিয়াছিল।

চারি বৎসর পরে এক দিন সংবাদ আসিয়াছিল, পিতামহী বৃন্দাবনের রজে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সে সংবাদে সুরমা বড় ব্যথা পাইয়াছিল। তাহার পর পিতামহীর শ্রাদ্ধের সময় তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছিল। সতীনাথও গিয়াছিল; কিন্তু আদালত খুলা বলিয়া তাহাকে রাখিয়া "নিয়মভঙ্গের" পরদিনই ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহার পর যাহা হইয়াছিল তাহা সুরমার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ হইয়াছিল। সুরমার জ্যেঠামহাশয়ই জ্যেষ্ঠ—শ্রাদ্ধের অধিকারী। তাই তিনি রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাহার কাকাও বৃন্দাবন হইয়া—মাতার ত্যক্ত দ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; কিন্তু সে কেবল "এক ঘাট" করিবার জন্য নহে। মা'র যে কিছু টাকা ছিল এবং সে টাকা যে প্রতুলচন্দ্রের কাছেই ছিল, তাহা সকলেই জানিতেন। এ বার আসিয়া সুরমার কাকা সমতুল তাহা হইতে আপনার ভাগ চাহিলেন। প্রতুলচন্দ্র টাকা দিলেন না। আত্মীয়কুটুম্বরা সমতুলের পক্ষ লইলে তিনি বলিলেন, "মা'র টাকা তিনি আমাকেই দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমতুল যদি বিবাহ করিয়া সংসারী হয়, তবে আমি তাহাকে সে টাকা সমান তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ দিব: তাহার অধিকও দিব। এখন টাকা দিলে ও নষ্ট করিবে।" সমতুল বলিল,—"আমার টাকা লইয়া আমি মঠই গড়ি বা গঙ্গায় ফেলিয়াই দেই, তাহা দেখিবার অধিকার আমার। আমি নাবালক নহি যে, মেজদাদা আমার টাকা রাখিবেন।" সমতুলের সম্বন্ধে যে কথা বলা চলিল, দাদার সম্বন্ধে অবশ্য সে কথা বলা চলে না। তিনি যখন শুনিলেন, প্রতুলচন্দ্র বলিয়াছেন, মা টাকা তাঁহাকেই দিয়া গিয়াছেন, তখন তিনি সে কথা প্রতুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতুলচন্দ্র তাঁহার টাকা তাঁহাকে দিলেন না; কিন্তু সে জন্য তিনি আর পীড়াপীড়িও করিলেন না, কেবল যাইবার সময় সুরমাকে বলিয়া গেলেন, "মা, প্রতুল এ কাযটা ভাল করিল না; দেখ, এ কায ধর্ম্মসঙ্গত হইল না—সাহিবেও না। আমার ছেলেমেয়ে নাই, যাহা থাকিবে ঐ ভাইপোদেরই। তবুও প্রতুল আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করিল!"

কাদায় গরুর গাড়ীর চাকা বসিয়া গেলে যেমন গাড়োয়ানকে ঠেলিয়া তাহা তুলিতে হয়, তেমনই যে লোকশানে ব্যবসার চাকা বসিয়া যাওয়ায় প্রতুলচন্দ্রকে বহু কষ্টে তাহা ঠেলিয়া তুলিতে হইতেছিল, সুরমা তাহা জানিত না। পিতার ব্যবহার তাহার ভাল লাগিল না। প্রতুলচন্দ্র কন্যাকে সুশিক্ষাই দিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষার ফলে সুরমা পিতার কায নিন্দনীয়ই মনে করিয়াছিল। জ্যেঠা মহাশয় কেবল আক্ষেপ করিয়াই চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু কাকা তাহা করিলেন না। তিনি টাকা পাইলেন না বটে, কিন্তু বাড়ী বাটোয়ারা করিয়া লইলেন এবং সে জন্য আদালতে মামলা রুজু করিয়া বড় দাদাকেও পক্ষভুক্ত করিলেন। বাধ্য হইয়া বড় দাদাকে মামলায় বাধিতে হইল।

তাহার পর বাড়ী তিন ভাগ হইয়া গেল এবং যে যাহার ভাগ সারাইয়া—বাড়াইয়া বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। কাকা আপনার বাড়ী বিক্রয় করিয়া—সম্বন্ধ চুকাইয়া চলিয়া গেলেন; জ্যেঠা মহাশয় আপনার বাড়ী ভাড়া দিলেন। প্রতুলচন্দ্রেরই বিশেষ অসুবিধা হইল; তাঁহার পরিবারের পক্ষে তাঁহার বাড়ী যথেষ্ট বড় নহে; অথচ তাঁহার অবস্থাও এমন নহে যে, সে বাড়ী ছাড়িয়া যাইয়া বড় বাড়ী করেন।

জ্যেঠা মহাশয় চলিয়া যাওয়ার পরই সুরমা স্বামীর কাছে গিয়াছিল; তাহার পরের ঘটনা সে শুনিয়াছিল। ভ্রাতাদিগের সহিত পিতার ব্যবহার তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। সে কেবলই ভাবিত,—"বাবা, এমন কায কেন করিলেন? জ্যেঠা মহাশয় যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, 'ইহা ধর্ম্মে সহিবে না'—যদি তাহাই হয়?" ভাই-ভগিনীদিগের কথা মনে করিয়া সে শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিত। এক এক সময় তাহার মনে হইত, দূরে আসিয়া সে যদি আর সে সব কথা না শুনিতে পাইত, সে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হইত না; পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনীর সংবাদ জানিবার জন্য মন ব্যস্ত হইত এবং ভগিনীদিগের পত্রে সে সব সংবাদ জানিতেও পারিত। শরীরের কোন স্থানে একটা কাঁটা বিঁধিয়া থাকিলে যেমন যখন তখন তাহার ব্যথা অনুভূত হয়, পিত্রালয়ের ব্যাপারে তাহার তেমনই হইত। প্রতুলচন্দ্র কন্যাকে যে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন সেই সুশিক্ষাই এখন তাহার হৃদয়ের শান্তির অন্তরায় হইয়া উঠিল—"গুণ হৈয়া দোষ হৈল"।

কিন্তু স্বামীর ভালবাসায় তাহার হৃদয়ের সব ব্যথা দূর হইয়া যাইত। সে ভালবাসা তাহার পক্ষে অনন্ত সুখের কারণ হইয়াছিল। বাস্তবিক তেমন ভালবাসা লাভ রমণীর পক্ষে সচরাচর হয় না। সতীনাথ যে স্ত্রীর হাতে কেবল গৃহস্থালীর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তাহা নহে; পরন্তু আপনার ভারও সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়াছিল। সুরমা কলিকাতায় যাইতে চাহিত বলিয়াই সে বৎসর বৎসর কলিকাতায় যাইত। তাই পিতামহীর শ্রাদ্ধের পরবর্ত্তী ব্যাপারের পর হইতে সুরমা যখন আর কলিকাতায় যাইতে চাহিত না, তখন সে-ও আর তথায় না যাইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইতে যাইত—সুরমাকে সঙ্গে লইয়া যাইত। যাইবার পক্ষে কখন কোন অন্তরায় হয় নাই; কারণ, যাত্রী তাহারা দুই জন—সুরমার কোন সন্তান হয় নাই।

চারি বৎসরের মধ্যে সুরমা এক বার পিত্রালয়ে গিয়াছিল—এক ভগিনীর বিবাহে; সে বারও সে অধিক দিন থাকে নাই। সে বারও সে পিতার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে নাই; ব্যবসা যে আর চলিতেছিল না, দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা যে পুঞ্জীভূত হইতেছিল, প্রতুলচন্দ্র যে ভাবনার সাগরে কূল পাইতেছিলেন না, তাহা সুরমা বুঝিবে কেমন করিয়া? প্রতুলচন্দ্র স্বভাবতঃ "চাপা" লোক ছিলেন কোন কথা কাহাকেও বলিতে চাহিতেন না। দুই মেয়ের বিবাহে "ধূমধাম" হইয়াছিল, তাই—অবস্থায় না কুলাইলেও—এ মেয়ের বিবাহে তিনি তেমনই "ধূমধাম" করিলেন এবং তাহারই অব্যবহিত ফলে একেবারে মূলধনশূন্য হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি নষ্ট সৌভাগ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য এক বার শেষ চেষ্টা করিলেন। আর ভালমন্দ বিচার না করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার একেবারে বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি সামাজিক সম্ভ্রমের মূল্যে আর্থিক সাফল্য ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনের সঙ্গে তাঁহাকে যে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহাতেই তাঁহার উৎসাহ শেষ হইয়া গিয়াছিল; তাহার পর যখন সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহও ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুশ্চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক অতিরিক্ত উত্তেজিত হইল; তিনি জ্বরে পড়িলেন। সেই "ব্রেণ ফিবারই" তাঁহার কাল হইল। রোগশয্যায় তিনি সুরমাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে সংবাদে সুরমার মন হইতে বিরক্তির ভাব লুপ্ত হইয়া গেল এবং সে আসিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে কন্যার সেবা করিবার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু বালির বাঁধ

দিয়া যেমন বন্যার জলের বেগ নিবারণ করা যায় না, ঔষধপথ্যসেবাশুশ্রূষায় তেমনই সে ব্যাধির বেগ নিবারণ করা গেল না। রোগ-শয্যাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইল।

প্রতুলচন্দ্র চলিয়া যাইলেন বটে, কিন্তু যে আর্থিক দুরবস্থা রাখিয়া যাইলেন, তাহা বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের তরঙ্গের মত তাঁহার পরিবারের উপর পতিত হইল। পরিবারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল।

সংবাদ পাইয়া জ্যেঠা মহাশয় রেঙ্গুন হইতে আসিলেন। প্রতুলচন্দ্রের উপর তাঁহার যত বিরক্তিই কেন থাকুক না, তাহা ভ্রাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ, তাঁহার পুত্রকন্যাদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা তিনি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। তাই তিনি তাঁহার বাড়ীর ভাড়াটিয়াদিগকে বাড়ী ত্যাগ করিতে "নোটিশ" দিয়া ও আপনি রেঙ্গুন হইতে কলিকাতার আফিসে ফিরিয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার হিসাবে ভুল হইয়াছিল। তিনি ভাইপো-ভাইঝিদিগকে ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু সুরমা ব্যতীত তাহাদিগের মধ্যে আর কেহ পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহাকে পিতৃস্থানীয় মনে করিতে পারিল না।

জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া সংসারের সব ঝঞ্ঝাট আপনার স্কন্ধে লইলেন দেখিয়া সুরমা স্বামীর কাছে গিয়াছিল। তথায় সে জ্যেঠা মহাশয়ের পত্র পাইল—"মা, মানুষ ভাবে এক, বিধাতা গড়েন আর। আমি মনে করিয়াছিলাম, যে কয় দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব—সংসারের ঝড় ঝাপটা আপনি সহ্য করিয়া প্রতুলের ছেলেদের নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত রাখিব। কিন্তু এ বুড়ার হিসাবে ভুল হইয়াছিল। আমি আর তাহাদিগের আপনার নহি। আমার কর্তৃত্ব তাহাদিগের ভাল লাগে না। ইহাতে তাহাদিগের কষ্ট; আমারও কষ্ট। তাই আমি আবার বিদেশে ফিরিয়া চলিলাম। তুমি বুদ্ধিমতী; তুমি আগাগোড়া সব কথা জান; তাই তোমাকে এই কথা জানাইয়া গেলাম। তোমার জ্যেঠাইমা'কে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি। তিনি তোমাদের মায়ায় এমনই জড়াইয়াছেন যে, তোমার ভাইদের ভাবটা দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না। তাই তিনি যাইতে একেবারেই গররাজি। যাইতে কষ্ট আমারও, মা, কম নহে। তবে আমি সহ্য করিতে পারিব; কিন্তু তোমার জ্যেঠাইমা'র সহ্য করা কষ্টকর হইবে—তাঁহার ত আর কোন কাযে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিবার উপায়ও নাই! যাইবার সময় তোমাকে একটু অনুরোধ করিয়া যাই—যদি কখন, কোন কাযে আমার দরকার হয়, আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাইও; আমি ছুটিয়া আসিব। আরও একটি কথা—তোমার দুইটি ভগিনীর বিবাহ দিতে বাকি আছে। আজকাল পয়সা নহিলে ভাল সম্বন্ধ হয় না। দেখিও, যেন টাকার জন্য ভাল সম্বন্ধ ত্যাগ করা না হয়।"

অতুলচন্দ্রের পত্র পড়িয়া সুরমা কাঁদিল। সব দিকেই তাহার জ্বালা। ভাবনায় তাহার মনে সুখ রহিল না। তাহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইল। তাহা সতীনাথের প্রেমসতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না বটে, কিন্তু সুরমা তাহাতে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দিল না। কাযেই, ফুলের মধ্যে অদৃশ্য কীট যেমন ধীর কিন্তু নিশ্চয় গতিতে ফুলটি নষ্ট করে, রোগ তেমনই তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে লাগিল। শেষে যে দিন সে দারুণ বেদনায় আত্মপ্রকাশ করিল, সে দিন সতীনাথ চারি দিক অন্ধকার দেখিল। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না। ডাক্তাররা মনে করিলেন, কোন আকস্মিক কারণে পাকস্থলীতে বা যকৃতে বেদনার কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, সহজেই সারিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা রোগের নিদান নির্ণয় করিতে পারিলেন না। প্রথম প্রথম ব্যথা দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে দেখা দিতে লাগিল, কখন পাঁচ সাত ঘণ্টা, কখন বা আট দশ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়া আবার অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যতক্ষণ ব্যথা থাকিত, ততক্ষণ যন্ত্রণায় রোগিনী অস্থির হইত—তাহার হস্তপদ শীতল হইয়া যাইত—সে অজ্ঞান হইয়া পড়িত। ব্যথা ছাড়িয়া যাইলেও তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত হইতে রোগিনীর চারি পাঁচ দিন লাগিত। প্রকৃতপক্ষে দৌর্ব্বল্যের একটু অবশেষ রহিয়া যাইত এবং দিনে দিনে দৌর্ব্বল্য বর্দ্ধিতই হইতেছিল। ফলে ব্যথা ঘন ঘন ধরিতে লাগিল—রোগিনীও ক্রমে ক্রমে শয্যা লইতে বাধ্য হইল। চিকিৎসকরা শেষে আর "হালে পানি" পাইতেছিলেন না—বলিতেছিলেন, অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যতীত আর পথ নাই। কিন্তু তাহাতেই যে রোগ সারিবে এমন আশাও তাঁহারা দিতে পারিতে-ছিলেন না; কেন না, রোগ কি—সে বিষয়ে তাঁহারা একমত হইতে পারিতেছিলেন না। আবার কেহ কেহ বলিতেছিলেন, সুরমা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে অস্ত্রচিকিৎসায় তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। রোগের যন্ত্রণায়—আপনার অকর্ম্মণ্যতায় ও স্বামীর কষ্টে সুরমা মনে করিতেছিল—বাঁচিয়া থাকিতে হইলে স্বাস্থ্য চাহি; স্বাস্থ্যহীন হইয়া ভাররূপে বাঁচিয়া

থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। তাই সে অস্ত্র-চিকিৎসা করিতেই বলিতেছিল। সতীনাথ কিন্তু আশঙ্কার কথা ভাবিয়া তাহাতে সম্মতি দিতে পারিতেছিল না।

যখন এই অবস্থায় দিন কাটিতেছিল তখনকার এক দিনের কথা গ্রন্থের আরম্ভে বিবৃত করা হইয়াছে। সে দিন সতীনাথ আদালতে চলিয়া যাইলে সুরমা যেন আপনার অসহায় অবস্থা ও অকর্ম্মণ্যতা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিল। যে স্বামীর সংসারে ও জীবনে সে ছাড়া আর কেহ নাই, সেই স্বামীর অসুবিধা ও আশঙ্কা মনে করিয়া তাহার বেদনা যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে স্বামীকে সুখী করিতে পারিতেছে না, বরং তাঁহার অসুখের কারণই হইতেছে, ইহা মনে করিয়া সে অনেকক্ষণ কাঁদিল তাহার পর সতীনাথ যখন আদালত হইতে ফিরিয়া আদালতের পোষাক না ছাড়িয়াই তাহাকে দেখিতে আসিল, তখন তাহাকে বলিল, "দেখ, আমাকে লইয়া আমিও বিব্রত, তুমিও বিব্রত। আর ভাবিও না।—অস্ত্রচিকিৎসারই ব্যবস্থা কর।"

সতীনাথ চুপ করিয়া রহিল। সুরমার দৌর্ব্বল্য যে এত অধিক যে সে অস্ত্রচিকিৎসা না'ও সহিতে পারে, সে কথা সে কেমন করিয়া তাহাকে বলিবে?

সুরমা বলিল, "সেসময় যদি মা আসেন, বড় ভাল হয়। কিন্তু—" সে যেন আপনা আপনি বলিল, "মা কি আসিতে পারিবেন?" সংসারে কষ্ট—দুইটি ভগিনী বিবাহযোগ্যা—সাধারণ হিসাবে বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছে। এ সময় মা একা কেমন করিয়া আসিবেন?

কিন্তু সুরমার কথায় সতীনাথ যেন অকূলে কূল পাইল। সে বলিল, "কলিকাতায় চল না? চৌধুরীদিগের মোকর্দ্দমায় আপীল হইবেই—তাঁহারা আমাকে যাইয়া হাইকোর্টে সব ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন। তাহাতেই ত কয় মাস কলিকাতায় থাকিতে হইবে।"

এতদিন কলিকাতায় যাইবার কথায় সুরমাই আপত্তি করিত—সে জানিত এবং যশোদা রায়ও তাহাকে বুঝাইয়াছিল, তাহাতে পশার "মাটী" হইবার সম্ভাবনা। এ বার যখন মোকর্দ্দমার জন্যই কলিকাতায় যাইবার কথা হইল, তখন সুরমা আর তাহাতে আপত্তি করিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সতীনাথ কলিকাতায় যাইবে বলিয়া জ্যেষ্ঠ শ্যালককে একটা বাসার সন্ধান করিতে লিখিল এবং লিখিল, সুরমা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, তাহাতে তাহার একার পক্ষে তাহাকে লইয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে না—কাযেই তাহারা কয় ভ্রাতার এক জন আসিলে ভাল হয়। সুরমার শরীরিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সে বাসাটা শ্বশুর-বাড়ীর কাছেই করিতে লিখিল। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে সুরমার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীর পুরাতন ভাড়াটিয়া আপনি বাড়ী করিয়া উঠিয়া গিয়াছিল—বাড়ীটা সারান হইতেছিল, তাহার পর আবার ভাড়া দেওয়া হইবে। সতীনাথের পত্র যখন পৌছিল, তখন বাড়ীর ভিতরটা ঝাড়িয়া মেরামত করা হইয়াছে; বাহিরেও পোঁচড়া টানা হইয়াছে, কেবল রং দেওয়া বাকি—বাড়ীর সম্মুখে পেষ্টবোর্ডের উপর সাদা কাগজ আঁটিয়া তাহাতে বাড়ীটা যে ভাড়া দেওয়া হইবে তাহা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অক্ষরগুলা বালিতে ও এলামাটির ধারায় অদৃশ্যপ্রায় হইলেও ব্যাপারটা বুঝিয়া লোক বাড়ী দেখিতে ও ভাড়ার তত্ত্ব জানিতে আসিতেছে। সতীনাথের পত্র পাইয়া শ্যালক মুকুল সেই বাড়ীটাই ভাড়া করিয়া ফেলিল এবং সতীনাথকে কেবল লিখিল, বাড়ী ভাড়া হইয়াছে। জ্যেঠা মহাশয় যখন জানিলেন, সতীনাথ বাড়ী ভাড়া লইয়াছে তখন মুকুলের উপর বড় রাগ করিলেন—তাঁহার যে বন্ধু কলিকাতায় তাঁহার কায দেখিতেন, তাঁহাকে লিখিলেন, "মুকুল নিশ্চয়ই তোমাকে বলে নাই, জামাই বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। উহার ঐরূপ ব্যবহার দেখিয়াই ত আমি প্রতুলের মৃত্যুর পর কলিকাতায় যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক তুমি টাকাটা ফিরাইয়া দিয়া আসিও; জামাই লইতে না চাহিলে আমার নাম করিয়া সুরমাকে দিও, সে না লইয়া পারিবে না; সম্বন্ধ যা' সে কেবল সুরমাই রাখিয়াছে। প্রতুলের ছেলে কয়টা যদি সুরমার অর্দ্ধেক বুদ্ধিও পাইত! মেয়েটির অসুখের সংবাদে আমার স্ত্রী ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন; জিদ ধরিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে যাইবেন। আমি ত চাউল কেনা শেষ না করিয়া যাইতে পারিব না; দেখি, যদি সুবিধা করিতে পারি—তাঁহাকে একবার পাঠাইয়া দিব।"

জ্যেঠাইমা সুরমাকে লিখিলেন, "মা, মুকুল নাকি তোমার জন্য তোমার জ্যেঠার বাড়ী ভাড়া

করিয়াছে? শুনিয়া তোমার জ্যেঠা কত দুঃখ করিলেন। কেন, আমরা কি এমনই পর যে, তুমি ভাড়া দিয়ে আমাদের বাড়ীতে থাকিবে? ছিঃ—বুড়া জ্যেঠার মনে কি কষ্ট দিতে আছে? এ্কুলের বুদ্ধিই কেমন বাঁকা। তোমার অসুখ শুনিয়া, মা, মন বড় চঞ্চল হইয়াছে—ইচ্ছা করে, ছুটিয়া যাই। কিন্তু উপায় ত নাই। তোমার জ্যেঠা পায় কাযের বেড়ী পরিয়াছেন; তিনি যাইতে পারিবেন না। তবে বলিতেছেন, যদি কোন আলাপী এখান হইতে কলিকাতায় যা'ন, আমাকে পাঠাইবেন।"

এই পত্রের পর সতীনাথের পক্ষে বিনা ভাড়ায় জ্যেঠ শ্বশুরের বাড়ীতে উঠা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। বাড়ীটাতে আসিলে সুবিধাও অনেক; বিশেষ বাটোয়ারার সময় দুই বাড়ীর মধ্যে যেসব দ্বার প্রাচীর গাথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—জ্যেঠা মহাশয় তাহারই একটা ভাঙ্গিয়া দিতে লিখিলেন যে, দুই বাড়ীতে গতায়াতের কোন অসুবিধা না হয়।

সতীনাথ যাবার দিন স্থির করিয়া লিখিলে মুকুল তাহাদিগের লইতে আসিল। কিন্তু যাইতে সুরমার মনে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না। কোন অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া তাহার হৃদয়ে পড়িয়াছিল কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, স্বামী তাহারই জন্য কায ফেলিয়া—উন্নতির গতি প্রহত করিয়া কলিকাতায় যাইতেছেন—সে তাঁহার সেই উন্নতির সহায় না হইয়া বিঘ্নমাত্র হইয়াছে। তাহার পর এই বাড়ী—এই বাগান—ইহার সঙ্গে তাহার জীবনের—দাম্পত্য জীবনের কত সুখের স্মৃতিই বিজড়িত! সে কি আর এসব দেখিতে পাইবে? তাহার স্বহস্তরোপিত বক গাছে ফুল ফুটিয়াছে—তাহার পালিত গাভীগুলি এখনও দূর হইতে তাহাকে দেখিলে হাম্বারবে আনন্দ ব্যক্ত করে—সে সখ করিয়া যে ধনেশ পাখীর শাবকটি পুষিয়াছিল, সেটি এখন কত বড় হইয়াছে, সে এখনও সময় সময় তাহার ঘরে আসিয়া দীর্ঘ চঞ্চুটি তাহার হাতের উপর তুলিয়া দেয়—গাড়ীর ঘোড়াটিও তাহার পদশব্দ চিনে, সহিস ঘাস দিতে ক্রটি করিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য সে আস্তাবলের দিকে আসিলে ঘোড়াটি দূরে তাহার পদ-শব্দ শুনিয়া হ্রেষারব করিত, তাহার হাতে ইক্ষুদণ্ড কত আনন্দে আহার করিত। এ সবই তাহার ছিল। এই জগৎ তাহার ও তাহার স্বামীর—ইহা তাহাদিগের ভালবাসার লীলাক্ষেত্র। ইহা ছাড়িয়া যাইতে কি মন সরে? তাই যাইবার পূর্ব্বে সুরমা এক বার বাগান, তাহার গাভীগুলি, ঘোড়া সব দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া চাকররা লইয়া চলিল। সুরমার তৃষ্ণার্ত্ত নয়ন যেন তাহার সেই সব পরিচিত—আপনার দ্রব্যসমূহের সৌন্দর্য্য সাগ্রহে পান করিতে লাগিল। সে আপনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সংসার সাজাইয়াছিল; তখন মনেও করিতে পারে নাই, অতৃপ্তসুখস্বাদ অবস্থায় হয়ত তাহাকে এ সব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সে আজ ভাবিতেছিল, তাহার শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে সে আর ফিরিয়া আসিবে না—আর এসব দেখিতে পাইবে না। আরোগ্য লাভের কোন আশাই সে আর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেছিল না; আশার তুলনায় নিরাশার পরিমাণ অনেক অধিক। চিকিৎসার ত কোনরূপ ক্রটি হয় নাই—স্বামী ত সে বিষয়ে আক্ষেপের এতটুকু অবকাশও রাখেন নাই! তবে আর সে আশা করিবে কেমন করিয়া? আর এই যে স্বাস্থ্যহীন—রোগজীর্ণ দেহ—এই যে সংসারের ভার হইয়া বাঁচিয়া থাকা—এ যে মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর। তবুও—তবুও প্রেমসুখসমুজ্জ্বল এই জীবন ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সুরমার চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু উথলিয়া উঠিল। তাহার সেই বিদায়-ব্যাপার এমনই করুণ যে, ভৃত্যরাও কাঁদিতে লাগিল। পালিত পশুগুলির যাহাতে কোনরূপ অযত্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া এবং যশোদা রায়কে পুনঃপুনঃ সে কথা বলিয়া—মালীকে বাগান ভাল করিয়া দেখিতে বলিয়া—দ্রব্যাদি ঝাড়ামুছা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিয়া সুরমা ফিরিল। সেই শ্রমেই সে নিতান্ত শ্রান্তি বোধ করিতে লাগিল, এমন কি তাহার অবস্থা দেখিয়া সতীনাথ বলিল, "না হয় আজ যাওয়া বন্ধ করি—কা'ল যাইব।" কিন্তু তখন যাত্রার সব আয়োজন হইয়া গিয়াছে; তাই ডাক্তার যখন বলিলেন, এ শ্রান্তি অল্পক্ষণেই কাটিয়া যাইবে, তখন যাওয়াই স্থির হইল। রিজার্ভকামরা পূর্ব্বেই আনিবার ব্যবস্থা করা ছিল—অবসর মত সতীনাথ আসিয়া সুরমাকে সেই কামরায় তুলিল। তাহার পর যথাকালে ট্রেণ আসিলে গাড়ীখানা ট্রেণে জুড়িয়া দেওয়া হইল। তখন প্রায় মধ্যরাত্রি—কিন্তু সুরমা তখনও জাগিয়া ছিল। সে কত কি ভাবিতেছিল। ট্রেণ যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সে এক বার কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল—আমার ব্যর্থ জীবনে তোমাকে অসুখী করিলাম।

রাত্রিতে সতীনাথ বহু বার উঠিয়া দেখিল, সুরমা জাগিয়া আছে। সে মনে করিল, চলন্ত রেলগাড়ীতে

তাহার ঘুম হইতেছে না কিন্তু প্রকৃতব্যপার তাহা নহে —মানসিক চাঞ্চল্যহেতুই সুরমার নিদ্রা হইতেছিল না।

রাত্রিতে অনিদ্রার ফলে প্রভাতে সুরমার দৈহিক দৌর্ব্বল্য ও অবসন্ন ভাব আরও বর্দ্ধিত হইল। দেখিয়া সতীনাথ শঙ্কিত হইল—গাড়ী হইতে নামাইয়া আবার গাড়ীতে তুলিয়া সুরমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে কোন বিপদ ঘটিবে না ত? সুরমার মানসিক বল যে তাহাকে দৈহিক দৌর্ব্বল্য জয় করিতে শক্তি দিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই—বুঝিয়াও বুঝে নাই; কারণ, সতীনাথের ভালবাসা সবল পুরুষের ভালবাসা, তাহা আপনি আশ্রয় দণ্ড হইয়া ভার সহ্য ক'রে এবং তাহাতেই আপনার সার্থকতা অনুভব করে। সে সুরমার মানসিক শক্তির যত পরিচয়ই কেন পাইয়া থাকুক না, তাহার কাছে সুরমা তাহার স্ত্রী—তাহার উপর নির্ভরনিরতা—একান্ত তাহারই। কথা ছিল, ষ্টেশনে ডাক্তার উপস্থিত থাকিবেন—ষ্টেশন হইতে সুরমাকে মোটরগাড়ীতে তুলিবার জন্য রোগী বহনের খট্টাও থাকিবে। তবুও সতীনাথের শঙ্কা হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই কথাটা পাড়িবার জন্য সে এক বার বলিল, "দেখ, আমার মনে হয়—এই দীর্ঘ পথভ্রমণের শ্রমের পর ষ্টেশনের বিশ্রাম ঘরে ঘণ্টাকয়েক বিশ্রাম করিয়া পরে বাসায় যাইলে হইত। এতটা পরিশ্রমের পরই আবার পথশ্রমে কায নাই।"

শুনিয়া সুরমা একটু ম্লান হাসি হাসিল, "না—যেমন করিয়া হউক, একেবারে বাড়ীতে লইয়া ফেলিও। আর পথে থাকিতে পারিব না।"

বাস্তবিক সে যত বাড়ীর কাছে আসিতেছিল, তাহার মাতাকে, ভ্রাতা-ভগিনীদিগকে, পরিচিত গৃহখানিকে দেখিতে তাহার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইচ্ছাশক্তির বলে যে স্বাভাবিক বাসনা সে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল—কিন্তু বিনষ্ট করিতে পারে নাই, আজ তাহা প্রবল হইবার সুযোগ পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—সে আর তাহাকে পরাভূত করিতে পারিতেছিল না। তাই সে বলিল,—সে আর পথে অপেক্ষা করিতে পারিবে না, একেবারে বাড়ীতে যাইয়া পড়িবে।

বাস্তবিকই ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে সুরমার ভাব দেখিয়া সতীনাথ—কেবল সতীনাথ কেন, উপস্থিত ডাক্তারও বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী ও হৃদয়ের অবস্থা পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভ্রাতার স্কন্ধে ভর দিয়া গাড়ী হইতে প্লাটফর্ম্মে নামিল। সেইরূপে ভ্রাতার স্কন্ধে ভর দিয়া সে ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্ম দিয়া অগ্রসর হইল—সতীনাথ ও ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাহাকে মোটরে বসাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "একটু বলকারক ঔষধ দিতে চাহি।" সুরমা বলিল, "আচ্ছা।" ডাক্তার ঔষধ গ্লাসে ঢালিয়া দিলে সে তাহা পান করিয়া বলিল, "আমার কোন কষ্ট বোধ হইতেছে না।" সে সতীনাথকে জিনিষপত্র এক বার সব দেখিতে বলিল। তৎক্ষণে জিনিষগুলি আনিয়া মুটিয়ারা অন্য গাড়ীতে বোঝাই দিতেছিল। মোটর ছাড়িয়া দিল—দেখিতে দেখিতে মোটর গঙ্গার সেতুর উপর উপনীত হইল। সুরমা একবার সতৃষ্ণনেত্রে গঙ্গার জলবিস্তারের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই পরিচিত গঙ্গা—বালিকাবয়সে সে পিতার সহিত এই গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসিত; পিতা জাহাজ দেখাইতেন, কত গল্প করিতেন; বলিতেন, অমনই একখানা জাহাজে চড়িয়া তাহার ভাই এক দিন সাত সমুদ্র তেরনদী পারের দেশে —বিলাতে যাইবে; শুনিয়া তাহার মনে কত শঙ্কা জাগিত! পিতা নাই, ভাই বিলাতে যায় নাই —বাল্যের সে শঙ্কা স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু গঙ্গা তেমনই বহিতেছে—তাহার স্রোতে জাহাজ তেমনই ভাসিতেছে; আর সুরমার মনে স্মৃতি তেমনই সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

নদী পার হইয়া মোটর কলিকাতায় প্রবেশ করিল—দীর্ঘকাল মফঃস্বলে বাসের পর কলিকাতার আবহাওয়া কেমন যেন শ্বাসরোধকারী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সুরমা তাহা লক্ষ্য করিতেও পারিল না। সে বাড়ী যাইবার জন্য—শৈশবের ও বাল্যের স্মৃতিবিজড়িত পিত্রালয়ে যাইবার জন্য, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে এক বার আপনার ব্যস্ততায় আপনি বিস্মিত হইয়া আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিল—এ কি শেষ দেখা দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা? তাহার পর সে আপনার প্রশ্নে আপনি শঙ্কিত হইল।

মোটর বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মা ছুটিয়া আসিলেন; মেয়ের অবস্থা দেখিয়া চক্ষুর জল ছাড়িয়া দিলেন—এই কি সেই রূপের ডালি সুরমা? সুরমাকে ধরিয়া নামান হইলে সে-ই মা'কে বুঝাইল, "কান্না কেন, মা,? আমি ত সারিব বলিয়াই তোমার কাছে আসিলাম?" এই কথায় মা'র অশ্রু দ্বিগুণ বহিল—দেখিয়া কি বোধ হয়, সুরমা আবার সারিবে?

সুরমাকে ধরিয়া পার্শ্বে জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। কয় ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার

পর, সে জ্যেঠাইমা'কে পত্র লিখিবার জন্য সতীনাথকে ডাকিল। জ্যেঠাইমা'র শেষ পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। সে বলিতে লাগিল, সতীনাথ লিখিতে লাগিল—

"জ্যেঠাইমা, কলিকাতায় আসিবার আগে তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। মুকুল আমার জন্য তোমার বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল বলিয়া দুঃখ করিয়াছ। কেন? তোমার জামাই পাছে কিছু মনে করেন, বোধ হয়, তাই ভাবিয়াই সে অমন কায করিয়াছিল। তুমি কি জান না, আমি জানিলে কখন এমন কায করিতে দিতাম না? তোমার মেয়ে কখন তোমার বাড়ীতে ভাড়া দিয়া থাকিতে পারে না—সে থাকিবে তাহার স্নেহের জোরে। ছেলেবেলা মা'র কোল অপেক্ষা তোমার কোলে অধিক সময় কাটিয়াছে; বাবার অপেক্ষা জ্যেঠা মহাশয় অধিক আদর দিয়াছেন। সে আমি কখন ভুলি নাই।"

এই পর্য্যন্ত বলিবার পর তাহার নয়নের দীপ্তি যেমন অশান্তে মলিন হইয়া আসিল, তাহার কথার লঘুতাও তেমনই ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। সে বলিল—

"যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব—"

বলিয়াই তাহার মনে, হইল, এ কথায় জ্যেঠা মহাশয় ও জ্যেঠাইমা মনে ব্যথা পাইবেন। সে বলিল—"না। লিখ—'তুমি আমার প্রণাম জানিও; জ্যেঠা মহাশয়কে প্রণাম জানাইও।' এইবার 'ইতি' দাও।"

সে চিঠিখানা চাহিয়া লইয়া আপনি সহি করিল এবং খাম লিখিয়া সেখানা পাঠাইয়া দিতে বলিল।

সতীনাথ তাহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল—আশায় পুলকিতও হইল।

অপরাহ্ণে দুই জন ডাক্তার আসিয়া সুরমাকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা সব কথা শুনিলেন, অন্য ডাক্তারদিগের নিদান-নির্ণয় অবগত হইলেন—আপনারা কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। সুতরাং চিকিৎসারও কোন নূতন ব্যবস্থা হইল না।

সমস্ত দিন আত্মীয়স্বজনরা—ভগিনীরা আসিলেন; কাযেই সুরমার ভাবিবার সময়ও রহিল না। রাত্রিতে সে সময় হইল; আর সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ আসিল। তাহার যথেষ্ট কারণও ছিল। দূরে থাকিয়া সে পিত্রালয়ের যে অবস্থান্তর কেবল কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিল। বাড়ীটা সংস্কারের অভাবে জীর্ণ—দুর্ভিক্ষের সময় নিরন্ন লোকের কঙ্কালসার দেহের মত তাহার চূণবালিহীন প্রাচীরগুলি দাঁড়াইয়া আছে, যেন যখন তখন পড়িয়া যাইতে পারে। ফাটলে ও কার্ণিশে ঘাস জন্মিয়াছে, অশ্বত্থ বট অনায়াসে মূল বিস্তার করিতেছে। জ্যেঠা মহাশয়ের সুসংস্কৃত গৃহের পার্শ্বে সে গৃহের বিকট রূপ আরও বিকট দেখাইতেছে। গৃহের অবস্থাই গৃহস্থের অবস্থার পরিচায়ক। ঘরে অন্ন নাই। মুকুল নানা-রূপ চেষ্টা করিয়া সামান্য যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহাতে অত বড় সংসারে খাইতে কুলায় না। পিতা কন্যারও শিক্ষার জন্য কত ব্যয় করিয়াছিলেন; আর তাহার অন্য ভ্রাতারাও স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। দুইটি ভগিনীর বিবাহ দিতে হইবে; তাহার কোন উপায় হইতেছে না—মা লোকের কথা শুনিবার ভয়ে ঘরের বাহির হয়েন না। যাহারা বাল্যাবধি কোন দিন অভাবের তাড়না সহ্য করে নাই, তাহারা দৈন্যের দুঃখে পীড়িত হইতেছে।

এ অবস্থা সে কতকটা কল্পনা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কল্পনাও করিতে পারে নাই; আজ আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিল। ইহা তাহার পক্ষে দারুণ বেদনার কারণ হইল। সে যত সে কথা মনে করিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা গুমরিয়া উঠিতে লাগিল—মানুষের অদৃষ্টে কি এত দুঃখও থাকে! বিশেষ মা'র কথা মনে করিয়া, অবিবাহিত ভগিনী দুইটির মুখ স্মরণ করিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ভগিনী দুইটি যেন নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতেছে—যেন তাহারা কত অপরাধে অপরাধী! হায়, তাহারা এই বয়সেই এত দুঃখ ভোগ করিল! তাহার পর, ইহাদিগের বিবাহের উপায় কি? মা যে ছোট মেয়ে দুইটিকে বিন্দুমাত্র কম ভালবাসিতেন, তাহা নহে বরং তাহারা দুঃখে লালিত-পালিত বলিয়া তাহাদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে? মানুষের যখন দুরবস্থা হয়—যখন পেটের সন্তানও ভার বলিয়া মনে হয়, তখন ভালবাসার পাত্রের উপরই রাগের ঝাঁঝ পড়ে—তাহাদিগের অযত্ন হইতেছে বলিয়া মানুষ ধৈর্য্য হারাইয়া তাহাদিগকেই অধীরতার ফলভোগী করে। তাই—মেয়ে দুইটির উপর মা যখন তখন খিট খিট করিতেন এবং তাঁহার অকারণ তিরস্কারে তাহাদিগের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত দেখিয়া আপনিই কান্দিতেন; রাত্রিতে তাহারা ঘুমাইলে তাহাদিগের মুখের দিকের চাহিয়া ভাবিতেন—"কেন, তোরা আমার গর্ভে জন্মিয়াছিলি—কেবল কষ্টই পাইলি!" দিদি আসিলে মেয়ে দুইটি যেন

জুড়াইবার একটা স্থান পাইল—আশ্রয় পাইল। সুরমা বাড়ীর বড় মেয়ে, সে সময় সময় মা'কেও তিরস্কার করিত—"মা, তুমি রাতদিন উহাদের উপর খিট খিট কর কেন? উহাদের অপরাধ কি? একে ত আমরা যে সুখে 'মানুষ' হইয়াছি, উহারা তাহার আস্বাদও পাইল না—তাহার উপর আবার তুমি বিনাদোষে রাতদিন তিরস্কার কর! একি অন্যায়।" সুরমার কথা যে কত সত্য তাহা মা জানিতেন। তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। তাই নিরুপমা ও অনুপমা যতক্ষণ পারিত, দিদির কাছেই থাকিত। তাহাদিগের মধ্যে নিরুপমা সংসারের কাযে মা'কে অধিক সাহায্য করিত—অনুপমা দিদির কাছছাড়া হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দিদির কাছে—রুগ্ন দিদির সেবাশুশ্রূষা করিবার যে স্থানটি শূন্য ছিল, সে যেন অতি স্বাভাবিক নিয়মে সেই স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল। দুই চারি দিন যাইতে না যাইতেই এমনই দাঁড়াইল যে, দিদির সেবাশুশ্রূষার সব ভার সে গ্রহণ করিল; ঔষধ পথ্য সেবা—এ সব বিষয়েই সে এমন দৃষ্টি রাখিতে লাগিল যে, আর কাহারও সে সব দিকে দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনই হইল না। দীর্ঘকাল সুরমার এ সব ভার বহন করিয়া সতীনাথের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল—সে ভার সে-ই বহন করিতে পারে। অভ্যাসবশে সে সর্ব্বদাই সংবাদ লইত; কিন্তু কোন দিন কোন বিষয়ে অনুপমার কোন ত্রুটি ধরিতে পারিত না। তাহা দেখিয়া সুরমা হাসিয়া বলিত—"কেমন জব্দ! একটু ভুল ধরিতেও পার না।"

সুরমার কথা কত সত্য তাহা সতীনাথ বুঝিত। তেমন সেবা—তেমন শুশ্রূষা বুঝি সে-ও করিতে পারে নাই।

সুরমার বাপের বাড়ীতে তাহার দুই বিবাহযোগ্যা ভগিনী থাকিলেও ঘটক-ঘটকীর গতায়াত বন্ধ হইয়াছিল। তাহারা হাঁটাহাঁটি করে—আশায়, বিবাহ হইলে দু'পয়সা পাইবে। কিন্তু যখন হাঁটাহাঁটিই সার হয়, তখন তাহারা আসা বন্ধ করে। সম্বন্ধ অনেকেই আসিয়াছিল। কিন্তু সম্বন্ধের প্রথমেই যখন জিজ্ঞাসা হইত, "তা' তোমারা কত খরচ করিবে?" তখন মা স্থির উত্তর দিতে পারিতেন না। মুকুলও পাকা কোন কথা বলিত না, কেবল বলিত "সেজন্য ভাবনা নাই।" কিন্তু এমন কথার উপর নির্ভর করিয়া কায করা যায় না। মা মুকুলের দোষ দিতেন—বলিতেন, "পেটের কথা পেটে রাখিবে; লোক বুঝিবে কেমন করিয়া?" মা যে কথাটা মনে করিতেও শিহরিয়া উঠিতেন, বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া ও মুকুলের ভাব দেখিয়া ঘটক ঘটকীরা তাহা অনুমান করিত; দুই এক জন মুখরা ঘটকী মুখের উপর শুনাইয়া দিয়াছিল, "রাগই কর আর মন্দই বল—এখনকার দিনে শাঁখাসিন্দূরে বিবাহ হয় না। তবে যদি বল, দোজপক্ষের সম্বন্ধ—গরিবের ঘরের আনিতে পারি। তা'তেও ত আমার তোমাদের মন উঠে না!" কথা শুনিয়া মা কান্দিয়াছিলেন।

সুরমা বুঝিল, হাতে টাকা নাই অথচ মা'কে সে অবস্থাটা জানাইয়া দুঃখ দিতেও মুকুলের মন সরে না; তাই সে মুকুলকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি নিরুর জন্য ভাল সম্বন্ধ দেখ—টাকার ভাবনা তোমার নহে।" যে সব আত্মীয়া প্রভৃতি তাহাকে দেখিতে আসিতেন, সে তাঁহাদিগকে দিয়া ঘটকীদিগকে সংবাদ দিল। ঘটকীদের সে বলিয়া দিল, খুব ভাল সম্বন্ধ চাহি; ছেলে দেখিতে ভাল হইবে, বিদ্বান হইবে, ঘরে খাইবার পরিবার সংস্থান থাকিবে। শুনিয়া মা বলিলেন "তুইত বলিয়া দিলি—মুকুলের যে মনের ভাব কি, তাহা আমি বুঝিতেই পারি না।" সুরমা উত্তর করিল, "তুমি মা হইয়া ছেলের মনের ভাব বুঝিতে পার না! হাতে টাকা নাই, টাকার আঁচ দিবে কেমন করিয়া? পুরুষ মানুষ ভাঙ্গে তবুও মচকায় না।" বলিয়া সে মা'র দিকে চাহিল—সে দৃষ্টির অর্থ মা বুঝিলেন—কর্ত্তাও তেমনই ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতা পুত্রী উভয়েই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

মা বলিলেন, "তবে তুই-ই বা কেন ঘটকীদের অমন কথা বলিলি?" সুরমা উত্তর দিল, "জ্যেঠা মহাশয় আমাকে সে কথা লিখিয়া তবে এ বার রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন—যেন টাকার জন্য নীরুরও অমুর বরবর মন্দ না হয়।" ভাশুরের সঙ্গে ছেলেদের ব্যবহার স্মরণ করিয়া মা একটু লজ্জানুভব করিলেন। একটু ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "তুই কি মুকুলকে সে কথা বলিয়াছিস?" সুরমা বলি, "না। কেন?" মা বলিলেন, "কি জানি, বাছা, উহার কি মত হয়—না হয়।" সুরমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "অত বড় করিয়া তুমিই ত মা, ছেলেদের মাথা খাইয়াছ! আমি মুকুলের মতের অপেক্ষায় নীরুর বিবাহের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিব। কেন নীরু, মুকুলের ভগিনী, আমার নহে? আমি বড়, না মুকুল বড়?" মা আর কোন কথা বলিলেন না।

মানুষের মনের মত জটিল ব্যাপার আর কিছুই নাই—সে যে কিসে কিরূপ ভার গ্রহণ করে, তাহাও বলা যায় না। যে মুকুল জ্যেঠা মহাশয়ের সাহায্য

লইয়া ভগিনীর বিবাহ দিতে সম্মত হইবে কি না, সে বিষয়ে মা'র বিশেষ সন্দেহ ছিল, সেই মুকুল সে কথা শুনিয়া তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করিল না। কারণ, সে ভাবিয়া যে স্থানে কূলের সন্ধান পাইতেছিল না, সেই স্থানে যেন সহসা কূল দেখিতে পাইল। সে সুরমাকে বলিল, "তুমি যাহা ভাল বুঝ কর।" সুরমা বলিল, "তাহাই করিব ; তুমি তোমার কায কর ; ভাল সম্বন্ধ দেখ।"

সুরমা বিবাহিতা ভগিনীদিগের সহিত পরামর্শ করিল। সে জ্যেঠা মহাশয়কে পত্র লিখিয়া যখন সতীনাথকে ঠিকানা লিখিয়া দিতে বলিল, তখন সতীনাথ পত্রের কথা জানিতে পারিয়া বলিল, "নীরুর পর ত অনু রহিল ; সেই শেষ ভারটি কেন জ্যেঠা মহাশয়ের জন্য রাখ না!" সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "আর এটির ?" সতীনাথ বলিল, "কেন, তুমি কি একটির বিবাহের ভার লইতে পার না ?"

সুরমার দৃষ্টি স্বামীর মুখ সন্ধান করিল ; কিন্তু সে স্বামীকে দেখিতে পাইল না—অপ্রত্যাশিত আনন্দের আতিশয্যে তাহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিয়াছিল। জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে তাহার পিতা বা ভ্রাতা যদি বা কোন অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবুও তিনি জ্যেঠা মহাশয়। নীরু অনুর প্রতি তাঁহার যে টান —সে "ধুইলে না যা'বে ধোয়া জীব যতকাল।" তাহাদিগের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ, সে স্বাভাবিক। তাহার পর—তাঁহার পুত্রকন্যা নাই ; তিনি ভ্রাতার পুত্রকন্যাদিগকে লইয়াই সংসারে জড়াইয়া ছিলেন এবং ভ্রাতার ব্যবহারে বিরক্ত না হইলে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তেমনই থাকিতেন। তিনি দূরে যাইয়াও—তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইয়াও তাহাদিগের ভুলিতে পারেন নাই—পারিবার কথাও নহে। তাহার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে সে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়াছে। এখনও সাত দিন তাহার সংবাদ না পাইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাম করেন—কত অভিমান করিয়া পত্র লিখেন! শেষ কথা—জ্যেঠা মহাশয় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন—এখন শেষ পাড়ি জমাইলেই হয়, কখন ডাক আসিবে বলা যায় না। এ সময় তাঁহার পক্ষে সঞ্চয়ের কতকাংশ দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দেওয়ায় বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু সতীনাথ? তাহার সঙ্গে নীরুর সম্বন্ধ ; সে তাহারই জন্য। তাহাকে এখনও পরিশ্রম করিয়া অর্থার্জ্জন করিতে হইতেছে—সংসারে তাহাকে এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তবুও সে যে নীরুর বিবাহের ভার লইতে স্বীকার করিয়াছে—স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে সে ভার লইতেছে সে কেবল তাহার পীড়িতা—মরণাহতা পত্নীকে সুখী করিবার জন্য ; যে পত্নী রোগশয্যায় থাকিয়া তাহার অশেষ অসুখের কারণই হইয়াছে সেই পত্নী আনন্দিত হইবে মনে করিয়া। যে স্বামী এমন ব্যবহার করিতে পারেন—তাহার জন্য বাঁচিয়া সুখ, তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগেও সুখ, তাহার জন্য মরিতেও সুখ।

সুরমা এই কথা যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার হৃদয় ততই স্নিগ্ধ শান্তিতে—ত্যাগের পুণ্য কামনায় পূর্ণ হইতে লাগিল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষ যখন বুঝিতে পারে. তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে—জীবনের মেয়াদ দিনে গণিবার সময় হইয়াছে, তখন সে শান্ত হইয়া ভাবিবার সময় পাইলেই ভাবে—কিসে ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে সুখী করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিয়া যাইতে পারিবে। নিরুপমার বিবাহে প্রায় একপক্ষ কাল উত্তেজনায় কাটিল—শুইয়া শুইয়া সুরমা বিবাহের সব ব্যবস্থা করিল, ভাইকে পাঠাইয়া জ্যেঠাইমা'কে আনাইল—জ্যেঠা মহাশয় আসিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ করিল। নিরুপমার বিবাহের পর সে ভাবিবার সময় পাইল। সে কাযটা শেষ করিয়া সে যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিল, তেমনই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল।

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "অনুর বিবাহ দিয়া দে। তোর জ্যেঠা ত বলিয়াছেন, অনুর বিবাহের ভার তাঁহার, তবে আর কি ?"

সুরমা বলিল, "সে-ই ভাল।"

কিন্তু সুরমা যতই সতীনাথের কথা মনে করিতে লাগিল ততই ব্যাকুল বেদনায় তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। যে লোক আর সব ভার আপনি লইয়া আপনার সব ভার তাহার উপর দিয়া রাখিয়াছে, সে লোকের তাহার অভাবে কত অসুবিধা অনিবার্য্য হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল। সতীনাথ সংসার সাজাইয়া বসিয়াছিল—সুখে বাস করিয়া জীবনে আনন্দলাভের সব আয়োজন করিয়া লইয়াছিল ; সে-ই সে সব আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া পরপারে যাইতেছে। ইহা সতীনাথের পক্ষে কতটা অপ্রত্যাশিত তাহা সে বুঝিত—বুঝিয়া ভাবিত, যদি কোন উপায়ে

সতীনাথের এই হতাশার কারণ দূর করিয়া দিতে পারিত। গায় কাঁটা ফুটিলে মানুষ যেমন করিয়া তাহা তুলিয়া ফেলে, সে যদি তাহার রোগকে তেমনই তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত! কিন্তু তাহা ত হইবার নহে! তবে সে কি করিতে পারে? সে তাহাই ভাবিত। কোনরূপে সে যদি স্বামীর সংসারটি বজায় রাখিয়া যাইতে পারে; যদি এমন করিয়া যাইতে পারে যে, সে চলিয়া যাইলে তাহার অভাব সংসারে আর অনুভূত হইবে না! কি করিলে তাহা হয়, তাহাই সে ভাবিয়া পাইত না।

এত দিন সে যে উপায় ভাবিয়া পাইত না, তাহার কারণ ছিল। যে উপায়ে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কণ্টক ছিল—তাহারই স্বার্থ। এতদিন সে তাহা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। যিনি প্রিয়তম—যাঁহাকে সে ইহকাল-পরকাল সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়াছে—যাঁহার ভালবাসায় তাহার পক্ষে জগৎ স্বর্গ হইয়াছে—যাঁহাকে ভালবাসিয়া সে ধন্য হইয়াছে, সেই স্বামীকে সংসারী দেখিয়া যাইবার আশায় কেহ কি স্বামীকে পরের হাতে দিয়া যাইতে পারে?

এ বার কিন্তু তাহার দৃষ্টিপথে সেই উপায় পতিত হইল। আজ যখন তাহার মনে হইল, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে—তাহাকে যাইতেই হইবে, তখন তাহার মনে হইল, স্বামীকে সংসারী করিয়া দিতে হইলে কি করিতে হয়? সেই কথা সে কয় দিন ধরিয়া মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। সেই সময় অনুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে ছায়ার মত তাহার কাছে থাকে। সে কোন বিদেশী মাসিক পত্রে একখানি ছবি দেখিয়াছিল—"ফুটন্ত ও শুষ্ক"—কতকগুলি ফুলের গোটা কয়েক শুষ্ক আর গোটা কয়েক ফুটন্ত; যেগুলা শুষ্ক তাহাদের দল কুঞ্চিত—বিবর্ণ; আর যেগুলা ফুটিয়া রহিয়াছে সেগুলার বর্ণ মনোরম—দেখিলে মনে হয় যেন তাহাদের সৌরভ পাওয়া যাইতেছে। তাহার শয্যাপার্শ্বে অনুকে দেখিয়া তাহার সেই ছবিখানির কথা মনে পড়িত। যদি অনুর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়া যাইতে পারে? তেমন স্বামী অনু আর কোথায় পাইবে? সে-ও স্বামীর সংসারের সব কায অনুকে বুঝাইয়া দিয়া তাহার হাতে স্বামীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিবে; আর যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে—যে কয়দিন জীবিত কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন করা অনিবার্য্য, সে কয়দিন সে অনুর সেবাশুশ্রূষায় বঞ্চিত হইবে না। অনু সঙ্গে থাকিলে সে আবার স্বামীর কর্ম্মস্থলে যাইতে পারিবে—স্বামীর ব্যবসায়ে উন্নতির স্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ইহার মধ্যেই যশোদা রায় তাহাকে ফিরিবার জন্য কয়খানা পত্র লিখিয়াছে। তাহার জন্যই যে সতীনাথ কাযের ছল করিয়া যাইতেছে না, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে।

শরীর যখন রোগে জীর্ণ হয়—মস্তিষ্ক যখন দুর্ব্বল হয়, তখন একটা কথা মাথায় আসিলে সহজে যাইতে চাহে না, তাহাকে সরান দুঃসাধ্য হয়; বরং সে কেবলই পুষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠে। সুরমার তাহাই হইতে লাগিল। সে কথাটা যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—এ কায সে করিবে। সে যে স্বামীর সংসার বজায় রাখিয়া ও মা'র ভাবনা শেষ করিয়া যাইবে—এই আশায় সে কেবলই মনে করিতে লাগিল, সে অনুর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিবে। অনু যেমন তেমন স্বামী পাইয়া ধন্য হইবে, সতীনাথও তেমনই অনুর মত স্ত্রী পাইয়া সুখী হইবে। কিন্তু—সতীনাথ কি তাহাকে ভুলিতে পারিবে? সে চিন্তায় তখনও সুরমার বুকে একটু বেদনা বাজিল। কিন্তু সুরমা সে ভাব জয় করিল—সে কি এত স্বার্থপর! সে কি স্বামীর জন্য আপনি এতটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না? আর তাহার স্বার্থ—সে আর কয় দিনের জন্য?

সুরমা তাহার শুশ্রূষানিরতা ভগিনীটিকে যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল—অনু তাহার স্বামীর সংসার পূর্ব্ববৎ রাখিতে পারিবে। অমন সেবার প্রবৃত্তি, অমন বিনয়নম্র ব্যবহার, আর অমন রূপ। সে অনুর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিবে।

সঙ্কল্প স্থির করিয়াও সুরমা কথাটা সহসা কাহাকেও বলিতে সাহস করিল না; শেষে এক দিন জ্যেঠাইমা'কে একা পাইয়া একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথাটা বলিল। জ্যেঠাইমা সরলপ্রকৃতির লোক, কথাটা বুঝিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইল। কিন্তু কথাটা বুঝিয়াই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "ও কি কথা, সুর? অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে?"

সুরমা তর্কে প্রবৃত্ত হইল, "জ্যেঠাইমা, তুমি ভাবিয়া দেখ—আমার দিন ফুরাইয়াছে। আমি কি উঁহাকে অকূলে ভাসাইয়া যাইব?"

"ছিঃ, মা, অমন কথা মনেও করিতে নাই। তুই সারিয়া উঠবি।"

"সে সম্ভাবনা যদি থাকত, জ্যেঠাইমা', তবে কি আমিই এমন কথা মনে করতে পারতাম। কিন্তু আমি ত আর বাঁচব না।"

কথাটা কত ঠিক জ্যেঠাইমা তাহা জানিতেন—ডাক্তার কবিরাজ ও সেবাশুশ্রূষা কিছুতেই মৃত্যুর গতি নিবারণ করিতে পারিতেছিল না—সুরমার তরুণ জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। জ্যেঠাইমা পুনঃ পুনঃ বলিলেন বটে, "সে কি কথা, সুর! তুই সারিয়া উঠিতেছিস।" কিন্তু তাঁহার কথায় আন্তরিকতার ও বিশ্বাসের যে একান্তই অভাব ছিল, তাহা তিনিও অনুভব করিতে পারিলেন। সুরমা বলিল, "তুমি ভাবিয়া দেখ, জ্যেঠাইমা, আমি কেমন করিয়া সংসারটি নষ্ট করিয়া যাইব? যে মানুষ বাহিরের সব কায করিতে পারেন, কিন্তু ঘরের কায জানেন না—যাঁহার আপনার ভার আর এক জন না বহিলে হয় না, তাঁহাকে সংসারী করিয়া যাওয়াই কি আমার কর্ত্তব্য নহে? দিদিশাশুড়ীর হাত হইতে যে ভার আমি লইয়াছিলাম, সে ভার ত আর এক জনকে না দিতে পারিলে আমি শান্তিতে মরিতে পারিব না।" জ্যেঠাইমা কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না; বলিলেন, "তুই ওসব কথা ভাবিয়া মন খারাপ করিস না।" সুরমা বলিল, "যাহাতে মনে শান্তি পাই—নির্ভাবনায় মরিতে পারি, আমি ত সেই ব্যবস্থাই করিতে চাই জ্যেঠাইমা, তুমি বল, আমাকে সাহায্য করিবে।" জ্যেঠাইমা কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সুরমার মত তিনিও নিঃসন্তান—স্বামীর স্নেহভালবাসার সম্বল, জীবনের অবলম্বন। তাই মরিতে তাঁহার ভয় হয়, তিনি মরিলে স্বামীর কি হইবে—কে তাঁহাকে দেখিবে? সুরমার সে ভাবনা যে কত স্বাভাবিক তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। স্বামীকে দেখিবার লোকের—স্বামীর সংসার গুছাইয়া দিবার জন্য সুরমার আগ্রহের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু আপনি বাঁচিয়া থাকিতে, আপনি সতীন ঘরে আনা! তিনি যে পাকা চুলে সিন্দুর পরেন, তবুও সে কথা কল্পনা করিতে পারেন না। আর সুরমা, যাহাকে তিনি কোলে করিয়া "মানুষ" করিয়াছেন, সেই সুরমা অনায়াসে সেই ব্যবস্থা চাহিতেছে! ধন্য মেয়ে! সুরমার প্রতি তাঁহার স্নেহের স্থান শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করিল। সুরমার প্রস্তাবে তিনি আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

জ্যেঠাইমা'কে এই কথা বলিবার পর সুরমা মা'র কাছে কথা উত্থাপিত করিল। এই প্রস্তাব মা'কে এমনই আঘাত করিল যে, তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—কেবল তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, আর তাঁহার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মেয়ে মরিলে সেই জামাইয়ের সঙ্গে মানুষ আবার কেমন করিয়া আর এক মেয়ের বিবাহ দেয়, মা কখনই তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মানুষ সে কায করে দুই কারণে—আশার উত্তেজনায়, আর স্বার্থের প্ররোচনায়। আশা এই যে, মাসী মা হইলে ভগিনীর ছেলেমেয়েদের সংমা হইবে না—পরন্তু তাহাদিগকে আপনার ছেলেমেয়েরই মত দেখিবে; স্বার্থ—দৌহিত্র-দৌহিত্রীগুলি পর হইয়া যাইবে না। স্নেহই মানুষকে আশায় উত্তেজিত ও স্বার্থে প্ররোচিত করে। হায়, সে আশা কত স্থানে দারুণ হতাশার যন্ত্রণায় পর্য্যবসিত হয়! কিন্তু তাহা হইলেও কি এ কায করা যায়? যে জামাইকে দেখিলেই সেই মেয়ের কথা মনে পড়ে, তাহাকে আবার মেয়ে দিয়া শোকের যাতনা দিনরাত্রি ভোগ করা! তাহা মানুষ কেমন করিয়া করে, মা তাহা বুঝিতেই পারিতেন না। মেয়ে মরা জামাইয়ের সম্বন্ধে ত সেই কথা। কিন্তু এ যে সুরমা আপনি আপনার ভগিনীকে সতীন করিতে চাহিতেছে! তিনি যেন আপনার কাণকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! এ-ও কি সম্ভব? সুরমা কেমন করিয়া এ কথা কল্পনায় আনিতে পারিল, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। সুরমা তাহার প্রস্তাবের সমর্থনে যত কথা বলিতে লাগিল, মা সে সব শুনিয়াও শুনিলেন না, শুনিলেও বুঝিতে পারিলেন না। এমন অসম্ভব কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

মুকুল এ কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল, "একি কথা, দিদি?" কিন্তু সুরমা এমন আগ্রহে এমন উত্তেজিত ভাবে তাহার যুক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল যে, সে ভয় পাইল, হয়ত অতিরিক্ত উত্তেজনায় সুরমার অসুখ বাড়িয়া যাইবে। তাই সে আর তর্কে প্রবৃত্ত হইল না। কেবল হাসিয়া সুরমার কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। তাহাতে নিরস্ত না হইয়া সুরমা যখন কেবলই সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিল, তখন তাহাকে থামাইবার জন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, মুকুল দিদির কাছ হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

মুকুল যে ভয় করিয়াছিল, তাহাই হইল—বৈকাল হইতে সুরমার শরীর অসুস্থ বোধ হইল এবং সন্ধ্যার সময় হইতেই ব্যথা বোধ হইল। ব্যথা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্ করিতে

লাগিল। তিন চারি ঘণ্টা দারুণ যন্ত্রণার পর ব্যথাটা কমিয়া আসিতে লাগিল এবং তাহার পর শ্রান্ত ও অবসন্ন সুরমা ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যুষে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন সে চক্ষু মেলিয়াই দেখিল, অনুপমা তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে। সে সস্নেহে ভগিনীর হাতখানি ধরিল এবং সেখানি আপনার বুকের উপর রাখিয়া ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যথাটা কি গিয়াছে?"

সুরমা বলিল, "হ্যাঁ।" তাহার পর সে বলিল, "অনু তোকে একটা কথা বলিব। আমার কথা রাখিবি?"

সুরমার কণ্ঠস্বরে এমন কাতরতা ও এত স্নেহ ছিল যে, অনু তাহাতে বিচলিত হইল; বলিল, "কি কথা, দিদি?"

"যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকি, যেন তো'কে আমার কাছে পাই।"

"কেন, আমি ত তোমার কাছেই থাকি।"

"আমার বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই; যে কয়টা দিন আছে, তুই আমার কাছছাড়া হইস না।"

"না।"

"আমি তোকে আমার কাছে রাখিবার ব্যবস্থা করিব—তুই তাহাতে আপত্তি করিবি না?"

"না।"

সুরমা বিস্মিত হইল, বলিল, "আমি উঁহার সঙ্গে তোর বিবাহ দিব।"

দিদির এই কথায় অনুপমা শিহরিয়া উঠিল; এ কথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই!

কিন্তু সুরমা তাহার যুক্তিজাল বিস্তার করিতে লাগিল; অমন স্বামী আর হয় না; সে তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিয়া অকূলে ভাসাইয়া মরিলে তাহার গতি হইবে না; সে তাঁহাকে অনুর হাতে দিয়া যাইবে। যে কয় দিন সে এমনই জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিবে, সে কয় দিন সে যেমন দিদি তেমনই অনুর দিদি থাকিবে —অনু তাহাকে শুশ্রূষা করিবে।

সুরমা এমনই কত কথা বলিতে লাগিল। অনুপমা সে সব শুনিতে লাগিল কি না সন্দেহ। সে ভাবিতেছিল, দিদির প্রস্তাব এমন অসম্ভব! কিন্তু সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ যে ভাবনায়, যে আশঙ্কায় তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে, দিদিও সেই ভাবনা ও সেই আশঙ্কা জয় করিয়াছেন। সে যেমন সতীনঘর করা কষ্টকর মনে করিয়াছে, দিদিও তাহাই মনে করিতে শিখিয়াছেন; তবুও—বিশেষ এত দিন স্বামীর ভালবাসার স্বাদ পাইয়াও তিনি অনায়াসে—স্বেচ্ছায় —সাগ্রহে এই প্রস্তাব করিয়াছেন।

অনুপমা যতই ভাবিতে লাগিল, দিদির তুলনায় তাহার আপনাকে ততই কত ছোট মনে হইতে লাগিল। দিদির ত্যাগ, আর তাহার স্বার্থপরতা! দিদি স্বামীর সুখের জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করিতে-ছেন, আর সে মরণাহতা দিদির জন্যও স্বার্থত্যাগ করিতে ভয় পাইতেছে! সে দিদিকে ভালবাসিত। আজ সহসা তাহার সেই ভালবাসা শ্রদ্ধায় এবং সেই শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিণতি লাভ করিল। সে মনে করিল, সে দেখিবে সে দিদির কথাই ভাল বলিয়া মনে করিতে পারে কি না।

পরদিন সুরমা আবার যখন সেই কথা পাড়িয়া অনুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস, অনু?" তখন অনুপমা কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে তখনও ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। সে মনকে দৃঢ় করিয়া "হাঁ" বা "না" কিছুই বলিতে পারিতেছিল না। এই অনিশ্চয়তার উপর আবার লজ্জা ছিল। সে কেমন করিয়া এ কথার উত্তর দিবে?

তাহাকে নীরব দেখিয়া সুরমা বলিল, "আমি জানি, তুই আমার কথা না রাখিয়া পারিবি না। তুই আমার মনের বড় ভারটা সরাইয়া লইলি—আমার মৃত্যু শান্তির করিলি। আশীর্ব্বাদ করি, যে দেবতার হাতে তোকে দিয়া যাইব, তাঁহার ভাল-বাসায় চিরসুখী হইবি।"

দিদি যে তাহার নীরবতাই তাহার সম্মতি বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছেন, অনুপমার ইচ্ছা হইল, তাহার প্রতিবাদ করে। কিন্তু সে পারিল না।

অনুপমার সম্বন্ধে যাহাই কেন হউক না, স্বামীর সম্বন্ধেই সুরমার বিশেষ ভয় ছিল। তাই সে ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া সতীনাথকে এ কথা বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া সে এমন একটা অবসরের সন্ধান পাইল না, যে সময়টা অন্য সময় অপেক্ষা তাহার হিসাবে সুবিধাজনক। কিন্তু সে আর অপেক্ষা করিতেও পারিতেছিল না। যখন শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রবল হয়, তখন এইরূপই হয়; একটা কায করিব মনে করিলে, মানুষের আর যেন বিলম্ব সহে না; সে অস্থির হইয়া উঠে। সুরমার তাহাই হইল এবং তাহার সেই অস্থিরতা সতীনাথের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি একটা কথা মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছ? কি বল—শুনি।"

সুরমা বলিল, "ভাবনার কি অন্ত আছে?"

"তুমি কলিকাতায় আসিয়া এত ভাবিবে, বুঝিতে পারিলে আমি কলিকাতায় আসিতাম না।"

"তোমার কায কবে শেষ হইবে?"

"কেন?"

"আর কলিকাতায় থাকিয়া কেবল খরচ পত্র হওয়া কেন? চল ফিরিয়া যাই।"

"সে হইবে; এখন বল তুমি কি ভাবিতেছ?"

"তুমি বল দেখি?"

"নিশ্চয় অনুর বিবাহের কথা।"

"ঠিক ধরিয়াছ।"

"তোমাদের কেমন স্বভাব—কেবল ভাবা। কেন, তুমি যে এত ভয় করিয়াছিলে, নিরুর বিবাহ কি আটকাইয়া ছিল? অনুরও আটকাইবে না!"

"তুমি আমার একটা কথা রাখিবে?"

"নিশ্চয়।"

সতীনাথ মনে করিল, নিরুপমার বিবাহের ব্যয়-ভার যেমন সে বহন করিয়াছে, সুরমা অনুপমার বিবাহের ব্যয়ও তেমনই তাহাকে বহন করিতে বলিতেছে। সে মুহূর্ত্তমাত্র ভাবিল—অনেকগুলা টাকা! কিন্তু তাহার পরেই সুরমার কথা মনে করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।"

"তবে আমি আয়োজন করি?"

"আগে পাত্র দেখ।"

"সে ঠিক আছে।"

"কোথায়?"

"আমি তোমার সঙ্গেই অনুর বিবাহ দিব।"

সুরমার কথায় ব্যঙ্গের কোন চিহ্নই ছিল না। সতীনাথ বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরমা শীর্ণ হস্তে তাহার হাত ধরিল; বলিল— "বস।"

সতীনাথ বসিলে সুরমা তাহার সব যুক্তি একে একে বাহির করিতে লাগিল—সংসারে আর কেহ নাই, সে আর সতীনাথ, সে ত চলিয়াছে—সংসার যে অচল হইবে! সে ত তাহাকে সন্ন্যাসী করিয়া শান্তিতে মরিতেও পারিবে না। ঠাকুরমা তাহার হাতে যে ভার দিয়া গিয়াছিলেন, সে কাহারও হাতে সে ভার না দিয়া মরিলে—তাহার মরিয়াও শান্তি লাভ হইবে না। সতীনাথের সম্মুখে—জীবন—যশ—অর্থ—সাফল্য। সে কি আপনি কখন সংসারের কার্য্য দেখিতে পারে? সে কিসের উৎসাহে—কোন্ আশায় কায করিবে? আর—সুরমা নিজেই যে কয়দিন জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিবে, সে কয়দিনও তাহার সেবাশুশ্রূষা নহিলে চলিবে না; সে পদে পদে পরের উপর নির্ভর করে। অনুর মত করিয়া কে তাহার সেবা করিতে পারিবে?

সতীনাথ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সুরমা বলিল, "তুমি ত কোন দিন আমার কোন আব্দার অপূর্ণ রাখ নাই—আজ আমার এই শেষ আব্দারটি অপূর্ণ রাখিয়া আমার মনে ব্যথা দিও না।"

সতীনাথ বলিল, "তুমি ত কোন দিন কোন অন্যায় আব্দার কর নাই।"

"যদি তাহাই হয়, তবে আজ—আমার মৃত্যুর সময় না হয়, আমার একটা অন্যায় আব্দারই রক্ষা কর। তুমি 'না' বলিও না।"

"সুর—সুরমা—তুমি এ কি বলিতেছ?"

"আমি অনেক ভাবিয়া এ কথা বলিতেছি। তুমি যদি তোমার কথা মনেই না কর; আমার কথা মনে কর। অনুর সেবা ব্যতীত আমি যে যন্ত্রণায় ও অসুবিধায় কষ্ট পাইব।"

"আমি কলিকাতায় ওকালতী করিব; অনু তোমার সেবাশুশ্রূষা করিবে।"

জীর্ণ হাসি হাসিয়া সুরমা বলিল, "অনুর কি বিবাহ হইবে না? সে কি চিরদিন এই মড়া চৌকি দিবে?"

"না হয়, নিরুর মত বয়সেই অনুর বিবাহ হইবে! তুমি কি তাহার সর্ব্বনাশ করিবে?"

'সর্ব্বনাশ! আমি জানি, কত জন্মের তপস্যায় তোমার মত স্বামী পাওয়া যায়। অনু ত আমার কথায় কোন আপত্তি করে নাই!"

সুরমার এই শেষ কথায় সতীনাথ যেন বজ্রাহত হইল। সুরমা অনুপমাকেও এ কথা বলিয়াছে; আর অনুপমা কোন আপত্তি করে নাই! দুই ভগিনীর পরস্পরের প্রতি স্নেহভালবাসা এমনই প্রগাঢ় যে, তাহারা উভয়েই উভয়ের অনন্ত দুঃখের বিষয়ে অনায়াসে অন্ধ হইয়াছে!

সতীনাথ বলিল, "সুরমা, এ যে পাগলের কথা! তুমি অনুকে এ কথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি।"

সতীনাথ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন, দারুণ ভূমিকম্পে সমস্ত পৃথিবী উল্টাইয়া গিয়াছে। সে যেন কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এ কি স্বপ্ন?

কিন্তু তাহার সেই স্বপ্নই সফল করিবার জন্য সুরমা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। সে সেই কথার আলোচনা করিতে করিতে এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিত যে,

পাছে সে মূর্চ্ছিত হয়, সেই ভয়ে সতীনাথ তর্কে বিরত হইত।

সুরমা যুক্তির উপর অনুনয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহার আপনার জন্যই তাহার অনুকে প্রয়োজন—তবুও কি সতীনাথ, তাহার জন্য এই ত্যাগস্বীকার করিবে না? অনু ত সে ত্যাগ স্বীকার করিতে এক বারও দ্বিধা বোধ করে নাই!

শেষে অসাধ্য বলিয়া সতীনাথ অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া প্রতিবাদ বন্ধ করিল; মনে করিল, সুরমার জন্য যদি নিজের সর্ব্বনাশ করিতে হয়, সে কি পারিবে না? কিন্তু সে চিন্তাতেও সে কোনরূপ শান্তি লাভ করিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুরমা ভগিনীর সঙ্গে স্বামীর বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে যেন কোন দিকেই সে আনন্দের কোন সন্ধান পাইতেছিল না। কেবল সেই উৎসাহের ও আনন্দের উৎস আপনার হৃদয়ে রচনা করিয়াছিল। শুভ কার্যের সময় চক্ষুর জল ফেলিতে নাই বলিয়াই কেবল মা বহুচেষ্টায় চক্ষুর জল সম্বরণ করিতেছিলেন—সকল সময় তাহার চেষ্টা ফলবতীও হইতেছিল না। মুকুল একেবারেই বাঁকিয়া বসিয়াছিল—মা কোন কথা বলিতে যাইলে ঝাঁকিয়া উঠিতেছিল, "তোমাদের যাহা খুসী কর; আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? যাহা কেহ কখন শুনে নাই, তাহাই করিতে চলিলে!" মা যদি বলিতেন, "বাছা, আমি কি করিব, বল। আমিই কি এ বিবাহে মত দিতেছি?" তবে সে বলিত, "তবে জোর করিয়া বল-'না এ কায হইবে না'।" মা কিন্তু মরণাহতা কন্যার কথা মনে করিয়া তাহা বলিতে পারিতেছিলেন না। জ্যেঠাইমা সুরমার কথায় সায় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুরমার কথা ভাবিয়াই তাঁহার বুকের মধ্যে কর কর করিতেছিল। সুরমাকে তিনি যত ভালবাসিয়াছেন, তত ভালবাসা বুঝি কোন মা পেটের মেয়েকেও বাসিতে পারেন না। সেই সুরমা আপনি আপনার দিন ফুরাইল মনে বুঝিয়া স্বামীকে সতীনের হাতে দিতেছে! দিন ত ফুরাইয়াই আসিল—কিন্তু এই কয়টা দিন পরে বিবাহটা হইলে হইত না? সুরমা জ্যেঠাইমাকে দিয়া জ্যেঠামহাশয়কে সব কথা লিখাইয়া তাঁহাকে আসিতে বলিয়াছিল। তিনি আসিলেন না—জ্যেঠাইমা'কে লিখিলেন, "আমি যাইব না। সুরমার মত মেয়ে যে বংশে জন্মগ্রহণ করে, সে বংশ পবিত্র হয়। বাবার ঠাকুরমা সহমরণে গিয়াছেন—সে বৈধব্য সহিতে পারিবেন না বলিয়া। আর সুরমা আপনি স্বামীকে পর করিয়া দিতেছে—কেবল স্বামীর সুখ হইবে বলিয়া! কিন্তু আমি ত ইহা দেখিতে পারিব না! ভাবিতেই আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।" সুষমা ও রমা মনে করিল, দিদির মাথার ঠিক নাই—এ একটা খেয়াল, ইহার প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নহে। আত্মীয়-কুটুম্ব কেহই এ বিবাহের সমর্থন করিতে পারিলেন না; কেবল সকলেই সুরমার ত্যাগে মুগ্ধ হইলেন। আর সতীনাথ? তাহার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। তাহার আদর্শ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার সরলতার গর্ব্ব দূর হইয়া গিয়াছে—সে সমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে না। সে আপনার কাছে আপনি অপরাধী।

এই অবস্থায় দিন যাইতে যাইতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। আত্মীয় স্বজন কাহাকেও বলা হইল না—কেবল পুরোহিত ডাকিয়া, মন্ত্র পড়িয়া "চা'র হাত এক করা"; নিয়ম রক্ষার হিসাবে যাহা না করিলে নহে, তাহাই পালন করা। সতীনাথ যেন মন্ত্রচালিত পুতুলের মত যাহা করিতে অনুরুদ্ধ হইতেছিল, তাহাই করিতেছিল।

অনুপমাও বুঝিয়াছিল—তাহার এ বিবাহ আনন্দের নহে উৎসবের নহে; মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ার এই অনুষ্ঠান। দিদির জন্য সে যে তাহার জীবনের সুখস্বপ্ন পদদলিত করিল—জীবনের মুকুলিত আশা নষ্ট করিল একটা অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করিল—তাহার গর্ব্বও সে অনুভব করিতে পারিল না।

কেবল আপনার উৎসাহের ও আনন্দের মধ্যে থাকিয়া সুরমা সে সব অনুভবই করিতে পারিল না; পরন্তু সে মনে করিতে লাগিল, ইহাতে দুঃখের কি আছে? বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই সে অনুকে তাহার ঘরসংসারের কথা বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল—ঘোড়াটি ইক্ষুদণ্ড খাইতে কত ভালবাসে, আপনি না দেখিলে সহিস কেমন করিয়া ঘাস চুরি করে, বাগানের বুড়া মালি যোগিয়া আর বেশী কায করিতে না পারিলেও অমন বিশ্বাসী চাকর তাড়াইতে নাই, যশোদা রায় আপনি দু'পয়সা লইলেও মনিবের হিত দেখেন—ইত্যাদি কথা এবং স্বামীর কখন কিসের দরকার হয়, তিনি কি ভালবাসেন—সে সব কথাই সে অনুকে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেন সে কয় দিনেই তাহার সব কায অনুকে শিখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। সে স্থির করিয়াছিল,

বিবাহের পরই সে স্বামীকে ও অনুকে লইয়া সতীনাথের কর্ম্মস্থানে যাইবে। ইহার মধ্যেই সে যশোদা রায়ের পত্র পাইয়াছিল—যত শীঘ্র হয় কলিকাতার কায শেষ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, কেন না, অনেক মক্কেল ফিরিয়া যাইতেছিল—মক্কেলই ত লক্ষ্মী। অনুর সঙ্গে সতীনাথের বিবাহের প্রস্তাবও সে জানিয়াছিল। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। সতীনাথের কর্ম্মস্থানে ভৃত্যাদি সকলে এ সংবাদে "মা'র" জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলে সে তাহাদিগকে বুঝাইয়াছিল, "বোধ কর, এই ত স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কায। স্বামীর যাহাতে সুখ হইবে তাহা ভাবিয়াই ত কায করিতে হইবে। তা' নয়—স্বামীর সংসার ভাসাইয়া দিয়া আপনি মরিলে সে কি ভাল? বোধ কর, সে ত কেবল নিজের সুখই দেখা হইল—স্বামীর দিকে ত তাকান হইল না, সেটা, বোধ কর, উপযুক্ত কায হয় না।" কোচম্যানটির ঘরে দুই স্ত্রী, সে বলিয়াছিল, "ও বাত ঠিক হ্যায়; বাট কি বহুত ঝঞ্ঝাট—লেকিন কাজিয়া—" তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই যশোদা রায় ধমক দিয়া বলিয়াছিল, "একি ছোট লোকের ঘর যে কাজিয়া হ'বে? বোধ কর, মাইজীকা দেখা হ্যায় নেই? অইসা মেয়েরা কি কখন ঝগড়া করতা, অউর—এ ত নিজের বহিনকো সাত স্বামীর সাদি দেতা!" বেচারা কোচম্যান রঞ্জিত দাড়ি নাড়িয়া বলিয়াছিল "ও বাত ঠিক হ্যায়।"

বিবাহের পরদিন কাটিয়া গেল—তাহার পরদিন ফুলশয্যা। জ্যেঠাইমা দুই একবার মা'কে বলিলেন "বলি, মেজবৌ, নিয়ম রক্ষা ত করিতে হইবে; উদ্যোগ কর।" মা কোন উত্তর দিলেন না। তখন জ্যেঠাইমা আপনিই কতকগুলা ফুল আনাইলেন। সুরমার তাহা পসন্দ হইল না, সে আরও ফুল আনাইল। সে আপনার হাতে অনুকে সাজাইয়া দিল, জ্যেঠাইমা'কে তাহাকে স্বামীর ঘরে দিয়া আসিতে বলিল। অনু এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, এবার বলিল, "দিদি, তোমাকে যে রাত্রি ১০ টায় একবার ঔষধ খাওয়াইতে হইবে!"—সুরমা তাহার মুখ নামাইয়া চুম্বন করিল—বলিল, "সে কথাটা আজও ভুলিস নাই। আমার খাটের পাশের টেবলে ঔষধের শিশি ও গেলাস রাখিয়া যাইবি—আজ আমিই ঢালিয়া ঔষধ খাইব।" জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কেন? আমি ঔষধ দিব।" সুরমা অনুকে বলিল, "তাহাই হইবে। দেখিস, তুই যেন সাত তাড়াতাড়ি আমাকে ঔষধ দিতে আসিস না। আসিলে আমি রাগ করিব।"

ফুলশয্যার রাত্রিতে জ্যেঠাইমা যখন অনুকে স্বামীর ঘরে লইয়া গেলেন তখন সুরমার দৃষ্টি অনুর অনুসরণ করিল। জ্যেঠাইমা ফিরিয়া আসিলে সে বলিল, "বোনটির আমার বিবাহে কোন উৎসবই হইল না! কিন্তু না হউক—বাঁচিয়া থাকুক, উহার মত সৌভাগ্য কাহারও হইবে না।" স্বামীর প্রতি সুরমার ভক্তি এমনই ছিল বটে।

অনুপমা যখন ঘরে গেল, সতীনাথ টেবলের কাছে চেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিল—এ কি হইয়া গেল? যেন সবই স্বপ্ন! সহসা অনুপমাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার জন্য বেদনায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না; কাতর দৃষ্টিতে অনুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি এ কি করিলে—কেন আপনি আপনার সর্ব্বনাশ করিলে?"

অনুপমাও এ কয় দিন কেবল ভাবিয়াছে; সে কোথায়—তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে, এ সব সে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। মা'র চোখের জল, দাদার বিরক্তিপূর্ণ মুখ, সতীনাথের মুখে বেদনার প্রকাশ—এ সবই কি তাহার ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে? তাহার পর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—আর ভাবিয়া কোন ফল নাই, কিন্তু তবুও ভাবনা যায় না। কিন্তু ভাবনার একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অনিশ্চয়তার ঝঞ্ঝাবাত শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহার হৃদয় স্থির হইয়াছিল এবং সেই স্থির হৃদয় স্থির হ্রদেরই মত সামান্য বাতাসে চঞ্চল হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই সময় সতীনাথের কথা দমকা বাতাসের মত যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে ঈশান কোণ হইতে ছুটিয়া আসিল। অনুপমা আপনার কাছে ধরা দিয়া ফেলিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি খাটের একটা দণ্ড না ধরিলে বোধ হয় পড়িয়া যাইত।

তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া সতীনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখনও অনুপমার মাথা ঘুরিতেছিল—সে যেন সংজ্ঞাশূন্যা। তাহার দেহ এলাইয়া পড়িল। সতীনাথ তাহাকে ধরিয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিল—ব্যস্ত হইয়া তাহার মুখে চক্ষুতে দিবে বলিয়া কুজা হইতে জল আনিতে গেল। জল লইয়া আসিয়া সে দেখিল, অনুপমা উঠিয়া বসিয়াছে—মাথায় কাপড় টানিয়া দিতেছে। সে জলের গেলাসটা টেবলের

উপর রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার আপনার ব্যবহারে সে আপনি লজ্জিত হইল—যে কারণেই হউক সে যখন বিবাহ করিয়াছে, তখন অনুর প্রতি তাহার অমন ব্যবহার করা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে অনুর দোষ কি? বরং সে স্নেহের জন্য আপনার জীবনের সব সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছে। তাহার ত্যাগের মহিমা তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তাহার বয়স বিবেচনা করিলে সে ত্যাগের মূল্য আরও অধিক বলিয়াই মনে হয়। সে কেন অভ্যস্ত সংযম হারাইয়া অমন কথা বলিল? সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল!

অনুপমাও সেই খাটের উপর কাঠের পুতুলের মত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার অতীত যেমন, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎও তেমনই অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। সে কি তবে দিদির জন্য দিদির প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া অন্যায় করিয়াছে? যদি তাহা করিয়াই থাকে—আর ত ফিরিবার পথ নাই! অদৃষ্ট তাহার জীবনের পাতে যে লেখা লিখিয়াছে—অশ্রুজলে তাহা ত আর ধৌত হইবে না—বেদনায় উত্তাপে তাহা যে কেবল গভীর বর্ণেই ফুটিয়া উঠিবে! এই কয় দিনের ঘটনা কি কেহ মুছিয়া দিতে পারে না? দিদির কথায় আপত্তি করাই কি তাহার কর্ত্তব্য ছিল? কেন—সে ত আপনার সুখের কথা এক বার মনেও ভাবে নাই; সে ত কেবল দিদির কথা ভাবিয়াছে। দিদির সেবাশুশ্রূষা করিয়া সে কি আপনি কখনই শান্তি লাভ করিতে পারিবে না? স্বামীর ভালবাসা—প্রেম না পাইলে কি রমণীজন্ম ব্যর্থই হয়? তখনই তাহার মনে হইল—যদি তাহাই হয়! তাহার বুকের মধ্যে বেদনার চাঞ্চল্য যেন অসহনীয় হইয়া উঠিল; তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। সে উঠিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া দিদির কাছে গেল।

সুরমার, বোধ হয়, একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল, "চলিয়া আসিলি যে?"

অনু কোন কথা বলিল না।

সুরমা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল—"দিদিটি আমার, তিনি কি তোকে কোন কঠিন কথা বলিয়াছেন?"

দিদির উত্তেজনায় শঙ্কিত হইয়া অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "না।"

সুরমা বলিল, "তাহাই বল; আমি যে কি ভয় পাইয়াছিলাম!"

জ্যেঠাইমা মেঝেয় শয্যা রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রানিমগ্না ছিলেন। গোলমালে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি একটা অজানা শঙ্কায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?"

সুরমা বলিল, "কিছু নহে, জ্যেঠাইমা; ওকি আমাকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? দেখ না, ইহার মধ্যেই চলিয়া আসিয়াছে।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "কেন, মা অনু, আজ কি এখনই চলিয়া আসিতে আছে? আমি সুরর কাছে আছি। তুই যা'—চল, আমি রাখিয়া আসি!"

অনুপমা কোন কথা বলিল না—দিদির বিছানায় দিদির পাশে শুইয়া পড়িল।

সুরমা সস্নেহে ভগিনীকে বুকে টানিয়া লইল।

এদিকে অনুপমা চলিয়া যাইলে সতীনাথের চিন্তার স্রোতঃ আর এক পথে প্রবাহিত হইল। তাহার কথায় অনুপমা যখন আহত হইয়া খাটের দণ্ডটা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় সরিয়া গিয়াছিল—মুখের উপর উজ্জ্বল আলো পড়িয়াছিল। তখন তাহার মুখে সতীনাথ আজ কত বৎসর পূর্ব্বের সুরমার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। সে শৈশবাবধি অনুপমাকে দেখিয়া আসিয়াছে, কখনও এই সাদৃশ্য এমন বুঝিতে পারে নাই। আজ রোগশীর্ণ সুরমার মুখে সুরমার সে দিনের মুখের সাদৃশ্য সন্ধান করিয়াও পাইবার উপায় নাই। কিন্তু যৌবন-পূর্ণতাপ্রাপ্ত অনুপমার মুখে সে সাদৃশ্য এমনই সপ্রকাশ যে, তাহার মনে হইয়াছিল, বুঝি সুরমার সেই পূর্ব্বকালের সৌন্দর্য্যের যে স্মৃতি তাহার হৃদয়ে ছিল, তাহাই আজ অনুপমার মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে—সে আপনার কল্পনাকে বাস্তব বলিয়া মনে করিয়াছে। নহিলে—মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন সাদৃশ্য কি কখন সম্ভব হইতে পারে? সতীনাথ ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু কেবল মুখেরই সাদৃশ্য নহে। সে যখন মূর্চ্ছিতপ্রায় অনুপমাকে ধরিয়া শয্যায় স্থাপিত করিয়াছিল, তখনও তাহার মনে হইয়াছিল, সে যেন অতীতের রাজ্যে গিয়াছে—সুরমা তাহার বাহুপাশবদ্ধা। অনুপমার দেহ তেমনই কোমল—তেমনই তপ্ত। তাহার মনে হইতে লাগিল সে স্পর্শের অনুভূতি—সে স্পর্শের রূপ সে যেন তখনও অনুভব করিতে পারিতেছে। এ যেন বর্ত্তমানই স্বপ্ন—সে সেই অতীতে রহিয়াছে—সে আর সুরমা কিশোর-কিশোরী।

এ কি চিন্তা! সতীনাথ আপনার চিন্তায় আপনি চমকিয়া চাহিল। সে শয্যার দিকে চাহিয়া দেখিল—অনুপমা যখন সেই শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, যেন

তাহার কেশবেশ হইতে কতকগুলি ফুল পড়িয়া গিয়াছিল—সেগুলি শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারাই তাহার "ফুলশয্যার" পরিচয়। দেখিয়া সতীনাথ মনে মনে হাসিল। এ বার ফুলশয্যার ঐরূপ স্মৃতিই রহিবে বটে! "বসন্তের কাল গেছে; কেন ফুল ফুটিবে আর?" সুরমার রোগশয্যায় তাহার জীবনের বসন্তের অবসান হইয়াছে—এখন জীবনে কেবল নিদাঘের জ্বালা। সে জ্বালা তাহার—তাহাকে সে জ্বালায় জ্বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ যে কিশোরী, যাহার কেশচ্যুত ফুল এখনও তাহার শয্যায় পড়িয়া আছে, যাহার কেশের সৌরভ এখনও কক্ষের পবনে ভাসিতেছে, যাহার স্পর্শের অনুভূতি এখনও যেন সে অনুভব করিতে পারিতেছে—উহাকে এ জ্বালায় জ্বলিতে দিল কেন? উহার জীবনের বসন্তশোভা নষ্ট করিবার কি অধিকার তাহার ছিল? অনুপমার প্রতি করুণায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল—করুণার সেরূপ প্লাবন সে তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হৃদয়ে অনুভব করে নাই। সে কত দিন হইতে এ কথা ভাবিয়াছে—তখন যুক্তির কথা তাহার মনে হইয়াছে; করুণা কখন চিন্তার পথে—যুক্তির দ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। সে সহানুভূতির গোমুখী হইতে নির্গত না হইলে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে পারে না। আজ সতীনাথের তাহাই হইল।

কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ে এই করুণার উৎস সে সন্ধান করে নাই। যে উৎস এতদিন সুরমার—রোগক্লিষ্টা পত্নীর জন্য দুশ্চিন্তার তাপে শুষ্ক হইয়াছিল, আজ নূতন অবস্থায় সেই উৎসেই কি এই করুণা উদ্গত হইল? অর্জ্জুনের শরাহত ধরণীর বিদীর্ণ বক্ষ হইতে যে জলধারা উদ্গত হইয়াছিল, তাহাতেই ভীষ্মের মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারিত হইয়াছিল। আজ তাহার বেদনাহত হৃদয় হইতে যে করুণার ধারা নির্গত হইল, তাহাতে কি তাহার হতাশার অবসান হইতে পারিবে? তাহাতেই কি তাহার দগ্ধমরু হৃদয় স্নিগ্ধ হইবে? কে বলিবে?

কিন্তু কে তাহার জন্য এত ভাবিয়াছে? তখন সুরমার স্বার্থত্যাগের—আত্মত্যাগের কথা মনে পড়িল। সে রোগশয্যায়—মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু রোগযন্ত্রণার মধ্যে সে কেবল তাহার কথাই ভাবিয়াছে—কিসে তাহার অসুবিধার কারণ উৎপাটিত করিতে পারিবে, তাহাই মনে করিয়াছে। দধীচি দেবকুলের কল্যাণকামনায় আপনার দেহাস্থি প্রদান করিয়াছিলেন—পুরাণে তাঁহার ত্যাগের মহিমা ঘোষিত হইতেছে! সুরমার ত্যাগ কি সে ত্যাগের তুলনায় নিষ্প্রভ? তাহা নহে। সুরমার শিক্ষালব্ধ সংস্কার তাহাকে এই ত্যাগে কত বাধা দিয়াছিল, তাহা সতীনাথের কল্পনাতীত ছিল না; কিন্তু সে সেই সংস্কার অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছে। তখন সেই রোগশীর্ণা—মরণাহতা পত্নীর কথা মনে করিয়া সতীনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সুরমার কাছে যাইয়া বলে—"সুরমা, তুমি মানবী নহ—দেবী। তোমার ত্যাগপুণ্যে তোমার স্বামী ধন্য হইয়াছে।"

সুরমার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্বেল আবেগে সতীনাথের হৃদয় হইতে আর সব চিন্তা দূর হইয়া গেল। এই চিন্তার পূর্ব্বে সে যে অনুপমার কথা ভাবিতেছিল, তাহা আর তাহার মনে রহিল না। এই শ্রদ্ধার ধারায় তাহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তার দুঃখজ্বালা নিবারিত হইল। যেমন পর্ব্বতের অঙ্গ হইতে নির্ঝরের বারি ঝরিয়া তাহার শুষ্ক দেহ স্নিগ্ধ করে, তেমনই সুরমার চিন্তায় সে যেন শান্তি লাভ করিল।

সতীনাথ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এক বার মুখ তুলিয়া দেখিল—ঘড়ীতে ৫টা বাজিয়া গিয়াছে—রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর একপক্ষকাল যাইতে না যাইতেই সুরমা জিদ করিতে লাগিল—সতীনাথের কার্য্যস্থলে ফিরিয়া যাইবে। সে যে ভগিনীর বিবাহ দিয়াছে এবং স্বামীর সংসার যাহাতে ভাসিয়া না যায়, তাহার উপায় করিয়াছে—এই আনন্দে সে মনে প্রগাঢ় সুখ পাইতেছিল। সে যতই সে কথা ভাবিতেছিল, ততই তাহার মনে হইতেছিল, ইহার জন্যই সে এত দিন বাঁচিয়া ছিল—এত দিনে তাহার জীবন সার্থক ও ভগ্ন শেষ হইয়াছে। এই আনন্দের ও সুখের প্রভাব তাহার শারীরিক পরিবর্ত্তনে সহায় হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু যে কারণেই হউক না, যে অনির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দেশ্য ব্যাধি নাগপাশে তাহাকে বদ্ধ করিয়াছিল, সে যেন তাহার বন্ধন শিথিল করিয়া দিতে লাগিল। ব্যথাটা একটু দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে "ধরিতে" লাগিল—তাহার তীব্রতারও হ্রাস হইতে লাগিল। যে কারণেই হউক না কেন, যখন এমন হইতে লাগিল, তখন সতীনাথ আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া যাইতে চাহিল। সুরমার তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল। সে স্বামীর সংসারে ও স্বামীর হৃদয়ে অনুপমাকে

প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় অনু সর্ব্বদাই তাহার কাছে থাকিত—সংসারের নানা কাযেও সে সর্ব্বদা তাহাকে স্বামীর কাছে পাঠাইয়া তাহার দ্বারা আপনার স্থানটি পূর্ণ করিতে পারিত না। এখানে মা—বিশেষ জ্যেঠাইমা সংসারের সব ভার লইয়াছিলেন। সুরমা আপনিও জিদ করিতে লাগিল—আবার যশোদা রায়কে লিখিয়া দিয়াছিল—সে যেন সতীনাথকে যাইতে লিখে। যশোদা রায়ের ত "একে চাও—আরে পায়" হইল। যদিও সতীনাথের অনুপস্থিতিতে সে সংসারের সব কায করিতে কিছু পাইতেছিল ; কিন্তু সে পাওনা তাহার ছিলই ; এদিকে মক্কেলের নিকট হইতে যে মোটা পাওনা সেইটাই বন্ধ হইয়াছিল। তাই সে ছটফট করিতেছিল ; লোককে স্পষ্টই বলিত, "বোধ কর টাকার জন্যই ত দেশ ছাড়িয়া এই বিদেশে আসা। সে টাকাই যদি না পাই, তবে কেন আর এখানে থাকা। কর্ত্তা বাবুর লবণ খাইয়াছিলাম—বোধ কর, ধর্ম্ম মানিয়া তাই আজও সব আগলাইয়া আছি ; কিন্তু এমন হইলে আর কত দিন থাকিতে পারিব ?" সে সতীনাথকে পত্র লিখিতে লাগিল—আর বিলম্ব করিলে অনেকগুলি বাঁধা মক্কেল ফস্‌কাইয়া যাইবে।

অগত্যা সতীনাথ যাইবার আয়োজন করিল।

ওদিকে রেঙ্গুণে জ্যেঠা মহাশয়ের একা বড় অসুবিধা হইতেছিল ; তিনিও জ্যেঠাইমাকে ফিরিয়া যাইতে তাগিদ দিতেছিলেন। জ্যেঠাইমাও যাত্রার আয়োজন করিলেন এবং সুরমা রওনা হইবার দুই দিন পূর্ব্বের ষ্টীমারেই যাত্রা করিলেন—যাইবার সময় বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, চির 'এয়োস্ত্রী' হইয়া—নীরোগ হইয়া থাক। তোর জ্যেঠা বলিয়াছেন, তোর মত মেয়ে যে বংশে জন্মায় সে বংশ পবিত্র হয়। তুই যে কায করিলি তাহার কি তুলনা হয়, মা ?"

ঠিক এই কথাটা সুরমাকে অনেকের মুখে অনেক বার শুনিতে হইয়াছে। যাঁহারা সতীনাথের সহিত অনুপমার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, "বলিস কি, সুরমা—অমন কথা মুখেও আনিস না"—তাঁহারাও শেষে—বিবাহ হইয়া যাইলে—বলিয়াছিলেন, "ত্যাগ বটে !" সেই কথায় সুরমার মনে একটু গর্ব্বের উদয় হইয়াছিল কি না, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, তত ঐ কথাটা শুনিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সে কি এমন কায করিয়াছে, যাহার জন্য সকলে এত বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে ? এ ত্যাগ কি সত্য সত্যই এত বড় ? যদি তাহাই হয় ?—তাহার মনে প্রথমে একটু শঙ্কার উদয় হইল—যে স্থানটায় "ভয়" আছে, এমন কথা সকলেই বলে সে স্থানটায় যাইতে যেমন "গা ছম্ ছম্" করে—এও তেমনই। কিন্তু সে সে শঙ্কা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে ত মৃত্যুর-কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—জীবনের সুখ সে ত শেষ করিয়া পরপারে চলিয়াছে ; এখন এ ত্যাগ—যত বড়ই কেন হউক না, ইহাতে তাহার কিছু আইসে যায় না। রোগশয্যায় থাকিয়া সে ত স্বামীর স্নেহযত্নের কোনরূপ ত্রুটি অনুভব করিতে পারিতেছিল না ! অসুস্থ অবস্থায় তাহার যতখানি স্নেহযত্নের প্রয়োজন সে তাহা পাইতেছিল ; কিন্তু সুস্থ—সবল পত্নীর যে তৃষ্ণা তাহার কথা সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল—সে যে আবার তাহা অনুভব করিতে পারে, সে সম্ভাবনাও সে মনে স্থান দেয় নাই। হিসাব করিবার সময় সে অঙ্কপাতে ঐ ভুলটাই করিয়া বসিয়াছিল।

সতীনাথ যখন কার্য্যস্থানে ফিরিয়া গেল, তখন আর সুরমাকে চেয়ারে বসাইয়া লইয়া যাইতে হইল না—সে অনুর স্কন্ধে ভর দিয়া আপনি যাইয়া গাড়ীতে উঠিল—উঠিবার পূর্ব্বে একবার ঘোড়াটির গ্রীবায় আদর করিয়া হাত দিল—ঘোড়াটি আনন্দে মৃদু হ্রেষারব করিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়া সুরমা এক বার গোশালা—বাগান—সব ঘুরিয়া আসিতে চাহিল ; অনুই বারণ করিল, "না—দিদি, এই পথের কষ্টের পর, তুমি বিশ্রাম কর। বাগান—গরু, এসব ত আর পলাইয়া যাইবে না। আজ নহে—কাল দেখিও।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তোকে সব বুঝাইয়া দিতে না পারিলে যে আমার ছুটী হইবে না ! তাই ত ব্যস্ত হইতেছি !"

অনুপমা উত্তর দিল, "দিদি, তোমার কি আর কথা নাই ? আমি তোমাকে সারিয়া তুলিবই।"

সুরমা বলিল, "সেও কি হয়, অনু ? আমার স্থানটা আমি তোকে দিয়াছি ; আমার ত আর স্থান হইবে না !"

"খুব হইবে—স্থানটা তোমারই ; আমারই অনধিকার প্রবেশ, সে কেবল তোমারই জিদে, দিদি।"

সুরমার কথার উত্তরে অনুপমা যাহা বলিতেছিল, সেদিকে সুরমার মন ছিল না। সে যাহা বলিয়াছিল, সেই কথাই যেন মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার স্থান সে অনুকে দিয়াছে ; এখন যদি তাহাকে থাকিতেই হয়, সে কোথায় স্থান পাইবে ? সে যেন একটু শঙ্কিত ভাবেই আপনার দিকে চাহিয়া দেখিল—সেই অস্থিচর্ম্মসার দেহে

স্বাস্থ্যের লাবণ্য যেন আবার ফিরিয়া আসিতেছিল—বহুদিন পরে কোন অনির্দ্দিষ্ট ও অপ্রত্যাশিত কারণে নদীর পরিত্যক্ত খাতে যেন আবার প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। কলিকাতায় যাইবার দিন সে মনে করিয়াছিল—তাহার এই সুখস্বর্গ সে আর দেখিতে পাইবে না। আজ সে ফিরিয়া আসিয়াছে। এ স্বর্গে কি সত্য সত্যই তাহার আর স্থান হইতে পারে না? সে আপনাকে আপনি প্রবোধ দিল—তাহার জন্য আর অধিক দিন স্থানের প্রয়োজন হইবে না—যে কয় দিন প্রয়োজন হইবে, সে কয় দিনের জন্য অবশ্যই স্থানের অভাব হইবে না। স্বামীর ভালবাসায় ও ভগিনীর স্নেহে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই।

যদি এ সংসারে কয় দিনের জন্য তাহার স্থান না হয়, এই আশঙ্কা মনে হইয়াছিল বলিয়া সুরমা আপনাকে আপনি তিরস্কার করিল—এখনও সে আপনার কথা ভুলিতে পারে নাই—সে আপনার যে আদর্শ রচিত করিয়াছিল, সে কি তবে তাহার অনুরূপ হইতে পারে নাই? সেই দিন হইতে সে আবার প্রবল চেষ্টায় আপনাকে যেন মুছিয়া ফেলিয়া আপনার স্থানে সর্ব্বপ্রকারে অনুপমাকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইল। সংসারের সব কায সে অনুপমাকে শিখাইয়া দিল এবং অনুপমা যখন সে সব কায বুঝিয়া লইল, তখন ভাবিল—সে পরম আনন্দ লাভ করিল। কিন্তু যখন তাহার আর করিবার কিছুই রহিল না, তখন সে যে শূন্যভাব অনুভব করিতে লাগিল, তাহা দুর করিবার কোন উপায় করিতে পারিল না।

অনুপমা যে কেবল ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করে, ইহা সে লক্ষ্য করিল; মনে করিল, সে কি তবে রোগজীর্ণা ভগিনীর সেবা করিয়াই জীবন ব্যর্থ করিবে? তাহার তরুণ হৃদয়ও ত শত আশায়—শত তৃষায়—শত আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়। সে সতীনাথকে বলিল, "তুমি এমন করিয়া আমাকে অপরাধী করিও না।"

সতীনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

"কেবল আমার সেবা করিবে বলিয়া আমি অনুর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিই নাই। আমি জানিতাম, তুমি উহার উপর কোন অবিচার করিতে পারিবে না—তোমার যে ভালবাসা পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি, ও তাহাতে বঞ্চিত হইবে না।"

"কিন্তু—সুরমা,—"

সুরমা স্বামীর কথা শেষ হইতে দিল না; বলিল, "আমি 'কিন্তু' শুনিব না।"

সুরমার ব্যবস্থায় অনুপমা ও সতীনাথ পরস্পরের সন্নিহিত হইতে লাগিল।

ফুলশয্যার রাত্রিতে রোদননিরতা—বেপমানা অনুপমাকে ধরিয়া সতীনাথের মনে হইয়াছিল, সে যেন তাহার প্রথম যৌবনে ফিরিয়া গিয়াছে—অনুপমাই তাহার সুরমা। সে দিনের সেই অনুভূতিটুকু সে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই—বর্ণ যেমন রঞ্জকের হস্তে আপনার স্পর্শচিহ্ন রাখিয়া যায়, সেই অনুভূতি তেমনই তাহার হৃদয়ে আপনার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। এখন সেই ভাব বর্ষার বারিপাতে শীর্ণ লতিকার মত পুষ্ট হইবার সুযোগ পাইল। প্রথমে সতীনাথ স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিল কি না, সন্দেহ। কারণ, সবল—সুস্থ পুরুষের হৃদয়ে যে স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সা থাকে তাহা তাহার প্রকৃতিগত বলিয়া পুরুষ সহসা তাহার অস্তিত্ব তেমন অনুভব করিতে পারে না। সতীনাথের হৃদয়ে সেই আসঙ্গলিপ্সা সুরমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শঙ্কায় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল,—এখন তাহা আবার প্রকাশ পাইতে লাগিল।

স্বামীর এই ভাবটিই সুরমার আশঙ্কার বিষয় ছিল। যত দিন সে মনে করিতেছিল, সে কিছুতেই অনুপমাকে তাহার স্বামীর পক্ষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, তত দিন তাহার মনে হইত—তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না—সব চেষ্টা বুঝি ব্যর্থ হইল; আর সঙ্গে সঙ্গে সে কেবল অনুপমার জীবন ব্যর্থ করিল। এখন তাহার সে দুর্ভাবনা দুর হইল।

স্বামীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সুরমা যেমন আনন্দ অনুভব করিল, অনুপমা তেমনই লজ্জানুভব করিতে লাগিল। স্বামীর ভালবাসা পাইলে—সে ভালবাসা যখন শ্রদ্ধায় পরিণতি লাভ করে, তখনই স্ত্রী স্বামীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহার পূর্ব্বে নহে। কাযেই অনুপমা তখনও স্বামীকে দেবতা মনে করিয়া তাঁহার সব ক্রটি-বিষয়ে অন্ধ হইতে পারে নাই। তাই সে যখন মনে করিত, যে দিদি স্বামীর সুখের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন—হাসি মুখে সম্ভাবিত বেদনার বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন,—স্বামী তাঁহাকে রাখিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন, তখন সে আপনি লজ্জায় যেন মরিয়া যাইত—আর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা বহু চেষ্টাতেও অবিচলিত রাখিতে পারিত না। দিদির ত্যাগের পার্শ্বে তাঁহার ভোগবাসনা যেন অত্যন্ত কষ্টদায়ক

বলিয়া মনে হইত। দিদির উপদেশ—এমন কি স্বামীর দেবত্বে হিন্দু পত্নীর চিরাগত বিশ্বাস—কিছুতেই সে দেবতার এই মানবোচিত দৌর্ব্বল্যটুকু উপেক্ষা করিতে পারিত না—কিছুতেই ত্যাগের পার্শ্বে ভোগের অসাদৃশ্য ভুলিতে পারিত না।

আবার অনুপমার ভাবটি—এই অসামান্য ও অসাধারণ সংযমই যেন সতীনাথের সংযমকে অসংযত করিয়া তুলিত। নদীর স্রোতঃ যদি সমতল প্রান্তরে প্রবাহিত হইতে পায়, তবে তাহার বেগ সহজেই কমিয়া যায় এবং তাহার বুকে যে আবিলতা থাকে তাহাই স্থানে স্থানে সঞ্চিত হইয়া পদে পদে তাহার বেগে বাধা দেয়; কিন্তু সে স্রোতঃ যদি সম্মুখে বাধা পায়, তবে প্রবল আবেগে সে বাধা অতিক্রম করিয়া—ভাঙ্গিয়া—চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আপনার পথে প্রবাহিত হইতে চেষ্টা করে। মানুষের ভোগবাসনাও তেমনই সহজে পরিতৃপ্তির পথ পাইলে প্রবল হইবার অবসর পায় না। বাল্যকালাবধি সতীনাথ অবস্থাহেতু সংযমের অনুশীলনও করিবার সুযোগ পায় নাই। সে প্রথমে পিতামাতার স্নেহের পাত্র ছিল—তাহার পর পিতামহীর অন্ধের যষ্টি হইয়াছিল। সুরমা তাহাকে যে ভালবাসা দিয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। ভাগ্যদেবীও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন—যেন তাহাকে পিতামাতার স্নেহসম্ভোগে বঞ্চিত করায় লজ্জিত হইয়া সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য জীবন সংগ্রামে তাহাকে জয়মাল্য দান করিয়াছিলেন। এই যে অবস্থা, ইহা সংযমের অনুশীলনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। কাযেই তাহার ভোগবাসনা যতই অনুপমার কঠোর সংযমে আঘাত পাইতে লাগিল, ততই তাহা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল এবং গিরিপ্রাচীরে নদীর প্রবাহ প্রতিহত হইলে যেমন নদীকূলের গ্রাম তাহার ফলভোগ করে তেমনই তাহার আঘাতের ফল অনুপমা যত ভোগ না করিল—সুরমা তত ভোগ করিতে লাগিল!

ইহা প্রথমে অনুপমাই লক্ষ্য করিল; কিন্তু লক্ষ্য করিয়াও প্রতীকার করিতে পারিল না। যে ভালবাসা দিদিরই প্রাপ্য—বিশেষ দিদি অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগে যাহাতে তাঁহার অধিকার দৃঢ় করিয়াছেন, সে স্বামীর ভোগবাসনার সহায় হইয়া—তুচ্ছ মূল্যে তাহা কিনিতে পারিল না। তাহার নারীপ্রকৃতির মধ্যে যে দেবত্ব ছিল, তাহা সে কল্পনায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। স্বামীর প্রতি তাহার হৃদয় ভালবাসায় আকৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেই লজ্জায় বিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিল—সে কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিল না—ফিরাইতে চাহিলও না। স্বামী তাহাকে আদর—সোহাগ জানাইবার উদ্যোগ করিলেই তাহার বিরক্তি ও বিস্ময়বিপ্লুত দৃষ্টি বা ক্ষুদ্র একটি কথা তাঁহার সে উদ্যোগ এমন ভাবে ব্যর্থ করিয়া দিত যে তাঁহার দৌর্ব্বল্য শেষে তাঁহাকেই বিদ্ধ করিয়া ব্যথিত করিত।

যে স্থানে এক বার ক্ষত হয় সে স্থান যদি পুনঃ পুনঃ আঘাত পায়, তবে ক্ষত দুষ্ট হইয়া ক্যানসারে পরিণত হয়—সতীনাথের যেন তেমনই হইল—মনের মধ্যে অসন্তোষের ব্যথা রহিয়াই গেল এবং তাহার ভোগবাসনা যখন তখন তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল। যে বাসনা ভোগ্য বস্তুর অভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, ভোগ্য বস্তুর সান্নিধ্যে তাহার শীর্ণ অবশেষ দেখিতে দেখিতে পুষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠে।

সে দিন অপরাহ্নে সুরমা যখন তাহার দৈনন্দিন কার্য্যের—গোশালা, অশ্বশালা, বাগান দেখিবার—জন্য অনুপমাকে ডাকিল, "অনু, চল—বেলা যে পড়িয়া আসিল।" তখন অনুপমা বলিল, "দিদি, তুমি যাও আমি এই শেলাইটা শেষ করি।"

সে তখন দক্ষিণের খোলা ছাতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া একটা জামা সেলাই করিতেছিল—সে সেলাইটা সে সেই দিনই দিদির কাছে শিখিয়াছিল।

সুরমা বলিল, "কি বাতিক! তা' তোকেই বা কি বলিব,—তোর বয়সে আমারও অমনই বাতিক ছিল, নূতন একটা সেলাই শিখিলে সেটা লইয়া যেন আর সব ভুলিয়া যাইতাম। উনি কত ঠাট্টা করিতেন।"

বলিয়া সুরমা চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সতীনাথ বসিবার জন্য সেই ছাতে আসিল। তখন দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে; পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য বৃহৎ ও লোহিত দেখাইতেছে, ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে। আকাশে এক রাশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ দিনান্তের কিরণ-চুম্বনে যেন লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে—সেই আভা যেন উদ্ভিন্ন-যৌবনা অনুপমার রূপের উপর কিরণ-ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি—আলো নিবিবার পূর্ব্বেই সেলাই শেষ করিবার জন্য সেলাই করিতেছিল। তাহার মাথার উপর কাপড় ছিল না—কেশের ভারে কবরী শিথিল হইয়া গ্রীবার উপর পড়িয়াছিল। সতীনাথ যে আসিয়াছিল তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। সেলাই শেষ করিয়া সে মুখ তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে সতীনাথ। সতীনাথের প্রশংসমান দৃষ্টিতে ক্ষুধা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মাথায় কাপড় দিয়া অনুপমা

জামা, কাপড়, কাঁচি প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যাইবার জন্য পা বাড়াইল। সতীনাথ তাহার মুক্ত বাম হাতখানি ধরিয়া বলিল, "পলাইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?"

অনুপমা বলিল, "দিদি ডাকিয়া গিয়াছেন।"

কথাটার মধ্যে আঘাত দিবার বা আঘাত পাইবার কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও সতীনাথ আঘাত অনুভব করিল; তাহার মনে হইল—কথাটায় অনুপমা তাহাকে বুঝাইতে চাহে, সে দিদির জন্যই ব্যস্ত। সে বলিল, "তোমার কাছে দিদিই বড়। আর কেহ মানুষই নহে! না?"

বাস্তবিক দিদিকে অনুপমা এত বড় মনে করিত যে, তাঁহার প্রতি এই অকারণ আক্রমণ তাহার কাছে ভক্তের পক্ষে দেবতাকে আক্রমণের মতই বোধ হইল। সে, সে আক্রমণ নীরবে সহ্য করিতে পারিল না; বলিল, "আর সকলে মানুষ, কিন্তু দিদি—সকলের অপেক্ষা বড়—এত বড় যে আর কাহারও সঙ্গে দিদির তুলনা করা যায় না। মানুষ পর্ব্বতের মূলে দাঁড়াইয়া পর্ব্বত দেখিলে যেমন শ্রদ্ধায় অবনত হয়, দিদির কাছে আসিলে তেমনই শ্রদ্ধায় অবনত না হইয়া পারে না।"

ইটটি মারিয়া পাটকেলটি পাইয়া সতীনাথও একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমরা মানুষ—দেবতার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আমরা ভোগী—সংসারী, সন্ন্যাসী নহি; হয়ত তাই মানুষের মত স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা পাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে পারি না—শুষ্ক পাষাণের দেব প্রতিমা হইতে পারি না। মানুষ তাহা পারে না।"

তখনও সতীনাথ অনুপমার হাত ধরিয়া ছিল! অনুপমা অনুভব করিল সতীনাথ দৃঢ়তর ভাবে হাত ধরিল। সে বলিল, "মানুষ বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না! সেই মানুষ যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে সে কেমন করিয়া স্বামীর সুখের আশায় আপনার সব আশা নষ্ট করিতে পারে—সব বাসনা ত্যাগ করিতে পারে, আপনার বুকে কষ্টের কাঁটা রাখিয়া সুখের ফুল স্বামীর পায় দিতে পারে তাহাও দেখিয়াছি।"

সে মুখ তুলিয়া নয়নের দীপ্ত দৃষ্টি এক বার স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিল। তাহার পরই সে নয়ন নত করিল কিন্তু সেই দৃষ্টিই সতীনাথকে যথেষ্ট বিদ্ধ করিল। সে অনুপমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পিছাইয়া আসিল।

অনুপমা চলিয়া গেল। সে যেন হাঁফাইতেছিল, তাহার হৃদয়ের চাঞ্চল্যে তাহার শরীর কাঁপিতেছিল।

সে চলিয়া যাইলে সতীনাথ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার নয়নে অতি তীব্র দৃষ্টি—আহত অভিমানের তীব্রতা।

আপনার বসিবার ঘরে সেলাইয়ের জিনিষগুলা ফেলিয়া অনুপমা নামিয়া গেল; বাগানে একটা বড় আমগাছের তলায় বেঞ্চ পাতা ছিল; সুরমা সেই বেঞ্চের উপর বসিয়া ছিল—খানিকটা ঘুরিয়া সে শ্রান্ত হইয়াছিল, তখনও তাহার দৌর্ব্বল্য দূর হয় নাই। অনুপমা যাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। যেন এতক্ষণ সে শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়াছিল, এখন এই আশ্রয়ে আসিয়া অভয় লাভ করিল। দিনের আলো তখন নিবিয়া আসিতেছে—গাছের তলায় তখন অন্ধকার; তাই সুরমা ভগিনীর মুখভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না, নহিলে তাহার মুখ দেখিতে পাইলে সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিত, "অনু, তোর মুখ অমন শুষ্ক কেন?"

বাস্তবিক অনুপমার বুকে তুষানল জ্বলিতেছিল। সেই আগুনে স্বামীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধার শেষ লেশটুকুও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দাহযন্ত্রণায় সেও কষ্ট পাইতেছিল। যে স্বামী স্ত্রীর সর্ব্বস্বত্যাগের মহিমাও বুঝিতে না পারেন, সে কেমন করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবে; আর যখন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে তখন স্ত্রীর জীবনে আর কি থাকিতে পারে? অথচ হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া—সীতা সাবিত্রীকে নারীর আদর্শ জ্ঞান করিতে জানিয়া সে স্বামীকে দেবতা মনে করিতেই শিখিয়াছে!

আগুন কেবল যে অনুপমার বুকেই জ্বলিতেছিল। তাহা নহে। সতীনাথের বুকেও আগুন জ্বলিতেছিল সে আগুন উজ্জ্বল ও প্রবল—প্রদীপ্ত। সে মনে করিতেছিল, সে কি সুরমার জন্য কিছুই করে নাই—কোন স্বার্থত্যাগই করে নাই, যে অনুপমা আজ অনায়াসে তাহাকে আঘাত দিয়া তাহার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়া—পদদলিত করিয়া চলিয়া গেল? সে যে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সেও কেবল সুরমার জন্য, সুরমা সুখী হইবে মনে করিয়া, সুরমা সেবা-শুশ্রূষা পাইবে এই আশায়। নহিলে তাহার আজন্ম-সঞ্চিত সংস্কার যে বিবাহের কল্পনায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। সে আপনার মত আপনি টিপিয়া মারিয়া তবে এ বিবাহ করিয়াছিল। তাহাতে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা—তাহার মর্য্যাদানুভব করিবার যোগ্যতা অনুপমার আছে কি? অনুপমা আজ আসিয়া দিদির সেবার ভার লইয়া মনে করিতেছে, সে একটা বড় কায করিতেছে। কিন্তু এত দিন—এই দীর্ঘকাল সে কি কোন দিন

কোনরূপে সুরমার শুশ্রূষার ত্রুটি হইতে দিয়াছে? তাহার যে রাত্রিতে নিদ্রা ছিল না—দিনে চিন্তার ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না, সে কি কিছুই নহে? যখন ব্যবসায়ে সাফল্য ও যশ তাহার করতলগত হইতেছিল, তখন সে সব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া রুগ্না মরণাহতা পত্নীকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল—কর্ম্মহীন আলস্যে আপনার সাফল্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছিল, সে-ও কি ত্যাগ নহে? ত্যাগ কেবল—আপনার মৃত্যু অনিবার্য্য ও আসন্ন বুঝিয়া—স্বামীর প্রেম-পরিতৃপ্ত হইয়া স্বামীর বিবাহ দেওয়া? সমাজের উপহাস সহ্য করা—সে-ও কি ত্যাগের লক্ষণ নহে? তুমি অশিক্ষিতা নারী, তুমি তাহার কি বুঝিবে?

এইরূপ চিন্তায় সতীনাথ আপনার কার্য্যের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিল। সে যে অনুপমাকে তাহার ভালবাসা জানাইতে গিয়াছিল, সে কি তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যের প্রেরণায় নহে? অথচ অনুপমা তাহাই নিতান্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাকে ধিক্কার দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

সতীনাথ যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাহার বুকের মধ্যে আগুন ততই জ্বলিতে লাগিল; আর—শুষ্ক শাখাপত্রে দাবানল যেমন প্রবল হইয়া উঠে, তাহার আহত বাসনায় সে আগুন তেমনই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যাতনার চাঞ্চল্যে সে এতই অস্থির হইয়া উঠিল যে, তাহার ভিতরের চাঞ্চল্য বাহিরেও আত্ম-প্রকাশ করিল। সে আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—সেই মুক্ত ছাতে অস্থির ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কখন যে দিন শেষ হইয়া রাত্রির অন্ধকার আকাশে ও মাটীতে ছড়াইয়া পড়িল, তাহা সতীনাথ জানিতেও পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যে দিক হইতে বাতাস বহে, আগুনের শিখা সে দিকে না যাইয়া তাহার বিপরীত দিকেই যায়। সতীনাথের মনের আগুনের শিখাও সেইরূপে অনুপমার দিকে না যাইয়া সুরমার দিকে গেল। অনুপমা যে দিদির প্রতি শ্রদ্ধায় একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে সুরমার কোন অপরাধই ছিল না; পরন্তু সে স্বামীর সংসারে ও স্বামীর হৃদয়ে আপনার স্থানে অনুপমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাই করিয়াছে ও করিতেছিল; উদ্দেশ্য—তাহার অভাবে স্বামীর বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়। অনুপমাকে সংসারে তাহার আপনার স্থান প্রদানে সুরমা আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল; স্বামীর হৃদয়ে তাহাকে প্রতিষ্ঠাবিষয়ে আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করিলেও সে আশা ত্যাগ করে নাই। কিন্তু সতীনাথের হৃদয়ের বহ্নিদাহে, বোধ হয়, এ বিষয়ে তাহার বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়াছিল। নহিলে সে মনে করিবে কেন, দোষ সুরমার? সুরমা অতটা ত্যাগ করিল কেন? তাহার ত্যাগ অনুপমার শ্রদ্ধাকে কেন এমন করিয়া বদ্ধ করিল যে, সে শ্রদ্ধা আর স্বামীকেও অব-লম্বন করিয়া—বেষ্টন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিল না? যে সুরমা তাহার সুখের জন্য, প্রাণ ত তুচ্ছ কথা—আপনার সব সাধ—সুখ—শান্তি অনায়াসে পদদলিত করিতে পারিত, যে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তাহার অভাবে স্বামীর কত অসুবিধা হইবে, কেবল তাহাই মনে করিয়া চঞ্চল হইয়াছে—আজ সতীনাথের মনে এমনও হইতে লাগিল যে, সেই সুরমাই তাহার সুখলাভের অন্তরায়—সেই সুরমাই তাহার ও তাহার সুখের মধ্যে ব্যবধান! শীতকালে যে লেপে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নিদ্রিত থাকে, গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও—গাত্রে আগুনের আঁচ লাগিলেও সে যেমন প্রথমেই তাহা বুঝিতে পারে না, তেমনই স্বামীর ভালবাসায় অবিচলিত বিশ্বাসহেতু সুরমা এই আগুনের আঁচ প্রথমে যেন অনুভব করিতেই পারিল না, বরং তাহার সম্বন্ধে স্বামীর অতিরিক্ত মনোযোগ শিথিল হইল মনে করিল, এই বার সে স্বামীর হৃদয়েও আপনার স্থানে অনু-পমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। কিন্তু এ ভুল অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রথমে অনুপমার ব্যবহারে, পরে যশোদা রায়ের কথায় তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল।

সে দিন অপরাহ্নের সেই ঘটনার পর হইতেই অনুপমার মনে শঙ্কা ছিল—স্বামী তাহার তিরস্কারে বিচলিত হইবেন এবং তাহার ফলে অনিষ্ট ঘটিতেও পারে। এক এক বার তাহার মনে হইতেছিল, সে কেন স্বামীর ব্যবহার—ভাল হউক আর মন্দ হউক—অনিবার্য্য বলিয়া নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না? যে দিদি আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাও বোধ করেন নাই তাঁহার ভগিনী হইয়া সে এত অধীর হয় কেন? কিন্তু দিদির সেই ত্যাগ স্মরণ করিয়াই সে কিছুতেই স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনের ভাব তাহার মুখে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া সুরমা একাধিক বার জিজ্ঞাসা করিল, "অনু, তোর মনটা যেন ভাল নাই এক বার কি কলিকাতায় যাইতে ইচ্ছা হইতেছে?"

স্বামীর ব্যবহারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল বলিয়া অনুপমা অতি সহজেই লক্ষ্য করিতে পারিল—দিদির উপর স্বামীর বিরক্তি তিনি যেন আর ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছেন না, বা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টাও করিতেছেন না। লক্ষ্য করিয়া সে-ও বিরক্ত হইল—হায় পুরুষের হৃদয়, তুমি এমনই দুর্ব্বল—এমনই স্বার্থসর্ব্বস্ব! আর সেই হৃদয় জয় করিবার জন্য নারী আপনার সব সুখ—সব স্বার্থ অনায়াসে ত্যাগ করে! স্বামীর ব্যবহার যেমনই কেন হউক না, তাঁহাকে দেবতা মনে করিয়া ভক্তি করা ব্যতীত স্ত্রীর আর কোন কর্ত্তব্য নাই—কোন গতি নাই! কর্ত্তব্য ও ভালবাসা কি কেবল এক পক্ষেরই! তবে কি ভালবাসাও কর্ত্তব্যের মত কঠোর, কর্ত্তব্যেরই মত অবশ্য করিবার? তাহা কি সম্ভব? আর শ্রদ্ধা? সে ত কর্ত্তব্যেরও আদেশে উদ্ভূত হয় না! তবে? যে ভালবাসা শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। তাহার হৃদয়ভৃঙ্গার শূন্য করিয়া সে তাহার শ্রদ্ধাগঙ্গোদক তাহার দিদির চরণেই ঢালিয়া দিয়াছিল—কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। আর ভালবাসা? স্বামীর নির্ম্মল প্রেমকিরণে তাহার নারীহৃদয়ের জমাট ভালবাসা দ্রবীভূত হইয়া প্রবাহিত হয় নাই—তাই তাহার হৃদয়ও কোমল হয় নাই। সে স্বামীর দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিতে পারিল না—অবজ্ঞা করা ত পরের কথা।

স্বামীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অনুর ভয় হইল—পাছে দিদি ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন; লক্ষ্য করিলে তিনি কত দুঃখ পাইবেন! সে যেন সর্ব্বদা সযত্নে দিদিকে আগলিয়া থাকিত। সতীনাথ তাহাদিগের কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহার মুখ ছাইয়ের মত পাংশু ও শুষ্ক হইয়া যাইত। তিনি যে দিদিকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া চলিয়া যাইলেন, পাছে তাহাকে দিদির কাছে তাঁহার ভাবান্তর ধরা পড়ে! স্বামী চলিয়া যাইবার পর দিদি অন্য কোন কথা পাড়িলে তাহার মুখে রঙ ফিরিয়া আসিত। স্বামী আসিলে সে মাথার উপর কাপড় তুলিয়া দিতেও ভুলিয়া যাইত।

সুরমা ভগিনীর এই ভাবান্তর যত সহজে লক্ষ্য করিল, স্বামীর ভাবান্তর তত সহজে লক্ষ্য করিতে পারিল না; কেন না, স্বামীর প্রতি সাধারণ শ্রদ্ধাহেতু সে তখনও তাঁহার ভালবাসায় সন্দেহ করিতে পারে নাই—সে যে স্বামীর ভালবাসা হারাইয়া বিরক্তি পাইয়াছে—বিনা কারণে আপনার এমন দুর্দ্দশার সম্ভাবনা কল্পনা সে করিতেও পারে নাই। কিন্তু ভগিনীর ভাবান্তরের সূত্র ধরিয়া সে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, স্বামীর কাছে সে আর পূর্ব্বের সেই গৃহিণী, সচিব, সখী নহে—সে যেন ভার মাত্র; যেন স্বামীর সংসারে সত্য সত্যই তাহার আর স্থান নাই, সে কেবল অকারণে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। প্রথমে সে যেন আপনিই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না—ভাবিল, তাহার বিকৃত কল্পনা প্রকৃত অবস্থার অতিরঞ্জিত চিত্র আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। সে আপনাকে আপনি সন্দেহ করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার পরই যশোদা রায়ের কথায় সন্দেহ কাটিয়া গেল। যশোদা রায় একদিন বলিল, "আমাকে বিদায় দিন—আমি দেশে যাই।"

সুরমা বলিল, "কেন, রায় মহাশয়! আমার বহিনটি ত এখনও সংসার বহিবার মত হয় নাই যে, আমার মত আপনারও ছুটি!"

"তা' নহে। কথাটা কি, বাবুর আর কাযে মন নাই—বোধ কর, এমন হইলে ব্যবসা চলিবে না; এ বাবনা তেমন নহে।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"তিনি সদাই বিরক্ত। বোধ কর, মক্কেলকেও মিষ্টমুখে কথা কহেন না; তা' সে যত বড় মক্কেলই কেন হউক না!"

অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি? কেন -বাবুর ত কখন এমন ছিল না!"

যশোদা রায় বলিল, "তাই ত ভাবনা। যেটা যা'র স্বভাব নয়, তা'র সেটা হইলেই ভয় হয়। বাবুর যত সহ্য গুণ ছিল, তত ত আমাদেরও ছিল না। বোধ কর, এক একটা মেড়ো মক্কেল যখন পাগড়ীতে গণ্ডা কতক ছারপোকা লইয়া আসিয়া বসিয়া অনর্গল বকিয়া যাইত, তখন আমাদের রাগ হইলেও বাবু হাসিমুখে কথা কহিতেন।"

"তবে—এমন কেন হইল?"

"তা' ত আমি বুঝিতেই পারিতেছি না।"

সুরমা বিস্মিত দৃষ্টিতে যশোদা রায়ের দিকে চাহিল, কিন্তু অনুপমা যেন দিদির দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই মুখ নীচু করিয়া অকারণ মনোযোগ সহকারে সূচের ফোঁড় তুলিতে লাগিল। সুরমা তাহার ভীতিচকিত দৃষ্টি দেখিতে পাইল না। পাইলে সে দেখিত পশ্চাতে শিকারীর বর্শাফলকে রবিকর জ্বলিতেছে দেখিয়া পলায়নপরা হরিণীর নেত্রে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, তাহার নয়নে সেই দৃষ্টি। যে কথা সে কিছুতেই

দিদিকে জানিতে দিতে চাহিতেছিল না—প্রাণপণে আগলিয়া—ঢাকিয়া রাখিতেছিল, দিদি কি আজ তাহাই জানিতে পারিবেন! তাহার সব চেষ্টা কি ব্যর্থ হইবে?

যশোদা রায় চলিয়া যাইলে সুরমা অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি কিছু বুঝিতে পারিস?"

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না। কিন্তু দিদির জিজ্ঞাসায় যে বেদনা ছিল তাহাতে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। পাছে চোখ ছাপাইয়া জল পড়ে সেই ভয়ে সে মুখ তুলিল না—কিন্তু সূচ তুলিবার সময় দেখিতে না পাইয়া ভুল করিল, তাহার আঙ্গুলে সূচ বিঁধিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ফোঁটা রক্ত বাহির হইয়া আসিল। "সূচটা যে বিঁধিয়া গেল"—বলিয়া সুরমা ভগিনীর হাত হইতে সেলাইটা লইয়া তাহার আঙ্গুলটি দুই আঙ্গুলে ধরিয়া দেখিল, তাহার পরেই উঠিয়া যাইয়া একটা নেকড়ার ফালি ভিজাইয়া আনিয়া আঙ্গুলে বাঁধিয়া দিল।

ততক্ষণে অনুপমা আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে বলিল, "দিদি, তুমি বড় ব্যস্ত হও। একটু সূচ বিঁধিয়াছে, তাই আবার জলপটী কেন?"

সুরমা বলিল, "নহিলে যে ব্যথা হইবে।"

এই হাঙ্গামায় যে সতীনাথের কথাটা চাপা পড়িয়া গেল, তাহাতে অনুপমা যেন স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যে ভয় যেন একটা হিংস্র জন্তুর মত তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছিল, সেটা তাহা সহসা ফিরিয়া গেল।

অনুপমা সে দিনের মত নিষ্কৃতি পাইল মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও হইল না। রায় মহাশয়ের কথা যেন একটা সিসার গুলির মত সুরমার বুকের মধ্যে পড়িয়াছিল—নড়িতে চড়িতে তাহার অনুভূতি হইতেছিল। স্বামীর এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? যে তাহার মত স্বামীকে ভালবাসিতে পারে—ইহকাল-পরকাল-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিতে পারে—স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে—সে কখনই স্বামীর সম্বন্ধে এমন কথা শুনিয়া দুশ্চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। সে মনে করিয়াছিল, অনুর হাতে স্বামীর ভার দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে, কিন্তু তাহা পারে নাই—স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য তাহার চিন্তার ও যত্নের কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। তাই সন্ধ্যার পর সে আর একবার অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অনু, রায় মহাশয় আজ ও কথা বলিলেন কেন? তুই কি ইহার কোন কারণ জানিস?"

অনুপমা বলিল, "না।" কিন্তু এ বার দীপালোকে সুরমা তাহার দৃষ্টি দেখিতে পাইল এবং দেখিয়াই মনে করিল, এ দৃষ্টি স্বাভাবিক নহে—ইহার নিম্নে হৃদয়ের চাঞ্চল্য যেন স্বচ্ছ—নির্ম্মল জলের নিম্নে বালুর মত দেখা যাইতেছে। তখন তাহার মনে হইল, কয় দিন হইতেই যেন অনুপমার একটু ভাবান্তর হইয়াছে। সে বলিল, "তাও বটে—তুই ছেলেমানুষ; হয়ত অত কিছু বুঝিতে পারিস না।"

সেই দিন হইতে সুরমা ভাল করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং অতি সহজেই স্বামীর পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। প্রথমেই সে দেখিল, যে সতীনাথ কোন দিন আপনার কোন ভার আপনার হাতে রাখে নাই—এখন সে তাহাই কৃপণের ধনের মত আপনি রাখিতেছে—কোন প্রয়োজনে তাহাকে বা অনুপমাকে ডাকিতেছে না। সুরমা অনেক দিন সংসার বা অন্য কোন বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা স্বামীর সঙ্গে করে নাই—এখন সে চেষ্টা করিতেই বুঝিল, তাহা আর স্বামীর ভাল লাগিতেছে না। সে সব অলোচনা যে সতীনাথ অনুপমার সঙ্গে করে না, তাহাও জানিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

তখন প্রথমেই তাহার আপনার কথা সুরমার মনে হইল। মানুষ ত্যাগের যত মহিমাকীর্ত্তনই কেন করুক না, যত চেষ্টা করিয়া ত্যাগের পুণ্যে ধন্য হইতেই কেন চাহুক না—সে সহজে আমিকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না, কেন না আমিকে ছাড়িলে তাহার আর কিছুই থাকে না; উহা মুছিলে জগৎ মুছিয়া যায়। কাযেই নূতন অবস্থার অনুভূতি হইতে না হইতে—ঘরে আগুন লাগিয়াছে জানিলে মানুষ যেমন সর্ব্বপ্রথমে আপনার প্রাণের জন্য ব্যস্ত হয়, সুরমা তেমনই আপনার কথা মনে করিল। সে স্বামীর ভালবাসার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসে এমনই দৃঢ় ছিল যে, কোন দিন সে ভালবাসা হারাইবার কল্পনাও করিতে পারে নাই—তাই সে ভগিনীর সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিতে পারিয়াছিল—মনে করিয়াছিল, হাতের লোহা ও সিঁথির সিন্দুরের মত সে সেই ভালবাসা লইয়াই মরিবে। কিন্তু এ কি? সে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল,—জাগিয়া দেখিল তাহার সর্ব্বস্ব অন্তর্হিত হইয়াছে—সে নিঃস্ব। তাহাই বটে—যে নারী স্বামীর ভালবাসা হারায়—সে নিঃস্ব ব্যতীত আর কি? বাঁচিয়া থাকিতে হইলে—সংসারে থাকিতে হইলে যেমন খাদ্যপানীয়, বেশবাস প্রয়োজন—তেমনই স্নেহ প্রেম ভালবাসা প্রয়োজন। নহিলে বাঁচিয়া থাকা মরিয়া থাকারই নামান্তর হয়।

প্রথমে তাহার কেবল আপনার কথাই মনে হইল ; কিন্তু চক্ষু তুলিতেই যখন সে অনুপমার ম্লান মুখ দেখিল, তখন তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা আর চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল। এই ভগিনী যে তাহার সেবা শুশ্রূষায় আপনাকে যেন ডুবাইয়া দিয়াছিল—সংসার যেন ভুলিয়া গিয়াছিল, যে তাহার কথায় দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া—বুঝি কেবল তাহার সেবার জন্যই—জীবনের সুখ পদদলিত করিয়া সতীনের ঘর করিতে সম্মত হইয়াছিল, যে তাহার জন্য স্বামীর ভালবাসা চাহে নাই—কেবল ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে—সে যে সেই ভগিনীর জীবনও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে! সে কি ভুলই করিয়াছে! গ্রীষ্মের দিন শেষে—"কালবৈশাখীর" ঝড়ের ঝাপটা বাতাসের মত একটা প্রবল আবেগে সুরমা তাহার ভগিনীটিকে বুকে টানিয়া লইল এবং অশ্রুকম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "অনু, তুই আমার জন্য ভাবিস না—তুই স্বামীকে আপনার কর ; তিনিও সুখী হইবেন—তুইও সুখী হইবি।"

অনুপমা কোন কথা বলিল না—মুখ তুলিল না। কিন্তু সে যে কাঁদিতেছিল, সুরমা তাহা বুঝিতে পারিল—তাহার চক্ষুর জলে সুরমার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল।

সুরমা আবার বলিল, "স্বামীকে আপনার করিতে না পারিলে, স্ত্রীর জীবন ব্যর্থ হয়। তুই তাঁহাকে জানিস—যদি তিনি দোষ করিয়া থাকেন, তবুও তাঁহার গুণের তুলনায় দোষ সিন্ধুর কাছে বিন্দু মাত্র তুই স্বামীর উপর ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত কর।"

তবুও অনুপমা কোন কথা কহিল না।

সুরমা বলিল, "ভক্তি-ভালবাসার অবলম্বন না পাইলে, নারীর জীবন দুর্ব্বহ হয়।"

এই বার অনুপমা মুখ তুলিল, বলিল, "কেন, দিদি, আমি ত ভক্তি-ভালবাসার অবলম্বন পাইয়াছি। তুমি যাহার দিদি, তাহার কি সে অবলম্বনের অভাব হয় ?"

অন্য ক্ষেত্রে হইলে এই কথায় সুরমা কিছু শান্তি পাইত কি না বলিতে পারি না—আর এক জন তাহাকে এমন করিয়া ভক্তি করে ও ভালবাসে জানিলে মানুষ সুখী হয় ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হইল না। ভগিনীর এই কথায় তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সুরমার বুকে ব্যথা বাজিল। এক বার তাহার মনে হইল—নদীতে যখন বান আইসে, তখনই নদী তাহার পরিপূর্ণতার চাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারে—পূর্ব্বে নহে ; তেমনই যৌবনপূর্ণতাপুষ্ট হৃদয়ে প্রেম যে দিন প্লাবনের মত আইসে সে দিন তাহার অনুভূতি নারী রোধ করিতে পারে না—অনুপমাও পারিবে না। কিন্তু সে আশার অবকাশ রহিল না। অনুপমার যে বয়স তাহাতে সে যদি আজও স্বামীর প্রতি ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, সে আকর্ষণের উৎস বিরাগের তাপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—তাহার হৃদয়ে ও জীবনে কেবল মরুভূমি সৃষ্ট হইবে। ভাবিয়া সুরমা শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল—যেন সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই ভগিনীকে আরও নিবিড় স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিল।

তখন সুরমার মনে হইল, সে কি ভুল করিয়াছে! সে কি এত দিনও লক্ষ্য করে নাই, অনুপমার কোন ব্যবহারে কিশোরীর নবস্ফুট প্রেমের বিকাশ দেখা যায় নাই ? স্বামীর সঙ্গ লাভের বাসনা—স্বামীর সমক্ষে লজ্জার সঙ্কোচ—এ সব ত সে কোন দিনই অনুপমার দেখে নাই। তবুও এত দিন সে কিছু বুঝিতে পারে নাই!

এখন উপায় ?

তাহার পরই তাহার স্বামীর কথা মনে পড়িল। অনুপমার প্রতি স্নেহে তখন তাহার চিত্ত বিগলিত—তাহার জন্য শঙ্কায় চঞ্চল। তাই প্রথমে অনুর প্রতি ব্যবহার মনে করিয়া সে স্বামীর উপর বিরক্ত হইল। কিন্তু সে বিরক্তি মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী হইল। তাহার কারণ, সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও ভালবাসা যাঁহাকে দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছে, তাঁহার উপরে বিরক্ত হইবার, রাগ করিবার সাধ্যও তাহার ছিল না। তাঁহার উপর সে কখনই বিরক্ত হইতে বা রাগ করিতে পারে নাই। এমন কি তিনি কোন দিন তাহার অবিশ্বাসের অবকাশও দেন নাই। তাঁহার সকল কার্য্য—সকল ব্যবস্থাই যেন তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিত। তাহার প্রতি তাহার স্বামীর ভালবাসা—তাহার রোগের সময় স্বামীর উৎকণ্ঠা ও শুশ্রূষা সব তাহার মনে পড়িল। কেবল তাহারই শেষ অনুরোধ মনে করিয়া, মনের কত আপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া সতীনাথ অনুপমাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহাও সুরমার অজ্ঞাত ছিল না। তাই মনে স্বামীর প্রতি বিরক্তির সঞ্চার হইতে না হইতে অনুকম্পায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহার ভুলে সেই স্বামীও কষ্ট পাইয়াছেন ও পাইতেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার আপনার কথা মনে পড়িল। স্বামীর সেই ভালবাসা সে হারাইয়াছে, আর তাহারই পরিবর্ত্তে পাইয়াছে—বিরক্তি! না—ঘৃণা? সে আপনার

দিকে চাহিয়া আপনার দৈন্যে আপনি বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিল না। সে-ও কান্দিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার আজিকার দৈন্য যেন কেবলই তাহার সে দিনের সৌভাগ্যকে উপহাস করিতেছে, আর সেই উপহাসের অট্টহাস তাহার স্বামীর ভালবাসাশূন্য হৃদয়ে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাকেই শঙ্কিত করিতেছে। সে কি করিবে কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সতীনাথের বুকের মধ্যে যে দুর্জ্জয় চাঞ্চল্য তাহাতে তাহার পক্ষে তাহার স্বাভাবিক শান্ত ভাব রক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না। প্রবল ঝড়ে যেমন বাড়ীগুলা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে, তাহার স্থৈর্য্য তেমনই কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মানুষ স্বাভাবতঃ ভোগাসক্ত—সেই আসক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য মানুষ সাধনা করিয়াছে—বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধন করে, সেই আসক্তি জয় করিতে পারিলে, সে জীবন্মুক্ত হয়। এই আসক্তিজয় কিরূপ দুষ্কর কার্য্য নানা ধর্ম্মের গ্রন্থে তাহা রূপকের ছলে বুঝান হইয়াছে। অপ্সরার রূপ হইতে হরিণ শিশুর প্রতি স্নেহ—নানা প্রলোভন মানুষকে প্রলুব্ধ করে। মার যে বুদ্ধকে ছলনা করিয়াছিল সে-ও মানুষের স্বাভাবিক ভোগাসক্তির আকর্ষণ। কিন্তু মানুষই আবার সে আসক্তি জয় করিতে পারে—ভোগের স্থানে ত্যাগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। কিন্তু সেই ত্যাগের মধ্যে সে যদি আবার ভোগের সন্ধান পায়, তবে সে ভোগ সে তাহার প্রাপ্য বলিয়াই বিবেচনা করে এবং তাহা পাইবার জন্য আমিষখণ্ড দেখিয়া মাংসাশী হিংস্র জন্তুরই মত চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তাহা না পাইলে নিষ্ফল চাঞ্চল্যে তাহার হিংস্র ভাব কেবলই উগ্র হইয়া উঠে। সতীনাথের তাহাই হইয়াছিল।

সতীনাথের ভালবাসার একমাত্র অবলম্বন ছিল—সুরমা। সেই সুরমা যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল, তখন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সতীনাথের যে ভালবাসা পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে বিষম আঘাত লাগিল। সেই আঘাতে তাহার ভোগলালসা দলিত হইয়া গেল এবং তাহারই স্থানে ত্যাগের আবির্ভাব হইল। তাই কেবল সুরমাকে প্রীত করিবার জন্য—তাহার মৃত্যুস্পর্শপাণ্ডু অধরে হাসি দেখিবার আশায়—আপনার বিদ্রোহী সংস্কার পর্য্যন্ত দলিত করিয়া সুরমার জীবদ্দশাতেই সতীনাথ আবার বিবাহ করিয়াছিল। সুরমার প্রতি ভালবাসা তাহাকে এ কার্য্যে প্ররোচিত না করিলে কোন প্রলোভনই তাহাকে এ কার্য্যে প্রলুব্ধ করিতে পারিত না। তখন ভোগের কোন কথা তাহার মনে হয় নাই ; ভোগের কল্পনাও সে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে নাই।

কিন্তু ত্যাগের মধ্যে ভোগের সন্ধান পাইতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই। ফুলশয্যার রাত্রিতে বেপমানা অনুপমাকে পতন হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া বাহুপাশবদ্ধ করিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল—যেন তাহার প্রথম যৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে ; যেন তাহার বাহুপাশে সুরমাই বদ্ধা ; যেন—মধ্যে এত দিনের সব ঘটনা, সুরমার পীড়া, শঙ্কাদুঃসহ দিবস, জাগরণদীর্ঘ রাত্রি, উৎকণ্ঠা, অনুপমাকে বিবাহ—এ সবই স্বপ্ন। সে দিনের সেই স্পর্শানুভূতি যেন দিনে দিনে তাহার মৃতপ্রায় আশা ও আশঙ্কা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার পর হইতেই ত্যাগের মধ্যে ভোগের যে বাসনা তাহাই কেবল তাহার বুকের মধ্যে মাথা কুটিয়া মরিতেছিল—আপনিও স্থির হইতেছিল না, তাহাকেও স্থির হইতে দিতেছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার গতিও পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। সুরমা যে জিদ করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিল, সে কেবল তাহাকে তাহার অভাব বুঝিতে না দিবার জন্য। সে অভাব কেবল সংসারেই নহে—জীবনে ও হৃদয়ে। যাহারা স্ত্রীকে কেবল সংসারের কায করিবার উপযুক্তই বিবেচনা করে, সতীনাথ তাহাদিগকে ঘৃণা করিত—বরাবরই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে। দাসদাসীর কায করিবার জন্যই মানুষের স্ত্রীর প্রয়োজন হয় না ; প্রয়োজন হয়, জীবনে সঙ্গিনী পাইবার জন্য—ভালবাসিবার ও ভালবাসা পাইবার জন্য মানুষের হৃদয়ে যে তৃষ্ণা থাকে তাহাই নিবারণ করিবার জন্য। সুরমাকে লইয়া সে সেই তৃষ্ণা মিটাইতে পারিয়াছিল—অনুপমাকে লইয়াও তাহাই মিটাইবার আশা তাহার কাছে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে সুরমায় যাহা পাইয়াছিল, অনুপমাতেও তাহাই পাইবার আশা করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। পাষাণপ্রাচীরে আহত হইয়া নদীর স্রোতঃ যেমন ফিরিয়া আইসে অনুপমার অচঞ্চল উপেক্ষায় প্রহত হইয়া তাহার সে আশা তেমনই ফিরিয়া আসিতে লাগিল—তাহার বুকের মধ্যে অসাধারণ—দুঃসহ চাঞ্চল্য সৃষ্ট

করিতে লাগিল। তাহার হিসাবের গোড়াতেই ভুল হইয়াছিল। পুরুষ ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগে উপনীত হয়। ভালবাসার মধ্য দিয়া রমণীকে লাভ করিতে হয়—রমণী যখন তাহার প্রণয়াস্পদকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে তখন সে ভালবাসায় আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াই সেই ভোগে উপনীত হয়—সে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভুলিয়া আপনাকে বিলাইয়া দেয়—দয়িতের পদে সমর্পণ করে। সতীনাথের ভালবাসা যদি অনুপমার ভালবাসা আকৃষ্ট করিয়া তাহা শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিত, তবে অনুপমা প্রেমে আপনার বিচার-বিবেচনা বিসর্জ্জন দিয়া ত্যাগের মধ্য দিয়া ভোগে উপনীত হইত। কিন্তু তাহা হইল না। সে স্বামীর ভোগাসক্তির আকর্ষণই অনুভব করিল—করিয়া লজ্জায় আপনাকে ফিরাইয়া লইল। বরং দূর হইতে সতীনাথের ব্যবহারে তাহার হৃদয়ে যে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল, নিকটে আসিয়া তাহা রবিকরের তাপে কুজ্ঝটিকার মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। সে আর স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতে পারিল না। তাহারও জীবনে সুখলাভের আশা দূর হইয়া গেল। কারণ, ভালবাসা নহিলে নারী-জীবন সম্পূর্ণ হয় না, ভালবাসাই নারীজীবনের কেন্দ্র, সেই কেন্দ্র হইতে স্নেহ, আনন্দ, সুখ, সন্তোষ সব বিকীর্ণ হইয়া নারীজীবন সার্থক করে। যে ভালবাসায় নারী স্বামীর সঙ্গে আপনার অভিন্নতা অনুভব করে, সেই ভালবাসাই নারীর কাম্য এবং তাহার অভাবে তাহার জীবন ব্যর্থ হয়।

সতীনাথ যতই অনুপমাকে লক্ষ্য করিত ততই তাহার অটল নির্লিপ্ততার তুলনায় আপনার চঞ্চল চিত্তবৃত্তিতে লজ্জিত হইত এবং সেই লজ্জা রূপান্তরিত হইয়া সুরমার উপর বিরক্তিতে পরিণত হইল। সুরমার প্রতি অনুপমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি—সুরমার সঙ্গে তাহার আনুগত্য—সুরমাকে তাহার ছায়ার মত অনুসরণ, এ সব যখন সত্য, তখন ইহাও কি সত্য হইতে পারে না যে, সুরমার শিক্ষায় না হইলেও চেষ্টার অভাবেই অনুপমা তাহাকে ভালবাসে না? নহিলে—সুরমার আদর্শে নারীজাতির বিচার করিয়াই সে স্থির করিয়াছে—স্বামীকে ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষা নারীহৃদয়ে স্বতঃই বিকশিত হয় এবং স্বামীর ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুলতাও নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে অনুপমায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল? সেই নবোদ্ভিন্নযৌবনার হৃদয় ত সত্য সত্যই পাষাণ নহে! সে যে তাহার পরিবারের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহাও অনুপমার অজ্ঞাত নাই। অনুপমা তাহার সহিত বিবাহে বিন্দুমাত্র আপত্তিও করে নাই। তবে আজ—সে যখন তাহাকে পাইয়াছে তখনই সে ধরা দেয় না কেন?

বাস্তবিক সতীনাথ যতই অনুপমার কাছে আসিতেছিল—অনুপমা ততই দূরে যাইতেছিল; সতীনাথ যতই অনুপমার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল, অনুপমা ততই বিরক্তিবশে সরিয়া যাইতেছিল। তাহার বিশেষ কারণ ছিল। ভালবাসা যদি ভোগা-সক্তির পথে অগ্রসর হয়, তবে তাহা বাঞ্ছিতকে কেবলই কাছে পাইতে—কেবলই আপনার করিয়া পাইতে চাহে। এমন কি আর কাহারও যে তাহার প্রতি কোন অধিকার আছে, সে ভালবাসা তাহা মনে করিতে দেয় না। তাহা আসঙ্গলিপ্সাতেই প্রবল হয়—তাহারই স্বরূপ—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

পুরুষের মধ্যে সেই ভালবাসাই অধিক দেখা যায়। আর ভালবাসা যদি পূজার নামান্তরমাত্র হয়—যদি আসঙ্গলিপ্সার অনিশ্চিত জলার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া শ্রদ্ধার অবিচলিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা বাঞ্ছিতকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজাই করে; বাঞ্ছিতে কোথাও মানবোচিত দৌর্ব্বল্য দেখিলে সে ভালবাসা ব্যথিত হয়—বেদনায় সঙ্কুচিত হয়—বেদনার আতিশয্য ঘটিলে ফিরিয়াও যায়। সে ভাল-বাসা নারীর পক্ষেই সুলভ। তাই স্বামীর এতটুকু নিন্দায় স্ত্রীর হৃদয়ে দারুণ ব্যথা বাজে—পতি-নিন্দায় সতীর পক্ষে দেহত্যাগও তাই অসম্ভব হয় নাই; তাই স্বামী স্ত্রীর জীবন পূর্ণ করিয়া বিরাজিত থাকিলে স্বামী যে লোকেই কেন থাকুক না, স্ত্রীর হৃদয় তাঁহাতেই পূর্ণ থাকে। অনুপমা দিদির সেই ভাল-বাসা দেখিয়াছিল—আপনি সেই ভালবাসাই স্বামীকে দিতে গিয়াছিল; কিন্তু স্বামীর মানবোচিত দৌর্ব্বল্য তাহার দেবতার আদর্শকে এমনই মলিন করিয়া দিয়াছিল যে, সে তাহার সেই ভালবাসা বহিয়া আনিয়া ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল—তাহার ব্যথা আপনি রাখিয়া শ্রদ্ধাটুকু দিদিকেই দিয়াছিল। দিদির ত্যাগের পাশে স্বামীর ভোগাসক্তি তাহার কাছে নিতান্তই লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইত। তাই দিদি বলিলেও সে কিছুতেই স্বামীকে ভক্তির নামান্তর ভালবাসা দিতে পারিত না; সে ভালবাসা কাহারও আদেশে বা উপদেশে সৃষ্ট হয় না—তাহা আপনিই হৃদয়ে উদ্গত হয়।

সুরমা স্বামীর প্রতি ভালবাসায় এমনই তন্ময় ছিল যে, সে স্বামীর দোষকেও গুণ বলিয়া মনে করিতে পারিত—সে স্বামীর দৌর্ব্বল্যটুকু অনায়াসে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। সে অনুপমাকে বলিত, "তুই স্বামীর উপর বিরক্ত কেন ?"

বিরক্তির কারণ অনুপমা কেমন করিয়া দিদিকে বুঝাইবে? বুঝিতে পারিলে দিদির মনে যে ব্যথা লাগিবে, তাহা ভাবিতেও যেন তাহার বুকে বেদনা বোধ হইত।

সুরমা বলিত, "আমি এত দিন ঘর করিয়াছি, আমি জানি উঁহার কোন দোষ নাই। তুই নিশ্চয়ই ভুল বুঝিতেছিস। আর যদিই বা কোন ত্রুটি তোর দৃষ্টিতে পড়ে, মনে বুঝিয়া দেখ—চাঁদেও কলঙ্ক আছে। তুই ভুল বুঝিয়া কষ্ট ভোগ করিস না।"

অনুপমা বলিত, "আমার ত কোন কষ্ট নাই, দিদি।"

"কষ্ট নাই! তোর মুখে হাসি নাই—স্বামীকে ভালবাসিতে না পারিলে, স্বামীকে সুখী করিতে না পারিলে, সেই ত স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কষ্ট। আমার মত মড়া আগলাইয়া কি স্ত্রীলোকের জীবন সার্থক হয়।"

"কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, আমার কোন কষ্ট নাই; তোমার স্নেহে ও তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার নারী-জন্ম সার্থক হইয়াছে।"

"তুই বলিস কি? নারীর পক্ষে স্বামীর ভালবাসা এক দিকে, আর জগতে আর সকলের স্নেহ ভালবাসা আর এক দিকে। স্বামীর ভালবাসার সমান আর কিছুই নাই। আমি জানি, উনি অন্যায় করিতে পারেন না—উনি তোকে তোর প্রাপ্যে বঞ্চিত করিবেন না; তুই-ই তাহা লইতেছিস না।"

বলিতে বলিতে সুরমার মনে হইত, তবে কি সে-ই অনুপমাকে তাহার প্রাপ্যে বঞ্চিত করিতেছে? তবে কি সে-ই সতীনাথের ও অনুপমার মধ্যে দাঁড়াইয়া আপনার প্রয়োজনশূন্য জীবনের বাধায় উভয়ের সুখপথে বিঘ্ন ঘটাইতেছে? এই চিন্তায় সে আপনি আপনার উপর বিরক্ত হইত। সে ত জীবনের হাট ভাঙ্গিয়া যাত্রাই করিয়াছিল—ফিরিয়া আসিল কেন? চিকিৎসকরা যে রোগের কবল হইতে তাহাকে মুক্ত করা অসম্ভব বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই রোগ সহসা অতর্কিত ভাবে, যেন চিকিৎসকদিগকে উপহাস করিয়া, অন্তর্হিত হইল কেন?

সুরমা এক ভাবিয়া ভগিনীকে যে উপদেশ দিল, তাহাতে অনুরূপ-বিপরীত ফল ফলিল। দিদির এই ব্যবহারে অনুপমার কাছে তাহার ত্যাগের মাহাত্ম্য আরও ফুটিয়া উঠিল। আর সেই ত্যাগের পার্শ্বে সতীনাথের ব্যবহার তাহার কাছে আরও বিকট দেখাইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, স্বামীর ব্যবহারে তাহার বুকের মধ্য হইতে দানবটাই যেন মুখ বাড়াইতে লাগিল। যে স্ত্রী এমন করিয়া ভালবাসিতে পারে—এমন করিয়া আপনার সুখ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে যে ভালবাসা হৃদয়ে দেবতার আসনে বসাইতে না পারে—যে ভালবাসা তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ভোগের আশায় লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে পারে—তাহা ভালবাসা না ভোগলালসা? সেই লালসা কেবল যে তাহার উদ্ভবক্ষেত্রকেই দগ্ধ করে তাহা নহে—তাহার লজ্জার আগুনে তাহার কাম্য বস্তুও ঝলসিয়া যায়। সুতরাং সে লজ্জা হইতে দূরে থাকা—আপনাকে রক্ষা করাই অনুপমা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল। স্বামীর যে ব্যবহার কেবল অপমান, তাহাকে প্রশ্রয় না দিয়া তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করাই কি স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে? আপনার রূপজ মোহে স্বামীকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার লালসার রজ্জুতে তাঁহাকে বদ্ধ করা যে অপমান—সে অপমান সে স্ত্রী হইয়া—দিদির আদর্শে অভ্যস্তা হইয়া কখনই সহ্য করিতে পারিবে না—সহ্য করিবে না। এই কথা অনুপমা যতই মনে করিতে লাগিল, তাহার সঙ্কল্প ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। সেই সঙ্কল্প ছায়ার মত কেবলই তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। এই এক বিষয়ে তাহার কাছে তাহার দিদির উপদেশও ব্যর্থ হইল। যে স্থানে স্বামীর প্রতি ভালবাসার আকর্ষণ প্রবল হইবার কথা সেই স্থলে বিরক্তির ব্যবধান বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে, সুরমাও তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল—লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিতা হইল, কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায়ই করিতে পারিল না। সে অনুপমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল—চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শেষে আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া—স্বামীর ও ভগিনীর সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া সে স্বামীকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিল—অনুপমা যদি ভুল করিয়া থাকে, তিনি তাহা সংশোধন করিয়া লউন—কিন্তু সতীনাথ তাহার চেষ্টার স্বরূপ বুঝিতে চাহিল না!

সতীনাথের হৃদয়ে যে চাঞ্চল্য ভোগের তাপে তপ্ত হইয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া তাহাকেই

পীড়িত করিতেছিল, তাহা অগ্নেয়গিরির হৃদয়স্থিত তরল ধারার সহিতই তুলনীয়। তাহা তাহার হৃদয়ে নিবদ্ধ থাকিয়া হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু আগ্নেয়গিরির রুদ্ধ মুখের উপর যেমন এক এক জাতীয় ফুল ফুটে, তেমনই কেহ কেহ হৃদয়স্থিত বহ্নিদাহ গোপন রাখিয়া লোকের সঙ্গে ব্যবহারে স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিতে পারে। তাহাদিগের কৃত্রিম স্বাভাবিক ভাবের আবরণ ভেদ করিয়া লোক তাহাদিগের বুকের ব্যথা বুঝিতে পারে না। সতীনাথ কিন্তু সে প্রকৃতির লোক ছিল না। বাল্যকালাবধি সে কখন হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। সংসারে ছিল—সে, আর তাহার স্নেহশীলা পিতামহী—সেই তাঁহার স্নেহের ও সংসারের সম্বল। অদৃষ্ট যে তরঙ্গে তাহাকে পিতৃমাতৃহীন করিয়া দিয়াছিল, সেই তরঙ্গেই তাহাকে পিতামহীর অঙ্কে আনিয়া দিয়াছিল। সে সংসারে তাহার পক্ষে কখন হৃদয়ের ভাব গোপন করিবার প্রয়োজন হয় নাই—ভাব গোপন করিবার শিক্ষায় সে শিক্ষিত হয় নাই। তাহার পর তাহার বাল্যকাল যখন যৌবনে পরিণতি লাভ করিল, তখন সেই ক্ষুদ্র সংসারে আর এক জন আসিল—সে সুরমা। সুরমার কাছেও সে কোন দিন তাহার হৃদয়ের ভাব গোপন করা প্রয়োজন মনে করে নাই; বরং সেরূপ ভাব-গোপন করা সে অসঙ্গত বিবেচনা করিত। তাহার পর পিতামহী সুরমার হাতে সংসারের ও তাহার ভার দিয়া মহাযাত্রা করিলেন; সংসারে আবার দুই জন—স্বামী ও স্ত্রী—সে ও সুরমা। তাহারাই পরস্পরের স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম,—সকলেরই পাত্র হইয়া রহিল; যে আগন্তুক আসিলে স্বাভাবিক অধিকারে সে সকলে অংশ লইত, সে আসিল না—শিশুর আগমনে হৃদয় ও সংসার আলোকিত হইল না। অল্পদিনেই এমন হইয়াছিল যে, সে চেষ্টা করিলেও, বোধ হয়, সুরমার কাছে আপনার হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারিত না। কারণ, সুরমার হৃদয়দর্পণে তাহার হৃদয় এমনভাবে প্রতিবিম্বিত হইত যে, তাহা হইতে কিছুই গোপন করা সম্ভব হইত না। কাযেই মনের ভাব গোপন করিবার প্রয়োজনের অভাবে, সতীনাথের সে অভ্যাসও হয় নাই। তাহার ব্যবহারে তাহার মনের চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। যাহা তাহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইত—তাহার ব্যবহারে সেই রুক্ষতা সপ্রকাশ হইতে লাগিল। মক্কেলদিগের অযথা ও অকারণ উৎকণ্ঠায় ও উৎকণ্ঠাদ্যোতক প্রগল্‌ভতায় যে কেবল হাসিত, এখন অতি সামান্য কারণে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে লাগিল। এমন কি আইনজ্ঞ, সওয়ালজবাবে সুদক্ষ ও নজীরে ব্যুৎপন্ন বলিয়া তাহার বিশেষ খ্যাতি না থাকিলে হয়ত অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহার পশার ক্ষুণ্ণ হইত। পশার ক্ষুণ্ণ হইল না বটে, কিন্তু তাহার দ্রুত বিস্তারের পথে বাধা পড়িল। যশোদা রায় তাহা লক্ষ্য করিল। সে আরও লক্ষ্য করিল, কাযে আর সতীনাথের পূর্ব্বের মত আগ্রহ নাই। পূর্ব্বে এক একটা মামলায় সে যেন আহার নিদ্রা ভুলিয়া নজীর বাহির করিত—নথী হইতে আইনের ফাঁকি আবিষ্কার করিত, সুরমাই তাহার স্নান আহারের সময় অতীত হইলে তাহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিত; এক একটা মামলায় তাহার এমন জিদও হইত যে, সে কায যেন সে আপনার কায মনে করিত। এখন সে ভাব আর ছিল না—এখন যেন কায করিতে হয় বলিয়া সে কায করিত—কাযে আগ্রহ, উৎসাহ, জিদ ছিল না। লক্ষ্য করিয়া যশোদা রায় শঙ্কিত হইয়াছিল—সতীনাথের জন্যও বটে, আপনার জন্যও বটে। শঙ্কিত হইলে সে প্রতীকারের এক মাত্র উপায় জানিত—সুরমাকে সে কথা জানান। তাই এবারও সে যে সব কথা সুরমাকে জানাইয়াছিল!

কিন্তু যশোদা রায়ও বুঝিতে পারে নাই, সে যাহাকে আশ্রয় মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, সতীনাথের ভাব-পরিবর্ত্তন প্রথমে সেই আশ্রয়কেই আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার পুনরুজ্জীবিত বাসনা তখন অনুপমাকে ঘিরিয়াই ফিরিতেছিল এবং তাহাকে না পাইয়া সে জন্য সুরমার প্রতি তাহাকে বিরূপ করিয়া তুলিতেছিল। অনুপমা যে ছায়ার মত দিদির অনুসরণ করে, সে যে দিদিকে ছাড়িয়া স্বামীকেও চাহে না—কিশোরীর এই ভাব তাহার কাছে একান্তই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত এবং সে ভাবের জন্য সে তাহার বাসনার কেন্দ্র অনুপমাকে দোষী মনে না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় সুরমাকেই দোষী মনে করিত এবং দোষী মনে করিয়া সেই অপরাধলেশবর্জ্জিতার প্রতি কেবলই বিরক্ত হইত। এই ভাব দিনে দিনে—তিলে তিলে বাড়িয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এত দিন সুরমা তাহা লক্ষ্য করে নাই, এখন লক্ষ্য করিল এবং লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ভালবাসা মানুষকে যে দৃষ্টি দেয় তাহারই শক্তিতে সুরমা স্বামীর হৃদয় যেন নখদর্পণে দেখিত। স্বামীর ভালবাসায় দৃঢ় বিশ্বাসহেতু এত দিন সে লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই স্বামীর ভাবান্তর বুঝিতে পারে নাই; আজ যখন সে তাহা লক্ষ্য করিল, তখন সে ভাবান্তরের স্বরূপ বুঝিতে তাহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। বুঝিয়া সে কেবল দুঃখ পাইল। যে দুঃখ কল্পনারও অতীত ছিল, তাহা ক্ষণকাল মধ্যে নিষ্ঠুর সত্য হইয়া—মেঘহীন গগন হইতে বজ্রের মত তাহার বক্ষে পতিত হইল। সে আঘাত এমনই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত, এমনই দারুণ যে প্রথমে তাহাতে তাহার অনুভূতি লোপ হইল; কিন্তু তাহার পর—সে অনুভূতি যখন ফিরিয়া আসিল তখন সেই ব্যথার যাতনায় তাহার সমস্ত বুক যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। হায়, রমণীর ভালবাসা—তুমি যাহার বক্ষে জন্ম লাভ করিয়া—যাহার রস শোষণ করিয়া পুষ্ট হও, তাহাকেই যাতনা দাও! কেবল যাতনা দিবার জন্যই কি তোমার উদ্ভব?

সুরমা আপনি মরিলে স্বামীর কষ্ট কল্পনা করিয়া এত কষ্ট পাইয়াছিল যে, ভালবাসার আতিশয্যে স্বামীকে সপত্নীর হাতে দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই কাযই যে স্বামীর কষ্টের কারণ হইতে পারে, সে তাহা এক বার মনেও করিতে পারে নাই; আর মনেও করিতে পারে নাই—স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়াও তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, স্বামীর বিরক্তিতিক্ত জীবন বহন করিতে হইবে। স্বামীর ভালবাসায় দৃঢ়বিশ্বাস তাহাকে সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও দেয় নাই; কিন্তু আজ স্বামীর ব্যবহারের আঘাতে যখন সে বিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল তখন তাহার দুঃখের বিকট বিকাশ সে আর না দেখিয়া পারিল না—জোর করিয়া চক্ষু মুদিবার চেষ্টা করিলেও কে যেন তাহাকে চক্ষু মুদিতে দিল না। যেন সে সর্ব্বৈশ্বর্য্যগর্ব্বিতা হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছিল, সহসা জাগিয়া দেখিল, তাহার আর কিছুই নাই—তাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে এমন সর্ব্বনাশও কি মানুষের হয়? যে জন্মদুঃখী সে বরং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কেন না সে তাহাতেই অভ্যস্ত: কিন্তু যে চিরসুখী—যে কখন দুঃখ পায় নাই, দুঃখ পাইবার সম্ভাবনাও মনে স্থান দিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে দুঃখের অতর্কিত আঘাত কত ভীষণ তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারে না।

সে আঘাত যেন সুরমাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। তাহার মনে লাগিল, যখন তাহার স্বামীর ভালবাসা ছিল—তখন তাহার সব ছিল; আজ সেই ভালবাসা হারাইয়া সে সব হারাইয়াছে—নারীজীবনে তাহাই সর্ব্বরত্নসার। যখন তাহার সে ভালবাসা ছিল, তখনই তাহার মৃত্যু হইল না কেন? সে ত মৃত্যুর দ্বারেই উপনীত হইয়াছিল—তাহার অদৃষ্ট কেন তাহাকে জীবনে ফিরাইয়া আনিল? অদৃষ্টের সঙ্গে তাহার কিসের শত্রুতা? হিন্দু—বিশেষ হিন্দুনারী দুর্দ্দশায় যাহাতে সান্ত্বনা পায়, সুরমা অনন্যোপায় হইয়া যেন সংস্কারবশে তাহাতেই সান্ত্বনা সন্ধান করিল; মনে করিতে চেষ্টা করিল—সবই তাহার কর্ম্মফল, এ জন্মের না হউক—জন্মান্তরের কর্ম্মফল বটে। কিন্তু তাহাতেও সে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিল না—কেন না, তাহার শিক্ষা সেরূপ হয় নাই। ইহকাল ব্যতীত পরকালের ভাবনা সে কখন ভাবিতে শিখে নাই—সংসারের কাযের মধ্যে কখন পরপারের কথা ভাবে নাই—তাহার পিতা, তাহার স্বামী কেহই তাহার সম্মুখে সে আদর্শ উপস্থাপিত করেন নাই। শৈশবে সে পিতামহীকে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে—কৃচ্ছ্রসাধন করিতে দেখিয়াছে—নানা ব্রতে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু তাহার পর—সে আদর্শ আর সে সম্মুখে পায় নাই। দিদিশাশুড়ীর আদর্শও দীর্ঘকাল সে পায় নাই। স্বামীর কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল কি না, সন্দেহ; ধর্ম্মকথার কোন আলোচনা সুরমা তাঁহাকে করিতে দেখে নাই, পরন্তু সে "তীর্থধর্ম্ম" করিতে চাহিলে সন্তোনাথ উপহাসই করিত। সে তাহাকে ভারতের নানা স্থানে লইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু "তীর্থ করাইতে" নহে। কোথাও কোন মন্দির দেখিতে যাইলে সে মন্দিরের স্থাপত্য ও ইতিহাস লইয়াই আলোচনা করিত--দেব-দর্শন করিতেও আগ্রহ প্রকাশ করিত না। এই অবস্থায় থাকিয়া—স্বামীর প্রেমে সুখময় সংসারে সুখের দিনে সুরমাও কখন ধর্ম্মে মন দিতে পারে নাই। তাই সংস্কারবশে সে আজ কর্ম্মফলে তাহার অবস্থার—দুরবস্থার দায়িত্ব অর্পণ করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা পারিয়া উঠিল না। শান্তি না হইলেও সান্ত্বনা লাভের যে সহজ ও সরল উপায় হিন্দুনারীর থাকে, সে উপায়ও সে গ্রহণ করিতে পারিল না, বুকের মধ্যে যে তুষানল জ্বলিতেছিল তাহা নিবাইবার কোন উপায়ই সে সন্ধান করিয়া পাইল না।

এ আঘাত যে দিক হইতে আসিল, সে দিক হইতে কোন আঘাতের সম্ভাবনাও সে কখন কল্পনা করিতে

পারে নাই। যে স্বামীর সংসারে ও জীবনে সেই সব ছিল এবং যিনি তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সংসার রচনা করিয়াছিলেন, যে স্বামীর ভালবাসায় সে সংসারে ও জীবনে কখন কোন অভাব অনুভব করিতে পারে নাই—সন্তানের অভাবও অনুভব করে নাই, দেবতাকে ভাবিবার কথাও মনে করিতে পারে নাই, যে স্বামীকে সে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে, বুকে রাখিয়া অসীম তৃপ্তি ও সুখ পাইয়াছে,—যে স্বামী তাহার কোন সাধই অপূর্ণ রাখিতে পারিতেন না এবং যিনি কেবল তাহারই অনুরোধে আবার বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন—সেই স্বামী কি তাহাকে ভুল বুঝিতে পারেন? হায়, এমন অসম্ভবও সম্ভব হইল! সেই স্বামীর ভালবাসা হারাইয়া—উপেক্ষা ও বিরক্তি ভোগ করিয়াও তাহাকে বাঁচিতে হইবে? সত্যই—

"যুবতী চিত কঠোর অতি
বজর জিনি বুক ;
পাষাণ হইলে ফাটিয়া যাইত,
পাইলে এত দুখ।"

এত দুঃখেও বুক ফাটিয়া যায় না! তবুও জীবনের ভার বহন করিতে হয়! যে লতা আশ্রয়বৃক্ষচ্যুত হইয়া কর্দ্দমে লুটায় সে লতা কেন শুকাইয়া যায় না?

কিন্তু সুরমার দুঃখ কি কেবল আপনারই জন্য? প্রথমে—অনুভূতির প্রথম বিকাশে—তাহার আপনার কথাই কেবল তাহার মনে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরই যেন তাহার আপনার ব্যথাও জুড়াইয়া কেবল স্বামীর ব্যথার কথা নারীহৃদয়ে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে ভালবাসা রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাহার অভাবে স্বামীর কষ্ট কল্পনা করাইয়া তাহাকে রোগ-যাতনার অপেক্ষাও বিষম যাতনা দিয়াছে—যে ভালবাসার প্রগাঢ়তায় ও তন্ময়তায় সে স্বামীকে সপত্নীর হাতে তুলিয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই, তাহার সে ভালবাসা ত অক্ষুন্নই ছিল! সেই ভালবাসাই নারীর ভালবাসা—সুখের দিনে মান-অভিমানের বহিরাবরণের নিম্নে তাহার স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু দুঃখের দিনে তাহা বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না; তাই দুঃখের মধ্যেই নারীর দেবীত্ব বিকশিত হইয়া উঠে। সেই ভালবাসার জন্য সুরমা আপনার বেদনাও ভুলিয়া স্বামীর বেদনার কথা মনে করিল। স্বামীর উপেক্ষা—অবজ্ঞা—বিরক্তি তাহার পক্ষে যত কষ্টেরই কেন হউক না, সে সে সব বুক পাতিয়া লইবে। স্বামী সুখী হউন। তাঁহার সুখের জন্যই ত তাহার এত ব্যাকুলতা! সে জন্য সে কি না সহ্য করিতে পারে? সত্যই ত তাহাকে লইয়া স্বামী কেবল বিব্রত হইয়াছেন—রোগীর শুশ্রূষা করিতে হইয়াছে। সে কায কি পুরুষের পক্ষে সুখসাধ্য? তাহাকে লইয়া স্বামীর সংসারের সুখস্বাদ, বোধ হয়, পূর্ণ হয় নাই। সে স্বামীকে একটি শিশুও উপহার দিতে পারে নাই! সে কথা মনে করিয়া সুরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিত না—স্বামীর ভালবাসায় যতদিন তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, ততদিন সে অতৃপ্ত অপত্যস্নেহের কথা মনে করিতেও পারে নাই—সে অভাবও অনুভব করে নাই। আজ তাহার নারীহৃদয় সে অভাব অনুভব করিয়া বেদনানুভব করিল। আজ সে বুঝিল—সন্তানের অভাব কত বড় অভাব। তাহার যদি একটি সন্তানও থাকিত, তাহা হইলেও স্বামীর উপর তাহার জোর থাকিত—প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইলেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত না; আর তাহা হইলে সেও ভালবাসার আর একটি অবলম্বন পাইত। তাহাকে লইয়া স্বামীর সুখতৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। তিনি কেন দুঃখ ভোগ করিবেন? অনুপমাকে লইয়া যদি তাঁহার সে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়—অনুপমা তাহাতে বিদ্রোহী হয় কেন? স্বামীর প্রতি সে এমন ব্যবহার করে কেন—কবে কেমন করিয়া? যাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারিলেই নারীজন্ম সার্থক হয়, তাঁহাকে দুঃখ দিতে কি মন সরে? সে অনুপমাকে সে কথা বলিল—স্বামী যদি তাহাকে পাইতে চাহেন, সে তাহার সৌভাগ্য—তবেই তাহার নারীজন্ম সার্থক হইবে। কিন্তু অনুপমাকে সে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না। অনুপমা তাহার কথার কোন প্রতিবাদ করিত না, কিন্তু সে কিছুতেই সেই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে পারিত না। তাহার মনে হইত, তাহা করিলে সে আপনার কাছে আপনি হেয় হইবে, স্বামীকেও হেয় করিবে। স্ত্রী কি স্বামীর কেবল ভোগসামগ্রী? কি লজ্জার কথা! দিদির ত্যাগ ও স্বামীর ভোগস্পৃহা—এতদুভয়ের পার্থক্য মনে করিয়া সে কিছুতেই দিদির আদর্শ ত্যাগ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত না—কায়া ত্যাগ করিয়া ছায়া অবলম্বন করিতে পারিত না। সুরমা তাহাতেও কেবল কষ্ট পাইত।

তাহার আপনার ভাগ্যে যদি শেষে সুখভোগ না থাকে—তাই বলিয়া স্বামী কষ্ট পাইবেন কেন? সে আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিত, সে ত অনেক দিনই সুখ পাইয়াছে—যে সুখের তুলনা নাই,

—যে সুখ লাভ করিয়া সে সংসার স্বর্গ বলিয়া মনে করিত সেই সুখ ত সে এতদিন পাইয়াছে ; এখন ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন যদি দুঃখই আনিয়া থাকে, তবে তাহাতে সে অধীর হইবে না ; জীবনে সুখের ফুলটি তুলিয়া লইব, দুঃখের কণ্টক কখন করে বিদ্ধ হইবে না—এমন কি কখন হইতে পারে ? কিন্তু সে চিন্তায় সে সত্যসত্যই সান্ত্বনা পাইত না। বরং পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া বেদনাই ভোগ করিত—দুঃখের দিনে অতীত সুখের কথা স্মরণে দুঃখ বাড়িয়াই উঠে।

তবুও সুরমা স্বামীর জন্য দুঃখ পাইত। তিনি যে সুখী হইতে পারিতেছেন না, তাঁহার বুকে যেন তুষানল জ্বলিতেছে ! সে আপনার বুকের রক্ত দিয়া সে আগুন নিবাইতে পারিলেও আপনাকে ধন্য মনে করে। কিন্তু যাহাতে সে আগুন নিবে, তিনি ত তাহা পাইতেছেন না ; অনুপমার ভালবাসা তাঁহার প্রাপ্য হইলেও তিনি পাইতেছেন না। তাই ত তাঁহার কষ্ট। সে কষ্ট নিবারণ করাও ত দুঃসাধ্য নহে। তবুও যে সে অনুপমাকে বুঝাইতে পারিতেছে না !—অনুপমা কিছুতেই বুঝিতেছে না—স্বামীর কোন দোষ স্ত্রীর দেখিতে নাই—স্বামীকে সর্ব্বস্ব দিতে পারিলেই নারীর জন্ম ও জীবন সার্থক হয় ! স্বামী যে শীতল-জলপূর্ণ কলসের অধিকারী হইয়াও তৃষ্ণার যাতনা সহ্য করিতেছেন, ইহার প্রতীকার সে কিসে—কেমন করিয়া করিবে ? সে কেবলই ভাবিত—কোন উপায় করিতে পারিত না ; কেবলই পথের সন্ধান করিত, পথ পাইত না। যেমন করিয়াই হউক স্বামীকে সুখী করিবার জন্য তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প পূর্ণ হইতে না পারিয়া—ফিরিয়া আসিয়া কেবল তাহাকেই দংশন করিত। সে কি করিবে কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না—কিন্তু কিছু করিবার জন্য তাহার ব্যাকুল আগ্রহ যেন কেবলই প্রবল হইয়া তাহাকে পীড়িত করিত। যে অনুপমা তাহার কোন কথাই না শুনিয়া পারে না—সেই অনুপমাও এ বিষয়ে তাহার কথা শুনিত না—শুনিতে পারিত না ! অদৃষ্টের এ কিরূপ দারুণ উপহাস !

স্বামীর অসুখ যে আপনার অসুখ বলিয়াই মনে করিতে শিখিয়াছে ; যাহার সংস্কার তাহাকে স্বামীর অসুখ দূর করিতেই ব্যাকুল করিয়াছে ; স্বামীর সামান্য অসুখ দূর করিবার জন্য যে আপনি সকল কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত—তাহার অদৃষ্টে এ কি বিড়ম্বনা ! তাহারই জন্য স্বামীর অসুখ—তাহাকে লইয়াই স্বামীর কষ্ট ! সে-ই স্বামীর সুখের পথে কণ্টক !

সুরমার দুঃখের—কষ্টের আরও এক কারণ ছিল। যে কারণেই হউক অনুপমা যে সুখী হইতে পারিতেছে না, স্বামীর ভালবাসায় ধন্য হইতে ও স্বামীকে ভালবাসিতে পারিতেছে না, তাহা সে বুঝিত, বুঝিয়া কষ্ট পাইত। যে বয়সে মানুষ সুখেরই সন্ধান করে, সেই বয়সে অনুপমা তাহার রোগ-শয্যার পার্শ্বে আসিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল—বুঝি আপনার সেবায় তাহার রোগ দূর করিয়া দিয়াছিল। সেই অক্লান্ত সেবায়—সেই শান্ত সেবাগ্রহে সে মনে করিয়াছিল, সতীনাথের মত দেবতুল্য স্বামী তাহাকে দিয়া যাইলে সে ভগিনীকে সুখী করিতে পারিবে—ভগিনীর নিকট তাহার কৃতজ্ঞতার ঋণভার লঘু হইবে। তেমন স্বামী পাইতে অনুপমারই অধিকার। তাই সে স্বামী সুখী হইবেন, অনুপমাও স্বামীর প্রেমে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিবে ভাবিয়া তাহাকে স্বামীর হাতে দিয়াছিল। কিন্তু তাহার হিসাবে এ কি ভুল ! সে যে ভগিনীর জীবন নন্দনকানন করিতে যাইয়া তাহা মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে ! এখন সে কি করিবে ? যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইবার আর ত কোন উপায়ই নাই ! অনুপমা এখনও ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করে, তাহার সেবা করে, তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু সে কিছুতেই স্বামীকে ভালবাসিতে পারিতেছে না ; পরন্তু তাহার প্রতি স্বামীর ব্যবহারে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বামীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। তাহার নারীজীবন যে তাহাতে ব্যর্থ হইবে, তাহা অনুপমা কেন যে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না—সুরমা তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্বামীকে ভাল না বাসিয়া কি থাকা যায় ? আজ যে স্বামী তাহার উপর বিরক্ত—বিরূপ হইয়াছেন, তবুও যে তাহার হৃদয়ের ভালবাসার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার ইতর-বিশেষ হইবার কি আবার কারণ ঘটিতে পারে ?

বাগানের কোন গাছে ফুল যদি ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিতে না পাইত—শুকাইয়া যাইত, তবে সুরমার সে জন্যও দুঃখ হইত। কাযেই ভগিনীর অবস্থা দেখিয়া তাহার দুঃখ যে অনিবার্য্য হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে বয়সে নারীর দেহে যৌবন ও হৃদয়ে আনন্দ যেন আর ধরে না—সেই বয়সে অনুপমার মুখে চিন্তার চিহ্ন স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার মুখে হাসি ছিল না। অকালজলদোদয় কমলদলে নবরবিকর নিবারণ করিলে কমলের অবস্থা যেমন হয়, অনুপমার অবস্থা যেন তেমনই হইয়াছিল। দেহের

যৌবনের সঙ্গে তাহার সেই ভাবের—নয়নে সেই চঞ্চল দৃষ্টির অভাব—অধরে সেই হাসির দৈন্য—ব্যবহারে সেই ব্যাকুলতাহীনতা—স্বাভাবিক সঙ্গতির একান্ত অভাব সুরমা লক্ষ্য করিত, আর লক্ষ্য করিয়া বেদনা পাইত। এ যে তাহারই ভুলে হইয়াছে! সে আপনাকে আপনি অপরাধী মনে করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিত, সে ত ভাল হইবে ভাবিয়াই ভগিনীর এ বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে চিন্তায় ত ভগিনীর —যে ভগিনী তাহার জন্য সব সহ্য করিতেছে সেই অনুপমার ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিত না। সুরমা ভাবিত —ভাবিতে ভাবিতে সময় সময় তাহার চক্ষু ভরিয়া অশ্রু ঝরিত।

অনুপমা দিদির এই ভাব লক্ষ্য করিত—স্বামীকেই তাহার জন্য দায়ী মনে করিত। সে যদি স্বামীকে ভালবাসিত, তবে ইহাতে স্বামীর উপর তাহার অভিমান হইত। কিন্তু তাহার হৃদয়ে সে ভালবাসা বিকশিত হইতে পায় নাই—তাই অভিমানের পরিবর্তে বিরক্তির উদ্ভব হইত। দিদি যে দিন দিন অধিক বিমর্ষ হইতেছেন, আর তাঁহার মানসিক সন্তাপে তাঁহার স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হইতেছে অনুপমা তাহা লক্ষ্য করিত এবং তাহাতে তাহার হৃদয়ে স্বামীর উপর বিরক্তি কেবল পুঞ্জীভূত হইত। পুরুষের ভালবাসায় তাহার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিত —সে ভাবিত, এই ভালবাসাই নারী ইহকাল পরকাল সর্ব্বস্ব মনে করে!

বাস্তবিকই ভাবনায় ও বেদনায় সুরমার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। যে স্বাস্থ্য সে ফিরিয়া পাইতেছিল, সে আবার তাহা হারাইতে লাগিল। তাহার হৃদয়ে বেদনার আঘাত যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া লুটাইয়া দিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কিছুই ভাল লাগে না; অথচ কায করিতে হয়। আবার যে সংসারের জন্য—যাহাদিগের জন্য কায করিতে হয়, সতীনাথের বিশ্বাস, সেই সংসারও তাহারাই তাহাকে তাহার প্রাপ্য বঞ্চিত করিতেছে—এই ভাব লইয়া সতীনাথের দিন কাটিতেছিল। সংসারে থাকিতে হইলে মানুষকে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়। ইচ্ছায় হইলে সে কর্ত্তব্যপালন কষ্টসাধ্য হইলেও সুখের হয়—অনিচ্ছায় হইলে তাহাতে কেবল দুঃখ। সতীনাথ সেই দুঃখ ভোগ করিত। সে কাযেই আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিত; সব সময় পারিত না, তাই তাহার মানসিক চাঞ্চল্য রুক্ষ ব্যবহারেও আত্ম-প্রকাশ করিত। যশোদা রায় সেই কথা জানাইয়াই প্রকৃত অবস্থার প্রতি সুরমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। লোকের সঙ্গে আপনার রুক্ষ ব্যবহারে সতীনাথ আপনিই লজ্জিত হইত এবং আপনাকে সংযত করিবার জন্য প্রবল চেষ্টায় আপনাকেই পীড়িত করিত। দিবাভাগে ব্যবসার কায থাকিত, কাযেই সে দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভের একটা পথ পাইত। কিন্তু রাত্রিকালে—যখন তাহার হৃদয়ের তৃষ্ণা ও হৃদয়ের শূন্যতা সম্মিলিত আক্রমণে তাহাকে ব্যথিত করিত, তখন সে অব্যাহতি লাভের উপায় করিতে পারিত না। উপায়ের সন্ধানে সে অনন্যোপায় হইয়া—যতক্ষণ নিদ্রাকর্ষণ না হইত, ততক্ষণ—কোন পুস্তক লইয়া পাঠ করিত। বহুক্ষণ পাঠের পর যখন শ্রান্তি বোধ হইত, তখন সে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিত এবং স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া, শয়ন করিলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইত—প্রভাতের পূর্ব্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত না।

এক দিন সকালে যখন সতীনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাহার মনে হইল, ঘরে ষ্টোভ জ্বালার স্পীরিটের ও ঔষধের গন্ধ। সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়াই পার্শ্বের কক্ষে অপরিচিত কণ্ঠের মৃদু স্বর শুনিতে পাইল—দুই ঘরের মধ্যে দ্বার ভেজান ছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেল—ডাক্তার তখন চলিয়া যাইতেছেন, তাহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "এ বার অনেক দিন পরে ব্যথাটা ধরিল—যন্ত্রণাও খুব প্রবল হইয়াছিল। এখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। আবার কি কোন অসুখ হইয়াছিল?" সতীনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"না।" অনুপমা যশোদা রায়কে ডাকিয়া হাতে ডাক্তারের ভিজিটের টাকা দিল।

সহসা দেহে প্রবল বিদ্যুৎ-প্রবাহের স্পর্শে যেমন হয়, তেমনই একটা প্রবল বেদনায় সতীনাথের পদের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত যেন চন্ চন্ করিয়া উঠিল। সাধারণ হিসাবে—এ সংসার তাহার, সে সংসারের কর্ত্তা এবং এই সংসারের জন্যই সে, ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক—পরিশ্রম করিতেছে; সুরমা তাহার স্ত্রী এবং ডাক্তাররা বলিয়াছেন, বেদনায় সে যেরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তাহাতে এমন হইতেও পারে যে এক বার তাহার মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিবে না; তবুও সুরমার এই ব্যাধির পুনরাগমনের কথা

কেহ তাহাকে জানায় নাই। অথচ সে পাশের ঘরেই ছিল এবং কথাটা সর্ব্বাগ্রে তাহারই জানিবার কথা। বেদনার আঘাত এমনই অধিক যে, সে একবার অনুপমাকে সুরমার ব্যথার সবিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেও ভুলিয়া গেল এবং অন্যমনস্ক ভাবে ভাবিতে ভাবিতে চালিয়া গেল।

মধ্যরাত্রির পর যখন সুরমার ব্যথা ধরে তখন জানিতে পারিয়া অনুপমা প্রথমেই বলিয়াছিল, "উঁহাকে ডাকিয়া আনি।"

শুনিয়া সুরমা বলিয়াছিল, "কায নাই—সমস্ত দিন খাটুনির পর অনেক রাত্রিতে ঘুমাইয়াছিলেন, আর জাগাইয়া কায নাই।" সুরমা কি ভাবিয়া কথাটা বলিয়াছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু অনুপমা মনে করিয়াছিল, স্বামীর উপেক্ষায় অভিমানহেতুই সুরমা সে কথা বলিয়াছিল এবং দিদির সেই অত্যন্ত স্বাভাবিক অনুমানটুকু অবজ্ঞা করা সে সঙ্গত বিবেচনা করে নাই। তাই সে আপনি যাইয়া যশোদা রায়কে ডাকাইয়া ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়াছিল এবং ষ্টোভ জ্বালিয়া ফোমেণ্ট করিয়া ও ঔষধ দিয়া দিদির বেদনা প্রশমিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

স্নান করিতে করিতে সতীনাথ শুনিতে পাইল, যশোদা রায় কোন চাকরকে বলিতেছে, "বোধ কর, আমি ত বলি—ও অসুখ সারিবার নহে—ও শূল বেদনারই মত কি না! ঔষধে চাপা থাকিতে পারে, কিন্তু, বোধ কর, ও যাইবার নহে—যাইবার নহে!"

শুনিয়া সতীনাথের অনেক দিনের পুরাতন কথা মনে পড়িল—তখন সুরমার এইরূপ অবস্থা হইলে সে যেন সর্ব্বস্ব হারাইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইত। বাস্তবিক তখন সুরমাই তাহার সর্ব্বস্ব ছিল। সে আপনার কাছে আপনি লজ্জিত হইল। তখন তাহার মনে হইল—সে এক বার সুরমাকে দেখিয়াও আইসে নাই, এক বার তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও আইসে নাই। তাই স্নানের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে চা পান করিবার পূর্ব্বেই সুরমার ঘরে গেল!

সুরমা ঘুমাইয়া ছিল। সে নিদ্রা সুস্থ—সবলের স্বাভাবিক সুনিদ্রা নহে, তাহা ব্যাধিজনিত যাতনায় শ্রান্তির অবসাদের পর দুর্ব্বল দেহের সুপ্তি। সুরমার ৫ নিদ্রা—ব্যথার যাতনা ভোগের পর অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়া সতীনাথের নিকট নূতন নহে। সুরমার মুখ যাতনাভোগের ফলে পাণ্ডুর হইয়াছে—তখনও তাহাতে যেন রক্ত ফিরিয়া আইসে নাই। অনুপমা দিদির শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া ছিল; সতীনাথ কক্ষে প্রবেশ করিলে মুখ তুলিল না। সতীনাথ ঘরে ঢুকিয়া একটু বিব্রত হইল—শেষে মৃদুস্বরে অনুপমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যথাটা কি প্রবল হইয়াছিল?" অনুপমা মুখ তুলিয়া বলিল, "হাঁ।"—তাহার পরই দৃষ্টি নত করিল। সতীনাথ দেখিল, অনিদ্রা তাহার চক্ষুর কোলে কালি মাখাইয়া দিয়াছে এবং উৎকণ্ঠা তাহার মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সতীনাথ যাইয়া তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল—অন্যমনস্কভাবে চা তৈয়ারী করিতে পেয়ালায় চিনি দিতে ভুলিয়া গেল এবং পানকালে তাহা বুঝিতে পারিয়াও আর সে ত্রুটি সংশোধন করিল না। সে চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিতে না রাখিতে যশোদা রায় কয়টা মোকর্দ্দমার কাগজপত্র লইয়া হাজির হইল। সতীনাথের ইচ্ছা করিতে লাগিল—কাগজের বাণ্ডিলগুলা লইয়া যশোদা রায়কে ছুড়িয়া মারে। কিন্তু সে তাহা করিল না।

যশোদা রায় কাগজগুলা রাখিয়া যাইলে সে, সেগুলা খুলিতে লাগিল। এমন সময় "রায় মহাশয়" পুনরায় আসিয়া জানাইয়া গেল—কয় জন মক্কেল আসিয়াছে। কাযেই সতীনাথকে আবার দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইল—নজির দেখা, মোকর্দ্দমার আইনের তর্ক বিচার করা প্রভৃতিতে মন দিতে হইল।

সে সব সারিয়া সতীনাথ আবার এক বার উপরে সুরমার ঘরে গেল। তখন সুরমা জাগিয়াছে এবং অনুপমা তথায় নাই। সতীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যথাটা বেশ সারিয়া গিয়াছে?"—সুরমা উত্তর দিল "হাঁ"; বলিয়াই সে কক্ষ প্রাচীরে ঘড়ীর দিকে চাহিল এবং বলিল, "দশটা যে বাজিয়া গিয়াছে! তোমার ভাত দেয় নাই?" সে ব্যস্ত হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিল। সতীনাথ বলিল, "তুমি এখন উঠিও না; আমি ব্যবস্থা করিতেছি।"—পূর্ব্বের মত সতীনাথের এই কথায় সুরমার হৃদয় আনন্দে যেন ভরিয়া উঠিল। সতীনাথ বাহির হইয়া গেল। সুরমা তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। সে অনেক দিন এমন করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করে নাই। আজ তাহার মনে হইল, স্বামীর দেহে জরার স্পর্শ বুঝিতে পারা যায়। এত অল্পদিনে স্বামীর এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আর সে তাহা লক্ষ্য করিতেও পারে নাই! স্বামীর প্রতি অনুকম্পায় তাহার হৃদয় ও অশ্রুতে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া উঠিল। স্বামীকে সে কত ভালবাসিয়াছে স্বামীর তাহা বুঝিতে ভুল

হইয়া থাকিতে পারে, তাহার ত তাহা অজ্ঞাত নাই। সেই ভালবাসা বাদ দিলে তাহার জীবনে আর কি থাকে? বিবাহের জীবনের দিনগুলা সে একে একে গণিয়া—পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে—সবগুলাই সেই ভালবাসায় জড়াইয়া আছে—সে ভালবাসা হইতে সেগুলাকে স্বতন্ত্র করা যায় না। তবে সে কেন স্বামীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে নাই? বয়স! এ বয়সে কি পুরুষের দেহ জরায় জীর্ণ হয়? এ জরা বয়সের ধর্ম্ম নহে—ইহা মর্ম্মপীড়ার ফল। আর সে সেই মর্ম্মপীড়ার কারণ। আপনার উপর তাহার রাগ হইতে লাগিল। আর তাহার অশ্রুতে তাহার হৃদয়ের সঞ্চিত অভিমান সব ধৌত হইয়া গেল—রহিল কেবল শিশিরধৌত শেফালীর মত নির্ম্মল ও কোমল ভালবাসা।

অনুপমা ঘরে আসিয়া দেখিল, সুরমা কাঁদিতেছে। সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি আবার কি ব্যথা ধরিল?"

"না"—বলিয়া সুরমা ভগিনীকে বুকে টানিয়া লইল এবং বহুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া কেবল কাঁদিল। তাহার পর সে ভগিনীকে বলিল, "অনু, তুই দেখিস্ নাই, উঁহার চেহারা কেমন হইয়া গিয়াছে!"

দিদির এই কথায় অনুপমা অতিমাত্র বিস্মিতা হইল। সহসা দিদির এই কথার কারণ কি?

সুরমা বলিল, "আমিও এত দিন দেখি নাই। আমরা কি অপরাধই করিয়াছি! একে ত আমাদিগের পদে পদেই অপরাধ—তাহার উপর আমরা এ কি করিয়াছি?" বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল—চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আপনাকে একটু সামলাইয়া সুরমা আবার বলিল, "অনু, তুই ভাল করিয়া উঁহাকে যত্ন করিস্। আমি আর যত্ন করিতে পারিব না—এ বার আমাকে তোর হাতে উঁহার ভার দিয়া যাইতেই হইবে। এ বার সত্য সত্যই আমার ডাক পড়িয়াছে—আমাকে যাইতেই হইবে। দেখিস্, যেন আমার শেষ কাযটি ব্যর্থ করিস্ না—আমার শেষ অনুরোধ অবহেলা করিস্ না। দিদিটি আমার, এই কথাটুকু মনে রাখিস, স্বামীর সবই গুণ আর স্ত্রীরই সব দোষ।"

দিদির কথার কাতরতা ও অনুরোধের আন্তরিকতা অনুপমার হৃদয় স্পর্শ করিল। যে দিদি তাহার আদর্শ—যাহার জন্য সে সব সহ্য করিতে প্রস্তুত—যাহার প্রতি অযত্নের জন্যই সে স্বামীকে শ্রদ্ধা করিতে পারিল না, পরন্তু নারীজীবনে স্বামীর ভালবাসাও হেলায় হারাইতে সম্মত হইয়াছে—আর কোন কারণে না হইলেও কেবল সেই দিদির অনুরোধে সে স্বামীর প্রতি আপনার ভাব পরিবর্ত্তিত করিবার সঙ্কল্প করিল। তখন তাহার মনের যে অবস্থা, তাহাতে একটুকু সুযোগ পাইলেই সে স্বামীর যত্নের ভার লইতে পারিত এবং তাহা হইলেই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দূর হইয়া ঘনিষ্ঠতার সঞ্চার হইলে তাহার নারীহৃদয়ের ভালবাসাও স্বামীকে বেষ্টিত করিয়া ধরিত কি না কে বলিতে পারে?

সে দিন আদালতে যাইয়া সতীনাথের কেবল পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে যখন সুরমাই তাহার সংসারের ও জীবনের সর্ব্বস্ব ছিল তখন সুরমার এমনই অসুখে বাধ্য হইয়া আদালতে আসিলে সে কিরূপ উৎকণ্ঠায় কাল যাপন করিত এবং কায শেষ করিতে পারিলেই কিরূপ ব্যগ্রভাবে গৃহে ফিরিয়া—রোগকাতর পত্নীর শুশ্রূষায় রত হইত! সেও ত বড় অধিক দিনের কথা নহে! তবে কি ইহার মধ্যেই তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে? কিন্তু সুরমার অপরাধ? সে ভাবিয়া সুরমার কোন অপরাধই আবিষ্কার করিতে পারিল না। তবে অপরাধ কাহার? অপরাধ কি তাহার? সতীনাথ চমকিয়া উঠিল।

যত শীঘ্র পারিল কায সারিয়া সে গৃহে ফিরিয়া আসিল—আসিয়াই সুরমার কক্ষে প্রবেশ করিল। অনুপমা দিদির শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে—সে দিদির শুশ্রূষার অধিকার এমন স্বাভাবিক ভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, সতীনাথের মনে হইল—তথায় তাহার আর স্থান নাই। তাই তাহাকে দেখিয়াই সুরমা যখন বলিল, "তুমি যাও, হাত মুখ ধুইয়া একটু বিশ্রাম কর"—তখন সে কেবল তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া গেল; কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না।

সে যে চলিয়া গেল—তাহা কিন্তু অনুপমার ভাল লাগিল না—স্বামীর কাছে দিদির কি আর কিছু—আর একটু আগ্রহসিক্ত যত্ন বা উৎকণ্ঠালিপ্ত জিজ্ঞাসাও প্রাপ্য ছিল না? তাহার হৃদয় যেটুকু কোমল হইয়াছিল—তাহা আর রহিল না।

সতীনাথ চলিয়া যাইলেই সুরমা ভগিনীকে বলিল, "যা, অনু খাবার গুছাইয়া দিয়া আয়।"

অনুপমা দিদির কথায় দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণমধ্যেই সে ফিরিয়া আসিলে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, ইহার মধ্যেই খাওয়া হইয়া গেল?"

অনুপমা বলিল, "আমি খাবার পাঠাইয়া দিয়া আসিয়াছি।"

"কেন ?"—বলিয়া সুরমা যে দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাহিল, তাহাতে তাহার প্রতি তিরস্কারের তীব্রতা ছিল না বটে, কিন্তু স্বামীর প্রতি অনুকম্পার স্নিগ্ধতা যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। অনুপমা যদি স্বামীর প্রতি এমনই বিমুখ হয়, তবে স্বামীর জীবন যে দুঃখময়ই হইবে! সে অনুপমাকে বলিল, "অমন করিয়া কি চাকরের হাতে স্বামীর কাযের ভার দিতে হয়? তাহাতে যে আপনারও তৃপ্তি হয় না, তাঁহারও তৃপ্তি হয় না।"

অনুপমার মুখের কাছে যে উত্তর আসিযাছিল, সে তাহা আর দিল না, বলিল না "তোমার তৃপ্তির জন্য তিনি কতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন?" সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সে কথাটা যতই তোলপাড় করিতে লাগিল, তাহার মন ততই কঠোর হইতে লাগিল।

চাকর খাবার লইয়া যাইলে সতীনাথ যেন হতাশ হইল—সুরমা যে উঠিতে পারে নাই তাহা সে বিশেষ ভাবেই অনুভব করিল, সে কখন আপনি তাহার খাবার না দিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। যৎকিঞ্চিৎ আহারের পর সতীনাথ বাগানের দিকে চলিল—যাইবার পথে আবার সুরমার ঘরের দ্বারে পর্দাটা সরাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। সুরমা তাহাকে দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু অনুপমা দেখিতে পাইল এবং এক বারমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া এমন অকারণ মনোযোগসহকারে হাতে করা পুস্তকপাঠের ভাণ করিল যে, বিরক্ত হইয়া সতীনাথ আর ঘরে প্রবেশ করিল না। সে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল এবং নামিয়া যাইয়া বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে কেবলই ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু সে যে চলিয়া গেল, তাহার সেই ব্যবহারই অনুপমার কাছে তাহার পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল এবং তাহার হৃদয় কেবলই কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুরমা ভগিনীকে বলিয়াছিল, তাহার ডাক পড়িয়াছে—এ বার তাহাকে যাইতেই হইবে। সে যে স্বামীর হৃদয়ে স্থান হারাইয়াছে—এমন কি স্বামীর ভালবাসার পরিবর্তে বিরক্তিভাজন হইয়াছে, এই মর্ম্মব্যথায় সে পীড়িত হইয়াছিল—তাহার মনের অবসন্নতা শারীরিক স্বাস্থ্যহানিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে রোগ এক দিন অতর্কিতভাবে তাহার দেহে আত্মপ্রকাশ করিয়া সর্ব্ববিধ চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়াছিল, তাহা এত দিন গোপন ছিল—এখন বর্ষার বারিপাতে ছিন্নশাখ অশ্বত্থের মত আবার প্রকাশিত হইল। এ বার সে আর তাহার আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না—রোধ করিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। সেবার তাহার মরিতে ইচ্ছা ছিল না। স্বামীর অতুল ভালবাসা ফেলিয়া যাইতে কাহার আগ্রহ হয়? এবার সে মনে করিতেছিল—মৃত্যু তাহার পক্ষে মুক্তি। যে স্বামীর সুখের পথে কণ্টক—যে সংসারের ভার, সে বাঁচিয়া থাকে কেন? তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কোন অধিকার নাই। সে মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল—যখন ডাক আসিল, তখন সে হাসিমুখেই সাড়া দিল।

কিন্তু শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নূতন বেদনার কারণ ঘটিল। সে এত দিন ভাল করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করে নাই—এ বার লক্ষ্য করিয়া দেখিল, স্বামীর মনে সুখ নাই; তাহার পর সে ভগিনীকে লক্ষ্য করিল—যে আশায় সে ভগিনীর সহিত স্বামীর বিবাহ দিয়াছিল, সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার আশা ও উপদেশ সব বৃথা হইয়াছে। অনুপমা স্বামীর ভালবাসা ইহকালের পরকালের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। হায়—সে কি ভুলই করিয়াছে! তাহার ভুলের জন্যই স্বামীর ও ভগিনীর উভয়েরই জীবন দুঃখময় হইয়াছে। সেই কথাই রোগশয্যায় তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল; দেহের দৌর্ব্বল্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল; আর জীর্ণগৃহে লব্ধাশ্রয় অশ্বত্থতরুর মত রোগও প্রবল বেগে বাড়িতে লাগিল—ব্যথা প্রায়ই ধরিতে লাগিল।

অনুপমা স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, সে প্রবল আবেগে দিদিকেই আপনার করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। এ সংসার যে তাহার স্বামীর বলিয়াই তাহার, তাহা সে মনে করিতে পারে নাই; সে মনে করিত, সংসার দিদির বলিয়াই তাহাতে তাহার অধিকার। সে আন্তরিক আগ্রহে দিদির সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল—যদি পারিত, সে আপনার জীবন দিয়া দিদির জীবন রক্ষা করিত। কেন না, স্বামীর ভালবাসা—অপত্যস্নেহ—যাহাতে স্ত্রীলোক জীবনে আকৃষ্ট হয়, তাহা সে লাভ করিতে পারে নাই। তাহারও কষ্টের অবধি ছিল না। কষ্টের উপর কষ্ট—তাহার মনে হইত, স্বামীর উপেক্ষা মরণাহতা দিদির

আরোগ্যপথ রুদ্ধ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পথই প্রস্তুত করিয়া দিতেছে।

সতীনাথ যে সুরমাকে—মৃত্যুশয্যাশায়ী পত্নীকে অবহেলা করিত, তাহা নহে। বরং তাহার মনে যেটুকু উপেক্ষার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও দূর হইয়া যাইতেছিল। সে যে ক্ষুধায় অনুপমার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, সে ক্ষুধা মিটে নাই; সে কেবল লাঞ্ছনার যাতনাই ভোগ করিয়াছে। আর তাহার ততই পূর্ব্ব-কথা মনে হইয়াছে—সুরমার কথা মনে পড়িয়াছে। সুরমার সেই ভালবাসা- তাহা সমুদ্রেরই মত অগাধ, অসীম, আপনার পূর্ণতায় আপনি অতুলনীয়। সুরমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া যে সে বিরাজিত ছিল—সে ছাড়া যে সুরমার আর কোন ভাবনা ছিল না, তাহা সতীনাথ ভুলিয়া যাইতেছিল—অনুপমার ব্যবহার আঘাত দিয়া তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল—বুঝাইয়া দিতেছিল, অনুপমার ব্যবহারের তুষের আগুনে তাহার সেই বিশ্বাসে বিস্মৃতির আবরণ পুড়িয়া গিয়াছিল। সে কথা যত মনে হইত, সতীনাথ তত আত্মগ্লানিতে বেদনা পাইত—সে এই সুরমাকে ভুলিয়া অনুপমার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল—আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছিল! এমন ভুল সে কেমন করিয়া করিয়াছিল? প্রবৃত্তির আবেগ,—যৌবনের মোহ, নয়নের নেশা, তাহাকে কি এমন করিয়া ভুলাইতে পারিয়াছিল! আর সুরমা তাহার ভুলে কত কষ্ট পাইয়াছে। অথচ তাহার ভ্রমের ফল—তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে—তাহার স্ত্রী—আপনি বুক পাতিয়া লইয়াছে; সেই আঘাতে আপনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছে। তখন সুরমার ত্যাগ মনে পড়িত—সে ত্যাগ কি অসাধারণ! সতীনাথ যত ভাবিত, তত চঞ্চল হইয়া উঠিত—সে যেন পাগল হইয়া উঠিত। এক এক বার তাহার আত্মগ্লানি তাহাকে অপরাধের সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া সুরমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উত্তেজিত করিত; সেই উত্তেজনায় সে সুরমার কাছে আসিত; কিন্তু—কিন্তু কক্ষদ্বারে আসিয়াই সে যখন অনুপমাকে দিদির শয্যাপার্শ্বে দেখিতে পাইত, তখন সে আর কথা বলিতে পারিত না। আর তাহার মনে হইত—মানুষের হৃদয়ের রহস্য কি দুর্ভেদ্য! সুরমা ও অনুপমা—দুই ভগিনী; অনুপমা ছায়ার মত দিদির অনুসরণ করে। অথচ উভয়ে কি প্রভেদ! সুরমার কাছে প্রেমই ইহকালের সর্ব্বস্ব—বুঝি পরকালেরও সম্বল। সুরমা স্বামীকে এমনই ভালবাসিয়াছে যে, আপনার আর কিছুই রাখে নাই; রাখে নাই বলিয়াই পাছে স্বামীর কোন অসুখ হয় মনে করিয়া তাহাকে সপত্নীর হাতে সঁপিয়া দিতে পারিয়াছিল। আর অনুপমা? সে স্বামীর ভালবাসা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সতীনাথ উভয়ে প্রভেদ যত দেখিত ততই পূর্ব্বের কথা মনে করিত। সুরমার ভালবাসাই তাহার জীবন সুখময় করিয়াছিল, জগৎ অজস্র সৌন্দর্য্যে শোভাময় করিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে আশার ও আকাঙ্ক্ষার উৎস রচনা করিয়াছিল। সুরমাই তাহার জীবনের কেন্দ্র ছিল, সংসারের সর্ব্বস্ব ছিল। কুক্ষণে সে অনুপমাতে সুরমাকে পাইবার আশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। সে কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছিল—তাই তাহার যত দুঃখ। আজ সে ফিরিতে চাহে; কিন্তু হায়! আর কি সে ফিরিবার পথ পাইবে? সে পথ রুদ্ধ করিয়া আজ অনুপমা পাষাণ প্রাচীরেরই মত দাঁড়াইয়া আছে—সে ইচ্ছা সে প্রাচীর গাঁথিয়াছে। যদি পথ থাকিত, তবেই বা কি হইত? সুরমাকে সে যে ভুল বুঝিয়াছে সে অভিমান তাহার সহ্য হয় নাই; সেই অভিমানের তাপে সে ফুল্ল শতদল শুকাইয়া গিয়াছে—সে আর তাহাকে পাইবে না। তাহাই তাহার শাস্তি! সে শাস্তি তাহাকে লইতেই হইবে; তাহা হইতে অব্যাহতি নাই—নাই—নাই। কিন্তু তাহাই কি তাহার সব শাস্তি? তাহাও ত নহে। যে অনুপমা তাহাকে ভালবাসে না—যে তাহার ভাল-বাসার অর্ঘ্য ঘৃণায় ফেলিয়া দিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছে—অপমান করিয়াছে, যে তাহাকে শ্রদ্ধার অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে, সেই অনুপমাকে লইয়া সংসার করিতে হইবে—দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে হইবে—সংসারকে প্রতারিত করিতে হইবে—আপনার বুকের আগুন ঢাকিয়া কায করিতে হইবে। সেই অবস্থার কথা কল্পনা করিয়া সতীনাথ শিহরিয়া উঠিত; আপনার প্রতি ধিক্কারে ও সুরমার প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত—যেন বর্ষার নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত, কিন্তু কূল ছাপাইয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারিত না।

কিন্তু সতীনাথ কোন্ কারণে যে আপনার পূর্ব্বাধিকৃত স্থানটি—পীড়িতা পত্নীর শয্যাপার্শ্বে আপনার আসন গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না, তাহা অনুপমা বুঝিত না। কাযেই স্বামীর ব্যবহার তাহার কাছে নিতান্তই নির্ম্মমতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইত; স্বামীকে সে কেবল স্বার্থান্বেষী বলিয়া মনে করিত। দিদি বলিয়াছেন, স্বামী এক দিন তাঁহাকে যে ভালবাসা দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সে হয় দিদির বুঝিবার ভুল—হয়

দিদি আপনার ভালবাসার প্রতিবিম্ব স্বামীর হৃদয়ে দেখিয়া তাহাকে স্বামীর ভালবাসা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, নহে ত দিদিকে লইয়া স্বামীর সব আশা ও আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছিল বলিয়াই স্বামী দিদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নহিলে—আজ মরিবার সময়ও যিনি কেবল স্বামীর ভাবনাই ভাবিতেছেন, তাহাকে কেবলই উপদেশ দিতেছেন—স্বামীর দোষ নাই, থাকিতে পারে না—স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা হারাইও না—তাঁহাকে কি স্বামী অবহেলা করিতে পারেন? এই স্বামীর প্রতি সে কেমন করিয়া শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইবে—এই স্বামীকে কেমন করিয়া দেবতা মনে করিবে—কেমন করিয়া আপনার ইহকাল পরকাল এই স্বামীকে নিবেদন করিবে? সে তাহা পারিবে না—দিদির কথাতেও সে তাহা পারে নাই। ফলে হয় ত তাহার নারীজন্ম ব্যর্থ হইবে—সংসারে মানুষ যাহার আশা করে, তাহার কিছুই সে লাভ করিতে পারিবে না। দিদি তাহাই বলিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যদি তাহাই হয়—তবুও, তবুও যেখানে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে শ্রদ্ধার ভাণ করিয়া সে আপনাকে প্রবঞ্চিত করিতে পারিবে না—আপনার সংসার আপনি নরক করিয়া তাহাতে বাস করিতে পারিবে না—আপনার নারীজীবনের মানমর্য্যাদা কেবল সুখের আশায় বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না। সুখ!—সুখ সে পাইবে কেমন করিয়া? আপনার মনকে সে ত ভুলাইতে পারিবে না! তবে? স্বামীর ভালবাসার স্বরূপ কি? তাহা কি কেবল স্বার্থ ও তৃষ্ণা? দিদিতে সে স্ত্রীর যে ভালবাসার পরিচয় পাইয়াছে, স্বামীর ভালবাসা কি তাহার সন্নিহিত হইতেও পারে না? পুরুষে ও নারীতে কি এতই প্রকৃতিগত প্রভেদ? না—তাহা হইলে যুগে যুগে নারী কখন স্বামীর জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিত না—স্বামীর চিতায় নারী পুড়িয়া মরিতে পারিত না—স্বামীকে হারাইলে, জগৎ শূন্য দেখিতে পাইত না। সুতরাং এ দুর্ভাগ্য কেবল তাহারই। দিদি যদি সে ভালবাসা না-ও পাইয়া থাকেন, তবুও পাইয়াছেন—এই বিশ্বাসেই তাঁহার সুখ ছিল। সে সেরূপ বিশ্বাস করিতেও পারে নাই। তাই তাহার কেবল দুঃখ। তাহার সকল দুঃখের মধ্যে সুখ—দিদি। দিদির আদর্শ দেখিয়া সে শ্রদ্ধায় নত হইত; দিদির সেবা করিয়া সে আপনাকে ধন্য মনে করিত। সেই দিদি এ বার শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন—তিনি যে আর সে শয্যা ত্যাগ করিবেন—তাহার সেবাশুশ্রূষা ও ঐকান্তিক কামনা যে আর তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিবে—সে আশা নাই। তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছে—এই বার দীপ নিবিবে। তাহার পর কি হইবে? কি হইবে, ভাবিতেও সে যেন পারিত না—তাই সেই ভাবনা ভুলিবার চেষ্টা দিদির সেবায় তাহার আনুরক্তি আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিল; সে যেন আহার-নিদ্রাও ভুলিয়া কেবল দিদির সেবা করিত।

রোগশয্যায়—মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া সুরমার যখন আর কোন কায করিবার শক্তি ছিল না, তখন সে কেবল স্বামীর ও ভগিনীর ভাব লক্ষ্য করিত। স্বামী এক এক বার আসিয়া দেখিয়া যাইতেন—অনেক সময় কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে পারিতেন না। অনুপমা তাহাতে বিরক্ত হইত। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে শঙ্কার ও মুখে বেদনার বিকাশ সুরমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না। সেই শঙ্কা ও সেই বেদনা তাহার সকল দুঃখ দূর করিয়া দিত। সে মনে করিত, সে-ই স্বামীকে ভুল বুঝিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে মনে করিত—কিন্তু সে যাহা ভাবিয়া অনুপমার সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়াছিল তাহাই হয় নাই—তাহার সে হিসাবে বিষম ভুল হইয়াছিল।

তাহার ভুলের ফলে যে স্বামীর ও ভগিনীর দুঃখভোগ—সেই চিন্তাই শেষ শয্যায় সুরমাকে পীড়িত করিত—বুঝি সেই চিন্তাই তাহার মৃত্যুর পথ পরিষ্কৃত করিতেছিল—তাহার সব ব্যথা দূর করিয়া দিবার আয়োজন করিতেছিল।

* * * * *

বাঁচিবার আর কোন আশাই নাই—তবুও মৃত্যু বিলম্ব করিতে লাগিল—শীর্ণ দেহে বক্ষের স্পন্দন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছিল—সময় সময় মনে হইত, বুঝি থামিয়া গিয়াছে—তবুও সে স্পন্দন থামিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। নিব-নিব করিয়াও দীপ নিবিতে বিলম্ব হইল। আরও দুই মাস—দীর্ঘ দুই মাস সুরমা রোগশয্যায় রহিল।

তাহার পর অতি দীর্ঘ রজনীরও শেষ আছে, দিন সত্য সত্যই শেষ হইল। সমস্ত রাত্রি রোগীর কাছে থাকিয়া ডাক্তার যখন সকালে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন সতীনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ কি না যাইলে হয় না?"

ডাক্তার বলিলেন, "যদি থাকিয়া কোন লাভ হইত, তবে থাকিতাম। কিন্তু—আপনি সবই বুঝিতেছেন—আর কেবল ফুঁড়িয়া বাঁচাইয়া রাখা অকারণ যন্ত্রণা-বৃদ্ধি। তাহাতে কি কোন লাভ আছে?"

সতীনাথ বলিল, "না" কিন্তু বলিতে বলিতেই তাহার বুকের মধ্যে বিষম বেদনা জাগিয়া উঠিল। সে জানিত, সুরমা আর বাঁচিবে না—মৃত্যু এখন তাহার পক্ষে যন্ত্রণা হইতে মুক্তি। কিন্তু তবুও—সুরমা আর থাকিবে না, এ ভাবনায় যে বেদনার উৎস উৎসারিত হয়! যে সংসারের সুরমাই কেন্দ্র ছিল, সে সংসার থাকিবে; কিন্তু সুরমা থাকিবে না। যে জীবনে সুরমাই সব ছিল—সে জীবনও বহিতে হইবে; কিন্তু সুরমা থাকিবে না। এই গৃহ সুরমারই স্মৃতিপূত; এই সংসার সুরমারই রচনা; এই জীবনে কেবলই সুরমার কথা। সেই সুরমা থাকিবে না! এ কথা যখন ডাক্তারের কথায় নূতন করিয়া ফুটিয়া উঠিল, তখনই যেন সে প্রথম সুরমাহীন জীবনের দুঃখদুর্দ্দশা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিল। সেই উপলব্ধির আঘাতে সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার বুকের ব্যথা সতীনাথকে চঞ্চল করিয়া তুলিল—সে বার বার সুরমার শয্যার কাছে আসিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহার অবিচলিত ধৈর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—বুকের মধ্যে শোকের তাপে অশ্রুর উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল—ছিল কেবল জ্বালা। সে জ্বালা কি কখন জুড়ায়?

নিদাঘের অপরাহ্ণে দিনের আলো যেমন নিবিয়াও নিবে না—সুরমার জীবন তেমনই যাইয়াও যাইতেছিল না। সংজ্ঞা ছিল না, শ্বাস ছিল। এইভাবে দিন কাটিয়া গেল—রাত্রি আসিল; বাহিরে রজনীর অন্ধকার—ঘরে মৃত্যুর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সমস্ত গৃহে দীপালোক যেন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অন্ধকারকেই আহ্বান করিয়া আনিতেছিল।

নিশীথে শ্বাস ক্রমে গভীর হইয়া আসিতে লাগিল—সতীনাথ আর পারিল না, উঠিয়া আপনার বসিবার ঘরে গেল—বসিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিল—ভাবিতে পারিল না; কেবল দারুণ বেদনার তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল—কান্দিতেও পারিল না।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সুরমা এক জন কাপড়-ওয়ালার কাছে দুইখানা গরদের শাড়ী কিনিয়াছিল—অনুপমার জন্য কালো ভোমরা পাড়, আর আপনার জন্য চওড়া লাল পাড়। কিনিবার সময় অনুপমা বলিয়াছিল, "দিদি, শুধু লাল পাড় কিনিলে কেন?" সুরমা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "এয়োস্ত্রীর এই ত পাড়: আমার মরিবার সময় আমাকে এই কাপড় পরাইয়া দিস্।" সে কথা অনুপমার মনে ছিল। সে সেই কাপড়খানা বাহির করিয়া দিদিকে পরাইয়া দিল। সুরমা ফুল বড় ভালবাসিত—যতদিন সে যাইতে পারিত প্রতিদিন বাগানে যাইত, তাই সে শয্যা লইলে অনুপমা প্রতিদিন ফুল আনিয়া তাহার ঘরে সাজাইয়া রাখিত। আজ সে ফুল আনিতে বলিলে মালীরা বুঝি বাগান উজাড় করিয়া ফুল আনিয়া দিয়াছিল। অনুপমা দিদির শয্যায় ফুল সাজাইয়া দিল—গন্ধে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দিদির সীমন্তে সিন্দুরের রেখা টানিয়া দিল—সতীর সীমন্তে সিন্দুর পবিত্র আভায় শোভা পাইল। তাহার পর সে আলতা আনিয়া দিদির পায় পরাইতে বসিল—পা বরফের মত ঠাণ্ডা—কঠিন হইয়া আসিয়াছে।

অনুপমা দিদির শীর্ণ চরণতলে আলতা পরাইতেছিল আর দিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল, সুরমা চাহিয়া দেখিল। সে দিদির মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল।

সুরমার দৃষ্টি প্রথমেই ভগিনীর উপর পতিত হইল—মুখ যেন প্রফুল্ল হইল। তাহার পর তাহার দৃষ্টি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কাহার সন্ধান করিল—অনুপমার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। হায়, রমণীর প্রেম: তুমি কি মৃত্যু অপেক্ষাও প্রবল?

যে অনুপমা গতরাত্রি হইতে এক বারও দিদির শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিতে চাহে নাই—কি জানি কখন ক্ষীণ শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে—সে আর বিলম্ব করিতে পারিল না—দ্রুত যাইয়া ঝড়ের মত সতীনাথের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, বলিল, "দিদির শেষ দৃষ্টি তাহার স্বামীকে সন্ধান করিতেছে। যাইবার অবসর—প্রবৃত্তি হইবে কি?"—মানুষের কণ্ঠস্বরে যতখানি তীব্র তিরস্কারের বিষ থাকিতে পারে অনুপমার কণ্ঠস্বরে ততখানিই ছিল।

সতীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তের জন্য অনুপমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তাহার আপনার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইলেও সে বুঝিতে পারিল—অনুপমার বুকে যে আগুন জ্বলিতেছে, তাহারই আলোক ও তাপ তাহার দৃষ্টিপথে বাহির হইতেছে। সেই অগ্নিদাহযাতনাই তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। সে কোন কথা কহিল না—অনুভব করিল, আপনার কর্ম্মফলে সে ঐ তিরস্কারই অর্জ্জন করিয়াছে—উহাই তাহার প্রাপ্য।

সে আর কোন কথা কহিল না—দ্রুত—অনুপমারও পূর্ব্বে যাইয়া সুরমার শয্যাপার্শ্বে উপনীত

হইল। তাহার মনে হইল—সুরমার নয়ন মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—অতীত যৌবনে বহুক্ষণ পরে অতর্কিতভাবে উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে সুরমার নয়নে যে প্রেমসুখোজ্জ্বল দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত—সেই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল—তাহার পর সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সতীনাথের পরই অনুপমা আসিয়া দেখিল—দিদির বুকের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দিদির মৃত্যুকালেও তাঁহার দৃষ্টি যাহাকে সন্ধান করিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে পায় নাই! সে দিদির মৃত্যুসুপ্ত মুখের দিকেই চাহিয়া রহিল—সতীনাথ কি করিতেছে, দেখিতে কৌতূহল বা প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু সুরমা—স্বামীর প্রেমসর্ব্বস্ব সুরমা—কি মৃত্যুকালে স্বামীকে দেখিতে পায় নাই—স্বামীর মুখে—দৃষ্টিতে শোকের বিকাশ বুঝিতে পায় নাই? নহিলে—তাহার মৃত্যুশীতল ওষ্ঠাধরে অপরিসীম তৃপ্তির ও শান্তির প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল কেন?

সম্পূর্ণ

প্রতিবিম্ব
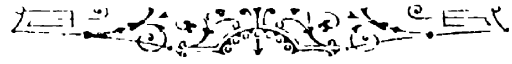
[বিদেশী গল্প]

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
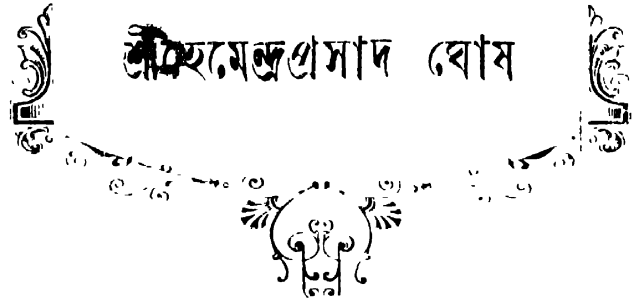
দুই ভাই

বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নাম বার্ড। তাহার ভ্রাতার নাম এণ্ডার্স। তাহারা পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল—এক সঙ্গে সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল, সহরে এক সঙ্গে বাস করিত, এক সঙ্গে যুদ্ধে যাইয়া একই সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং উভয়েই সেনাদলে "কর্পোরেল" পদ লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধের পর তাহারা যখন গৃহে ফিরিয়াছিল, তখন লোক বলিত—তাহারা সুন্দর ও সুগঠিত দেহ।

তাহার পর তাহাদিগের পিতৃবিয়োগ হইল। তিনি অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বিভাগ করা দুষ্কর। সেই জন্য দুই ভ্রাতা স্থির করিল, সম্পত্তি লইয়া যাহাতে উভয়ে মনোমালিন্য না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে তাহারা পৈত্রিক সম্পত্তি নিলাম করিবে—যাহার যাহা প্রয়োজন সে তাহাই কিনিয়া লইবে—অবশিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ভাগ হইবে। তাহাই হইল।

কিন্তু তাহাদিগের পিতার একটি বড় সোণার ঘড়ী ছিল। সে অঞ্চলে আর কাহারও সোণার ঘড়ী না থাকায়, সকলেই সে কথা জানিত। যখন ঘড়ীটি নিলামে উঠিল, তখন বহু ধনী তাহা লইতে ইচ্ছুক থাকিলেও তাহারা দুই ভাই তাহার জন্য "ডাকিতে" লাগিল, তখন তাঁহারা আর "ডাকিলেন" না। বার্ড মনে করিয়াছিল, এণ্ডার্স তাহাকেই উহা লইতে দিবে। আবার এণ্ডার্স ভাবিয়াছিল, বার্ড তাহাকেই উহা লইতে দিবে। তাহারা ডাকাডাকিতে এ উহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল, আর ডাকিবার সময় এ উহার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। যখন ২০ ডলার অবধি ডাক উঠিল, তখন বার্ড মনে করিল, এইরূপ ডাকা তাহার ভ্রাতার পক্ষে সঙ্গত নহে; সে প্রায় ৩০ ডলার পর্য্যন্ত ডাক তুলিল। কিন্তু এণ্ডার্স তখনও ডাকিতে লাগিল দেখিয়া বার্ড মনে করিল, সে তাহার ভ্রাতাকে কত ভালবাসিয়াছে—তাহা ভুলিয়া যাওয়া এণ্ডার্সের পক্ষে ভাল হইল না—আর সে জ্যেষ্ঠ, এণ্ডার্স তাহার অনুজ। যখন ডাক ৩০ ডলারেরও উপরে উঠিল, তখনও এণ্ডার্স ডাকিতে বিরত হইল না। তখন বার্ড একেবারে ৪০ ডলার ডাকিয়া আর ভ্রাতার দিকে চাহিল না। নিলাম-ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল, আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে নিলামকারী পুনঃ পুনঃ ডাকটি উচ্চারণ করিতে লাগিল—৪০ ডলার—৪০ ডলার। এণ্ডার্স তথায় দাড়াইয়া ভাবিল, বার্ড যদি ৪০ ডলার ডাকিয়া তাহাকে ঘড়ীটিতে বঞ্চিত করিতে চাহে, তবে সে ও অধিক ডাকিয়া উহা লইতে পারে। বার্ডের মনে হইল, তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমানজনক আর কিছুই হইতে পারে না। সে মৃদুস্বরে ৫০ ডলার ডাকিল। ঘরে অনেক লোক ছিল। এণ্ডার্স মনে করিল, তাহাদিগের নিকট যে বার্ড তাহাকে অপদস্থ করিবে, তাহা হইবে না। সে ডাক চড়াইল।

বার্ড উচ্চ হাস্যে ঘর মুখরিত করিয়া বলিল, "আমার ডাক ১ শত ডলার আর সেই সঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্ব।" সে ফিরিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

অল্পক্ষণ পরে যখন সে যাইবার জন্য তাহার নিলামে ক্রীত ঘোড়ার জিন দিতেছিল, তখন এক জন লোক আসিয়া বলিল, "তুমিই ঘড়ীটি পাইয়াছ; এণ্ডার্স হারি মানিয়াছে।"

সেই কথা বার্ডের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহার মুখ বিষাদে পূর্ণ হইল—সে আর ঘড়ীর কথা ভাবিল না, তাহার ভ্রাতার কথাই ভাবিতে লাগিল। ততক্ষণে ঘোড়ায় জিন বদ্ধ করা হইয়াছে; কিন্তু ঘোড়ায় চড়িবে কি না তাহা সে ভাবিতে লাগিল—কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। অনেক লোক নিলাম-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এণ্ডার্স তাহাদিগের মধ্যে ছিল। সে যখন দেখিল, তাহার ভ্রাতা ঘোড়ায় জিন দিয়াছে—যাইতে উদ্যত, তখন বার্ড কি ভাবিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

এণ্ডার্স উচ্চ স্বরে বলিল, "বার্ড, ঘড়ীটির জন্য ধন্যবাদ! তোমার ভ্রাতা আর কোন দিন তোমার ছায়াও মাড়াইবে না।"

বার্ড ঘোড়ায় উঠিতে উঠিতে বলিল, "জানিয়া রাখিও, আমিও কোন দিন তোমার গৃহদ্বার মাড়াইব না।" তাহার মুখ যেন রক্তহীন।

যে গৃহে তাহারা তাহাদিগের পিতার সহিত এতকাল বাস করিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহারা কেহই আর সে গৃহে প্রবেশ করিল না।

অল্পদিন পরেই এণ্ডার্স একটি মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন কৃষক-পরিবারে বিবাহ করিল—বিবাহে বার্ডকে নিমন্ত্রণও করিল না। বার্ডও বিবাহ-কালে গির্জ্জায় গেল না। যে বৎসর তাহার বিবাহ হইল, সেই বৎসরই এণ্ডার্সের একমাত্র গাভীর মৃত্যু হইল। গৃহের উত্তর দিকে যে স্থানে গাভীটি বাঁধা থাকিত, এক দিন সকালে দেখা গেল, সে তথায় মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মৃত্যুর কারণ কেহই স্থির করিতে পারিল না। তাহার আরও বিপদ ঘটিতে লাগিল এবং যখন শীতকালে নিশীথে তাহার গোলাটি পুড়িয়া গেল, তখন সে অত্যন্ত বিপন্ন হইল। সে সারারাত্রি কাঁদিল। সে দারিদ্র্য-পীড়িত হইল—কাযে তাহার আর উৎসাহ রহিল না। সে বলিল, "যে আমার অনিষ্ট চাহে, ইহা তাহারই কায।"

যে দিন সেই দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহার পর দিন সন্ধ্যাকালে বার্ড তাহার ভ্রাতার গৃহে উপনীত হইল। এণ্ডার্স শয়ন করিয়া ছিল—ভ্রাতাকে দেখিয়া উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সে বার্ডকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাহ?" সে আর কিছু বলিল না, একদৃষ্টে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

বার্ড একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "এণ্ডার্স, তোমার বিপদ ঘটিয়াছে। আমি তোমাকে সাহায্য করিতে চাহি।"

"তুমি আমাকে যত বিপন্ন দেখিতে চাহ—আমি তদপেক্ষা অধিক বিপন্ন নহি। যাও—নহিলে আমি আপনাকে সংযত করিতে পারিব কি না, বলিতে পারি না।"

"এণ্ডার্স, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আমি দুঃখিত যে—"

"যাও, বার্ড, যাও! নহিলে কি ঘটিবে তাহা ভগবানই জানেন।"

বার্ড একটু পিছাইয়া গেল। সে কম্পিতস্বরে বলিল, "তুমি যদি ঘড়ীটি চাহ, লইতে পার।"

এণ্ডার্স চীৎকার করিয়া বলিল, "বার্ড, দূর হও!"

আর তথায় থাকিতে অনিচ্ছাহেতু বার্ড চলিয়া গেল।

এত দিন বার্ডের কি হইয়াছিল? ভ্রাতার দুর্দ্দশার বিষয় জানিয়াই তাহার মন অনুতাপে পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু গর্ব্বহেতু সে ভ্রাতার নিকটে যাইতে পারে নাই। সে মনে আগ্রহ অনুভব করিয়া গির্জ্জায় যাইয়া নানা উচ্চাঙ্গের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—কিন্তু দৌর্ব্বল্য-হেতু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। সে বহু বার ভ্রাতার গৃহের দিকে গিয়াছে। কিন্তু সে যখন গৃহটি দেখিতে পাইয়াছে, সেই সময় কোন না কোন কারণে সে ফিরিয়া আসিয়াছে—হয় সেই সময় কেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, নহে ত গৃহে অপরিচিত লোক দেখা গিয়াছে, হয়ত বা সে দেখিয়াছে, এণ্ডার্স গৃহের বাহিরে কাঠ কাটিতেছে।

তাহার পর এক দিন রবিবারে সন্ধ্যার পর সে আবার গির্জ্জায় গেল। তখন এণ্ডার্সও গির্জ্জায় ছিল। বার্ড ভ্রাতাকে দেখিল—সে শীর্ণকায়, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। দুই ভাই যখন একত্র থাকিত, তখন সে যে বেশ পরিধান করিত, তাহার পরিধানে সেই বেশ—তবে তাহা জীর্ণ ও তাহাতে তালি দেওয়া। ধর্ম্মযাজক যতক্ষণ উপদেশ দিতেছিলেন, ততক্ষণ এণ্ডার্স তাঁহার দিকেই চাহিয়া রহিল। বার্ডের মনে হইল, এণ্ডার্স কোমলস্বভাব ও দয়া-পরবশ। সে তাহাদিগের বাল্যকালের কথা মনে করিতে লাগিল—তখন এণ্ডার্স কত ভাল ছিল! সে দিন প্রার্থনায় যোগ দিয়া বার্ড সঙ্কল্প করিল—ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, যাহাই কেন হউক না, সে তাহার ভ্রাতার সহিত বিবাদ শেষ করিবে। তাহার মন এই সঙ্কল্পে পূর্ণ হইল এবং যখন সে প্রার্থনা শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ভ্রাতার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু এণ্ডার্স তাহার দিকে চাহিলও না এবং সে আসনে আর এক জন উপবিষ্ট ছিল। তাহার পরও তাহার পক্ষে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা ঘটিল না—তথায় বহু লোক ছিল, এণ্ডার্সের সহিত তাহার স্ত্রী ছিলেন, সে তাঁহার সহিত পরিচিত নহে। সে স্থির করিল, এণ্ডার্সের গৃহে যাইয়া তাহার সহিত সকল বিষয়ের আলোচনা করাই ভাল হইবে।

সেই দিনই সে ভ্রাতার গৃহাভিমুখগামী হইল। সে গৃহদ্বার পর্য্যন্ত গেল এবং তথায় দাঁড়াইলেই শুনিতে পাইল—তাহার নাম উচ্চারিত হইল। এণ্ডার্সের পত্নী বলিল, "বার্ড আজ প্রার্থনায়ও যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমার কথা ভাবিতেছিলেন।"

উত্তরে এণ্ডার্স বলিল, "না। সে কখনই আমার কথা ভাবিতেছিল না। সে কেবল আপনার কথাই ভাবে; আর কাহারও নহে। আমি তাহাকে চিনি।"

বহুক্ষণ আর কিছুই শুনা গেল না। সেই শীতের রাত্রিতেও বার্ড স্বেদাক্ত হইতে লাগিল। এণ্ডার্সের স্ত্রী কেটল লইয়া ব্যস্ত ছিল; অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জলিত অগ্নির শব্দ শুনা যাইতেছিল; একটি শিশু সময় সময় কান্দিতেছিল—এণ্ডার্স তাহাকে ছুলাইতেছিল। তাহার পর এণ্ডার্সের স্ত্রী বলিল, "যদিও তুমি স্বীকার কর না, তবুও আমার বিশ্বাস, তোমরা পরস্পরের কথা ভাবিতেছ।"

স্বামী বলিল, "ও কথায় আর কায নাই; অন্য কথা বল।"

কিছুক্ষণ পরে সে বাহিরে যাইবার জন্য উঠিল! বার্ড কাঠ রাখিবাব চালায় লুকাইল। কিন্তু এক গোছা কাঠ লইবার জন্য এণ্ডার্স তথায় আসিল। চালার এক কোণে বার্ড যে স্থানে ছিল, তথা হইতে সে ভ্রাতাকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছিল। সে তাহার রবিবারের জীর্ণ পোষাক ত্যাগ করিয়া সেনাদলের পোষাকটি পরিধান করিয়াছিল। সে পোষাক বার্ডের পোষাকেরই মত। তাহারা পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, কেহই আর সে পোষাক পরিধান করিবে না—স্মৃতিচিহ্নরূপে তাহা সন্তানদিগের জন্য রাখিয়া যাইবে। এণ্ডার্সের পোষাকটি জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তালি দিতে হইয়াছে—তাহার সুগঠিত দেহ যেন ছিন্ন বস্ত্রে আচ্ছাদিত। বার্ড যখন তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল, তখন সে তাহার আপনার পকেটে পিতার সেই ঘড়ীটির টিক টিক শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। যে স্থানে জ্বালানীর জন্য ছোট ছোট বৃক্ষ শাখা প্রভৃতি ছিল এণ্ডার্স তথায় গেল, কিন্তু তখনই সেগুলি না লইয়া এক গাদা কাঠে হেলান দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, "হা ভগবান!"

বার্ড যতদিন বাঁচিয়া ছিল, কখন ভ্রাতার ঐ কথা ভুলে নাই। সে ভ্রাতার নিকটে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। সেই সময় এণ্ডার্স কাশিল। বার্ডের মনে হইল—সে কিরূপে তাহার নিকট যাইবে? সে যাইতে পারিল না। এ দিকে এণ্ডার্স যতগুলি জ্বালানী কাঠ লইতে পারিল লইয়া বাহির হইয়া গেল—সে বার্ডের পাশ দিয়া গেল এবং দুই একখানি কাঠ তাহার মুখে লাগিল।

বার্ড নিশ্চল হইয়া দশ মিনিট তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। যদি মানসিক চাঞ্চল্যের উপর সে শীতে না কাঁপিত, তবে সে কতক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা বলা যায় না। সে বাহির হইল—আপনার নিকট স্বীকার করিল, সে এমন কাপুরুষ যে এখন আর ভ্রাতৃগৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তখন সে আর একটি কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে যে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেই স্থানেই একটি পিপায় ছাই রাখা হইত। সে তথায় যাইয়া কয় টুকরা কয়লা লইল, তাহার পর এক টুকরা কাঠ লইয়া গোলায় প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিল। সে আলো জ্বালিয়া—এণ্ডার্স যে দিন রাত্রিশেষে শস্য মাড়াই করিতে আসিত সে দিন যে আংটায় লণ্ঠনটি ঝুলাইয়া রাখিত সেইটি সন্ধান করিল। সে সেই আংটায় ঘড়ীটা ঝুলাইয়া দিয়া আলো নিবাইয়া চলিয়া গেল। তাহার মন হইতে যেন ভার দূর হইল। সে অল্প বয়স্কের মত দ্রুত তুষারাচ্ছাদিত ভূমির উপর দিয়া গৃহে গেল।

পরদিন বার্ড শুনিল, এণ্ডার্সের গোলা পূর্ব্ব রাত্রিতে পুড়িয়া গিয়াছে। সে ঘড়ীটি টাঙ্গাইবার সময় বোধ হয়, একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকাইয়া এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে।

এই সংবাদে বার্ড এতই অভিভূত হইল যে, সমস্ত দিন কিছু করিতে পারিল না—যেন সে অসুস্থ। সে তাহার ধর্ম্মসঙ্গীতের পুস্তকখানি বাহির করিয়া গান করিতে লাগিল। বাড়ীর লোক তাহার ব্যবহারে শঙ্কিত হইল। সন্ধ্যাকালে সে বাহির হইয়া গেল। চারিদিকে চন্দ্রালোক। সে তাহার ভ্রাতার গৃহে গেল এবং গোলার ভস্মস্তূপে সন্ধান করিতে লাগিল! সে সেই ভস্মমধ্যে একটি স্বর্ণ পিণ্ড পাইল—তাহাই ঘড়ীর অবশেষ।

সেইটি হস্তে লইয়া সে—সব কথা ভ্রাতাকে বুঝাইয়া বলিয়া, শাস্তি প্রার্থনা করিতে—এণ্ডার্সের গৃহে গিয়াছিল।

তাহার গমনের ফল কি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

একটি বালিকা বার্ডকে ভস্মস্তূপের মধ্যে কি সন্ধান করিতে দেখিয়াছিল; কতকগুলি বালক নাচ দেখিতে যাইবার সময় তাহাকে রবিবার সন্ধ্যায় তাহার ভ্রাতার গৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়াছিল। সোমবারে তাহার ব্যবহার কিরূপ বিস্ময়কর বোধ

হইয়াছিল, তাহা তাহার প্রতিবেশীরা বলিয়াছিল। লোক জানিত, তাহারা দুই ভাই পরস্পরের শত্রু। সেই জন্য এ সব সংবাদ পুলিসকে জানান হইল এবং তদন্ত আরম্ভ হইল। কেহই বার্ডের কোন অপরাধ প্রমাণ করিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহাকেই সকলে সন্দেহ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে কিছুতেই তাহার ভ্রাতার নিকট যাইতে পারে না।

গোলাটি যখন পুড়িয়া যায়, তখন বার্ডের কথাই এণ্ডার্সের মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে কাহাকেও কোন কথা বলে নাই। সন্ধ্যাকালে যখন বার্ড মুখে পাণ্ডুতা ও ব্যবহারে বিস্ময়কর ভাব লইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন সে মনে করিয়াছিল—তাহার ভ্রাতা অনুতপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভ্রাতার সম্বন্ধে এমন অন্যায় কাযের জন্য কেহ ক্ষমা পাইতে পারে না। যে দিন গোলা পুড়িয়া যায়, সে দিন লোক যে বার্ডকে তাহার গৃহাভিমুখে আসিতে দেখিয়াছিল, তাহাও সে পরে শুনিয়াছিল। পুলিসের তদন্তে যদিও বার্ডের অপরাধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি ভ্রাতাই যে অপরাধী, সে বিষয়ে এণ্ডার্সের সন্দেহমাত্র ছিল না।

তদন্তের সময় দুই ভাই উপস্থিত হইয়াছিল। বার্ডের পরিধানে উত্তম বেশ—এণ্ডার্সের পোষাক জীর্ণ ও ছিন্ন। বার্ড প্রবেশকালে ভ্রাতার দিকে চাহিয়াছিল—এণ্ডার্সের মনে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল। সে মনে করিল, সে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে, ইহাই ভ্রাতার প্রার্থনা। সে তাহার ভ্রাতাকে সন্দেহ করে কি না, জিজ্ঞাসা করা হইলে এণ্ডার্স উচ্চ স্বরে দৃঢ়ভাবে বলিল—"না।"

তাহার পর হইতে এণ্ডার্স অত্যন্ত মদ্যপান করিতে লাগিল—তাহার আরও দুর্দ্দশা হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু মদ্য স্পর্শ না করিলেও বার্ডের অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। তাহার এমনই পরিবর্ত্তন হইল যে, লোকের পক্ষে তাহাকে চিনিতে পারা দুষ্কর হইয়া উঠিল।

শেষে এক দিন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয় হয় এমন সময়ে একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক বার্ড যে ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিত তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে তাহার সহিত যাইতে বলিল। বার্ড তাহাকে চিনিতে পারিল—সে তাহার ভ্রাতার পত্নী। তাহাকে দেখিয়াই সে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহা বার্ড বুঝিতে পারিল; তাহার মুখ মৃত-ব্যক্তির মুখের বর্ণ ধারণ করিল—জামা পরিয়া সে কোন কথা না বলিয়া ভ্রাতৃপত্নীর অনুসরণ করিল। এণ্ডার্সের গৃহের বাতায়নে ক্ষীণ আলোক লক্ষিত হইতেছিল। তাহা কখন কম্পিত, কখন অদৃশ্য হইতেছিল। সেই আলোক দেখিয়া উভয়ে তুষারাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করিল। বার্ড যখন আবার ভ্রাতার গৃহদ্বারে উপনীত হইল, তখন গৃহমধ্য হইতে যে গন্ধ আসিতেছিল, তাহা যেন তাহাকে অসুস্থ করিল। উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল। একটি শিশু উনানের পার্শ্বে বসিয়া অঙ্গার আহার করিতেছিল—তাহার মুখে অঙ্গারের কালিমা; কিন্তু সে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া হাসিল তাহার দন্ত শুভ্র। সে বার্ডের ভ্রাতার সন্তান।

শয্যায় নানারূপ আবরণে আবৃত এণ্ডার্স শয়ন করিয়া ছিল। তাহার বর্ণে রক্তশূন্যতার পরিচয় তাহার কপাল উষ্ণ ও মসৃণ। সে কোটরগত চক্ষুতে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিল। বার্ডের জানু কম্পিত হইতে লাগিল। সে সেই শয্যার পদের দিকে বসিল—আত্মসংযমে অক্ষম হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পীড়িত ভ্রাতা এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল—কিছুই বলিল না। শেষে এণ্ডার্স তাহার স্ত্রীকে ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু বার্ড তাহাকে তথায় থাকিতে বলিল। তাহার পর দুই ভ্রাতা পরস্পরের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল। যে দিন তাহারা ঘড়ীটির জন্য নিলাম ডাকিয়াছিল সেই দিন হইতে এই পুনর্মিলন পর্য্যন্ত দীর্ঘ দিনের সকল বিষয় তাহারা পরস্পরকে বুঝাইয়া বলিল। বার্ড ঘড়ীর অবশেষ স্বর্ণপিণ্ড সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিত—সে সেইটি বাহির করিল। তখন প্রকাশ পাইল, এত কাল তাহারা কেহ এক দিনের জন্যও সত্য সত্য সুখী হয় নাই।

এণ্ডার্স দৌর্ব্বল্যহেতু অধিক কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু বার্ড পীড়িত ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল।

এক দিন প্রভাতে সুপ্তোত্থিত এণ্ডার্স ভ্রাতাকে বলিল, "এখন আমি সুস্থ হইয়াছি। ভাই, আমরা আবার পূর্ব্বের মত একত্র থাকিব—আর পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইব না।"

সেই দিনই এণ্ডার্সের মৃত্যু হইল।

বার্ড ভ্রাতার স্ত্রীকে ও শিশুকে তাহার কাছে লইয়া গেল। তদবধি সে-ই তাহাদিগকে সযত্নে রাখিতে লাগিল।

এণ্ড্রাস যখন মৃত্যুশয্যায় তখন দুই ভ্রাতার কথোপকথন সে অঞ্চলে সকলে জানিতে পারিল। বার্ড সকলের শ্রদ্ধা লাভ করিল। যে দারুণ শোকের পর শান্তি লাভ করে বা দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর ফিরিয়া আইসে লোক তাহাকে যেমন সম্মান করে, সকলে বার্ডকে সেইরূপ সম্মান করিতে লাগিল। তাহাদিগের সেই প্রীতিভাব বার্ডের মানসিক বল বর্দ্ধিত করিল। সে ধর্ম্মনিষ্ঠ হইল এবং লোকের উপকার করিবার বাসনায় শিক্ষকের কায করিতে লাগিল। সে ছাত্রদিগকে লোককে ভালবাসিতে শিক্ষা দিত এবং আপনি সকলকে এত ভালবাসিত যে, বালকবালিকারা তাহাকে পিতার ও খেলার সাথীর মত ভালবাসিত। *

* Bjornstjerne Bjornson (১৮৩২-১৯১০ খৃঃ) মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নরওয়ের সাহিত্যিকদিগের শিরোমণি বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি দেশপ্রেমের জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তিনিই নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি নরওয়ের কৃষকদিগের সম্বন্ধে নানা গল্প লিখিয়াছিলেন—সে সকলের মধ্যে এই গল্পটি বিশেষ সমাদৃত।

স্বদেশ-ভ্রষ্ট

নগরের বাজারের নিকটে যে সব বাড়ী আছে—সে সকলের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত—উপবনবেষ্টিত। বাড়ীটি পুরাতন। তাহার বারান্দা উচ্চ ও প্রশস্ত এবং তাহার চূণকামকরা থামগুলিও বড়। ঢালু ছাত টালীর—তাহা শৈবালে মণ্ডিত। দক্ষিণ দিকে বারান্দার সম্মুখে দুইটি বড় গাছ ছায়া দান করিতেছে।

শরৎ কালে এক দিন গৃহের অধিকারী ভ্লাডিমীর স্থাভিকী ও তাঁহার পত্নী অ্যানা সেই বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ এবং বহু দুর্গতিতে ও বহু স্থানে গতায়াতে কাতর ও ক্লান্ত। বৃদ্ধের শ্মশ্রু ও কেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনি উপরের নীল-বর্ণের জামাটি খুলিয়া রাখিয়া ধূমপান করিতে করিতে সম্মুখে প্রসারিত তপনরাগরঞ্জিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া ছিলেন। বৃদ্ধা একটি ঝুড়ী হইতে একটি ফুলের তোড়া বাছিয়া লইতেছিলেন। বৃদ্ধ দীর্ঘকায় এবং এখনও সবল; বৃদ্ধা শীর্ণকায় ও মন্থরগতি।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে উভয়ে তাহাদিগের ধ্বংসপ্রাপ্ত পোল্যাণ্ড ত্যাগ করিয়া রুমানিয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং তদবধি আর কোথাও গমন করেন নাই। তাঁহারা একটি বালিকাকে কন্যারূপে পালন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের একমাত্র পুত্র রোম্যানের বয়স ত্রিশ বৎসর; সে নিপুণ কারীগর। সে বিবাহ করে নাই। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এই গৃহে ত্রিশ বৎসর বাস করিতেছেন—তরকারীর চাষেই তাঁহারা আত্মনিযোগ করিয়াছেন। এই ত্রিশ বৎসর তাঁহারা নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যবিহীন জীবন যাপন করিতেছেন। পালিতা কন্যা ম্যাগডালেনা ব্যতীত তাঁহাদিগের নিকটে আর কেহ নাই; কারণ, গত দশ বৎসর কাল পুত্র রোম্যান পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরিতেছে।

বৃদ্ধ ভ্লাডিমীর দাড়ীতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধূমপান করিতেছিলেন। তাঁহার পত্নী ফুল বাছিতেছিলেন। বাগানের গাছের ফলের ও নানা বর্ণের ফুলের মধুর সৌরভ পবনে ভাসিয়া আসিতেছিল। সম্মুখের পত্রবহুল বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক তীরের মত আসিয়া বারান্দায় পতিত হইয়াছিল—বাগানে সবুজ ঘাসের উপরও সেই রৌদ্র। সময় সময় পত্রমর্ম্মর শান্তির আভাস দিতেছিল। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত শুনা যাইতেছিল।

সহসা অদূরে কি শব্দ শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে একখানি গাড়ী আসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধার মস্তকের উপর একখানি সাদা শাল অবগুণ্ঠনের মত ছিল—তিনি উঠিয়া বারান্দার রেলের নিকটে গমন করিলেন। এক বৃদ্ধ ইহুদী চালকের একখানি পুরাতন গাড়ী আসিয়া গৃহের সম্মুখে দ্বারে দাঁড়াইল। এক জন সবল যুবক গাড়ী হইতে বাহির হইল। তাহার এক হাতে একটি পোঁটলা—আর এক হাতে একটি "কেশ।"

বৃদ্ধা মৃদু স্বর উচ্চ করিয়া বলিলেন, "রোম্যান! রোম্যান!" তিনি অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না—ফুলের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

ঐ একই সময়ে বৃদ্ধ সানন্দে স্ত্রীকে বলিলেন, "ঐ দেখ—রোম্যান!" তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পুত্রের দিকে গমন করিলেন।

আরও এক জন মৃদু ও মধুর স্বরে বলিল, "মিষ্টার রোম্যান!"—সে পালিতা কন্যা ম্যাগডালেনা।

রোম্যান পোঁটলাটি মাটীতে রাখিয়া পিতার বাহুপাশবদ্ধ হইল।

ভ্লাডিমীরের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, রোম্যান আসিয়াছে।" তিনি পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন—বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। "দেখ, রোম্যান আসিয়াছে"—এই কথা ব্যতীত তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রোম্যান মাতার নিকটে আসিয়া বলিল, "মা, আমি তোমাকে দশ বৎসর দেখিতে পাই নাই।".

অ্যানা কাঁদিতেছিলেন। রোম্যান অ্যানাকে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধ কেবলই বলিতে লাগিলেন "দেখ, রোম্যান আসিয়াছে।"

রোম্যান যখন ফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন সে দ্বারে ম্যাগডালেনার শুভ্র মুখ ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখিতে পাইল। সে যেন ভাবাবেশে নিশ্চল হইয়া দেখিতে লাগিল। ম্যাগডালেনার মুখ হাস্যে প্রফুল্ল।

ভ্লাডিমীর তাহাদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি পরস্পরকে চিনিতে পার নাই? রোম্যান, তুমি ত ম্যাগডালেনাকে উহার শৈশবাবধিই দেখিয়াছ!"

তাহারা পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইল—ম্যাগডালেনা নতদৃষ্টি হইয়া মুখ বাড়াইয়া দিল—রোম্যান তাহার গণ্ড চুম্বন করিল।

রোম্যান পিতাকে বলিল, "আমি ম্যাগডালেনাকে চিনিতে পারি নাই—কত বড় হইয়াছে!"

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "রোম্যান, তুমিও কত বড় হইয়াছ, কত সুন্দর হইয়াছ!"

মা পুত্রকে চুম্বন করিলেন। রোম্যান পিতা ও মাতার মধ্যে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। পিতামাতার তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর সন্নিবিষ্ট।

রোম্যান মাতাকে বলিল, "মা, কত দিন তোমাদিগকে দেখি নাই!"

সকলেরই মুখে তৃপ্তির ও আনন্দের হাসি। বাতাসে তরুপত্রের মর্ম্মর ভাসিয়া আসিতেছিল।

সহসা ভ্লাডিমীর পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোম্যান, তুমি এখন কোথা হইতে আসিতেছ?"

মস্তক উত্তোলিত করিয়া রোম্যান বলিল, "ওয়ারশ হইতে।"

বৃদ্ধের চক্ষু যেন বিস্ফারিত হইল। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, "শুনিলে? রোম্যান ওয়ারশ হইতে আসিতেছে।"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—তিনি তাহা শুনিয়াছেন, তাহার পর বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ওয়ারশ হইতে!"

রোম্যান বলিল, "হাঁ। আমি বেদনা-জর্জ্জরিত পোল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র গিয়াছি—পৃথিবীর সকল দেশে আমি আমাদিগের স্বদেশভ্রষ্ট—নির্ব্বাসনে জীবন-যাপনকারী ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়াছি।"

তাহার সবল যুবজনোচিত কণ্ঠস্বরে বেদনার আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে—হাস্যপ্রফুল্লভাবে পুত্রের সুন্দর গঠন, অটুট স্বাস্থ্য ও কেশরাশি দেখিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুত্রের মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। দীর্ঘকালের দূরত্বে তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমের তীব্রতা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

যুবক মনের আবেগে মনের কথা বলিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রাম স্পর্শ করিতে লাগিল—তাহা বেদনায় পূর্ণ। সে কোথায় যায় নাই? সে নানা স্থানে গিয়াছে এবং সর্ব্বত্র স্বদেশভ্রষ্ট—নির্ব্বাসিত পোলদিগকে দেখিয়াছে—তাহারা বিদেশীদিগের মধ্যে মুহ্যমান হইয়া আছে—পিতৃপুরুষের দেশ জন্মভূমি হইতে দূরে জীবনের শেষ শ্বাস ত্যাগ করিতেছে। সর্ব্বত্র বেদনার বিকাশ—সর্ব্বত্র স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আকুল আকাঙ্ক্ষা। স্বদেশে উৎপীড়নকারীরা শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছে; বাতাস উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদে পূর্ণ; স্বদেশপ্রেমিকরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে বা সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইতেছে; দলে দলে লোক পৈত্রিক বাসস্থান হইতে পলায়ন করিতেছে—বন্যার জলের মত বিদেশীরা আসিয়া তাহাদিগের স্থান অধিকার করিতেছে।

বৃদ্ধা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"রোম্যান! রোম্যান! তুমি কি সুন্দর ভাবেই বর্ণনা করিতে পার।"

ভ্লাডিমীর বিষণ্ণ ভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, "আমাদিগের রোম্যানের কথা কি মধুর! কিন্তু সে দুঃখের সংবাদই আনিয়াছে।"

বৃদ্ধের অন্তঃকরণে স্বদেশে ফিরিবার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাদায়ক স্মৃতি দেখা দিতে লাগিল। দ্বারের কাছে দণ্ডায়মানা ম্যাগডালেনা রোম্যানের ভাব দেখিয়া শঙ্কায় যেন শিহরিয়া উঠিল।

অতর্কিতভাবে দুই জন বৃদ্ধ তথায় উপস্থিত হইলেন। এক জনের গুম্ফ ঘন—আর এক জনের শ্মশ্রুতে শ্বেতরেখা দেখা দিয়াছে।

বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "পাল্‌চেভিনী—রুজাস্কোস্‌কী—তোমরা আসিয়াছ? এই যে আমাদিগের রোম্যান আসিয়াছে।"

আগত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় জন বলিলেন—"আমরা তাহা জানি; আমরা তাহাকে দেখিয়াছি।"

অপর জন মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমরা তাহাকে দেখিয়াছি।"

উভয়ে অগ্রসর হইয়া রোম্যানের করমর্দ্দন করিলেন।

এক জন বলিলেন, "আজ শুভ দিন। আমরা তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। এই নগরের পোলরা আজ সকলে একত্রিত হইয়াছে।"

রোম্যান বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মাত্র এই কয় জন অবশিষ্ট আছেন?"

তাহার পিতা বলিলেন, "আর সকলেই লোকান্তরিত।"

পাল্‌চেভিনী তাঁহার গুম্ফে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "হাঁ। আর সকলেই মৃত।"

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিলেন না।

তাহার পর ভ্লাডিমীর স্ত্রীর উদ্দেশে বলিলেন, "তুমি যাও—কিছু খাদ্য ও পানীয় আন; হয়ত রোম্যান ক্ষুধার্ত্ত।" তাহার পর তিনি ম্যাগডালেনার উদ্দেশে বলিলেন, "তুমি কোথায়? অ্যানা কোথায়?"

তরুণী হাসিয়া বলিল, "ব্যস্ত হইবেন না—তিনি সব জিনিষ আনিতেই গিয়াছেন।"

"বেশ। বেশ।"

তাহার পর পোল দুই জনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা রোম্যানকে বর্ণনা করিতে শুন নাই—তোমাদিগকে তাহা শুনিতে হইবে।"

তিনি পুত্রকে বলিলেন, "রোম্যান, তুমি আমা-দিগকে যাহা বলিয়াছ, ইঁহাদিগকে তাহা শুনাও।"

বৃদ্ধা কিছু আহার্য্য ও পানীয় লইয়া আসিলেন—আহার্য্য পুত্রের ও পানীয় বৃদ্ধদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিলেন। সকলে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। শরতের শান্ত দিনের স্তব্ধতার মধ্যে রোম্যানের কণ্ঠস্বর বেদনার্ত্ত মনে হইতে লাগিল। বৃদ্ধগণ রোম্যানের স্বাস্থ্য কামনা করিয়া পানীয় পান করিতে লাগিলেন।

রোম্যান কিন্তু উত্তেজিতভাবে টেব্‌লে আঘাত করিয়া বলিল—"পোল্যাণ্ডের কল্যাণ হউক।" তাহার পর সে বলিতে লাগিল—"পদপিষ্টগণ কিরূপে বিরক্তি প্রকাশ করিতে ও আন্দোলন করিতে আরম্ভ করে, তাহা কি আপনারা বুঝিতে পারেন? শীঘ্রই যে বিষম ঝড় উঠিবে তাহাতে কারা-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে—আমাদিগের মাতৃভূমিতে মুক্তির ধ্বনি ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইবে। আমাদিগের স্বদেশে কি বেদনা—কি যাতনা তাহা কি আপনারা জানেন না? দেশ বিদেশীর অধীন—বিষাদান্ধকার। সর্ব্বত্র লোক নির্ব্বাসিত—সর্ব্বত্র জনহীন অবস্থা।"

রোম্যান মাতার দিকে ফিরিয়া বলিল, "মা, আমাকে ঐ বাদ্যযন্ত্রটা দাও। আমি তোমাদিগকে গান শুনাইব।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া আসিল—সে শূন্যে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধত্রয় বিশেষ বিচলিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন—তাঁহাদিগের মস্তক নত হইল। কেহ কোন কথা বলিলেন না। গৃহে স্তব্ধতা, উদ্যানে শান্তি; অগ্নি-শিখার মত রঞ্জিত মেঘের মধ্যে সূর্য্য গগনপ্রান্তে অস্তমিত হইতেছিল। স্বর্ণবর্ণ তপনরশ্মি বারান্দায় ও রোম্যানের কেশে পতিত হইল।

মাতা পুত্রকে বাদ্যযন্ত্রটি দিলেন।

রোম্যান বলিল, "আমি আপনাদিগকে গান শুনাইব—আমাদিগের দুঃখের গান গাহিব।"

তাহার অঙ্গুলীসঞ্চালনে যন্ত্রের তন্ত্রগুলি যেন সুপ্তিভঙ্গে মূর্চ্ছনার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। রোম্যান গান আরম্ভ করিল। তাহাকে ঘিরিয়া বৃদ্ধগণ যেন নিশ্চল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন।

বিষাদের সুর সেই নিস্তব্ধ গৃহ পূর্ণ করিতে লাগিল—সে সুর কোমল ও দূরাগত শোকার্ত্তের ক্রন্দনের মত, তাহাতে বেদনার বিকাশ। পাখী যেমন উড়িয়া যায়, সুর তেমনই সূর্য্যাস্তের সময় যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

বৃদ্ধদিগের অন্তঃকরণে অতীতের দুঃখ যেন ঝড়ের মত বহিয়া যাইতে লাগিল। সে সঙ্গীত সমৃদ্ধ দেশ বিধ্বস্ত হওয়ায় দুঃখ-প্রকাশ। শ্রোতারা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন স্বপ্নে দেশের জন্য প্রাণ-উৎসর্গকারী-দিগের অশ্রু দেখিতে পাইতেছেন। যেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের নেতা সংগ্রাম-শ্রান্ত—রক্তাপ্লুত।

পোল্যাণ্ড আর নাই। সর্ব্বত্র ধ্বংসস্তূপ—চারিদিকে মৃত্যু। বেদনার ক্রন্দন উত্থিত হইতেছে; শিশুদিগকে বলপূর্ব্বক দুর্ভাগ্য স্বদেশ হইতে নির্ব্বা-সনে লইয়া যাওয়া হইতেছে—তাহারা বিদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

সুর—বিষাদে পূর্ণ ও পুষ্ট হইতে লাগিল; তাহা সূর্য্যাস্তে বিষাদ মাখাইয়া দিল; তাহার পর যেন শোকে কাতর হইয়া সুর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া শেষে মৃত্যুর মত স্তব্ধতায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

শ্রোতারা যেন প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছেন।

রোম্যান করতলে মস্তক রাখিয়া বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ণ সূর্য্যাস্তের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ কম্পিত হইতে লাগিল—মন দুঃখদায়ক স্মৃতিতে পূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধত্রয় যেন স্তম্ভিত হইয়া—আহত জীবের মত অবনতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধা মাতা পুত্রের দিকে চাহিয়া মৃদু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যুবক রোম্যান দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, ম্যাগডালেনার চক্ষুতে অশ্রু শেষ-রবিরশ্মিতে উজ্জ্বল দেখাইতেছে। প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে তাহার চক্ষু সেই তরুণীর অশ্রুসজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিল। বনানীর মধ্যে সূর্য্যের শেষ রাগ ও আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। *

* এই গল্পের লেখক সোভোভিয়ালু তরুণ রুমানিয়ান্ লেখকদিগের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

স্থপতি-রমণী

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ডন এঁরিক ডি ট্রাষ্টামারা টলিডো আক্রমণ করেন। কিন্তু টলিডোর রাজা "নিষ্ঠুর" আখ্যায় আখ্যাত হইলেও টলিডোবাসিগণ রাজভক্তির পথ হইতে কখন পথান্তরগামী হয় নাই।

ডন এঁরিকের সৈন্যগণ সিগারেল নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল। রাজভক্ত সাহসী টলিডোবাসিগণ বহু বার সেই হর্ম্ম্যমালাশোভিতা নগরীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনকারী স্থান মার্টিনের সেতু পার হইয়া যাইয়া ডন এঁরিকের সেনাদলের শিবির আক্রমণ করে এবং বহু সেনার বিনাশ সাধন করে। এইরূপ প্রবল আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় ডন এঁরিক ঐ সেতু ধ্বংস করিয়া নিরাপদ হইতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

সিগারেল প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র। তথায় উর্ব্বর ভূমি শ্যাম-শোভাময়—সে স্থান উদ্যানসমূহে ও গ্রীষ্মাবাসসমূহে সুশোভিত। টির্সো প্রভৃতি স্প্যানিশ কবিতায় সেই স্থানের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। এক দিন নিশীথে ডন এঁরিকের সৈন্যগণ সিগারেলে অনেকগুলি বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া সেই কাষ্ঠ স্তূপাকারে সেতুর উপর স্থাপিত করে। উষাকালে সেতুর উপর প্রবল অগ্নি প্রজ্বালিত হয়; অনলশিখার অস্পষ্ট আলোকে সেই সেতু, টেগাস নদীর জলধারা, ডন রডরিগোর প্রাসাদ ও দূরস্থিত ক্ষুদ্র আরবী স্তম্ভ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অসীম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন আলহাম্ব্রা-নির্ম্মাতা শিল্পীদিগের শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত—কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ, সেতুর স্তম্ভগুলি একে একে ভীষণ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে; সেই শব্দে মনে হয়, যেন বর্ব্বরতা কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া চারু শিল্প আর্ত্ত চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে।

সুপ্তোত্থিত টলিডোবাসীরা সেই সুন্দর সেতুর ধ্বংস নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে ও আগ্রহে সেই দিকে ছুটিয়া গেল। কিন্তু তাহাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। নদীতীরস্থ সকল ঘাঁটাতে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত ভীম শব্দে তাহারা বুঝিতে পারিল, সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যখন নবোদিত সূর্য্যের কনক কিরণ নগরের হর্ম্ম্যচূড়াসমূহের উপর পতিত হইল, তখন টলিডোবাসিনী রমণীরা জল আনিবার জন্য নদীতে যাইয়া শূন্য পাত্র লইয়া—বিফল-শ্রম হইয়া—বিষণ্ণভাবে গৃহে ফিরিতে লাগিল; নদীর স্ফটিকোপমেয় স্বচ্ছ নির্ম্মল জলধারা সেতুর ভগ্নাবশেষে ও ভস্মপাতে আবিল হইয়া গিয়াছিল; তখনও অর্দ্ধ-প্রজ্বলিত ধূমায়িত সেতুভস্মাবশেষসকল নদীর জলে ভাসিয়া যাইতেছিল।

নগরবাসীর প্রিয় স্থান সিগারেলে যাইবার এক মাত্র পথ স্থান মার্টিনের সেতু ধ্বংস হওয়ায় টলিডো-বাসিগণ মর্ম্মান্তিক বেদনানুভব করিল—শত্রুর প্রতি তাহাদিগের ক্রোধ আর সীমাবদ্ধ রহিল না।

একযোগে বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহারা শত্রুর শিবির আক্রমণ করিল। শোণিতধারা প্রবাহিত হইল। শত্রুরা পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

স্থান মার্টিনের সেতুটির ধ্বংসের পর দীর্ঘকাল অতি-বাহিত হইল।

রাজার পর রাজা ও ধর্ম্মযাজকের পর ধর্ম্মযাজক ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুর স্থানে সেইরূপ দৃঢ় ও সুন্দর আর একটি সেতু নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন বটে, কিন্তু প্রসিদ্ধ স্থপতিদিগের শিল্প-কৌশলও তাঁহা-দিগের সেই বাসনা পূর্ণ করিতে পারিল না। সেতুর বিস্তৃত খিলান শেষ হইবার পূর্ব্বেই খরস্রোতা নদীর প্রবাহধারা সে পর্য্যন্ত গঠিত অংশ ভাসাইয়া লইয়া যাইত।

নগরের গৌরব রক্ষার্থ টলিডোর প্রধান ধর্ম্ম-যাজক ডন পেড্রো টিনোরিওর চেষ্টা ও যত্ন কোন নৃপতির চেষ্টা ও যত্ন অপেক্ষা অল্প নহে। তিনি খৃষ্টান ও মূর শিল্পীদিগকে সেতু নির্ম্মাণের জন্য স্পেনের সর্ব্বত্র আহ্বান ঘোষণা করিতেছিলেন। কিন্তু কেহ ঐ দুরূহ কার্য্যসাধন করিবার জন্য অগ্রসর হয় নাই। সকলেই মনে করিত, বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই কার্য্য সাধন করা অসম্ভব।

অবশেষে এক দিন নগরের "কেম্বন দ্বার"-পথে এক জন পুরুষ ও এক জন রমণী নগরে প্রবেশ করিল। আগন্তুকদ্বয় সে নগরে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।

তাহারা মনোযোগ সহকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেতুটি পরীক্ষা করিল। তাহার পর উহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থিতি করিল।

পরদিন আগন্তুক পুরুষটি প্রধান ধর্ম্মযাজকের গৃহে গমন করিল। সে সময় তিনি তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তিতে ও বিদ্যায় আকৃষ্ট ধর্ম্মযাজক, প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন ও সামরিকদিগের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত ছিলেন।

যখন তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে এক জন আসিয়া সংবাদ দিল, এক বিদেশী স্থপতি তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী তখন তিনি সানন্দে তাহাকে আনিতে গমন করিলেন। প্রথম সম্ভাষণের পর তিনি শিল্পীকে উপবেশন করিতে বলিলেন।

শিল্পী বলিল, "আমার নাম, বোধ হয়, আপনি কখন শুনেন নাই। আমার নাম—জুয়ান ডি আরিভেলো। আমি স্থপতির কায করি।"

ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগের এই নগর ও সিগারেলের মধ্যে গমনাগমনের পথ স্যান মার্টিনের সেতুর পুনর্নিম্মাণের জন্য আমি শিল্পীদিগকে যে আহ্বান ঘোষণা করিয়াছিলাম, আপনি কি তাহাই শুনিয়া আসিয়াছেন?"

"সেই আহ্বান শুনিয়াই আমি আসিয়াছি।"

"সেতু নির্ম্মাণের পথে যে সব বিঘ্ন আছে, আপনি কি সে সকল অবগত আছেন?"

"আমি সে সকল অবগত আছি। কিন্তু আমি সে সব অতিক্রম করিতে পারিব।"

"আপনি কোথায় স্থপতিবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন?"

"সালামান্কায়।"

"আপনার শিল্পকৌশলের পরিচায়ক কোন্ নিদর্শন আপনি দেখাইতে পারেন?"

"সেরূপ কোন প্রমাণ আমি দিতে পারি না।"

ধর্ম্মযাজকের মুখে যে অবিশ্বাসের ও অধীরতার ভাব ব্যক্ত হইল, অপরিচিত আগন্তুক তাহা লক্ষ্য করিল। সে বলিল, "যৌবনে আমি সৈনিক ছিলাম। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় আমাকে অস্ত্র-ব্যবসা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন আমি আমার জন্মস্থান ক্যাস্টাইনে প্রত্যাবর্ত্তন করি এবং তথায় স্থপতিবিদ্যার সকল বিভাগ অধ্যয়ন করি।"

"দুঃখের বিষয়, আপনি আপনার শিল্পকৌশলের নিদর্শন কোন কাযই দেখাইতে পারিলেন না।"

"টরমেস ও ডুরো নদীর অনেক সেতু নির্ম্মাণের যশ প্রকৃতপক্ষে আমারই প্রাপ্য। কিন্তু তাহা অন্যের ভাগ্যে গিয়াছে।"

"আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আমার দারিদ্র্যনিবন্ধন আমাকে কেহ চিনিত না। আমি জীবিকার্জ্জনের চেষ্টাই করিয়াছি—যশ অপরের ভোগ্য হইয়াছে।"

"কিন্তু আপনার কথায় নির্ভর করিয়া আমরা যে হতাশ হইব না, তাহার প্রমাণ কি?"

"আমি যে অঙ্গীকার করিব, আশা করি, তাহা আপনার সন্তোষজনক হইবে।"

"আপনি কি অঙ্গীকার করিবেন?"

"আমার জীবন।"

"আপনি কি বলিতে চাহেন, বুঝাইয়া বলুন।"

"যখন মধ্য খিলানের ভারা খুলা হইবে, তখন আমি ভিত্তি-প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া থাকিব। সেতু যদি পড়িয়া যায়, আমি নিষ্পিষ্ট হইব।"

"আমি আপনার সর্ত্তে স্বীকৃত হইলাম।"

"আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন—আমি সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারিব।"

ধর্ম্মযাজক জুয়ানের কর সাদরে গ্রহণ করিলেন—সে আশার ও আনন্দের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার পত্নী উদ্বেগান্দোলিত-হৃদয়ে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। শিল্পি-সীমন্তিনী তরুণী এবং তাহার রূপ দারিদ্র্যের ও দুঃখের প্রভাব প্রহত করিয়া অক্ষুণ্ণ।

পত্নীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া স্থপতি বলিল, "ক্যাথারিণ, ক্যাথারিণ, যে সকল শিল্পকীর্ত্তি টলিডোর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করে, সে সকলের মধ্যে জুয়ান ডি আরিভেলোর নাম বংশপরম্পরায় পরিচিত করিবার মত একটি শিল্পকীর্ত্তি এইবার রচিত হইবে।"

কিছু দিন অতিবাহিত হইয়াছে। বন্ধুর গিরিশৃঙ্গসমূহ ও নির্জ্জন ভূভাগ অতিক্রম করিলে যে স্থানে পূর্ব্বে ফ্লোরিণ্ডার উদ্যান ছিল, তথায় দাঁড়াইয়া টলিডোবাসীরা আর বিষণ্ণভাবে বলে না, "পূর্ব্বে এই স্থানে স্যান মার্টিনের সেতু ছিল।" যদিও সেতুর ভারবহনকারী ভারা সরান হয় নাই, তথাপি মধ্য-খিলানের নির্ম্মাণ-কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। নূতন সেতু পুরাতন সেতুর ধ্বংসাবশেষের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

নদীর প্রখর স্রোতঃ সত্ত্বেও মধ্য খিলানটি নির্ম্মাণ করায় নগরবাসিগণ ও প্রধান ধর্ম্মযাজক ভাগ্যবান শিল্পীকে তাহার শিল্প-কৌশলের জন্য বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

স্যান ইল্‌ডিফোনসো নগরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তাঁহার উদ্দেশ্যে যে দিন নগরে উৎসব হয়, তাহার পূর্ব্বদিন জুয়ান বিনীতভাবে প্রধান ধর্ম্মযাজককে জানাইল, সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে; কেবল ভারাগুলি সরান অবশিষ্ট আছে। নগরের অধিবাসিগণের ও প্রধান ধর্ম্মযাজকের আনন্দের আর অবধি রহিল না। যে ভারার উপর গুরুভার সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অপসারিত করায় যে বিপদ-সম্ভাবনা নাই, তাহা নহে। কিন্তু যে শিল্পী তাহার জীবন পণ করিয়াছে—বলিয়াছে, ভারা সরাইবার সময় সে ভিত্তি-প্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া ফল প্রতীক্ষা করিবে, তাহার কথায় সকলেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত করিয়াছিলেন।

স্থির হইল, পরদিন উপযুক্ত ধর্ম্মাচরণ সহকারে সেতুর উদ্বোধন করা হইবে। নগরের সকল গির্জ্জায় ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সেই শুভ সমাচার ঘোষিত হইল। টেগাসের কূলে গিরির উপর দাঁড়াইয়া টলিডোবাসীরা পূর্ব্বসেতুর ধ্বংসহেতু গমন-পথের অভাবে ত্যক্ত সিগারেলের কথা ভাবিতে লাগিল, আর পরদিন আবার তথায় যাইতে পারিবে—সেই নির্জ্জন রম্যস্থান আবার জনকোলাহলমুখরিত হইবে মনে করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর জুয়ান, সেতুর উদ্বোধনের সব ব্যবস্থা হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য সেতুর উপর উঠিল। একটির পর একটি অংশ সে পরীক্ষা করিতে লাগিল —আর সাফল্যের আনন্দে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল—সে মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিল। সহসা তাহার মুখে নিরাশার ছায়া পতিত হইল, মন চিন্তাসঙ্কুল হইল। সে শিহরিয়া উঠিল; তাহার শিরায় শোণিত যেন জমিয়া গেল। জুয়ান সেতু হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত গৃহে গেল।

হাস্যপ্রফুল্ল মুখে তাহার স্ত্রী গৃহদ্বারে স্বামীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে স্বামীকে অভিনন্দিত করিতে যাইতেছিল। কিন্তু স্বামীর মুখে বেদনা-ব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে ভীতিব্যঞ্জকভাবে বলিল, "জুয়ান, তোমার কি অসুখ হইয়াছে?"

আপনার মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টায় সে বলিল, "না।"

আমার সহিত প্রতারণা করিও না। তোমার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি কোন বেদনায় কাতর।"

"আজ শীত বড় প্রবল; আর আজ আমার পরিশ্রমও অধিক হইয়াছে।"

"তবে ঘরে আসিয়া অগ্নির কাছে উপবেশন কর। আমি ততক্ষণ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনি। আহার ও বিশ্রাম করিলে তুমি সুস্থ হইবে।"

বিষাদক্লিষ্ট ভাবে অস্ফুট স্বরে জুয়ান আপনার মনে বলিল, "আমি আবার সুস্থ হইব!" তাহার পত্নী অগ্নিকুণ্ডে কয়খানি জ্বালানি কাঠ ফেলিয়া দিয়া —টেবলটি তাহার পার্শ্বেই রাখিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত হইল।

জুয়ান তাহার বিষণ্নভাব গোপন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহার পত্নীকে প্রতারিত করা অসম্ভব।

শিল্পিপত্নী বলিল, "আমাদিগের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম তুমি আমার নিকট তোমার দুঃখ গোপন করিতেছ। আমি কি আর তোমার ভালবাসার ও বিশ্বাসের উপযুক্ত নহি?"

শিল্পী ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "ক্যাথারিণ, তোমার প্রতি আমার ভালবাসায় সন্দেহ করিয়া আমাকে আরও বেদনা দিও না।"

ক্যাথারিণ কাতর কণ্ঠে বলিল, "যে স্থানে বিশ্বাস নাই, সে স্থানে প্রকৃত প্রেম থাকে না।"

তোমার ও আমার হিতের জন্যই আমি তোমার নিকট সে কথা গোপন করিতেছি।"

"তুমি কোন বেদনার কারণ গোপন করিতেছ। তাহা জানিয়া আমি সেই বেদনা লঘু করিতে চাহি।"

"লঘু করিবে? তাহা অসম্ভব।"

"আমার প্রেমের মত প্রেমের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।"

"তবে শুন। আগামী কল্য আমার জীবন ও সম্মান উভয়ই নিঃশেষ হইবে। সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ভিত্তিপ্রস্তরের উপর দণ্ডায়মান যে শিল্পী এই সেতু কত উৎকণ্ঠা ও কত আশা হৃদয়ে লইয়া গঠিত করিয়াছিল, সে-ও নিষ্পিষ্ট হইবে।"

এই কথা শুনিয়া তাহার মনে যে আতঙ্কের উদ্ভব হইল, তাহা গোপন করিয়া স্বামীকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ক্যাথারিণ বলিল, "না। তাহা কখনই হইবে না।"

জুয়ান বলিল, "ক্যাথারিণ, তাহা অবশ্যম্ভাবী— অনিবার্য্য। যখন আমি আমার সাফল্য নিশ্চিত জানিয়া বিশেষ আনন্দিত, সেই সময় দেখিতে পাইলাম, আমার হিসাবে ভুল হইয়াছে। কাল যখন ভারা সরান হইবে, তখন সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে

আর যে হতভাগ্য শিল্পী তাহার পরিকল্পনা ও তাহার নির্ম্মাণকার্য্য-পরিচালনা করিয়াছিল, সে-ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।"

"সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না। আমি ভূমিতে জানু পাতিয়া প্রধান ধর্ম্মযাজককে বলিব, তিনি তোমার প্রতিশ্রুতি হইতে তোমাকে মুক্তিদান করুন।"

"তোমার সে ভিক্ষা নিষ্ফল হইবে। আর প্রধান ধর্ম্মযাজক যদি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তবুও আমি যশ হারাইয়া আর জীবিত থাকিতে চাহি না।"

ক্যাথারিণ বলিল, "প্রিয়তম, তোমার যশ ও জীবন উভয়ই রক্ষা হইবে।"

৪

মধ্যরাত্রি। বেদনায় ও পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া জুয়ান শেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিদ্রা শান্তিদায়িনী—শ্রান্তিহারিণী নহে; তাহা দুঃস্বপ্ন-সঙ্কুল।

তাহার পত্নী নিদ্রার ভাণ করিয়া ছিল এবং উৎকণ্ঠিত ভাবে স্বামীকে লক্ষ্য করিতেছিল। সে সে যখন বুঝিল, জুয়ান নিদ্রাভিভূত, তখন সতর্কভাবে শয্যা ত্যাগ করিল। নিঃশব্দে, যেন রুদ্ধশ্বাস হইয়া সে রন্ধনশালায় গমন করিল এবং সতর্কতা-সহকারে বাতায়ন মুক্ত করিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল।

অন্ধকার রাত্রি। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশে গগন আলোকিত হইতেছে। আর কোন শব্দ শ্রুত হয় না; কেবল টেগাস নদীর জলধারার কল্লোল; আর সেতুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত পবনের শন্ শন্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে।

ক্যাথারিণ নিঃশব্দে বাতায়ন রুদ্ধ করিল এবং অগ্নিকুণ্ড হইতে জলদঙ্গার একখানি কাঠ লইয়া একটি বাহিরাবরণে আবৃত হইল; নিঃশব্দে রাজপথে বাহির হইল। তাহার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত ও উগ্র।

সে সেই অন্ধকারে কোথায় যাইতেছে? সে কি জ্যোৎস্নালোকশূন্য অন্ধকার রাত্রিতে আপনার পথ দেখিবার জন্য সেই অর্দ্ধপ্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড লইয়াছিল? পথ দুর্গম—বন্ধুর পথে প্রস্তরখণ্ড-সমূহ বিক্ষিপ্ত। কিন্তু তথাপি সে ঐ কাষ্ঠখণ্ড লুকাইবার চেষ্টাই করিতেছিল।

ক্যাথারিণ সেতুর পাদদেশে উপনীত হইল। তখনও বাতাস ভারার মধ্য দিয়া বহিয়া যাইবার সময় তেমনই শন্ শন্ শব্দ করিতেছিল; আর যেন বাধা অতিক্রম করিতে না পারিয়া টেগাসের জলধারা ক্রোধাবেগে সেতুর স্তম্ভমূলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

ক্যাথারিণের অজ্ঞাতে তাহার দেহ কম্পিত হইল। সে টেগাসের খর স্রোতের কূলে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই কি সে ভয়ে কম্পিতা হইল? না—তাহার যে হস্ত কল্যাণকর কার্য্যেই অভ্যস্ত তাহা আজ ধ্বংসের বর্ত্তিকা বহন করিতেছিল বলিয়াই সে শিহরিয়া উঠিতেছিল? না—সেই সময় দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া যে বজ্রপাত-শব্দ শ্রুত হইল, তাহাতেই সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল?

ভাল করিয়া জ্বালিয়া লইবার জন্য কাষ্ঠখণ্ড নাড়িয়া লইয়া ক্যাথারিণ সেতুর ভারার কাঠে অগ্নি-যোগ করিল। ভারার কাঠ শীঘ্রই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বেগে প্রবাহিত পবনে অগ্নিশিখা অতি দ্রুত বিস্তৃত হইয়া খিলান, ভারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল।

ক্যাথারিন দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিল। তখন প্রজ্বলিত সেতু হইতে প্রবাহিত আলোকে ও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের দীপ্তিতে পথ দেখিয়া সে শীঘ্রই সেতু হইতে তাহার গৃহ পর্য্যন্ত পথ অতিবাহিত করিল। সে যেমন নিঃশব্দে গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। জুয়ান তখনও ঘুমাইতেছিল, তাহার অনুপস্থিতি অনুভব করিতে পারে নাই। সে যেন শয্যা ত্যাগ করে নাই, এমনই ভাবে গাঢ় নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই নগরে মহা কোলাহল শ্রুত হইল—বহু লোকের পদধ্বনি শুনা গেল—প্রত্যেক ঘণ্টা-ঘর হইতে বিপদব্যঞ্জক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। ভীষণ শব্দ হইল—তাহার পর শত্রুগণ কর্ত্তৃক সেতু-ধ্বংসকালে টলিডোবাসীরা যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল আবার সেই রূপ আর্ত্তনাদ গগন বিদীর্ণ করিল।

সভয়ে জুয়ান সুপ্তোত্থিত হইল। ক্যাথারিণ তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া ছিল—সে যেন ঘুমাইতে-ছিল। সে ব্যস্ত হইয়া যথাসম্ভব শীঘ্র বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া শব্দের কারণ জানিতে বাহির হইল। সে যখন দেখিল, সেতুর ধ্বংসাবশেষের উপর অগ্নি জ্বলিতেছে তখন সে যে মনে গোপন আনন্দ অনুভব করিল না, এমন নহে।

প্রধান ধর্ম্মযাজক ও টলিডোর অন্য অধিবাসীরা মনে করিলেন, সেতুর মধ্য-খিলানে বজ্রপাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। লোক যে এই দুর্ঘটনায় বিশেষ দুঃখিত হইল, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু যে শিল্পীর এত পরিশ্রম ব্যর্থ হইল, তাহার হতাশায় লোকের সহানুভূতিও অল্প হইল না। বজ্রপাতে কি অগ্নিযোগে এই দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহা টলিডোবাসীরা জানিতে পারিল না। জুয়ান ধর্ম্মপরায়ণ এবং ঈশ্বরের দয়ায় দৃঢ়বিশ্বাসী—তাহার বিশ্বাস হইল, বজ্রপাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় বার সেতু ধ্বংসে জুয়ানের সাফল্য ও যশ লাভ কেবল এক বৎসরের জন্য স্থগিদ রহিল। পর-বৎসর স্যান ইনডিফোনসোর উৎসবের দিন তাহার নব-নির্ম্মিত সেতু প্রধান ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক সোৎসবে মুক্ত করা হইল। সেই দিন ঐ উপলক্ষে, ধর্ম্মযাজকের গৃহে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইল। প্রধান ধর্ম্মযাজক স্থপতিকে ও স্থপতি-রমণীকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া সম্মানিত করিলেন। নগরবাসিগণ মহানন্দে শোভাযাত্রা করিয়া জুয়ান ও ক্যাথারিণকে তাহাদিগের গৃহে লইয়া গেল।

তাহার পর পাঁচ শত বৎসর অতীত হইয়াছে। আজিও জুয়ানের নির্ম্মিত সেতু টেগাসের তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ জলস্রোতের উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান। তাহার দ্বিতীয় বারের হিসাবে কোন ভুল ছিল না।*

* অ্যান্টেনিও ডি ট্রুয়েরা (১৮২১—১৮৮৮) স্পেনের কবি ও গল্প-লেখক। স্থপতি-রমণী ইঁহার অতি প্রসিদ্ধ ছোট গল্পের অন্যতম।

শিশুর অশ্রু

প্যারিসের কোন রঙ্গালয়ের সাজঘরে এক জন নূতন অভিনেতা অভিনয় করিতে ভয় পাইতেছিল। তাহার কোন কোন সঙ্গী তাহাকে উৎসাহ দিয়া তাহার সঙ্কোচ ও শঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু অধিকাংশ অভিনেতাই বলিতেছিলেন —"এইরূপ ভয় দূর হয় না। প্রকৃতি আমাদিগকে সাহসী বা ভীরু, উৎসাহশীল বা নিরুৎসাহ, গম্ভীর বা আমোদপ্রিয় যেরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—আমাদিগকে সেইরূপই থাকিতে হয়। কেহ কি কখন শুনিয়াছে, দুরাকাঙ্ক্ষের দুরাকাঙ্ক্ষা বা কৃপণের কার্পণ্য দূর হইয়াছে?"

কেহ কেহ কিন্তু সে কথার প্রতিবাদ করিলেন। এক জন বলিলেন, "যদি তোমরা কার্পণ্যরোগমুক্ত-কৃপণ দেখিতে চাহ, তবে আমি বলিতে পারি, আমি সেই দলভুক্ত।"

যিনি এই কথা বলিলেন, তিনি এক জন বিখ্যাত নাট্যকার এবং তাঁহার বদান্যতা প্রসিদ্ধ। তাঁহার কথা শুনিয়া কেহ বলিলেন, "অসম্ভব," কেহ বলিলেন, "ইহা হইতেই পারে না।"

তিনি বলিলেন, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। আমি কৃপণ ছিলাম; কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি আর তাহা নহি। যদি তোমরা শুনিতে চাহ, আমি তোমাদিগকে আমার পরিবর্ত্তনের বিবরণ দিতে পারি। সে পরিবর্ত্তনের কারণ—একটি শিশুর অশ্রু।"

সে স্থানে যাঁহারা ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাঁহার সেই কথা শুনিতে উৎসুক। তিনি বলিতে লাগিলেন;—

"১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমি পোর্ট সেণ্ট মার্টিনের রঙ্গালয়ে আমার অতি উৎকৃষ্ট নাটকগুলির একখানি অভিনয়জন্য দিয়াছিলাম। সেই সময় এক দিন একই ডাকে আমি দুই খানি পত্র পাইলাম—দুই খানিই মার্শেল হইতে আসিয়াছিল। এক খানি কোন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ লিখিয়াছিলেন। তিনি আমার নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়া শেষ তালিমের দিন আমার উপস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি লিখিয়াছিলেন—সে জন্য আমি যে ন্যায্য পারিশ্রমিক চাহিব, তাহাই পাইব। দ্বিতীয় পত্র সংক্ষিপ্ত এবং এইরূপ—"মহাশয়, আপনার ভ্রাতার বিধবা ও কন্যা অনাহারে মৃত্যুপথের যাত্রী হইয়াছে। কিছু টাকা পাইলে তাহারা রক্ষা পায়। ভরসা করি, আপনি আপনার এই ঘনিষ্ঠ স্বজনদিগকে দেখিতে আসিতে বিলম্ব করিবেন না এবং যাহাতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে তাহারা জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।'

"দ্বিতীয় পত্রখানি মার্শেলের ডাক্তার লাম্বার্টের লিখিত।

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন আমি অত্যন্ত কৃপণ। চিকিৎসকের পত্র পাইয়া আমার মনে দয়ার উদ্রেক হওয়া ত পরের কথা, আমার ভ্রাতৃ-জায়ার প্রতি আমার পূর্ব্বের ক্রোধ পুনরুদ্দীপ্ত হইল। আমার ভ্রাতা নাবিকের কায করিত—অতল সাগরে ডুবিয়া সে প্রাণ হারাইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে আমার সাহসী ভ্রাতা যখন এক ধীবর-কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আমি আমার হীন গর্ব্ব ও কঠোর কার্পণ্যের শতস্তর অন্ধকারের মধ্য হইতে বলিয়াছিলাম, নিঃসম্বল ধীবর-কন্যাকে বিবাহ করা অসম্মানজনক ও মূর্খের কায। এমন কি আমি তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলাম, যদি সম্ভব হয়, তবে সে যেন সেই বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ না হইয়া সে বন্ধন ছিন্ন করে। তাহাই তাহার কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার ভ্রাতার আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল—সে যাহাকে ভালবাসিত তাহাকে বিবাহ করে। আমার ভ্রাতৃজায়ারও আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবল ছিল; তিনি ভ্রাতাকে লিখিত আমার সেই পত্রের কথা কখন বিস্মৃত হয়েন নাই এবং সেই পত্রের লেখককে ঘৃণা করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর অভাবগ্রস্ত হইয়া তিনি কখন আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু স্নেহশীলা জননী যখন দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যা আহারের অভাবে দিন দিন শীর্ণা হইতেছে, আর তিনি তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার সেই গর্ব্ব ও সঙ্কল্প চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন নাই।

"আমি বিব্রত হইলাম। রঙ্গালয়ে অর্থ পাইব—সেই জন্যই আমি মার্শেলে আসিয়াছিলাম—আমার ভ্রাতৃবধূকে ও ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখিবার জন্য নহে। কিন্তু সে কথা কিরূপে চিকিৎসককে বলি? লজ্জায় আমি তাহা বলিতে পারিলাম না। কাযেই পূর্ব্ব-সঙ্কল্পমত প্রথমেই রঙ্গালয়ে না যাইয়া চিকিৎসকের সঙ্গে আমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখিতে গমন করিলাম।

"যে কক্ষে তিনি ছিলেন, তাহার অবস্থা একান্ত শোচনীয়—তাঁহার অবস্থার পরিচয় তাহাতেই সপ্রকাশ। তথাপি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে প্রথমেই যাহা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহা অত্যন্ত সুন্দর। রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে তাঁহার একমাত্র সন্তান- দুহিতা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নয়ন দীপ্তকৃষ্ণতার, কেশকলাপ কুঞ্চিত, মুখে তাহার বয়োসুলভ ঔজ্জ্বল্য—আর তাহার বয়সের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য বিষণ্ণভাব—দেখিলে দুঃখ হয়। তাহাকে দেখিয়াই আমার ইচ্ছা হইল, তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লই। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে আমার হৃদয়ে নবোদ্ভূত সেই ভাব দমিত করিলাম।

"রোগিণীকে কি বলিয়া চিকিৎসক আমাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি অগ্রসর হইলে আমার রোগক্লিষ্টা ভ্রাতৃজায়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মুখের বিষণ্ণ ও গর্ব্বিত ভাব দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, কি কষ্টে তিনি আমার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার সেই সাহায্য-প্রার্থনার কারণ বালিকাকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন—"ঐ দেখুন—কয় দিন পরেই এ সংসারে বালিকার আর কেহ থাকিবে না।"

"বলিতে লজ্জা হয়, তাঁহার সেই কথায়ও আমার মনে দয়ার আবির্ভাব হইল না। আমি বলিলাম, 'কেন ভয় পাইতেছেন? আপনার বয়স অধিক নহে, আপনার চিকিৎসক বিজ্ঞ। নিরাশ হইবেন না।' এরূপ স্থলে আমার অপেক্ষা অল্প স্বার্থপর লোক সঙ্গে সঙ্গে বলিত, 'আপনার স্বামীর ভ্রাতা আপনার জন্য তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন।' কিরূপে এই অপ্রত্যাশিত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিব, আমি কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। বালিকা বিস্ময়-বিস্ফারিত ব্যাকুলদৃষ্টি নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া ছিল। আমার পার্শ্বে আসিয়া সে বলিল, 'তুমি এক বার বিছানার উপর বসিবে? তুমি এত লম্বা যে, তুমি দাঁড়াইয়া থাকিলে আমি তোমার মুখে চুমা খাইতে পারি না।'

"আমি বসিলাম। বালিকা আমার জানুর উপর উঠিল। তাহার জননী তখন মুদিতনেত্র, যুক্তকর—যেন প্রার্থনারত। আমার ক্রোধব্যঞ্জক দৃষ্টি দেখিয়া ভীত না হইয়া বালিকা, তাহার কোমল বাহুপাশে আমার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া, আমার মুখচুম্বন করিল। তাহার পর সে আমাকে বলিল, 'তুমি আমার বাবার মত হইবে? আমি তোমাকে খুব ভালবাসিব। তুমি দেখিতে আমার বাবার মত। তিনি বড় ভাল ছিলেন। তুমিও কি তাঁহার মত ভাল?' আমি তাহার হাত ছাড়াইয়া তাহাকে মেঝেয় নামাইয়া দিলাম। বিস্ময়, নৈরাশ্য ও ভীতিতে পূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার মুখের দিকে চাহিল ধীরে ধীরে দুই বিন্দু অশ্রু তাহার চক্ষু হইতে বাহির হইয়া গণ্ডের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

"তাহার কথায় যাহা হয় নাই, তাহার নীরব বেদনা-প্রকাশে তাহা হইল। যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে আমার হীনতা ও নির্ম্মমতা আমার নিকট প্রতিভাত হইল। আমি কোন অজ্ঞেয় ভীতিতে ও আপনার প্রতি ঘৃণায় কাঁপিয়া উঠিলাম। আমি বিষণ্ণ বালিকাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম এবং আমার করতল তাহার মস্তকের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলাম, 'হাঁ, আমি তোমার পিতার মতই হইব। তুমি আমার দুহিতার মত আমার কাছে থাকিবে; আমি তোমাকে ভালবাসিব, তুমি আমাকে যত্ন করিবে।'

"আমার এই কথায় আমার ভ্রাতৃজায়া কিরূপ আহ্লাদিতা হইলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার চিকিৎসক ও আমি আমরা উভয়েই ভীত হইলাম। সে যাহাই হউক, আনন্দাতিশয্যে প্রায়ই কাহারও মৃত্যু হয় না। মৃদু স্বরে তিনি বলিলেন, 'আপনার সম্বন্ধে আমার কি ভ্রান্ত ধারণাই ছিল! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তিনি আমাকে তিরস্কার করিলে আমার যেরূপ কষ্ট হইত, তাঁহার এই কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে আমার তদপেক্ষা অধিক কষ্ট হইল। আমি সে কথাটির উত্থাপন হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য রোগিণীর গৃহপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলাম। আমি নবাগত—সে স্থানের কিছুই জানি না, সেই জন্য সহৃদয় চিকিৎসক বাড়ী দেখিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

চিকিৎসক মার্শেলের উপকণ্ঠে আমাদিগের জন্য একটি সুন্দর গৃহ পসন্দ করিলেন। তথায় আমার ভ্রাতৃজায়া, আমার ভ্রাতার কন্যা ও আমি—আমরা তিন

জন তিন মাস বাস করিলাম। তাহার পর কন্যাকে আমার কাছে রাখিয়া তাহার মাতা প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি জানিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কন্যাকে সত্য সত্যই স্নেহ করি। তদবধি মেরী আমার নিকটেই আছে। এখন তাহার আনন্দে আমার আনন্দ—তাহার জীবন আমার জীবন। তাহার নিকট আমার ঋণ কি সাধারণ? প্রভাতের শিশিরবিন্দু যেমন বিকাশোন্মুখ কুসুমকোরকে পতিত হইয়া তাহার কুসুম-জীবন বিকশিত করে—তাহার সেই অমূল্য অশ্রু তেমনই আমার হৃদয় বিকশিত করিয়াছিল।*

* ফরাসী গল্প।

মাছ-ধরা

প্যারিস অবরুদ্ধ। প্যারিসের অধিবাসীরা ক্ষুধিত—ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হইয়াছে। গৃহচূড়াগুলির উপর পাখী দুই একটি মাত্র লক্ষিত হয়; এমন আশঙ্কাও হইতেছে যে, জলপ্রণালীগুলিও জলচর-শূন্য হইবে। লোক যাহা পায়, তাহাই আহার করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করে।

মরিজো ঘড়ীসারার কায করিত। জানুয়ারী মাসের এক দিন সূর্য্যালোকপ্লাবিত প্রভাতে সে যখন ক্ষুধার্ত্ত ও বিষণ্ণ হইয়া কোটের পকেটে হাত রাখিয়া রাজপথ দিয়া যাইতেছিল, তখন অপ্রত্যাশিতরূপে তাহার সহিত তাহার এক বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। মরিজো ও শোভাজ—দুই জনের পরিচয় নদীতীরে। মরিজো বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া অভিনন্দন করিল।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রতি রবিবার প্রত্যূষে মরিজো হাতে বাঁশের ছিপ এবং পৃষ্ঠে টোপ প্রভৃতি মাছ ধরিবার সরঞ্জামের বাক্স লইয়া রেলপথে কোলোম্বে যাইত এবং তথা হইতে পদব্রজে মারান্ত দ্বীপে গমন করিত। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া সে মাছ ধরিতে আরম্ভ করিত এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই কাযেই ব্যাপৃত থাকিত। সেই স্থানে প্রতি রবিবারে প্যারিসের বস্ত্র-ব্যবসায়ী শোভাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত। সে-ও মরিজোর মত বলিষ্ঠকায় ও প্রফুল্লচিত্ত। মাছ ধরিতে উভয়েই সমান পটু।

উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া তাহারা অনেক দিন দিবসের অর্দ্ধাংশ কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু উভয়ে কথোপকথন অল্পই হইত। তাহাদিগের পদ নিম্ন-বাহিনী নদীর জলের উপর ঝুলিতে থাকিত। এইরূপে তাহারা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। সময় সময় কেহ কোন কথা কহিত না, আবার সময় সময় তাহারা পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু উভয়ের মনের ভাব ও মত একরূপ ছিল। কাযেই কথা না হইলেও তাহারা পরস্পরের মনোভাব বুঝিতে পারিত। বসন্তের সূর্য্য-কিরণে প্লাবিত প্রাতঃকালে আলোক ও কুজ্ঝটিকা যখন অলসভাবে নদীর উপর অবস্থান করিত এবং মৎস্য আহরণকারিদ্বয় গ্রীষ্মের আগমনের পূর্ব্বেই গ্রীষ্মাগম অনুভব করিত, তখন মরিজো হয় ত তাহার সঙ্গীকে বলিত, "কেমন? মন্দ নহে।"

শোভাজ হয় ত তাহার উত্তরে বলিত, "আমি ইহা অপেক্ষা ভাল আর কিছুই জানি না।"

এইরূপ মতের আদান-প্রদানে তাহারা পরস্পরকে উত্তমরূপে বুঝিতে সমর্থ হইত এবং তাহাদিগের পরস্পরের মনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা উদ্ভূত হইয়াছিল। শরতের সন্ধ্যায় যখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য আকাশ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিত এবং নদীর জলে আকাশে সঞ্চরণশীল মেঘমালার প্রতিবিম্ব পতিত হইত—মনে হইত যেন নদীজলও গাঢ় লোহিতে রঞ্জিত, যখন সমস্ত আকাশ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এবং এই বন্ধুদ্বয়ের আলোক-পাতোজ্জ্বল দেহ যেন অনলশিখায় আলোকিত হইত, যখন বৃক্ষের লোহিতাভ বর্ণ যেন স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইত এবং বৃক্ষগুলি শীত বায়ুতে কম্পিত হইত, তখন শোভাজ হয়ত আসিয়া মরিজোকে উদ্দেশ করিয়া বলিত, "কি সুন্দর দৃশ্য!"

মরিজো হয়ত তাহার ছিপের ভাসমান ফেতনা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই বলিত, "সহরের বড় রাস্তার দৃশ্য অপেক্ষা এ দৃশ্য সুন্দর।"

সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সে দিন প্রাতঃকালে পরস্পরকে দেখিয়া তাহারা বিশেষ আনন্দলাভ করিল এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দে পরস্পরের করমর্দ্দন করিল।

শোভাজ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, "এইরূপ অবস্থা কি ভাল!"

মরিজো দুঃখিত ও নির্ব্বাক্ ছিল। সে বলিল, "কি আলোকোজ্জ্বল দিন! আজ নববর্ষের প্রথম দিন।"

আকাশ সত্যসত্যই মেঘমুক্ত উজ্জ্বল ও সুন্দর। উভয়েই বিষণ্ণ ও চিন্তাকুলভাবে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

শোভাজ বলিল, "আমরা যখন মাছ ধরিতে যাইতাম, তখন কেমন সময় ছিল!"

মরিজো বলিল, "কবে আমরা আবার তেমন দিন পাইব!"

উভয়ে একটি নাতিবৃহৎ দোকানে প্রবেশ করিল এবং এক এক গ্লাস মদ্য পান করিয়া আবার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

তাহারা আর এক এক পাত্র মদ্যের জন্য আর একটি দোকানে প্রবেশ করিল। লোক অনেকদিন অনাহারের পর অত্যধিক মাত্রায় আহার করিলে যেমন হয়, শেষ দোকান হইতে তাহারা যখন বাহির হইল, তখন তাহাদিগকে সেইরূপ দেখাইতেছিল।

সে দিন প্রকৃতি মাধুর্য্যময়ী। মৃদুমন্দ বাতাস তাহাদিগের মুখের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই সুখস্পর্শ বাতাসে শোভাজের নেশা গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। সে সহসা বলিয়া উঠিল, "ভাল—যদি আমরা এখনই যাই ?"

মরিজো জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ?"

"কেন, মাছ ধরিতে ?"

"কিন্তু কোথায় যাইব ?"

"আমরা যে দ্বীপে মাছ ধরিতাম, সেই দ্বীপে।"

সে বলিল, "ফরাসী সৈন্যের বহিশিবির কোলোম্বে সংস্থাপিত হইয়াছে। আমার সহিত কর্ণেল ডুমুল্যাঁর পরিচয় আছে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে যাইতে অনুমতি দিবেন।"

বন্ধুর কথা শুনিয়া মরিজো আনন্দে শিহরিয়া উঠিল এবং বলিল, "ভাল কথা। আমি সম্মত আছি।"

তাহার পর তাহারা ছিপ প্রভৃতি আনিতে চলিয়া গেল।

ইহার এক ঘণ্টা পরে তাহারা উভয়ে দ্রুতপদে সদর রাস্তা দিয়া কর্ণেল ডুমুল্যাঁর অধিকৃত নগরের অভিমুখে গমন করিতেছিল। কর্ণেল তাহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া তাহাদিগকে গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা প্রবেশের সাঙ্কেতিক বাক্য অবগত হইয়া আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে চলিয়া গেল।

উভয়ে সেনাবাস ছাড়াইয়া পরিত্যক্ত কোলোম্বের মধ্য দিয়া নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত হইল। বেলা তখন প্রায় এগারটা।

অপর পার্শ্বে আর্জ্জেনটুইন গ্রাম যেন প্রাণহীন—শব। আর ওিগ্রমণ্ট ও সমনসের পর্ব্বতমালা তেমনই দণ্ডায়মান। নেন্টার পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তর যেন বায়ুর মত শূন্য। চেরীগাছ ও ধূসরবর্ণ মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না।

শোভাজ ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলী তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, "প্রাসিয়ানরা ঐ স্থানে আসিয়াছে।"

দুই বন্ধুর মনে কেমন অস্পষ্ট অস্বস্তি অনুভূত হইতে লাগিল।

প্রাসিয়ানগণ! তাহারা কেহই তাহাদিগকে দেখে নাই, কিন্তু কয় মাস হইতে তাহারা তাহাদিগের অবস্থিতি বিশেষ রূপেই অনুভব করিতেছে। তাহারা তাহাদিগের প্রিয় প্যারিস অবরুদ্ধ করিয়াছে—তাহাদিগের প্রিয় ফ্রান্সের ধ্বংসসাধন করিতেছে। তাহারা লুণ্ঠনে ও নরহত্যায় ব্যাপৃত। আবার তাহারা যেন কিছুতেই তুষ্ট হইবার নহে; তাহারা অজেয়, অদর্শনীয় ও সর্ব্বক্ষমতায় ক্ষমতাবান।

বন্ধুদ্বয় যখন তাহাদিগের কথা ভাবিতে লাগিল, তখন তাহাদিগের হৃদয়ে সেই অজ্ঞাত বিজয়ীদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের ঘৃণার সহিত কেমন যেন ভয় মিশিতে লাগিল। মরিজো অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "যদি এখন তাহারা এই স্থানে আসিয়া উপনীত হয় ?"

প্যারিসের অধিবাসীর স্বাভাবিক পরোপকার বৃত্তিবশে শোভাজ বলিল, "তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের রাত্রির আহারের জন্য আমাদিগের ধরা মাছের কতকগুলি তাহাদিগকে দিব।"

সেই সর্ব্বব্যাপী নিস্তব্ধতা তাহাদিগের হৃদয়ে ভীতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। তাহারা আর অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

শেষে শোভাজ সাহস করিয়া বলিল, "চল—আমরা অগ্রসর হই। তবে আমাদিগকে যথাসম্ভব সাবধান থাকিতে হইবে।"

তাহারা নীচু হইয়া সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; এক ঝোপ হইতে আর একটি ঝোপে গুড়ি মারিয়া যাইতে লাগিল। উভয়েই অপ্রত্যাশিত শব্দ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল।

প্রথমে তাহারা নদীর নিকটে উপনীত হইল। দুই বন্ধু দৌড়িতে আরম্ভ করিল। নদীতীরে উপনীত হইয়া তাহারা শুষ্ক নল-বনের মধ্যে আশ্রয় লইল।

মরিজো ভূমির উপর কাণ পাতিয়া, কোনরূপ শব্দ শ্রুত হয় কি না শুনিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না। ক্রমে তাহাদিগের স্থির বিশ্বাস হইল, তথায় তাহারা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তখন তাহারা মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল।

মধ্যে পরিত্যক্ত মারাস্থ দ্বীপ থাকায় অপর পার হইতে এই মৎস্যাহরণকারী দুই জনকে দেখা যাইতেছিল না। সে দ্বীপের ক্ষুদ্র আহার্য্য-বিক্রয় গৃহের দ্বার রুদ্ধ—মনে হইতেছিল যেন, কয় বৎসর তথায় কেহ যায় নাই।

শোভাজ প্রথম মাছ ধরিল, দ্বিতীয়টি তাহার সঙ্গী মরিজোর ভাগে পড়িল। প্রতি মিনিটেই যখন তাহারা ছিপ তুলিতে লাগিল, তখনই সূতার অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যনির্ম্মিতবৎ দ্রব্য ঝুলিতে দেখা যাইতে লাগিল। সত্যই এত অধিক মাছ প্রায় ধরা যায় না। তাহাদিগের পদতলে জলের উপর এক খানি জাল ভাসিতেছিল, তাহারা মাছ ধরিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিতেছিল। বহুদিন পরে আবার এইরূপে মাছ ধরিতে পাইয়া তাহারা আনন্দোৎফুল্ল হইতেছিল। তাহারা আর কিছুই শুনিতে পাইতেছিল না—তাহাদিগের আর কোন চিন্তা ছিল না। জগতের আর সবই যেন তাহাদিগের নিকট নিতান্ত মূল্যহীন—সে সব যেন কিছুই নহে। দুই জন কেবল মাছ ধরিতেছিল।

সহসা যেন মৃত্তিকাভ্যন্তরোত্থিত কোন শব্দ সেই স্থানের ভূমি কম্পিত করিল। কামানগুলি আবার অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মরিজো অপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। বামদিকে নদীতীরের উপরে অতিদূরে মণ্টভালারীএ্যর বিরাট ছায়া ও তাহার উপর সদ্যোদ্গারিতবহ্নি কামানের শ্বেত ধূম লক্ষিত হইতেছিল। যেন সেই শব্দের প্রত্যুত্তরে দুর্গমধ্য হইতে ধূমরাশি উদ্গত হইল—এক মুহূর্ত্ত পরেই আবার ভীষণ শব্দ শ্রুত হইল। এইরূপে ক্রমাগত কামানের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল—যেন প্রতি মুহূর্ত্তে পর্ব্বত মৃত্যু উদ্গীরণ করিতে লাগিল, আর তাহার উপর বাতাসে ভাসমান শ্বেত ধূমরাশি যেন শবাচ্ছাদন-বস্ত্রের মত দেখাইতে লাগিল।

শোভাজ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে।"

মরিজো তাহার ছিপের ফেতনার দিকে চাহিয়া ছিল। সহসা যোদ্ধৃগণের প্রতি তাহার অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইল; সে রুক্ষস্বরে বলিল, "এইরূপে পরস্পরকে হত্যা করা কি নির্ব্বোধের কায!"

শোভাজ বলিল, "ইহা হিংস্র ব্যক্তিদিগের কার্য্য অপেক্ষাও হীন।"

মরিজো তখনই একটি মাছ ধরিয়াছে; সে বলিল, "যতদিন রাজতন্ত্র শাসন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন যে এইরূপই হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিও।"

শোভাজ তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "প্রজাতন্ত্র শাসন প্রচলিত থাকিলে যুদ্ধ-ঘোষণা হইত না।"

মরিজো বলিল, "রাজতন্ত্র শাসনে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ হয়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রে গৃহেই সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।"

তাহারা দুই জন শান্তিপ্রিয় বুদ্ধিমান লোকের মত রাজনৈতিক বিষয়ে তর্ক করিতে আরম্ভ করিল। মণ্টভালারীএ্যর উপর হইতে ফরাসীদিগের গৃহ ভগ্ন করিয়া—বহু ফরাসীসের জীবন নাশ করিয়া, কত লোকের স্বপ্ন, আনন্দ ও আশার মূলোৎপাটন করিয়া, কত লোকের সুখ নষ্ট করিয়া এবং ফ্রান্স ও অন্যান্য স্থানের নারীদিগের হৃদয়ে শোকের ও বেদনার বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বজ্রনাদী কামান হইতে গোলা ছুটিতে লাগিল।

মরিজো বলিল, "এই কি জীবন!"

শোভাজ বলিল, "বরং বল, ইহাই মৃত্যু।"

উভয়ের মনে হইল, কেহ যেন তাহাদিগের পশ্চাদ্দিকে আসিতেছে। উভয়ের হৃদয় ভীতিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা চমকিয়া উঠিল। তাহারা পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, একরূপ বিশেষ পরিচ্ছদ-পরিহিত কয় জন লোক তাহাদিগের দিকে আসিতেছে--তাহাদিগের শিরাবরণ টুপীর উপরিভাগ সমতল। তাহারা মৎস্যাহরণকারীদিগের দিকে বন্দুকের লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

ভীত বন্ধুদ্বয়ের হস্ত হইতে ছিপ দুইটি পড়িয়া গেল--সে দুইটি অলসভাবে নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ফরাসীসদ্বয় ধৃত হইল। আগন্তুকরা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া নৌকায় তুলিয়া নদীর অপর পারে গেল।

তাহারা উভয়ে যে গৃহে কেহই নাই মনে করিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে পাহারা দিবার জন্য প্রাসিয়ান সৈন্যদিগের একটি পাহারা-ঘাঁটি ছিল। এক ভীমকায় লোমশ ব্যক্তি পদদ্বয় বিস্তারিত করিয়া চেয়ারে বসিয়া চীনামাটীর পাইপে ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় তাহারা কেমন মাছ পাইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এক জন সৈনিক তাহাদিগের মৎস্যপূর্ণ জালখানি আনিয়াছিল। সে তাহা অধ্যক্ষের পদপ্রান্তে রক্ষা করিল।

অধ্যক্ষ বলিলেন, "মাছ ভাল। কিন্তু আমাদিগের অন্য মাছ ভাজিতে হইবে (অর্থাৎ আমাদিগকে এখন অন্য কায করিতে হইবে)। তিনি নীত ব্যক্তিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা ভয় করিও না—আমার কথা শুন। তোমরা

দুই জন ফরাসী চর, আমার গতিবিধি জানিবার জন্য মাছ ধরিবার ছলে এই স্থানে আসিয়াছ। আমি তোমাদিগকে বন্দী করিলাম। আমার আদেশে তোমাদিগকে গুলী করিয়া মারা হইবে। আমার ভাগ্যক্রমে তোমরা আমার হাতে পড়িয়াছ। অবশ্য তাহা তোমাদিগের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। তোমরা ফরাসী সেনাবাস অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ; কাজেই তোমরা গতায়াতের সাঙ্কেতিক বাক্য অবগত আছ, নহিলে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। আমাকে সেই সাঙ্কেতিক বাক্যটি বলিয়া দাও, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব।"

দুই বন্ধু পাশাপাশি দাড়াইয়া ছিল। ভয়ে উভয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু কেহ একটিও কথা বলিল না।

সেনাধ্যক্ষ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আর কেহই এ কথা জানিতে পারিবে না। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। আর কেহ কিছুই জানিবে না। যদি অস্বীকার কর, এখনই তোমাদিগের উভয়ের মৃত্যু হইবে। এখন বল—কি করিতে চাও?"

তাহারা কিছুই বলিল না—একবার নড়িলও না।

প্রাসিয়ান অবিচলিতভাবে নদীর দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভাবিয়া দেখ। আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাদিগের শব ঐ নদীগর্ভে থাকিবে। বোধ হয় তোমাদিগের পরিবার আছে।"

মণ্টভালারীএন হইতে অবিরত কামানের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

ফরাসীসদ্বয় স্থিরভাবে দাড়াইয়া রহিল; তাহারা উভয়েই নীরব।

সেনাধ্যক্ষ জার্ম্মাণ ভাষায় আজ্ঞা দিলেন। তাহার পর তিনি বন্দী দুই জনের নিকট হইতে চেয়ার টানিয়া লইয়া দূরে গমন করিলেন। দ্বাদশ জন সৈনিক আসিয়া ফরাসীস দুই জনের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইল।

সেনাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে উঠিয়া ফরাসীসদ্বয়ের নিকটে আসিলেন। মরিজোর হাত ধরিয়া তিনি অন্যের অশ্রাব্য মৃদুস্বরে বলিলেন, "শীঘ্র আমাকে সাঙ্কেতিক বাক্যটি বলিয়া দাও। তোমার বন্ধুও জানিতে পারিবে না।"

মরিজো উত্তর দিল না।

প্রাসিয়ান শোভাজকে একটু দূরে লইয়া যাইলেন এবং তাহাকেও সেই কথা বলিলেন।

শোভাজ তাঁহার কথার কোন উত্তর দিল না।

ফরাসীসদ্বয় আবার পাশাপাশি দাঁড়াইল।

সেনাধ্যক্ষ আবার কি আদেশ করিলেন। সৈনিকগণ তাহাদিগের বন্দুক তুলিল।

ঘটনাক্রমে এই সময় মৎস্যপূর্ণ জালের উপর মরিজোর দৃষ্টি পতিত হইল। তাহা অদূরে ভূমির উপর পড়িয়া ছিল। তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া মৎস্যগুলির উজ্জ্বল দেহ আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল। সহসা মরিজোর মনে কেমন দৌর্ব্বল্য আসিয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "শোভাজ, বিদায়।"

শোভাজ বলিল, "মরিজো, বিদায়।"

তাহারা পরস্পরের হাত চাপিয়া ধরিল। তখনও ভয়ে তাহাদিগের আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিলেন, "গুলী কর।"

শোভাজের গতপ্রাণ দেহ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গেল।

মরিজো অধিক বলিষ্ঠ ছিল। তাহার দেহ কম্পিত হইল—ঝুঁকিয়া পড়িল—তাহার পর তাহার মৃত বন্ধুর দেহের উপর পতিত হইল। তাহার মুখ আকাশের দিকে রহিল। গুলীর আঘাতে তাহার বক্ষে অনেকগুলি ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল।

প্রাসিয়ান আর এক বার আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অধীন সৈন্যগণ অল্প সময়ের জন্য অন্তর্হিত হইল। তাহার পর তাহারা কতকগুলি প্রস্তর ও রজ্জু লইয়া আসিল। মৃত ফরাসীসদ্বয়ের পদে সেই প্রস্তর বাঁধিয়া তাহারা তাহাদিগের শব নদীতীরে লইয়া গেল।

মণ্টভালারীএন হইতে অবিরত কামানের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

এক জন সৈনিক মরিজোর মস্তক, আর এক জন তাহার পদ ধরিল, আর দুই জন সেইরূপে শোভাজের শব ধরিল। দেহ দুইটি কয় বার দুলাইয়া তাহারা শূন্যে ছাড়িয়া দিল। আকাশে এক একটি বক্র রেখা অঙ্কিত করিয়া শব দুইটি নদীর জলে ডুবিয়া গেল। দুইটি দেহেরই পদ প্রথমে জলে পড়িল।

জলে বুদ্‌বুদ্ উঠিল; তাহার পর ক্রমে ক্রমে জল শান্তভাব ধারণ করিল। শোণিতে ঈষৎ রঞ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা বৃত্তাকারে তীরের দিকে আসিতে লাগিল।

সৈন্যধ্যক্ষ পূর্ব্ববৎ অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "এখন মাছগুলার কিছু করিতে হইবে।"

শষ্পোপরি পতিত মাছগুলির উপর উহার দৃষ্টি পতিত হইল। জালখানি তুলিয়া তিনি ডাকিলেন —"উইল্‌হেল্‌ম!" শ্বেতবর্ণ টুপী পরিহিত এক জন সৈনিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি মাছগুলি তাহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এইগুলি টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে আমার জন্য ভাজিয়া আন। চমৎকার হইবে।"

তাহার পর সেনাধ্যক্ষ আবার ধূমপান করিতে লাগিলেন। *

* গীদে মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩খৃঃ) এই ফরাসী লেখক ছোট গল্প রচনায় যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন—তাহা অন্যের পক্ষে সুলভ নহে।

দর্পণ

লোক সাধারণতঃ বলিয়া থাকে, জাপানীরা প্রাচীন ফরাসীস। কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্যে জাপানীর সহিত ফরাসীসের কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না।

ফরাসী বালিকা জন্মগ্রহণমাত্র সহজাত সংস্কার-বশে একখানি দর্পণের জন্য তাহার ক্ষুদ্র কর-যুগল প্রসারিত করে। সেই দর্পণে সে তাহার সুন্দর ক্ষুদ্র মুখ ও অঙ্গচালনশোভা দর্শন করিবে এবং তদুভয়ের প্রশংসা করিবে। বালিকা যত বর্দ্ধিতা হয়, তাহার সেই স্বভাবজ রুচিও তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ হইবার পূর্ব্বেই চারি দিকে মুকুরমণ্ডিত কক্ষে অবস্থানই তাহার চরম সুখের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। সত্য সত্যই ভার্সাই প্রাসাদে যে কক্ষটি ফরাসীস নারীর নিকট স্বর্গতুল্য —সেটি দীর্ঘ এবং তাহার হর্ম্ম্যতল হইতে ছাত পর্য্যন্ত মুকুরমণ্ডিত—আবার তাহার হর্ম্ম্যতল এমনই পালিশ করা যে, তাহাতে পদতলের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করা যায়।

জাপানে উকি নামক গ্রামে দর্পণ কাহাকে বলে লোক তাহা জানিত না। তথায় আপন আপন মুখশ্রী সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে হইলে তরুণী-দিগকে প্রেমিকগণের বর্ণনায়ই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে হইত। বলা বাহুল্য, প্রেমিকের প্রেমের প্রগাঢ়তার তারতম্য অনুসারে সে সৌন্দর্য্য-বর্ণনারও তারতম্য ঘটিত।

জাপানে এক যুবক রিক্শা গাড়ী টানিত। সে এক দিন রাজপথে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ কুড়াইয়া পাইল। বোধ হয়, কোন য়ুরোপীয় মহিলা জাপানে পর্য্যটনকালে উহা ফেলিয়া গিয়াছিলেন।

কিকিট্সান তাহার পূর্ব্বে কখন দর্পণ দেখে নাই। সে দর্পণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র একান্ত বিস্মিত হইয়া দেখিল, মুকুরমধ্যে তাম্রবর্ণ, বুদ্ধিব্যঞ্জকদৃষ্টি চক্ষুসম্পন্ন, বিস্ময়-বিস্ফারিত একখানি মুখ দেখা যাইতেছে!

কিকিট্সান জানু পাতিয়া সেই স্থানে বসিল এবং সেই মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে আপনা আপনি মৃদুস্বরে বলিল, "ইহা আমার পরলোকগত পিতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার ছবি এই স্থানে কিরূপে আসিল? বোধ হয়, কোন কারণে তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।"

সে রুমাল বাহির করিয়া সযত্নে দর্পণখানি মুড়িয়া ঢিলা জামার পকেটে রাখিল। গৃহে ফিরিয়া অন্য কোন গোপনীয় স্থানের অভাবে সে সেখানি একটি কলসের মধ্যে রাখিয়া দিল। সে কলসটি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত না। কিকিট্সান তাহার পত্নীকে সে কথা বলিল না। কারণ, সে ভাবিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকের কৌতূহল অত্যন্ত অধিক এবং স্ত্রীলোকরা কখন কোন কথা গোপন রাখিতে পারে না। কিকিট্সান মনে করিল, তাহার পরলোকগত পিতার ছবি রাজপথে কুড়াইয়া পাইবার কথা প্রতিবেশিগণের মধ্যে জানাজানি হওয়া সঙ্গত নহে।

কিছু দিন কিকিট্সান বিশেষ উদ্বিগ্নচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিল। সে সর্ব্বদাই পিতার আলেখ্যের বিষয় চিন্তা করিত এবং মধ্যে মধ্যে কায ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া গোপনে তাহা দেখিয়া যাইত।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানেও রহস্যজালজড়িত বা অসাধারণ কাযের জন্য স্বামীকে স্ত্রীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কেন যে তাহার স্বামী যখন তখন গৃহে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, লিলিট্সি তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইত না। অবশ্য স্বামী যখনই গৃহে আসিত, তখনই স্ত্রীর মুখচুম্বন করিত। কিকিট্সান স্ত্রীকে বলিত, সে তাহাকে দেখিবার জন্যই এইরূপভাবে গৃহে আসিয়া থাকে। প্রথম প্রথম লিলিট্সি সেই কথাই বিশ্বাস করিত—সে কায স্বামীর পক্ষে স্বাভাবিকই বটে। কিন্তু যখন সে লক্ষ্য করিল, স্বামী চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীর মুখে প্রতিদিন যখন তখন গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাহার সন্দেহ হইল—স্বামী তাহার নিকট সত্য গোপন করিতেছে। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়া সে দেখিল, স্বামী যখনই গৃহে আইসে, এক বার একাকী গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ ক্ষুদ্র কক্ষটিতে না যাইয়া ফিরিয়া যায় না।

রহস্যভেদ করিবার সময় জাপানী রমণীরা অন্য দেশের নারীদিগেরই ন্যায় অধ্যবসায়শালিনী হইয়া উঠে। লিলিট্সি এই রহস্য ভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইল। সে প্রতিদিন ঐ কক্ষে অনুসন্ধান করিত; কিন্তু নূতন কিছুই দেখিতে পাইত না।

এক দিন লিলিট্‌সি সহসা দেখিল, সে যে কলসের মধ্যে গোলাপ ফুলের দলগুলি শুকাইতে দিত, তাহার স্বামী সেই কলসটি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিতেছে। কিকিটসান জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল, সেটি পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সে যথাস্থানে স্থাপিত করিতেছিল। তাহার স্ত্রী স্বামীর কথায় বিশ্বাসের ভাণ করিল। কিন্তু স্বামী গৃহত্যাগ করিতে না করিতে সে, একখানি টুলের উপর উঠিয়া কলস-মধ্য হইতে, সন্ধান করিয়া, দর্পণখানি বাহির করিল। না জানি এ কি ভাবিয়া সে সেখানি ভাল করিয়া দেখিল। দেখিবামাত্র সে ভীষণ সত্য উপলব্ধি করিল। সর্ব্বনাশ! ইহা কোন স্ত্রীলোকের আলেখ্য! আর সে কিকিট্‌সানকে এত ভাল—তাহার প্রতি অনুরক্ত ভাবিয়া থাকে!

তাহার দুঃখ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

লিলিট্‌সি মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। দর্পণ তাহার অঙ্কে পতিত হইল। তবে এই জন্যই তাহার স্বামী এত বার গৃহে আসে? হায়—হায়! এই নারীর আলেখ্য দেখিবার জন্যই তাহার এত আগ্রহ—এত ব্যাকুলতা!

তাহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে আবার দর্পণখানি দেখিল। দর্পণের মধ্য হইতে সেই মুখ তাহার দিকে চাহিল। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার স্বামী কেমন করিয়া ঐ মুখের, ঐ দুষ্টামীব্যঞ্জক চক্ষুর প্রশংসা করিতে পারে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। এ বার সে দর্পণের সেই মূর্ত্তিতে একটা নূতন ভাব দেখিতে পাইল, পূর্ব্বে সে তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। সে ভয় পাইয়া সঙ্কল্প করিল, সে আর সেখানির দিকে চাহিবে না।

কোন কায করিতে লিলিট্‌সির ইচ্ছা হইল না। সে তাহার স্বামীর আহার্য্যও প্রস্তুত করিল না। সেই দর্পণ ও আপনার ক্রোধ লইয়া সে সেই হর্ম্ম্যতলে বসিয়া রহিল।

কিকিটসান গৃহে ফিরিয়া বিস্মিত হইয়া গেল; দেখিল, তাহার আহারের কোন আয়োজন নাই—তাহার স্ত্রীও রন্ধনশালায় নাই। সে কক্ষের পর কক্ষে সন্ধান করিয়া তাহাকে হর্ম্ম্যতলে বসিয়া থাকিতে দেখিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনা কি, তাহা বুঝিতে পারিল।

লিলিট্‌সি বলিল, "এ-ই তোমার ভালবাসা? এখনও এক বৎসর আমাদিগের বিবাহ হয় নাই, ইহার মধ্যেই তুমি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছ?"

পত্নী পাগল হইল ভাবিয়া ভীত হইয়া কিকিট্‌সান বলিল, "লিলিট্‌সি, তুমি কি বলিতেছ?"

"আমি কি বলিতেছি! তুমি কি বলিতেছ? তুমি আমার গোলাপের দলের মধ্যে কাহার আলেখ্য রাখিয়াছ? এই লও—যত্ন করিয়া ইহা রাখিয়া দাও—আমি এই দুষ্টার আলেখ্য চাহি না।" সে কান্দিতে লাগিল।

বিস্মিত হইয়া কিকিট্‌সান বলিল, "তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া লিলিট্‌সি বলিল, "তুমি বুঝিতে পারিতেছ না বটে, আমি কিন্তু বুঝিতেছি। তুমি ঐ কুৎসিত, বিকটদর্শন রমণীকে তোমার স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক ভালবাস। ও যদি সুন্দরী হইত, তবে আমি কিছু বলিতাম না; কিন্তু উহার মুখ শ্রীহীন, কুৎসিত; উহার দৃষ্টিতে দুষ্টামী জাজ্বল্যমান—উহাতে সর্ব্ববিধ কুভাব প্রকাশ পাইতেছে।"

ক্রুদ্ধ হইয়া কিকিট্‌সান বলিল, "লিলিট্‌সি, কি বলিতেছ? উহা আমার পরলোকগত পিতার আলেখ্য। আমি উহা রাজপথে কুড়াইয়া পাইয়া কলসমধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলাম।"

মিথ্যা কথা শুনিয়া ক্রোধে লিলিট্‌সির চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে চীৎকার করিয়া বলিল, "বটে! তুমি কি বলিতে চাহ যে, আমি নারীর মুখ আর পুরুষের মুখে প্রভেদও বুঝিতে পারি না?"

কিকিট্‌সানও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। উভয়ে কলহে প্রবল হইয়া উঠিল।

গৃহের সম্মুখের দ্বার ঈষৎ মুক্ত ছিল। এক জন পুরোহিত পথে যাইতে যাইতে তাহাদিগের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তিনি দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "বৎসগণ এত ক্রুদ্ধ হইতেছ কেন? কলহ কেন?"

কিকিট্‌সান বলিল, "আমার স্ত্রী পাগল হইয়াছে।"

পুরোহিত বলিলেন, "সকল স্ত্রীই অল্পাধিক পাগল। যাহা পাইয়াছ, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা তোমার কর্ত্তব্য। কলহ করিয়া কোন ফল নাই। পত্নীই-ত পতির পরীক্ষা।"

"কিন্তু সে যে মিথ্যা কথা বলিতেছে।"

লিলিট্‌সি বলিল, "না, তাহা নহে। আমার স্বামী অন্য এক নারীর আলেখ্য রাখিয়াছে; আমি তাহা পাইয়াছি।"

কিকিট্সান বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার পিতার আলেখ্য ব্যতীত আর কোন আলেখ্য আমি রাখি নাই।"

পুরোহিত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সেখানি আমাকে দেখাও।"

লিলিটসি দর্পণখানি তাঁহাকে দিয়া বলিল, "এই দেখুন।"

পুরোহিত দর্পণখানি লইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহা দেখিলেন। তিনি সেখানির সম্মুখে মস্তক নত করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমরা কলহ ত্যাগ করিয়া সুখে ও শান্তিতে সংসার কর। তোমরা উভয়েই ভুল করিয়াছ। ইহা কোন পূতচরিত্র পুরোহিতের আলেখ্য। তোমরা এমন পবিত্র মুখ দেখিয়াও ভুল করিয়াছ! আমি ইহা লইয়া যাইয়া মন্দিরে রাখিয়া দিব।" পুরোহিত হস্ত উত্তোলিত করিয়া দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহার পর কলহের মূল সেই দর্পণখানি লইয়া চলিয়া যাইলেন।*

---

* ইংরেজী হইতে অনূদিত।

চিকিৎসকের গল্প

আমার পরিচিত কোন মহিলার জীবনে একটি বিস্ময়কর, রহস্যময়, করুণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি এখন মৃত। আমি তাঁহার চিকিৎসক ছিলাম।

তিনি রুশ। কাউণ্টেস মেরী বাবানোব অসাধারণ রূপ ও প্রচুর অর্থ ছিল। রুশদিগের মুখশ্রী বড় সুন্দর; অন্ততঃ আমার মনে হয়—সুন্দর। তাহাদিগের নাসিকা সুগঠিত, মুখে এক প্রকার সজীব ভাব, কাছাকাছি স্থাপিত নয়নদ্বয় নীলধূসর-মিশ্র যে বর্ণের তাহার সঠিক বর্ণনা করা যায় না; তাহাদিগের মুখভাবে একটু দুষ্টামী ও আকর্ষণের ভাব—একটু করুণা ও গর্বের বিকাশ, একটু কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ। তাহাতে ফরাসীসরা মুগ্ধ হয়। হয়ত উভয়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য আছে বলিয়াই ফরাসীসরা রুশদিগের চেহারায় এই সকল লক্ষ্য করে।

কয় বৎসর হইতেই কাউণ্টেসের চিকিৎসক বুঝিয়াছিলেন, তাহার বুকে কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তার তাহাকে শীতকালে ফ্রান্সে যাইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাউণ্টেস কিছুতেই সেণ্টপিটার্সবার্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে সম্মত হয়েন নাই। গত বৎসর শরৎ কালে তাহার চিকিৎসক বহু চেষ্টায় তাহাকে মেমটোনে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন।

ট্রেণে কাউণ্টেসের কামরায় আর কেহ ছিল না—তাঁহার ভৃত্যগণ অন্য কামরায় ছিল। ট্রেণ বেগে ধাবিত হইতেছিল; আর জানালায় ঝুঁকিয়া কাউণ্টেস বিষণ্ণভাবে সেই দেশ ও পথিপার্শ্ববর্তী পল্লীগ্রামগুলি দেখিতেছিলেন। তিনি হৃদয়ে কেমন শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন।

যদি কিছু প্রয়োজন থাকে জানিবার জন্য তাঁহার ভৃত্য আইভান প্রত্যেক ষ্টেশনে তাহার নিকট আসিতেছিল। সে বহুদিনের ভৃত্য—অন্ধ আবেগে তাঁহাকে ভক্তি করিত এবং তাঁহার সকল আজ্ঞা পালন করিতে অভ্যস্ত ছিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। ট্রেণ দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। কাউণ্টেস ঘুমাইতে পারিলেন না। তিনি আসিবার সময় ফরাসী স্বর্ণ মুদ্রা আনিয়াছিলেন। সেগুলি গণিয়া দেখিবার ইচ্ছা সহসা তাহার মনে উদিত হইল। ক্ষুদ্র ব্যাগটি খুলিয়া তিনি সেই চক্‌চকে মুদ্রাগুলি আপনার অঙ্কে রেশের উপর ঢালিলেন।

সহসা তাঁহার মুখে শীতল বাতাস লাগিল—বিস্মিত হইয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কামরার দ্বার মুক্ত! কাউণ্টেস ভয় পাইয়া অঙ্কস্থিত মুদ্রাগুলির উপর শাল চাপা দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এক জন লোক কামরায় প্রবেশ করিল; তাহার পরিধানে সান্ধ্য বেশ, মস্তকে টুপি নাই, এক হস্তে ক্ষত-চিহ্ন। লোকটি হাপাইতেছিল।

সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কামরার দ্বার বন্ধ করিল; তাহার পর বসিয়া কাউণ্টেসের দিকে চাহিল—তাহার চক্ষু জ্বলিতেছিল। সে রুমালে ক্ষতস্থান জড়াইয়া ফেলিল।

শঙ্কিতা কাউণ্টেস ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। তাঁহার মনে হইল, আগন্তুক নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি গণনা করিতে দেখিয়াছে; সে তাহাকে হত্যা করিয়া সেই অর্থ অপহরণ করিতেই আসিয়াছে।

আগন্তুক তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যেন কাউণ্টেসের নিশ্বাসও বহিতেছিল না। তাঁহার মনে হইতেছিল—এই বার সে তাহার দিকে আসিবার উদ্যোগ করিতেছে।

সহসা আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "ভয় পাইবেন না।"

কাউণ্টেস কোন কথা বলিলেন না—কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতেছে—তাঁহার কর্ণে কেমন একটা গোঁ—গোঁ—শব্দ তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন।

আগন্তুক বলিল, "আমি কোন অন্যায় কায করি নাই।"

তথাপি কাউণ্টেস কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তিনি সহসা একটু নড়িয়া উঠায় জানুতে আঘাত লাগিয়া নল হইতে জলধারার মত তাঁহার অঙ্ক হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি পড়িয়া গেল।

অর্থরাশি দেখিয়া আগন্তুক বিস্মিত হইল—তাহার পর সেই পতিত মুদ্রাগুলি কুড়াইতে লাগিল।

ভীতা কাউণ্টেস উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিলেন এবং চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য কামরার দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইলেন। কিন্তু আগন্তুক তাহা দেখিতে পাইল। লাফাইয়া যাইয়া সে তাঁহাকে ধরিল এবং তাঁহার মণিবন্ধ ধরিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আসনে বসাইল।

সে বলিতে লাগিল, "শুনুন—আমি চোর নহি—প্রমাণ স্বরূপ আমি আপনার অর্থ কুড়াইয়া আপনাকে দিতেছি। কিন্তু আপনি যদি রুশিয়ার এই সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিতে আমাকে সাহায্য না করেন, তবে আমার আর কোন আশা নাই—আমার মৃত্যু নিশ্চিত। আমি ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে পারি না। আর এক ঘণ্টা পরে আমরা রুশিয়ার শেষ ষ্টেশনে উপনীত হইব এবং এক ঘণ্টা কুড়ী মিনিট পরে আমরা রুশিয়ার সীমা অতিক্রম করিব। আপনি সাহায্য না করিলে আমার উদ্ধার প্রাপ্তির কোন আশা নাই। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নরহত্যা করি নাই, চুরী করি নাই, কোন হীন কায করি নাই। আমি আপনাকে আর কিছু বলিতে পারি না।"

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে মুদ্রাগুলি কুড়াইতে লাগিল—বেঞ্চের নিম্নে হাত দিয়া খুঁজিয়া, কক্ষের কোণ অবধি দেখিয়া সে সেগুলি কুড়াইল এবং তাহার পর সেগুলি কার্পেটের উপর পতিত ব্যাগে পুরিয়া ব্যাগটি কাউণ্টেসকে ফিরাইয়া দিল ও কামরার অপর কোণে যাইয়া বসিল।

উভয়ে নীরব ও নিশ্চল। ভয়ে বাকশক্তিবর্জ্জিতা, গতিহীনা ও মূর্চ্ছিতাপ্রায় কাউণ্টেস ক্রমে ক্রমে একটু সুস্থ হইতে লাগিলেন। আর আগন্তুক স্থির-দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ—যেন সে মৃত। কাউণ্টেস মধ্যে মধ্যে তাহার দিকে চাহিতেছিলেন। তাহার বয়স, বোধ হয়, ত্রিশ বৎসর হইবে, সে রূপবান ও দেখিলে ভদ্র সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে হয়।

ট্রেণ রজনীর গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিল—মধ্যে মধ্যে শ্রবণবধিরকর হুইশল শ্রুত হইতে লাগিল—এক এক বার ট্রেণের গতি একটু মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, তাহার পর ট্রেণ আবার বেগে চলিতে লাগিল। ধীরে ধীরে গতি মন্দ করিয়া—উপর্য্যুপরি কয় বার হুইশল দিয়া ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়াইল।

আইভান প্রভুপত্নীর কামরার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাউণ্টেস মেরী আর এক বার তাঁহার রহস্যাচ্ছন্ন সহযাত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার পর কম্পিতকণ্ঠে ভৃত্যকে বলিলেন, "আইভান, তুমি কাউণ্টের কাছে ফিরিয়া যাও, তোমার আমার সহিত যাইবার প্রয়োজন নাই।"

আইভান বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তাহার বড় বড় চক্ষু মেলিয়া প্রভুপত্নীর দিকে চাহিল, তাহার পর তোতলার মত বলিল, "কিন্তু—কিন্তু—"

কাউণ্টেস বলিলেন, "তোমার আমার সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি আমার সঙ্কল্প-পরিবর্ত্তন করিয়াছি। তুমি রুশিয়ায় থাক।"

"তিনি তাহাকে কতকগুলি মুদ্রা দিয়া বলিলেন, তোমার ফিরিয়া যাইবার ভাড়া। আমাকে তোমার লবেদা ও টুপীটা দাও।"

নির্ব্বাক বৃদ্ধ ভৃত্য টুপী ও লবেদা খুলিয়া দিল। সে প্রভুপত্নীর নানারূপ খামখেয়ালী আজ্ঞা পালন করিয়া করিয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সে চলিয়া গেল।

ট্রেণ রুশিয়ার সীমান্ত প্রদেশে ছুটিয়া চলিল।

কাউণ্টেস তাঁহার সঙ্গীকে টুপী ও লবেদা দিয়া বলিলেন, "এই তোমার পোষাক লও। তুমি আমার ভৃত্য আইভান নামে পরিচিত হইবে। কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে—তুমি কখন আমার সহিত কথা কহিবে না—আমাকে ধন্যবাদও দিবে না।"

কোন কথা না বলিয়া আগন্তুক মস্তক নত করিল।

অল্পক্ষণ পরে ট্রেণ আবার থামিল। সমস্ত বাড-কর্ম্মচারীরা ট্রেণের কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা যে সব কাগজ দেখিতে চাহিলেন, কাউণ্টেস সে সব তাঁহাদিগকে দেখাইলেন; তাহার পর কামরার এক কোণে উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার ভৃত্য আইভান।"

"এই উহার পাসপোর্ট," বলিয়া তিনি আইভানের ছাড়পত্র কর্ম্মচারীদিগকে দেখাইলেন।

আবার ট্রেণ চলিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি দুই জন এক কামরায়—উভয়েই নির্ব্বাক্।

প্রভাতে জার্ম্মাণীর একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে অপরিচিত ব্যক্তি কামরা হইতে নামিয়া যাইয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি (কথা বলিয়া) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলাম। কিন্তু আমার জন্য আপনার ভৃত্য চলিয়া গিয়াছে; তাহার কায করা আমার কর্ত্তব্য। আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

কাউণ্টেস বলিলেন, "যাও—আমার দাসীকে পাঠাইয়া দাও।"

সে চলিয়া গেল।

যখনই কাউণ্টেস কোন আহার-গৃহে প্রবেশ করিতেন, তখনই দেখিতে পাইতেন, সে দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ক্রমে তিনি মেমটোনে আসিলেন।

এক দিন আমি আমার অধ্যয়ন-কক্ষে রোগী দেখিতেছিলাম। এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, "ডাক্তার, আমি কাউণ্টেস মেরী বারানোর সংবাদ লইতে আসিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি আর রুশিয়ায় ফিরিবেন না।"

আগন্তুক কাঁদিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি কাউণ্টেসকে বলিলাম, এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সংবাদ লইতে আমার কাছে গিয়াছিল। শুনিয়া তিনি যেন ব্যথিত হইলেন এবং এতক্ষণ আমি যাহা বলিলাম, তাহাই আমার নিকট বিবৃত করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "এই অপরিচিত ব্যক্তি ছায়ার মত আমার অনুসরণ করে; আমি যখনই বাহিরে যাই, তখনই তাহাকে দেখিতে পাই; সে বিস্ময়কর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকে; কিন্তু সে কখন আমার সহিত কথা বলে না।"

একটু কি ভাবিয়া তিনি আবার বলিলেন, "জানালার নিম্নে চাহিয়া দেখুন।"

সোফা হইতে উঠিয়া তিনি জানালার পর্দা সরাইলেন। আমি দেখিলাম, যে লোকটি আমার কাছে গিয়াছিল, সে সম্মুখে বাগানে বেঞ্চের উপর বসিয়া হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া সে উঠিল এবং এক বারও ফিরিয়া না চাহিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে আমি এই অদ্ভুত অভিনয়ে দুই জন অপরিচিতের ভালবাসার ব্যাপারে লিপ্ত ছিলাম।

উদ্ধার পাইয়া লোকটি চিরজীবন কৃতজ্ঞ ও ভক্তের মত কাউণ্টেসকে ভালবাসিত। সে প্রতিদিন আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিত, "তিনি কেমন আছেন?" আর প্রতিদিন সে কাউণ্টেসকে অধিকতর দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ দেখিয়া কাঁদিত।

কাউণ্টেস আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি এক বার মাত্র এই অদ্ভুত লোকটির সহিত কথা কহিয়াছি; তবুও মনে হয়, যেন সে আমার কতদিনের পরিচিত।"

দুই জনে সাক্ষাৎ হইলে সে মস্তক নত করিত, আর কাউণ্টেসের অধর-প্রান্তে গম্ভীর মধুর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিত। আমি জানিতাম, এইরূপ অবিচলিত, ভক্তিপূর্ণ, কবিত্বময় ভালবাসা লাভ করিয়া মরণাহতা কাউণ্টেস সুখী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্নত সঙ্কল্পানুসারে তিনি কখন তাহাকে কাছে আসিতে দিতে, এমন কি তাহার সহিত কথা কহিতে বা তাহার নাম জানিতেও স্বীকৃতা ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "না! না! তাহা হইলে আমাদিগের এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। আমরা পরস্পরের সহিত অপরিচিতই থাকিব।"

আর সে-ও কখন তাঁহার নিকটে আসিবার চেষ্টা করে নাই। সে ট্রেণের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল।

সময় সময় অতি দুর্ব্বল কাউণ্টেস সোফা হইতে উঠিয়া জানালার পর্দ্দা সরাইতেন, সে নিম্নে বসিয়া আছে কি না দেখিতেন। যখন দেখিতেন, সে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে, তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া সোফায় বসিতেন—তাঁহার অধর-প্রান্তে ক্ষীণ হাসি দেখা যাইত।

এক দিন প্রভাত ছয়টার সময় কাউণ্টেসের মৃত্যু হইল। আমি হোটেল হইতে বাহিরে আসিলেই বিষাদ-বিকৃতানন সেই অপরিচিত ব্যক্তি আমার নিকটে আসিল। সে ইতোমধ্যেই সংবাদ পাইয়াছে!

সে বলিল, "আমি আপনার উপস্থিতিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে দেখিতে চাহি।"

তাহার হাত ধরিয়া আমি আবার কাউণ্টেস যে কক্ষে থাকিতেন, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

মৃতার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া যে তাঁহার একখানি হাত তুলিয়া ধরিয়া তাহা চুম্বন করিল। সে চুম্বন কি দীর্ঘ!

তাহার পর সে পাগলের মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল।*

* গীদে মোপাসার ফরাসী গল্প।